অতীত চিত্রে চট্টগ্রাম

শেখ শওকত কামাল

অতীত চিত্রে চট্টগ্রাম

লেখক : শেখ শওকত কামাল

প্রচ্ছদ ও সম্পাদনা: লেখক

স্বপ্রকাশিত ও অবাণিজ্যিক

প্রথম সংস্করণ : ২৬শে জুলাই , ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

ISBN

978-984-35-4629-6

উৎসর্গ —

সেই সব শিল্পীদের, যাদের আঁকা ছবির মাধ্যমে আমাদের অতীতকে আজ দেখতে পাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা —

ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অফিস , ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম, ক্রিসটিস ও বানহাম অকশন লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া - প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনিপুণ রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলের জন্য আজও এ শহরের অতীত ছবি ও নথিপত্র গুলো সেখানে অক্ষত ভাবে টিকে আছে ।

Google book, archive.org, Find my past, India office family history search, Families in British India Society (FIBIS), Abhiekh patal - অনলাইন ভিত্তিক এ সকল তথ্যসেবা কেন্দ্র হতে শত বছরের পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ বই ও রেকর্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে ।

মিসেস **রেবতী মান**, কিউরেটর , ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম - একজন সহানুভূতিশীল মানুষ , যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত চট্টগ্রাম শহরের ১৮ টি পুরাতন দৃশ্যপটের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে ।

মিসেস **ডেবরা ক্লিফ** ও মিসেস **অ্যানাবেল কিশোর**, ওল্ড পেইন্টিং স্পেশালিস্ট বানহাম এবং ক্রিসটিস অকশন হাউজ - এ দুইজন মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুরাতন অকশন ক্যাটালগ হতে এ শহরের কিছু পুরাতন ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে ।

মিস্টার **জুয়েল দাস** - বন্ধুবৎসল এই মানুষটি মিস্টার রেড ফোর্ট ও মিসেস মারিয়া ফারিংটন এর লেখা চিটাগং ক্রিশ্চিয়ান সিমেট্রির ডেথ রেজিস্টার এর একটি দুর্লভ কপি সংগ্রহে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ।

অধ্যাপক **প্রণব মিত্র চৌধুরি**, চারুকলা ইনস্টিটিউট ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জনাব **বিভাস পাল**, আইটি অফিসার, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি- এ দুজন সহৃদয়বান মানুষ সেকালের ছবিতে দৃশ্যমান একটি পুরাতন মন্দির শনাক্তে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

জনাব **প্রবাল দে**, সভাপতি, চট্টগ্রাম কালেক্টর সোসাইটি - একজন খ্যাতিমান পুরাতন জিনিসের সংগ্রাহক ও সদালাপী এবং ভীষণ উপকারী ব্যক্তি। চট্টগ্রামের কিছু দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের বই সরবরাহ করে এই বইটি তৈরির কাজে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রভাষক **মোহাম্মদ বশির উল্লাহ সাইমুম**, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মেরিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ- চট্টগ্রামের ইতিহাস অনুরাগী ও অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। মরহুম খান বাহাদুর হামিদুল্লাহের লেখা "আহাদিসুল খাওয়ানিন" বইটির বাংলা সংকলনটি সরবরাহ করে এই বই তৈরির কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া অতীতকালে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত হাতির 'পিলখানা' স্থানটি শনাক্তে সাহায্য করেছেন।

প্রয়াত ডক্টর **শামসুল হোসাইন**- "ইটারনাল চিটাগং" এবং "Muslim Monuments of Chittagong" বইগুলোর রচয়িতা। একজন ইতিহাস অনুরাগী ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। করোনা অতিমারির কালে তাঁর সাথে পরিচয়, তাই ইচ্ছে থাকলেও সামনাসামনি দেখা করা হয়নি। তবে চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে ফোনে তাঁর সাথে বিস্তর আলাপ হতো। প্রায়শ স্নেহমাখা উপদেশে বইটি তৈরিতে উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন -এই বইটির শেষ দেখে যেতে পারবেন কিনা! আজ বইটির কাজ শেষ, কিন্তু তিনি নেই।

ভূমিকা —

সময়ের আস্তাকুঁড়ে কালের সাক্ষী হয়ে পরে থাকা পুরাতন নথিপত্র, চিত্রকর্ম, পুরাকীর্তি ইত্যাদির মাঝে মানুষ তার হারানো অতীতকে খোঁজে। ইতিহাস রচনার এই উপকরণগুলোর মাঝে অতীত চিত্রকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। কথায় বলে, একটি ছবির মাঝে হাজারো শব্দমালায় লেখা বার্তা লুকিয়ে থাকে। তাই দৃশ্যপট, মানচিত্র ইত্যাদি চিত্রকর্মের সাহায্যে কালের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা সম্ভব। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনা বহুকাল আগে থেকেই হয়ে আসছে। তবে এই ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসেবে চিত্র কর্মের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। এর একটি যুক্তিসংগত কারণ হতে পারে, আজ অতীতকালের যে ছবিগুলো আমরা বিভিন্ন মাধ্যম হতে সহজেই পাচ্ছি তা হয়ত আমাদের পূর্বের ইতিহাসবিদদের কাছে অজানা অথবা দুষ্প্রাপ্য ছিল। এ যাবৎকালে চট্টগ্রাম শহরের অতীত দৃশ্যপটের সবচেয়ে পুরাতন যে সকল ছবি পাওয়া গেছে তার সবগুলোই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে (১৭৬০- ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) আঁকা হয়েছিল। মুঘল অথবা সুলতানি আমলে এ ধরনের আঁকা কোন ছবি এখনও পাওয়া যায়নি। এই ছবিগুলোর পাশাপাশি শত বছরের পুরাতন বই পত্রে এমন কিছু স্কেচ দেখা যায়, যা চট্টগ্রামের অতীতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে চট্টগ্রামের পুরাতন কিছু মানচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে এ অঞ্চলের অতীতের অনেক অজানা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

শত বছরের পুরাতন চট্টগ্রামের বিভিন্ন দৃশ্যপট ও বিষয়ভিত্তিক ছবি এবং মানচিত্র হল এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু। বিভিন্ন উৎস হতে এ ধরনের আঁকা ছবি ও মানচিত্র এই বইটিতে সংযোজিত করে চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পুরাতন যে সব ছবিগুলোর বিষয়বস্তু চট্টগ্রাম সম্পর্কিত নয় অথবা এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রয়েছে, সেই সকল ছবিগুলো সংগত কারণেই এই বইটিতে সংযোজিত হয়নি। অতীতের চিত্রগুলোকে তুলে ধরার পাশাপাশি ছবিগুলোর দৃশ্যপটের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন এবং চট্টগ্রাম শহরের পুরাতন

মানচিত্রগুলোতে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় ও ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে দুর্লভ নথিপত্র হতে অনুসন্ধানী তথ্য সংগ্রহ - এ জাতীয় কিছু গবেষণা ধর্মী কাজের ছাঁপ এ বইয়ে রয়েছে । এছাড়া চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শত বছরের পুরাতন কিছু ফটোগ্রাফিক চিত্র এই বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে ।

ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি নিজের নস্টালজিক মনের তাড়নায় মাঝে মধ্যে চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হতো । ২০১৫ সালে অনলাইনে চট্টগ্রাম শহরের কিছু পুরাতন আঁকা ছবি চোখে পড়লে, নিজের মাঝে এরকম আরো ছবি সংগ্রহের আগ্রহ সৃষ্টি হয় । এরই জেরে ২০১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যম হতে চট্টগ্রাম শহরের বেশ কিছু পুরাতন ছবির ও মানচিত্রের কপি সংগ্রহ করা হয় । সেই সাথে ছবিগুলোর দৃশ্যপটের স্থান নির্ণয়ের কাজও চলছিল । এক পর্যায়ে মনে হল, এই ছবিগুলো চট্টগ্রামবাসীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন । এ দায়িত্ববোধ থেকেই ২০১৯ সাল হতে এই বই তৈরির কাজ শুরু হয় । পেশাগত জীবনের ব্যস্ততা, মাঝে করোনা অতিমারি , প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ধীরগতি, লেখালেখির কাজে নিজের অনভ্যস্ততা - এ সকল কারণে বইটি রচনা করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে । বইটি যাতে পাঠক বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্যে বইটি কাগজে মুদ্রণ না করে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশিত করা হয়েছে । যদিও অপেশাদারি ও অনভ্যস্ত হাতে লেখা এই বইটির ভাষার বর্ণনা শৈলী সাহিত্য-মনা পাঠকের কাছে কাঁচা কাজ বলে মনে হতে পারে, তবে বইটিতে অতীতের চিত্রকর্মগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকা সেকালের চট্টগ্রামের ইতিকথাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি করা হয়েছে ।

২৬ শে জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

ডা. শেখ শওকত কামাল, এমবিবিএস এফসিপিএস
নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জন ।
বাড়ি- ৩৬, রোড- ২, ব্লক- বি,
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম ।
drshawkatent@gmail.com

সূচিপত্র

সীমারেখার বিবর্তন —

ইংরেজ কোম্পানি আমলের পূর্বে ইউরোপীয় বিখ্যাত মানচিত্রকারদের তৈরি অধিকাংশ মানচিত্রগুলোতে চট্টগ্রামের অবস্থান উল্লেখ থাকলেও এর সীমারেখার বিস্তৃতি উল্লেখ করা হয়নি। ১৬৬৪-৬৫ সালে ডাচ মানচিত্রকার জোঁয়া ব্লাউয়ের তৈরি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা সমন্বিত মানচিত্রে মুঘলদের অধিকৃত চট্টগ্রামের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-১]**। তবে এই মানচিত্রের বিতর্কিত বিষয় হলো, এর নির্মাণকাল মুঘল আমলের দাবি করা হলেও ১৬৬৬ সালে মুঘলদের দ্বারা চট্টগ্রাম দখল হওয়ার পূর্বে এই মানচিত্রটির নির্মাণকাল (১৬৬৪-৬৫ সাল) দেখানো হয়েছে এবং চট্টগ্রাম অংশে বর্ণিত তথ্য উপাত্ত গুলো মুঘলদের আগে আরাকান শাসন আমলের বলে অনুমিত হয় **[Ref.-1]**। এরপরেও এর উল্লেখযোগ্য দিকটি হল এটি সম্ভবত ইউরোপীয় মানচিত্রকারদের তৈরি প্রথম মানচিত্র, যেখানে মুঘল আমলে চট্টগ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণের সীমারেখার ধারণা দেওয়া হয়েছিল।

১৭৬০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন বাংলার নাজিম মীর মোহাম্মদ কাশেম খান ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রাম (তৎকালীন ইসলামাবাদ), মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে **[Ref.-2]**। চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির প্রথম চিফ হ্যারি ভেরেলস্ট তৎকালীন মুঘল শাসকের কাছ থেকে চট্টগ্রামের যে সীমানা বুঝে পেয়েছিলেন তা ছিল - উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে খুরুশকুল নদী (বর্তমান কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে

চিত্র-১: ১৬৬৪-৬৫ সালে ডাচ মানচিত্রকার জোঁয়া ব্লাউয়ের তৈরি মুঘল সাম্রাজ্যের মানচিত্রে পূর্ব ও দক্ষিণের সীমারেখাসহ চট্টগ্রামের অবস্থান। মানচিত্রের সূত্র: oldmapsonline.org

প্রবাহিত নদী) পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য অঞ্চল যা চট্টগ্রামকে আরাকান থেকে বিভক্ত করেছে **[Ref.-3]**। সীমানার এই বিস্তৃতির সাথে এ অঞ্চলে মুঘল আমলের শুরুতে ডাচ মানচিত্রকার জোঁয়া ব্লাউয়ের মানচিত্রে দৃশ্যমান চট্টগ্রামের সীমারেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় মুঘল আমলের পুরো সময় জুড়ে চট্টগ্রামের সীমারেখা অনেকটাই অপরিবর্তিত ছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের দায়িত্ব নেওয়ার পর রিচার্ড, রিচি ও প্লেইস্টেট প্রমুখ ইংরেজ সার্ভেয়ারদের দ্বারা ১৭৬১-১৭৭২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের সমুদ্রতীর ও সীমানার বিস্তৃতির উপর বেশ কিছু জরিপ কার্য পরিচালনা করে । এসব জরিপের তত্ত্ব উপাত্ত নিয়ে ১৭৭৩ সালে তৎকালীন ইংরেজ সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল চট্টগ্রামকে বিভিন্ন চাকলায় ভাগ করে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করেন **[Ref.-4]** । এই মানচিত্রে দেখা যায় চট্টগ্রামের উত্তরের সীমারেখা ফেনী নদী বরাবর সমান্তরালে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে চীনগ্রী/চেঙ্গী (বর্তমান খাগড়াছড়ি পার্বত্য উপজেলার মধ্য দিয়ে বহমান একটি নদী) নদীতে মিশেছে । পূর্বের সীমারেখা চীনগ্রী /চেঙ্গী নদী নদী বরাবর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তখনকার কর্ণফুলী নদীর উপনদী - রাঙ্গামাটি , কাপ্তাই হয়ে রাজঘাট (লোহাগাড়া উপজেলার পূর্ব দিকের একটি অঞ্চল) এর পূর্ব দিক দিয়ে মোটামুটি উলম্বভাবে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে রেজু নদীতে মিশেছে । আর দক্ষিণের সীমানা ছিল রেজু নদী পর্যন্ত বিস্তারিত । ১৭৭৬ সালে রেনেলের তৈরিকৃত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মানচিত্রে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সীমারেখার একই অবয়বের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় **[চিত্র-২]** । এই মানচিত্রগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় - বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সমূহের অধিকাংশ জায়গা তখন ইংরেজ শাসনের বাইরে ছিল । পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের এই উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্বের সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে দেখা যায় ।

ইংরেজ কোম্পানি চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভের প্রথম বছর হতেই তাদের ব্যবসায়িক উন্নতির স্বার্থে পার্শ্ববর্তী তৎকালীন আরাকান শাসকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শুরু করে **[Ref.-5]** । এই যোগাযোগ এবং সে সময়ের বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের দক্ষিণের সীমানা প্রকৃতপক্ষে নাফ নদী পর্যন্ত বিস্তৃতির বিষয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছিল **[Ref.-6]** ।

চিত্র-২: ১৭৭৬ সালে রেনেলের তৈরিকৃত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মানচিত্রে ভৌগোলিক সীমারেখা সহ চট্টগ্রামের অবস্থান। এই মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়, বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সমূহের অধিকাংশ জায়গা তখন ইংরেজ শাসনের বাইরে ছিল। মানচিত্রের সূত্র: oldmapsonline.org

অপরদিকে কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের পূর্ব সীমানা ধীরে ধীরে আরো পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয় । স্মরণাতীত কাল হতে চট্টগ্রামের সমতলে বসবাসকারী বাঙালিদের সাথে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল । পাহাড়ি অঞ্চলে তখন লবণ, শুঁটকি মাছ, গুড়, মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র, হাঁস- মুরগি- ছাগল ইত্যাদির উৎপাদন হত না ; এগুলো সমতল ভূমি হতে পাহাড়ি জনপদে সরবরাহ করা হতো; আর বিনিময়ে পাহাড় হতে তুলা, বাঁশ, বেত, মধু, আদা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হতো **[Ref.-7]** । পাহাড়ি জনপদের জন্য এই ব্যবসায়িক লেনদেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এইসব জনপদের প্রধানরা তৎকালীন মুঘল শাসকদের এই ব্যবসা উপলক্ষ্যে নিয়মিত কর প্রদান করতেন । পুরাতন নথিপত্রে ১৭১৫ সালে চট্টগ্রামের মুঘল নায়েব সুবা ওয়ালী বেগ খাঁর সাথে সেসময়কার চাকমা প্রধান জলিল খানের ব্যবসায়িক কর প্রদানের চুক্তি হতে দেখা যায় **[Ref.-8]** । এখানে উল্লেখ্য যে, মুঘল আমলে চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রধানরা মুসলিম নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন । যদিও তাঁরা ইসলাম ধর্ম চর্চা করতেন না । এই প্রচলন বাংলার সুলতানি আমলে আরাকানের রাজাদের মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়, যারা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হয়েও সেই সময়ের সুলতানদের অধীনস্থতা প্রকাশের জন্য নিজেদের মুসলিম নাম ব্যবহার করতেন । মুঘল আমলে এই রাজস্ব পাহাড়ে উৎপাদিত তুলার মাধ্যমে আদায় করা হত । সম্ভবত সেজন্যে মুঘলদের রাজস্ব খাতায় এই অঞ্চলের নাম ছিল ‘কাপাস মহল’ **[Ref.-9]** । মাঝে কিছুকাল এই কর দেয়া বন্ধ রাখলেও প্রায়ই নিয়মিত ভাবে মুঘল আমল থেকে চাকমা প্রধানরা এই কর প্রদানের প্রচলন চালু রেখেছিলেন । ইংরেজরা যখন চট্টগ্রামের ক্ষমতা নেয় তখন চাকমা প্রধান ছিলেন শের দৌলত খান । তিনি ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত পুরাতন নিয়মে নিয়মিত কর প্রদান করে আসলেও ১৭৭৬ সাল থেকে কর দেয়া বন্ধ করে দেন, উপরন্তু রাঙ্গুনিয়া উপজেলার আশপাশ অঞ্চলে নিজের সিলমোহরে জমি বরাদ্দ দিতে থাকেন **[Ref.-10]** । সেই সময়ে চাকমা প্রধানদের বাসস্থান ছিল রাঙ্গুনিয়া উপজেলার 'রাজানগর' নামক স্থানে । তাঁর এই কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তৎকালীন চট্টগ্রামের কোম্পানি প্রধান ফ্রান্সিস ল তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন ।

তাঁর উত্তরসূরি জান বক্স খান কিছুকাল অনিয়মিত ভাবে কর আদায় করলেও বেশিরভাগ সময়ই ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। জান বক্স খানকে গ্রেফতারের জন্য ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড এলারকার বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু প্রতিবারই সফলতার সাথে জান বক্স খান চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেফতারে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানি সরকার চট্টগ্রামের সমতল হতে পাহাড়ি অঞ্চলে পণ্য সরবরাহের সব পথ বন্ধ করে দেয় **[Ref.-11]**। এতে পাহাড়ি জনপদে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দারুণ অভাব সৃষ্টি হয়। অবশেষে অনেকটা বাধ্য হয়েই ১৭৮৭ সালে জান বক্স খান কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানি সরকারের অধীনস্থতা স্বীকার করে নিয়মিত কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন **[Ref.-12]**। অপরদিকে ১৭৫৬ সালে মুঘলদের দ্বারা চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে বিতাড়িত দক্ষিণ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের মারমা বোমাং জনপদের প্রধান কাং- লা -প্রু ১৭৭৪ সালের পর তৎকালীন আরাকানের শাসক কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে পুনরায় ইংরেজ কোম্পানি শাসিত দক্ষিণ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন **[Ref.-13]**। এর কিছু কাল পর ১৭৮২ সালে মং গোত্র প্রধান ম্রাচাই আরাকানের পালাংখিয়ং এলাকা থেকে তাঁর গোত্রের লোকদের নিয়ে চট্টগ্রামের মাতামুহুরী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন **[Ref.-14]**। মোটামুটি ভাবে আঠারো শতকের শেষের দশকে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত চাকমা, মারমা ও মং গোত্র প্রধানদের কর দানে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে এ সকল গোত্র প্রধানদের অধীনে থাকা বিশাল ভূখণ্ডের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এর ফলে চট্টগ্রামের পূর্ব পাশের সীমারেখা পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তবে প্রথমদিকে এ সকল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে সঠিকভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। অপরদিকে এই পাহাড়ি অঞ্চলে এমন কিছু গোত্রের মানুষ ছিল, যারা নিজেদের গোত্র প্রধান ছাড়া অন্যকে শাসক হিসেবে মেনে নিত না। এ সকল কারণে চট্টগ্রামের মানচিত্রে পূর্ব সীমারেখা দীর্ঘকাল অস্পষ্ট থেকে যায়। ১৮১৫-১৬ সালের জরিপের পর লেফটেন্যান্ট জন চিপের তৎকালীন চট্টগ্রামের মানচিত্রে দক্ষিণের সীমারেখার বিস্তৃতি নাফনদী পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হলেও পূর্বের সীমারেখার অস্পষ্টতা লক্ষণীয় **[চিত্র-৩]**।

চিত্র-৩: ১৮১৫- ১৬ সালের তৈরি লেফটেন্যান্ট জন চিপের চট্টগ্রামের মানচিত্রে দক্ষিণের সীমারেখার বিস্তৃতি নাফনদী পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে তৎকালীন চট্টগ্রামের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের সীমারেখার অস্পষ্টতা লক্ষণীয়। মানচিত্রের সূত্র: ব্রিটিশ লাইব্রেরি।

১৮৬১ সালে ইংরেজ কোম্পানির সার্ভেয়ার ও'ডনিলের জরিপ কাজের পরে তৎকালীন ত্রিপুরা ও কাছাড়ের পার্বত্য এলাকার কিছু অংশ চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত হয়। এই জরিপ কাজের সমাপ্তির পরে ১৮৬৬ সালে তৈরি মানচিত্রে পূর্ব সীমারেখার স্পষ্ট উপস্থিতি সহ উত্তরের নতুন সীমারেখা নিয়ে চট্টগ্রাম জিলা একটি বিশাল অখণ্ড অঞ্চল হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৪]**।

চিত্র-৪: ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে তৈরি মানচিত্রে বর্তমান ভারতের মিজোরাম রাজ্যে অবস্থিত ব্লু মাউন্টেন পর্যন্ত পূর্ব সীমারেখার স্পষ্ট উপস্থিতি সহ উত্তরের নতুন সীমারেখা নিয়ে চট্টগ্রাম জিলার বিশাল ভৌগোলিক অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় । মানচিত্রের সূত্র: ব্রিটিশ লাইব্রেরি ।

যার পূর্ব সীমা বর্তমান ভারতের মিজোরাম রাজ্যে অবস্থিত ব্লু মাউন্টেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোট আয়তন ছিল ১০০৬৭.৩ বর্গমাইল, যা বর্তমান চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার

জেলার মোট আয়তনের চেয়ে ১৯৩২ বর্গমাইল বেশি ছিল **[Ref.-15]**। তবে মানচিত্রে চট্টগ্রাম জিলার এই বিশাল অখণ্ড উপস্থিতি বেশিদিন অক্ষুন্ন থাকেনি। কারণ ১৮৬০ সালের পরে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে 'চিটাগাং হিলট্র্যাক্স নামে একটি আলাদা 'নন রেগুলেশন প্রভিন্স' গঠিত হওয়ায়, পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে পরবর্তীতে মানচিত্রে নতুন সীমারেখায় চট্টগ্রাম জেলা প্রদর্শিত হতে থাকে **[চিত্র-৫]**।
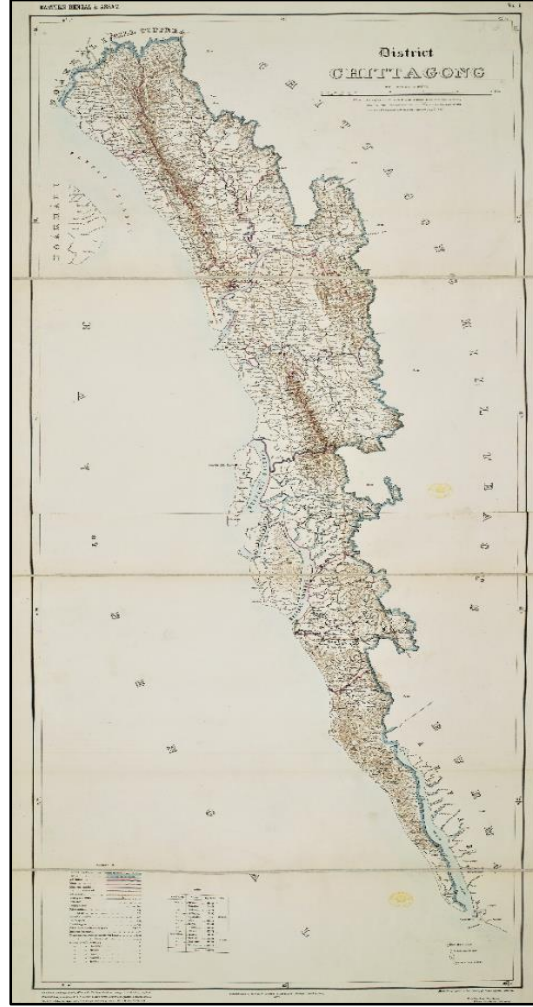
চিত্র-৫: ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার মানচিত্র। মানচিত্রের সূত্র: ব্রিটিশ লাইব্রেরি।

চট্টগ্রাম জেলার এই সীমারেখা ১৯৮৪ সালের আগ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯৮৪ সালে কক্সবাজার উপজেলাকে একটি পূর্ণ জেলায় উন্নীত করা হলে, সেসময় হতে আজ পর্যন্ত কক্সবাজার এলাকা বাদ দিয়ে মানচিত্রে নতুন সীমারেখায় চট্টগ্রাম জেলা প্রদর্শিত হয়ে আসছে।

চট্টগ্রাম জেলার পুরাতন ও বর্তমান মানচিত্রগুলোর সীমারেখা ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করলে মনে হয়, এ যেন সময়ের আবর্তে বহুকাল পরে বর্তমানে এসে পুনরায় প্রায় আড়াইশত বছর আগের সীমারেখায় থিতু হয়েছে **[চিত্র-৬]** ।

১৭৭৩ সালে চট্টগ্রাম জেলা

বর্তমান কালে চট্টগ্রাম জেলা

চিত্র-৬: ১৭৭৩ সাল ও বর্তমান কালের চট্টগ্রাম জেলার মানচিত্রের তুলনামূলক চিত্র। ১৭৭৩ সালের চট্টগ্রাম জেলার মানচিত্রের সূত্র: ব্রিটিশ লাইব্রেরি।

শহরের ইতিকথা —

বিভিন্ন সূত্র থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কার আঁকা চট্টগ্রাম শহরের তিনটি পুরাতন মানচিত্র পাওয়া গেছে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে পুরাতনটি ছিল ১৭৬৪ সালে মেরিন সার্ভেয়ার বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেটের তৈরি **[Ref.-1]** । দ্বিতীয়টি ১৮১৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন জন চিপ এবং তৃতীয়টি আনুমানিক ১৮৩০ এর দশকে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ সার্ভেয়ার এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউ তৈরি করেছিলেন **[Ref.-2, 3]**। মানচিত্রগুলোতে সমকালীন সময়ে এ শহরের বিস্তৃতি, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাসস্থান , শহরের বুকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে মানচিত্র গুলো পর্যালোচনা করলে অতীতকাল হতে এ শহরের ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভের চিত্রটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অতীতকালের এই মানচিত্রগুলোতে দেওয়া তথ্য গুলো বর্তমান মানচিত্রের সাথে তুলনা করলে বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানগুলো অতীতের বিভিন্ন সময়ে কি রকম ছিল তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল ১৭৬১ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কোম্পানির শাসন আমলের সুদীর্ঘ প্রায় ১০০ বছর সময়কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরি করা এই তিনটি মানচিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন শহরের ইতিকথাকে ধারাবাহিকভাবে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৭৬০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহর

১৭৬৪ সালে চিটাগং রিভার ও এর তীরবর্তী তৎকালীন ইসলামাবাদ শহরকে নিয়ে প্রথম মানচিত্রটি তৈরি করেছিলেন সে সময় এ অঞ্চলে কর্মরত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্ভেয়ার বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেট **[চিত্র-১]** । এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথমদিকে ইংরেজরা কর্ণফুলী নদীকে 'চিটাগং রিভার' ও চট্টগ্রাম শহরকে মুঘলদের দেওয়া 'ইসলামাবাদ' নামে অভিহিত করত ।

এ মানচিত্রে উত্তরে কাতালগঞ্জ হতে দক্ষিণে কর্ণফুলী নদী এবং পূর্বে কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই খাল হতে পশ্চিমে বর্তমান বাটালি হিল পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহরের একটি বিস্তৃত অংশের মাঝে অবস্থিত সেসময়কার ভূ প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি বিভিন্ন স্থাপনার অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে **[চিত্র-২]** । পুরাতন মানচিত্রের এই তথ্যগুলো বর্তমান মানচিত্রের সাথে তুলনা করলে আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বে এ শহরের কোন স্থান কি রকম ছিল তা সহজে অনুমান করা যায় ।
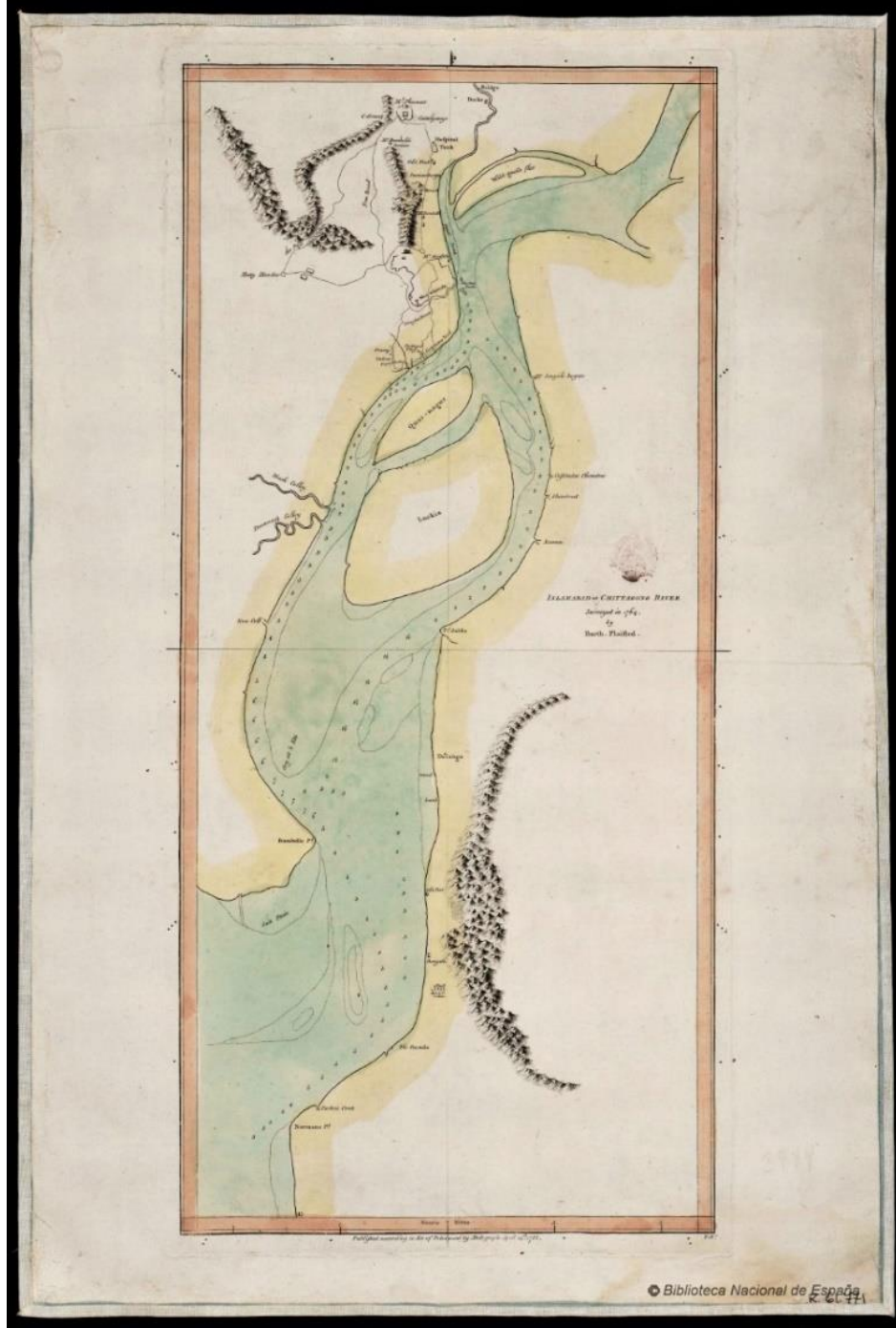
চিত্র-১: ১৭৬৪ সালে চিটাগং রিভার (কর্ণফুলী নদী) ও এর তীরবর্তী তৎকালীন ইসলামাবাদ শহরকে (চট্টগ্রাম শহর) নিয়ে সে সময় এ অঞ্চলে কর্মরত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্ভেয়ার বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেটের তৈরি হাইড্রোগ্রাফিক মানচিত্র । মানচিত্রের সূত্র: National Library of Spain.
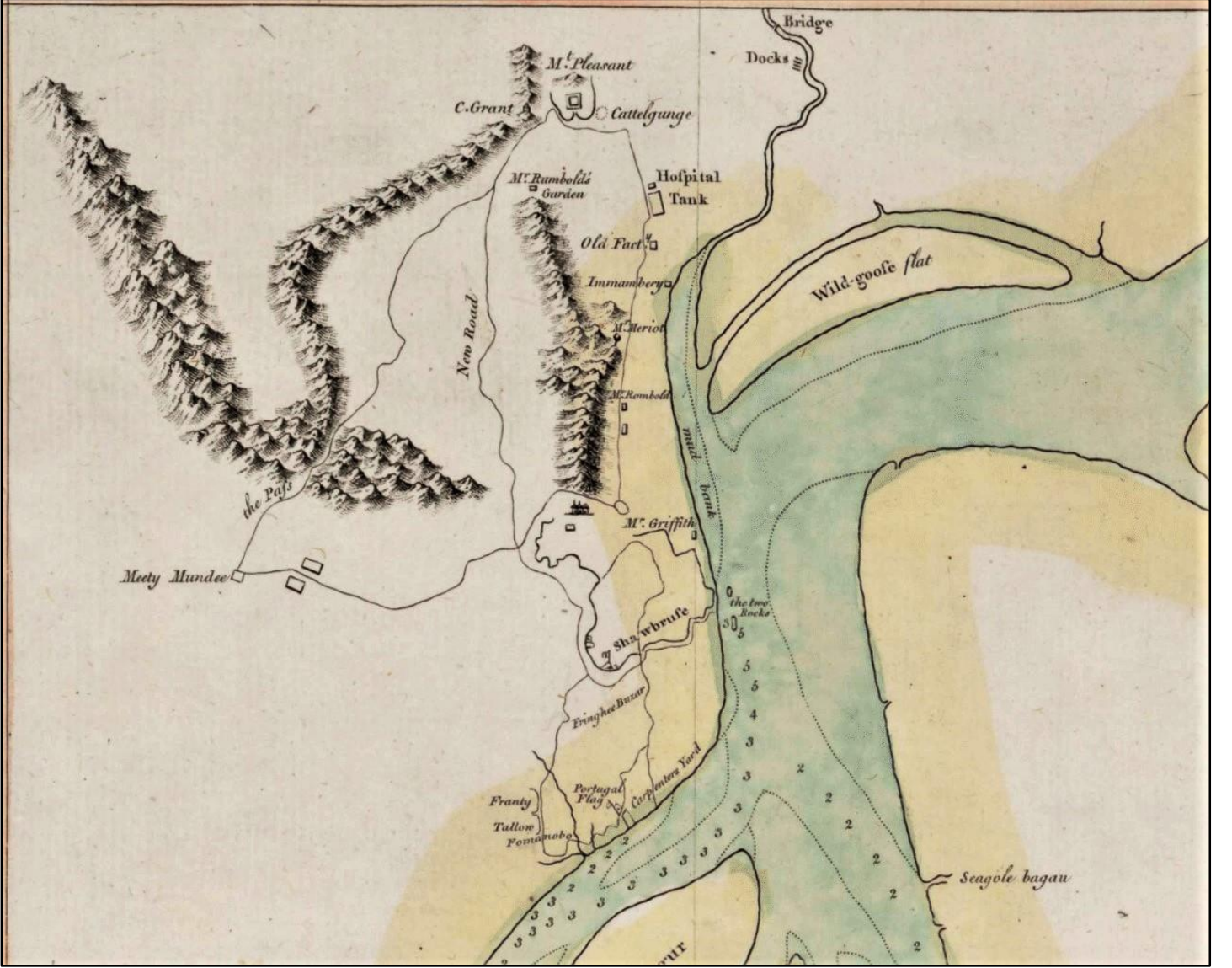
চিত্র-২: ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে চট্টগ্রাম শহরের বিস্তৃতি।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে দেখা যায় শহরের পূর্ব দিকের অনেকটা অংশ জুড়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদীর সাথে শহরের উত্তর দিক থেকে আসা একটি খালের সংযোগ রয়েছে। এই খালের সাথে বর্তমান চাক্তাই খালের উত্তর অংশের প্রবাহ পথের মিল থাকায় নিঃসন্দেহে বলা যায় মানচিত্রে চাক্তাই খালের সেসময়কার অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। সেসময় কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই

খালের মিলনস্থলটি ছিল বর্তমান চন্দনপুরায় অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কাছে। মানচিত্রে এই মিলনস্থলের পূর্ব দিকে কর্ণফুলী নদীতে জেগে ওঠা কিছু চরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই চরগুলোতে হয়ত তখন বুনোহাঁস চড়ে বেড়াতো। সম্ভবত এ কারণেই প্লেইস্টেট এই চরের নাম দিয়েছিলেন - Wild Goose Flat (বুনোহাঁসের চর)। পরবর্তী কালে এই চর আরো দক্ষিণ- পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে 'বাকুলিয়ার চর' নামে পরিচিতি পায়। সেসময় খাল ও নদীর সংযোগ স্থলের কাছে কর্ণফুলী নদী উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হচ্ছিল। যেটি বর্তমানে প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে সরে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী বাঁক তৈরি করে প্রবাহিত হচ্ছে **[চিত্র-৩]**। এখানে লক্ষণীয় যে প্লেইস্টেটের মানচিত্রটি একটি হাইড্রোগ্রাফিক মানচিত্র, যেখানে সে সময়কার কর্ণফুলী নদীর বিভিন্ন স্থানের গভীরতা ফ্যাথম এককে (১ ফ্যাথম = ৬ ফুট) দেওয়া আছে। সেই অনুযায়ী বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার, খাতুনগঞ্জ, পাথরঘাটা, বক্সিরহাট ও বাকুলিয়ার অঞ্চল সমূহের দক্ষিণ ও পূর্বের বিস্তীর্ণ এলাকা সেসময় প্রায় ৩-৫ ফ্যাথম (১৮ - ৩০ ফুট) কর্ণফুলী নদীর পানির নিচে ছিল **[চিত্র-৪]**। পরবর্তীকালে কর্ণফুলী নদীর বাঁকের এই পরিবর্তনে উত্তরপশ্চিম দিকে যেমন বিশাল স্থল ভূমি জেগে উঠেছে, ঠিক তেমনি দক্ষিণপূর্ব দিকে বোয়ালখালী উপজেলার গোমদন্ডী, শাকপুরা ইউনিয়ন; পটিয়ার উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়ন এবং কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের নদী পাড়ের বিস্তৃত অঞ্চল নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মানচিত্রে বর্তমান আন্দরকিল্লার পূর্ব পাশে পাথরঘাটা এলাকায় কর্ণফুলী নদীর মাঝে Two Rocks নামে দুটি পাথরের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৫]**।
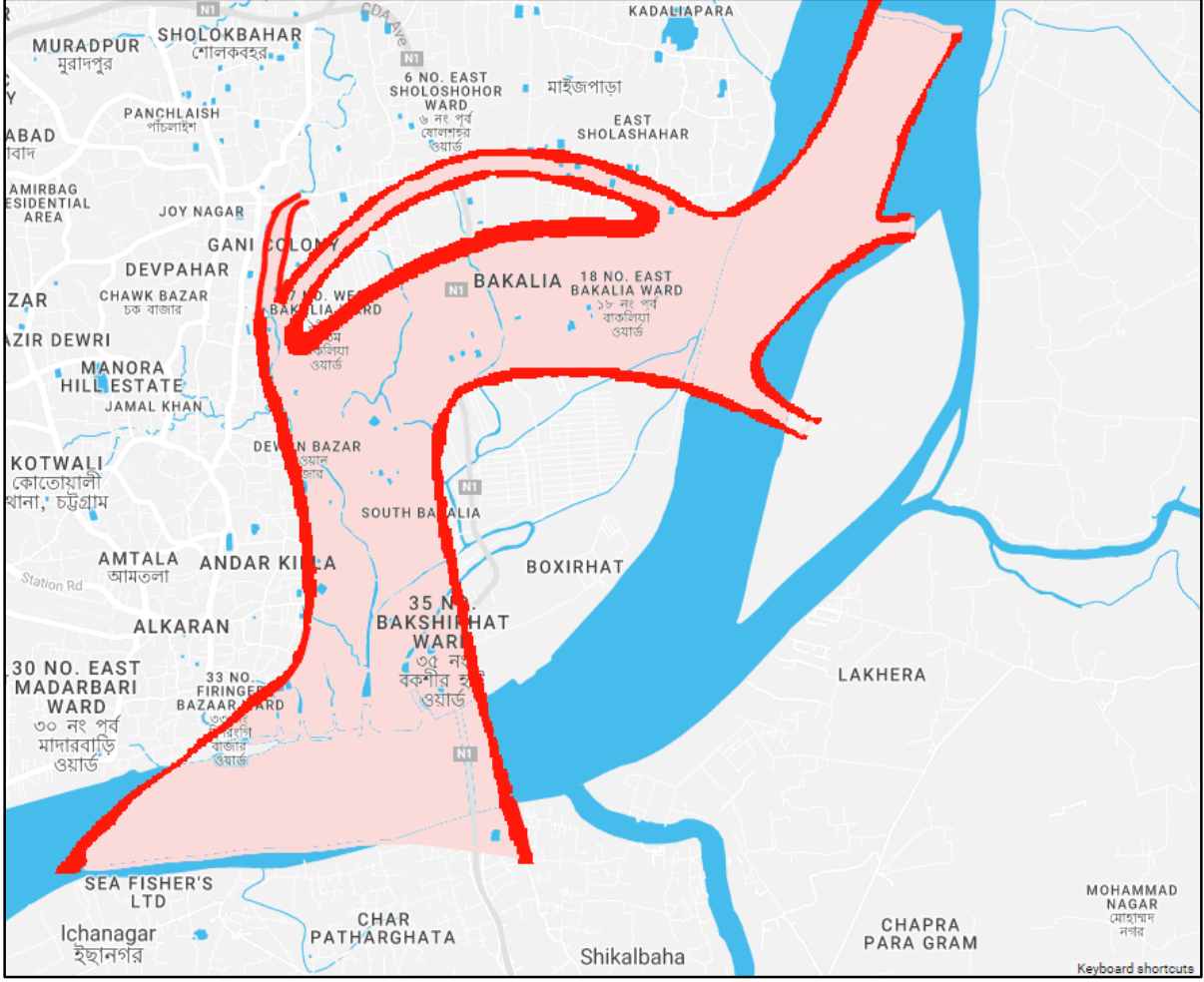
চিত্র-৩: কর্ণফুলী নদীর ১৭৬৪ সালের প্রবাহ পথের তুলনামূলক অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে লাল রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে। শহরের পূর্ব পাশে নদীর সে সময়ের উত্তর-পশ্চিম মুখি বাঁকটি বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখি বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান ফিরিঙ্গিবাজার স্থানটি ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে একই নামে বর্ণিত আছে **[চিত্র-৫]**। মানচিত্রে এই স্থানে পর্তুগিজ পতাকার উপস্থিতি বলে দেয় - সেসময় পুরো চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইংরেজদের থাকলেও এই স্থানটি পর্তুগিজদের অধিকারে ছিল **[চিত্র-৫]**। মুঘল আমলে বিদেশি বণিকেরা এই উপমহাদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন স্থান অথবা জায়গার অধিকার পেলে সেই স্থানে নিজ দেশের পতাকা উত্তোলন করতেন **[Ref.-4]**। সে

সময় সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম শহরে আগত যাত্রীরা পর্তুগিজ অধ্যুষিত এই ফিরিঙ্গি বাজারে প্রথম অবতরণ করতেন **[Ref.-5]** । মানচিত্রে ফিরিঙ্গি বাজারের দক্ষিণপূর্ব কোণে নদীর পাড় ঘেঁষে 'Carpenter yard' (কার্পেন্টার ইয়ার্ড) নামে চিহ্নিত স্থানটিতে সে সময় জাহাজ মেরামত ও তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও সামগ্রী পাওয়া যেত **[Ref.-6]** **[চিত্র-৫]** ।
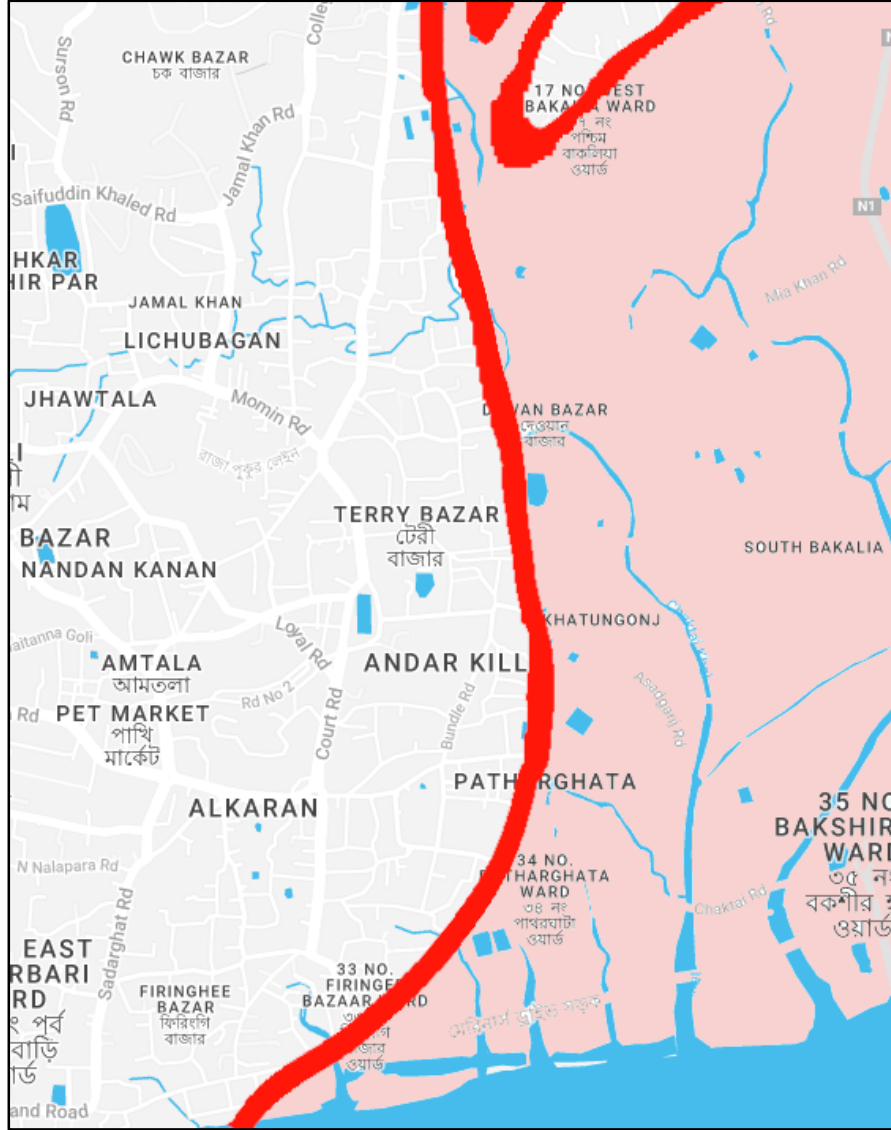
চিত্র-৪: ১৭৬৪ সালে বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেটের মানচিত্র অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের পূর্বাংশের যে সকল এলাকা কর্ণফুলী নদীর জলে নিমজ্জিত ছিল তা বর্তমান মানচিত্রে লাল রঙে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে ।

চিত্র-৫: ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে ফিরিঙ্গিবাজার ও Shawbrush (বর্তমান আন্দরকিল্লা) নামের এলাকা সমূহের চিত্র। মানচিত্রে বর্তমান পাথরঘাটা এলাকায় সে সময় কর্ণফুলী নদীর মাঝে Two Rocks নামের দুটি পাথরের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে।

ফিরিঙ্গি বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'Franty', 'Tallow', 'Fomanobo' তিনটি স্থানের নাম মানচিত্রেটিতে দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি **[চিত্র-৫]**। তবে ১৭৬৪ সালে ক্যাপ্টেন সাউদারল্যান্ড ও কমান্ডার জন হোয়াটসনের তৈরি অন্য দুটি মানচিত্রে এই স্থান গুলোর কাছে জাহাজ নির্মাণের স্থাপনা (bankshall) দেখতে পাওয়া যায় **[Ref.-7]**।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে ফিরিঙ্গি বাজারের উত্তরে "Shawbrush" নামের একটি স্থান উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৫]**। Shawbrush শব্দের বাংলা অর্থ 'কুঁজবন'। বর্তমান মানচিত্রের সাথে মেলালে এটি আন্দরকিল্লার স্থানকে নির্দেশ করে। সম্ভবত সে সময় আন্দরকিল্লার আশপাশে অবস্থিত বিভিন্ন পাহাড় ও গাছপালা গুলো একসাথে দূর থেকে কুঁজবনের মত দেখাতো বলে এই স্থানটি shawbursh নামে পরিচিতি পেয়েছিল। সেসময় সমুদ্রগামী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে চাইলে নাবিকরা সমুদ্র থেকে চট্টগ্রাম উপকূলে দৃশ্যমান পাঁচটি বড় গাছকে চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতেন **[Ref.-8]**। ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূল নিয়ে বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেটের তৈরি অপর একটি মানচিত্রে এই পাঁচটি গাছের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৬]**। যার মাঝে তিনটি ছিল Shawbrush স্থানে। সম্ভবত অপর দুটি গাছের একটি ছিল বর্তমান বাটালি হিলের উত্তরপশ্চিম কোণে এবং আরেকটি ছিল কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ কূলে বর্তমান আনোয়ারা উপজেলার বটতলী ইউনিয়নে অবস্থিত পাহাড়ের উপর। গাছগুলোর নাম ছিল Kittasol tree । Kittasol একটি পর্তুগিজ শব্দ যার অর্থ 'ছাতা' অথবা 'ছাতা সদৃশ বস্তু' **[Ref.-9]**। তবে কর্ণফুলী নদীর উত্তরে বাটালি হিল ও দক্ষিণে অবস্থিত আনোয়ারার বটতলী ইউনিয়নে অবস্থিত গাছগুলোর অভিন্ন নাম নাবিকদের মাঝে যাতে কোনো জটিলতা সৃষ্টি না করে, সেজন্য প্লেইস্টেট বাটালি হিলের গাছটিকে Umbrella tree ও আনোয়ার বটতলী ইউনিয়নের গাছটিকে Kittasol tree নামে ডাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পর্তুগিজ ভাষায় এই গাছ গুলোর নামকরণ হওয়ায় ধারণা করা যায়, ইংরেজদেরও পূর্বে এই গাছগুলো পর্তুগিজ নাবিকরা চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করতেন। Shawbrush স্থানের সর্ব দক্ষিণের পাহাড়টি সেসময়ের

নথিপত্রে Shawbrush hill নামে পরিচিত ছিল **[Ref.-10]** । যা বর্তমানে 'পরীর পাহাড়' অথবা 'কোর্ট হিল' নামে পরিচিত । মানচিত্রে এই পাহাড়ের উপরে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্ল্যাগের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । ১৭৭৮ সালের পুরাতন নথিপত্রে দেখা যায়, এ পাহাড়ে সেসময় ত্রিপুরায় কোম্পানির কালেক্টর হিসেবে কর্মরত থমাস ডুগাল্ড ক্যাম্পবেল একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন **[Ref.-11]** ।
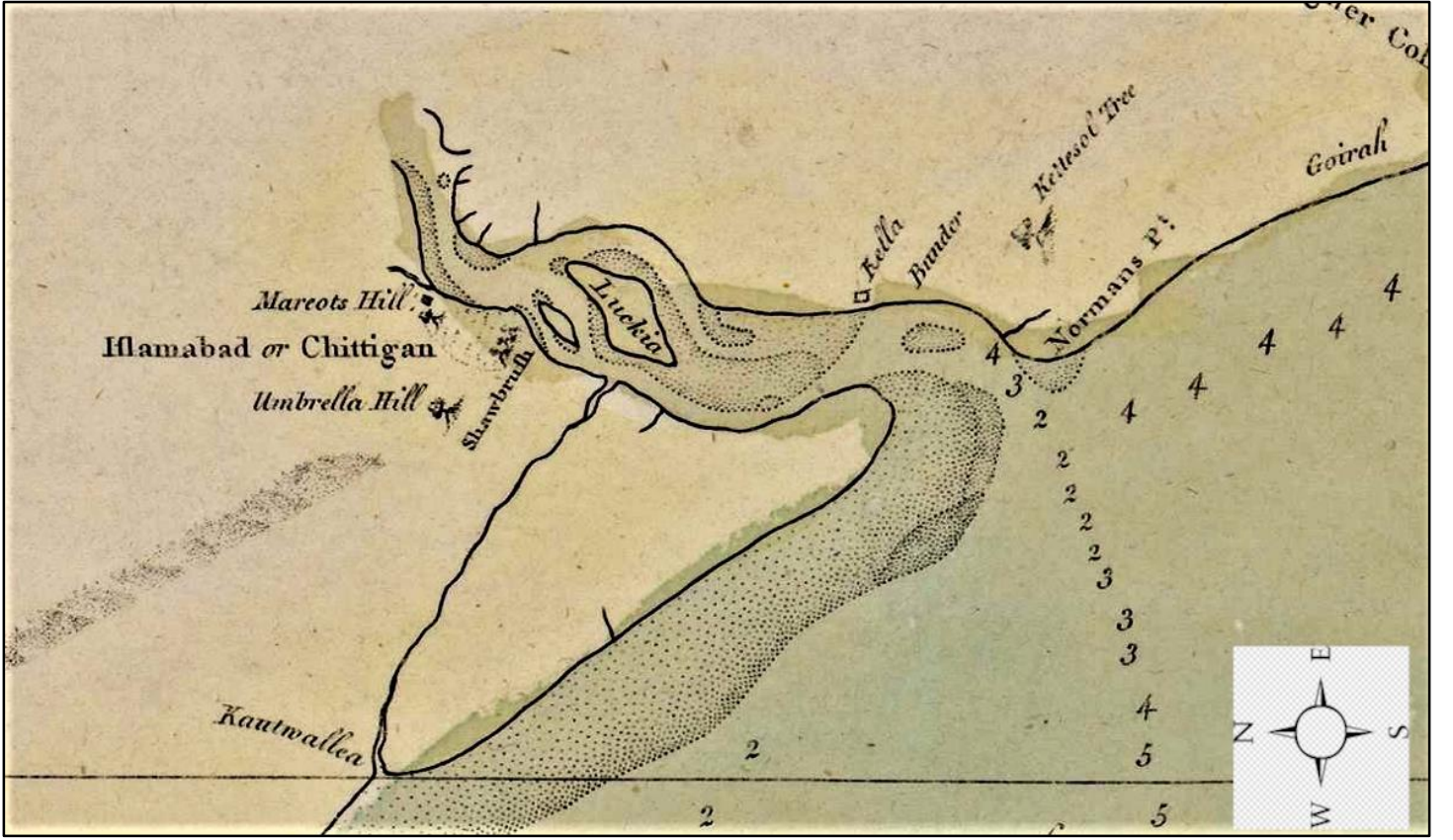
চিত্র-৬: ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের এ মানচিত্রে পূর্ব দিকটি উপরমুখী দেখানো হয়েছে । চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দেশিকা হিসেবে তৎকালীন ব্যবহৃত পাঁচটি Kittasol Tree (ছাতা সদৃশ বৃক্ষ) সমূহের অবস্থান এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে । যার মাঝে কর্ণফুলী নদীর উত্তর দিকে Shawbrush নামক স্থানে ছিল তিনটি ও এগুলোর কিছু উত্তরে Umbrella hill এর নিকটে ছিল আরেকটি এবং কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে ছিল একটি ।

আড়াই শত বছর পূর্বেকার এই মানচিত্রে চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম কোণে শহরের মূল দুটি সড়কের মিলনস্থলে Meety Mundee (মিঠাই মন্ডি) নামের একটি স্থান দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৭]** । ১৭৭৩ সালে রেনাল কর্তৃক সম্পাদিত চট্টগ্রামের মানচিত্রেও এই স্থানটি 'মিঠাই মন্ডি' নামে পরিচিত ছিল, তবে পরবর্তীতে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এ স্থানটি দেওয়ানহাট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল । ১৮৯০ এর দশকের ক্যাডেস্ট্রাল জরিপে বর্তমান দেওয়ানহাট এর আশেপাশের স্থানগুলো নিয়ে কিসমত মিঠাই মন্ডি নামের একটি মৌজার হদিস পাওয়া গেলেও বর্তমানে নামটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত **[Ref.-12]** । তবে বর্তমানে দেওয়ানহাটের মোড়ে 'মিঠা গলি' নামের একটি বাই-লেইন আছে, ধারণা করা যায় যা অতীতের সেই হারিয়ে যাওয়া 'মিঠাই মন্ডি' স্থানের স্মৃতি বহন করছে । অতীতে চট্টগ্রামে আখের রস হতে গুড় তৈরি হতো, কিন্তু সেটি এ অঞ্চলের অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে গঠনে ছিল নরম ও নিম্নমানের **[Ref.-13]** । সেসময় বাকেরগঞ্জে (বর্তমান বরিশাল বিভাগ) আখ ও খেজুরের রস হতে উন্নত মানের গুড় ও খাউর তৈরি হতো **[Ref.-14]** । মূলত আরাকানের মগ ব্যবসায়ীরা এগুলো সেখান থেকে কিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আরাকানে বিক্রি করতো **[Ref.-15]** । ধারণা করা হয়, তখনকার চট্টগ্রামের মিঠাই মন্ডি স্থানটিতে এ ধরনের মিষ্টি দ্রব্যের বেচাকেনার বড় বাজার ছিল ।

চিত্র-৭ মানচিত্রে শহরের পশ্চিমাংশে বর্তমান দেওয়ানহাট এলাকাটি 'মিঠাই মন্ডি' নামে চিহ্নিত রয়েছে ।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে সেসময়ে চট্টগ্রাম-শহরে বসবাসকারী কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ব্যক্তির বসতবাড়ির স্থান ও অন্যান্য স্থাপনা চিহ্নিত আছে **[চিত্র-৮]** । পুরাতন এ মানচিত্রের তথ্য-উপাত্ত বর্তমান মানচিত্রের সাথে তুলনা করলে এ সকল বসতবাড়ির ও স্থাপনার সম্ভাব্য বর্তমান অবস্থান অনুমান করা যায় । তখনকার Shawbrush স্থানের উত্তরে এখনো টিকে থাকা মুঘল আমলে তৈরি কদম মোবারক শাহী মসজিদের অবস্থানটি মানচিত্রে একটি মসজিদের প্রতীক ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৮]** । এছাড়া কদম মোবারক মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বসতবাড়ির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, যার মালিকের নাম মানচিত্রটিতে উল্লেখ করা হয়নি । বর্তমান ঘাটফরহাদ বেগে 'গ্রিফিথ' নামের এক ইউরোপীয় ব্যক্তির বসতবাড়ি ছিল **[চিত্র-৮]** । বর্তমান রহমতগঞ্জ এলাকায় তখন থাকতেন চট্টগ্রামে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কাউন্সিলের সদস্য থমাস রামবোল্ড **[চিত্র-৮]** । থমাস রামবোল্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৭৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান রবার্ট ক্লাইভ তৎকালীন বোম্বে থেকে বাংলায় আগত জন গোয়েন / গোভিন নামের একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেনকে মেজর পদে তাঁর সেনাবাহিনীতে অধিষ্ঠিত করলে, থমাস রামবোল্ড সহ আট জন ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন **[Ref.-16]** । এ কারণে তিনি কোম্পানির সামরিক বাহিনী থেকে চাকরি হারান এবং পরবর্তীকালে কোম্পানির সিভিল প্রশাসনে যোগদান করেন **[Ref.-17]** । ১৭৬৯ সালে পাটনার চিফ এবং ১৭৭৮ সালে মাদ্রাজের গভর্নর নির্বাচিত হন **[Ref.-18]** । পরবর্তীকালে তিনি ইংল্যান্ডে 'ব্যারোনেট' উপাধি ধারণ করে স্যার থমাস নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন । কথিত আছে তিনি ভারতবর্ষে থাকাকালীন সময় অসাধু উপায়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। মানচিত্রে বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসের স্থানে সেসময়কার রামবোল্ডের বাগানের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৮]** ।
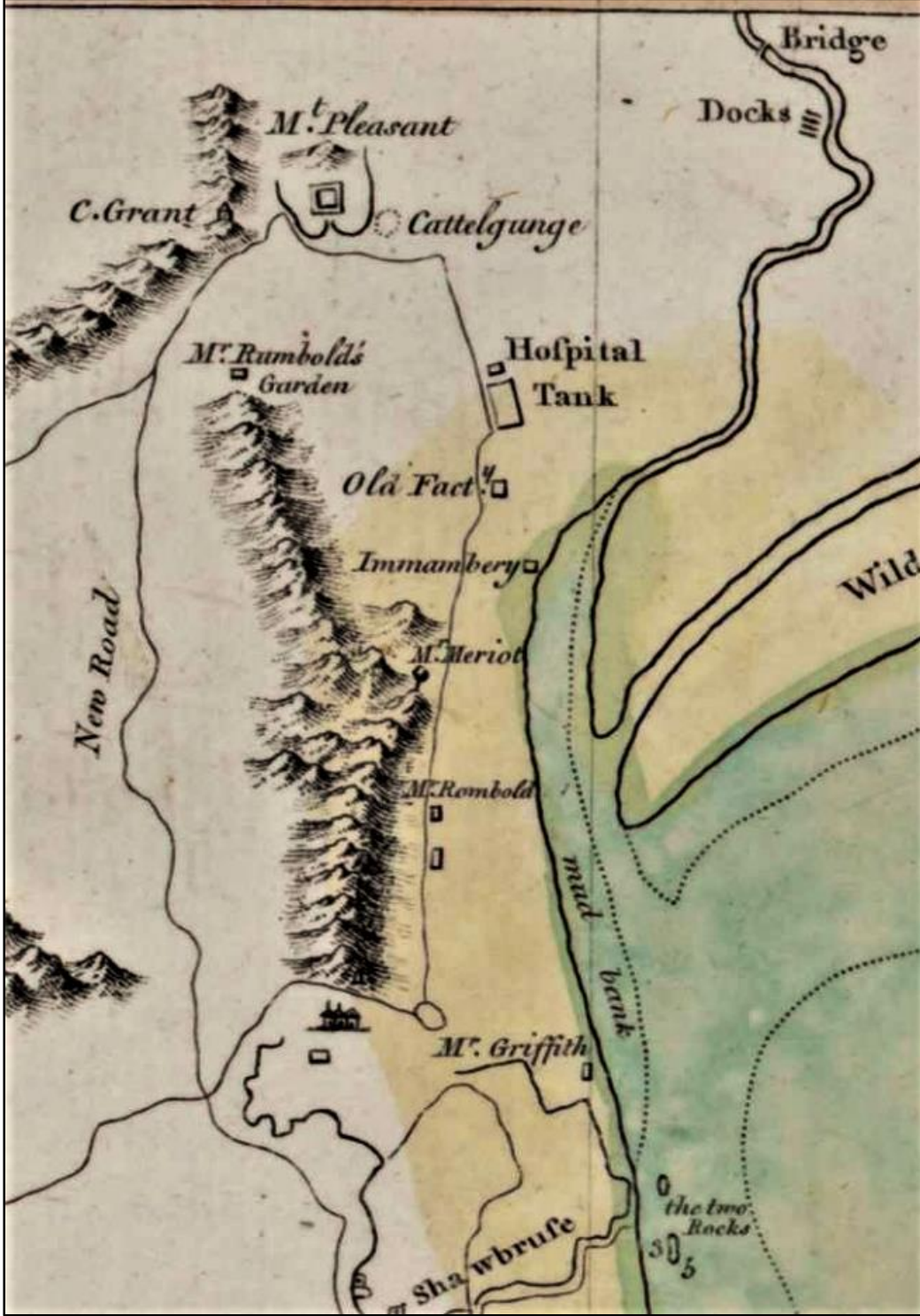
চিত্র-৮: ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে বর্তমান আন্দরকিল্লা, চকবাজার ও কাতালগঞ্জ এলাকা সমূহে সেসময় স্থাপিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বসতবাড়ি, ব্যবসায়ী কেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদির অবস্থান।

বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ে উপর ছিল কোম্পানির কর্মকর্তা রেনড্লফ ম্যারিয়টের বাসস্থান **[চিত্র৮]**। তিনি ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া প্রথম কাউন্সিলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। পরবর্তীকালে তাঁর বাসস্থানের পাহাড়টি 'ম্যারিয়ট হিল' নামে পরিচিতি পেয়েছিল । ম্যারিয়ট ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামে আগমনের পরপরই ত্রিপুরায় কালেক্টর হিসেবে বদলি হয়ে যান, পরে সেখান থেকে ফিরে এসে পুনরায় ১৭৬৪ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন **[Ref.-19]** ।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে বর্তমান চকবাজার ও এর আশেপাশের স্থান জুড়ে অতীতের বেশ কিছু স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্যারেড ফিল্ডের উত্তরপূর্ব কোণে চাক্তাই খাল এর তীরবর্তী স্থানে 'ইমামবাড়ী' নামে একটি স্থাপনা ছিল **[চিত্র-৮]** । এটি সম্ভবত সেসময়ের শিয়া-মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির স্থাপনা হতে পারে। বর্তমান চকবাজারের লাল চাঁদ রোড এর মাঝামাঝি স্থানে মানচিত্রে সংক্ষেপে চিহ্নিত Old Fact. (ওল্ড ফ্যাক্টরি) নামের স্থাপনাটি সম্ভবত মুঘল আমলে চকবাজার এলাকায় স্থাপিত প্রধান প্রশাসনিক দপ্তরের মূল অংশ হতে পারে **[চিত্র-৮]** । প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, চট্টগ্রামে মুঘল নায়েব-সুবা ওয়ালী বেগ খাঁর সময়কাল হতে প্রশাসনের সদর দপ্তর চক বাজারে অবস্থিত ছিল।

কাতালগঞ্জ এর দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান চকবাজারের কাছে এককালের প্রসিদ্ধ কমলদহ দীঘির স্থানে মানচিত্রে একটি বৃহৎ জলাশয় / Tank এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৮]** । কোন ব্যক্তি কমলদহ দীঘি খনন করেছিলেন, তার কোন স্পষ্ট ধারণা চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাসে নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক শেখ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর তাঁর লেখা "আহাদিসুল খাওয়ানীন" বইয়ে এই দীঘিটি 'কনুলদা দিঘী' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই দিঘীর চারপাশে অতীত কাল থেকেই কনুলদা নামের একপ্রকার গাছের উপস্থিতি থাকায় এই দিঘীটির এরূপ নামকরণ হয়ে থাকতে পারে **[Ref.-20]** । লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এই দিঘীর

পশ্চিম দিকে মুঘল আমলে নির্মিত এবং বর্তমানে টিকে থাকা ওয়ালি বেগ খাঁর মসজিদটির অবস্থান এই মানচিত্রটিতে দেখানো হয়নি।

মানচিত্রে কমলদহ দীঘির ঠিক উত্তরে সেসময়কার কোম্পানির হাসপাতালের অবস্থানটি চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৮]**। বর্তমান কিশলয় কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষিণের অংশে এই হাসপাতালের অবস্থান ছিল বলে ধারণা করা যায়। সম্ভবত এটিই চট্টগ্রামের প্রথম ইউরোপীয় চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র। মূলত কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিরা এ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসতেন। ডাক্তার ক্লেমেন্ট ক্ররুক ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামে প্রথম ইংরেজ চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন **[Ref.-21]**। তিনি ১৭৫৩ সালে এডিনবরা থেকে সেসময়ের ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বোচ্চ শিক্ষা- 'এমডি' ডিগ্রি অর্জন করেন **[Ref.-22]**। ১৭৬১ থেকে ১৭৬২ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামে সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হেড সার্জন হিসেবে পদোন্নতি নিয়ে কলকাতায় বদলি হয়ে যান **[Ref.-23]**। পরবর্তীতে তাঁর স্থানে চট্টগ্রামে আসেন ডা. জন ডেভিডসন **[Ref.-24]**। প্লেইস্টেটের এই মানচিত্রটি তৈরি কালে তিনিই চট্টগ্রামে সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে ডাক্তারদের জন্য তিন ধরনের পদ ছিল, এদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ পদটি ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, এরপর সার্জন এবং সবার ওপরের পদটি ছিল হেড সার্জন। পরবর্তীকালে এই পদবিন্যাসের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে Cattelgunge (বর্তমান কাতালগঞ্জ) স্থানটিতে একটি স্বতন্ত্র পাহাড় Mount Pleasant (মাউন্ট প্লিজেন্ট) নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৮]**। বর্তমানে এই পাহাড়টিতে কিং অফ চিটাগং এবং ম্যারেজ গার্ডেন নামে দুটি কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত। ১৭৭৮ সালের পুরাতন নথিপত্রে মাউন্ট প্লিজেন্ট পাহাড়ে কোম্পানির ডাক্তারের জন্য একটি বসতবাড়ি ছিল বলে জানা যায় **[Ref.-25]**। মানচিত্রে মাউন্ট প্লিজেন্ট পাহাড়ের দক্ষিণে চারদিক দেয়ালে ঘেরা একটি বড় সুরক্ষিত স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়, তবে এই স্থাপনাটি কি ছিল তা মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়নি। স্থাপনাটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মানচিত্রে এই স্থাপনার কাছাকাছি জায়গায় হসপিটাল,

সামরিক কর্তা ব্যক্তির বাড়ি ও পুরাতন ব্যবসায়িক কেন্দ্রের উপস্থিতি থাকায় ধারণা করা যায়, এটি চট্টগ্রামে তৎকালীন কোম্পানি চিফের দপ্তর সংযুক্ত বাসভবন হতে পারে। চট্টগ্রামে কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে চিফের বাসভবন সাধারণত তাঁর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত থাকতো **[Ref.-26]** । সেসময় এ অঞ্চলের জমির খাজনা আদায়ের কাজটি এই দপ্তরেই সম্পাদিত হতো। বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেট এর দেওয়া তথ্য মতে মুঘলদের থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব হস্তান্তরের সময়কালে শহরের অবস্থা ছিল বেশ নাজুক **[Ref.-27]** । ১৭৬১ সালের ৫ ই জানুয়ারি, হ্যারি ভেরেলস্ট চট্টগ্রামে কোম্পানির চিফের দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে এসে শহরের এ দৈন অবস্থার মাঝে তাঁর থাকার ও কোম্পানির দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পাকা ভবন খুঁজে পাননি **[Ref.-28]** । তাঁর এই অবস্থা তিনি তখন কলকাতায় অবস্থিত কোম্পানি সরকারকে অবহিত করেছিলেন । প্রতি উত্তরে কোম্পানি সরকারের পক্ষ হতে তাঁকে জানানো হয়েছিল - যেহেতু এই ধরনের স্থাপনা নির্মাণে পরিকল্পনা ও অর্থের যোগানের জন্য সময়ের প্রয়োজন, তাই আপাতত তাঁর থাকার ও কোম্পানির দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আবাসের ব্যবস্থা তিনি যেন স্থানীয়ভাবে করে নেন **[Ref.-29]** । তিনি কীভাবে তাঁর বাসস্থান ও দপ্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন এর সুস্পষ্ট ইতিহাস তখনকার ইংরেজদের নথিপত্রে পাওয়া না গেলেও সমসাময়িক এক ফরাসি নথিপত্রের সূত্রে জানা যায়, তিনি প্রথমত তৎকালীন ফিরিঙ্গি বাজারে অবস্থিত ফরাসি ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন এবং এর কিছুকাল পরে তৎকালীন চট্টগ্রামের মুঘল প্রশাসনের স্থানীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন **[Ref.-30]** । ফরাসি নথিপত্রের অনুবাদক এই ব্যক্তিকে তৎকালীন চট্টগ্রামের মুঘল প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন চট্টগ্রামে মুঘল প্রশাসনে এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির পদবি ছিল 'দারোগা' । যিনি সে সময় মুঘল প্রশাসনের সকল আর্থিক লেনদেন, এ অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ এবং আদালতের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী তদারকি করতেন । উল্লেখ্য যে সেসময় চট্টগ্রামের দারোগা ও দেওয়ান - উভয় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন শেখ মোহাম্মদ হাশেম **[Ref.-**

31] । তাই সংগত কারণে তিনিই ফরাসি নথিপত্রে বর্ণিত সেই স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । শেখ মোহাম্মদ হাশেমের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা কয়েক শত বছর ধরে বর্তমান শোলকবহর এলাকায় অবস্থিত 'খানস্ হাউস' নামক পারিবারিক কমপ্লেক্সে বসবাস করায়, ধারণা করা যায় এই স্থানেই তাঁর বসতবাড়ি ছিল । সুতরাং ফরাসি নথিপত্রে উল্লিখিত সেই ব্যক্তি যদি শেখ মোহাম্মদ হাসেম হয়ে থাকেন, তাহলে ধরে নেয়া যায় যে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম চিফ হ্যারি ভেরেলস্ট সাময়িক সময়ের জন্য বর্তমান শোলকবহর এলাকায় অবস্থিত তৎকালীন দারোগা হাশেমের বাড়িতে অবস্থান করে কোম্পানির দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করেছিলেন ।

তবে চট্টগ্রাম শহরে চিফ হ্যারি ভেরেলস্টের প্রথমদিকের বাড়িটি বাঁশের দেয়াল ও খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি থাকার স্বপক্ষে সেকালের নথিপত্রে বেশ জোরালো প্রমাণ রয়েছে । ১৭৬২ সালের দোসরা এপ্রিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল । যার বর্ণনাতে হ্যারি ভেরেলস্ট লিখেছিলেন এই অঞ্চলে যে অল্প কিছু পাকা স্থাপনা ছিল, সেগুলোর সবকটি এই ভূমিকম্পে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং তাতে অবস্থানরত বাসিন্দারা কেউ আহত এমনকি নিহত হয়েছিলেন , সৌভাগ্যবশত তিনি যে ঘরে বাস করতেন তা ইটের তৈরি ছিল না এবং এই প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পেও ঘরটি অক্ষত ছিল **[Ref.-32]** । মূলত চট্টগ্রাম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এর অধিকাংশ অধিবাসীরাই তখন বাঁশের তৈরি ঘরে থাকতে নিরাপদ বোধ করতেন । এ মানচিত্রে চিহ্নিত সুরক্ষিত স্থাপনাটি সম্ভবত পরবর্তীতে হ্যারি ভেরেলস্টের থাকার ও দাপ্তরিক কাজের জন্য নির্মিত হতে পারে । মূলত ১৭৬৪ সালের শেষের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামে তার প্রশাসনিক কাজের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় **[Ref.-33]** । পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে কোম্পানির জন্যে বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ কাজ শুরু হলে কোম্পানির চিফের জন্য আন্দরকিল্লার রংমহল পাহাড়ে (বর্তমানে চট্টগ্রাম জেনারেল হসপিটাল যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত) ইট সুরকির তৈরি একটি পাকা বাসস্থান নির্মাণ করা হয় । ১৭৭৮ সালের এক জরিপে এর মূল্য ধরা হয়েছিল তৎকালীন ১৫০০ সিক্কা রুপি **[Ref.-34]** ।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে কাতালগঞ্জের পশ্চিমে বর্তমান প্রবর্তক সংঘ পাহাড়ে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের বাসভবনটি চিহ্নিত আছে **[চিত্র-৮]**। ক্যাপ্টেন হিউ গ্রান্ট ছিলেন তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফোর্থ বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কমান্ডেন্ট **[Ref.-35]**। ১৭৬৩ সালে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম মীর কাসেমের অধীনস্থ মুঘল সেনারা ও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা একত্র হয়ে ঢাকায় অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্যাক্টরি আক্রমণ করলে চট্টগ্রাম থেকে ক্যাপ্টেন হিউ গ্রান্ট ঢাকার কমান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন সুইংটনকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে যান এবং ঢাকার ফ্যাক্টরিকে মুক্ত করেন **[Ref.-36]**। পরবর্তীতে পাটনায় তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম মীর কাসিমের সাথে ইংরেজ কোম্পানির দ্বন্দ্ব শুরু হলে, ১৭৬৪ সালের মার্চ মাসে ক্যাপ্টেন হিউ গ্রান্ট তাঁর ব্যাটেলিয়ান সহ পাটনায় চলে যান **[Ref.-37]**। এরপর তাঁকে আর কখনো চট্টগ্রামে দেখা যায়নি।

মুঘল আমলে চট্টগ্রাম একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এর পার্শ্ববর্তী তৎকালীন আরাকানের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় মুঘল শাসকেরা চট্টগ্রামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চল বিবেচনা করে এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ রেখেছিলেন। সেসময় চট্টগ্রামে জায়গির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের দ্বারা এই বিশাল সেনাবাহিনীর পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করা হতো। মুঘল আমলে চট্টগ্রামে 'জায়গির মূতায়রিহ' (ব্যারাকে অবস্থিত সেনাবাহিনীর জন্য), 'জায়গির মুসরুদ ফৌজদারি' (সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের জন্য) ও 'জায়গির নাওয়ারিহ্' (নৌ সেনাদের জন্য)- এ তিন ধরনের জায়গির ব্যবস্থাপনা দেখতে পাওয়া যায় **[Ref.-38]**। ১৭২৮ সালে সেনা ও নৌ বাহিনীর পেছনে মুঘল শাসকদের সেসময় ১,৭৬,৭৯৫ রুপি ব্যয় হতো **[Ref.-39]**। এর পাশাপাশি ঢাকার তৎকালীন নায়েব-নাজিম চট্টগ্রামের পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ক্রিশ্চিয়ান সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য বাৎসরিক যথাক্রমে ৪৯,৪২১ রুপি ও ১৮,০০০ রুপি খরচ করতেন **[Ref.-40]**। ইংরেজ কোম্পানির প্রথম চিফ হ্যারি ভেরেলস্ট এই বিশাল বাহিনীকে ব্যয়বহুল ও অদক্ষ আখ্যা দিয়ে এর পরিবর্তে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে পাঁচ শত সৈন্যের একটি দক্ষ বাহিনী গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন

[Ref.-41] । এরই ফলশ্রুতিতে ১৭৬১ সালে অল্প সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জন ম্যাথিউ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে প্রথম এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সংখ্যার একটি সেনাদল গড়ে তোলা হয় । সূচনালগ্নে এই ব্যাটালিনের নম্বর ছিল সেভেনথ বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি **[Ref.-42]** । এই ব্যাটেলিয়নের ২০০ জন সিপাহি নিয়ে ১৭৬১ সালে লেফটেন্যান্ট জন ম্যাথিউ তৎকালীন অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বেকায়দায় থাকা ত্রিপুরার রাজাকে পরাস্ত করে, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে এ বাহিনীর প্রথম সফল অভিযান পরিচালনা করেন **[Ref.-43]** । বিভিন্ন সময়ে এই ব্যাটালিয়ানের নম্বর পরিবর্তিত হলেও এটি "ম্যাথিউর পল্টন" অথবা "চিটাগং ব্যাটালিয়ান" নামে বিশেষভাবে পরিচিতি পায় **[Ref.-44]** । ১৭৬২ সালে জন ম্যাথিউর মৃত্যু হলে লেফটেন্যান্ট জন স্টেবল এই ব্যাটালিয়ানের দায়িত্ব নেন **[Ref.-45]** । ১৭৬৩ সালে লেফটেন্যান্ট লুইস ব্রাউন এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে আরো একটি ব্যাটালিয়ন গড়ে ওঠে **[Ref.-46]** । তবে প্রথম তৈরি হওয়া "ম্যাথিউর পল্টন" এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য আলাদা সুনাম ছিল । ম্যাথিউর পল্টনে কর্মরত সৈন্যরা নিজেদের ম্যাথিউর পল্টনের সৈন্য হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন **[Ref.-47]** । যদিও দীর্ঘ ২৩ বছর স্বতন্ত্র ব্যাটালিয়ন হিসেবে পথচলার পর সৈন্যদের মাঝে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে ইংরেজ আমলে চট্টগ্রামে প্রথম তৈরি হওয়া ম্যাথিউর পল্টন ১৭৮৪ সালে ভেঙে দেওয়া হয় **[Ref.-48]** । ১৭৬৩-৬৪ সালে ক্যাপ্টেন হিউ গ্রান্ট ও ক্যাপ্টেন লুইস ব্রাউন এর ব্যাটেলিয়ান চট্টগ্রামে এবং ক্যাপ্টেন জন স্টেবলের ব্যাটেলিয়ান ("ম্যাথিউর পল্টন") পাটনায় অবস্থান করছিল **[Ref.-49]** ।

১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রটির দিকে তাকালে সে সময় শহরের বুকে খুব অল্পসংখ্যক রাস্তার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । পুরাতন যে রাস্তা গুলো আজও টিকে আছে তার একটি নমুনা চিত্র নিচে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৯]** । মূলত তিনটি সড়কের মাধ্যমে তখন শহরের দক্ষিণ অংশ হতে উত্তর অংশে যাতায়াত করা হতো । এগুলোর একটি বর্তমান আন্দরকিল্লা হতে উত্তরে অগ্রসর হয়ে বর্তমান রহমতগঞ্জ, চকবাজার, কাতালগঞ্জ হয়ে গোল পাহাড়ের নিকটে শেষ হয়েছিল । অপর দুটি সড়কের একটি বর্তমান গোলপাহাড় হতে

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সিডিএ এভিনিউ , সিআরবির পাহাড় ও পশ্চিমে বাটালি হিলের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে Pass (পাস) নামে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে সেসময়কার মিঠাই মন্ডি নামক স্থান (বর্তমান দেওয়ানহাট) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর উত্তর-দক্ষিণ সংযোগকারী সড়কটি মানচিত্রে New Road (নিউ রোড) নামে বর্তমান গোলপাহাড় হতে মেহেদীবাগ, কাজীর দেউড়ি, জুবলি রোড হয়ে বর্তমান ফেয়ারি হিলের দক্ষিণে এসে শেষ হয়েছিল। সে সময় দুটি রাস্তা কর্ণফুলী নদীর সাথে শহরের যোগাযোগ রক্ষা করছিল। তার মাঝে একটি আন্দরকিল্লার দক্ষিণে ফিরিঙ্গি বাজারের ভেতর দিয়ে সোজা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অপরটি আন্দরকিল্লার পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে তৎকালীন বান্ডেল অঞ্চলে নদীর পাড়ে এসে মিশেছিল। সেসময় বর্তমান কোতোয়ালি মোড় এবং এনায়েত বাজার শাহী মসজিদের সামনে অবস্থিত মোড় দুটিই ছিল চার রাস্তার মিলনস্থল। শহরের পূর্ব-পশ্চিমে সংযোগকারী সড়কটি বর্তমান মোমিন রোড, এনায়েত বাজার রোড , বাটালি রোড ও স্টেশন রোড হয়ে তখনকার শহরের পশ্চিমে অবস্থিত মিঠাই মন্ডি নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া শহরের দক্ষিণে ফিরিঙ্গি বাজার সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযুক্ত কিছু খালের অবস্থান মানচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রে চারটি বড় জলাশয়ের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি কাতালগঞ্জের কমলদহ দিঘির স্থানে, দ্বিতীয়টি সেসময়কার মিঠাই মন্ডির কাছে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি শহরের পূর্ব দিক হতে মিঠাই মন্ডির স্থানে যাবার পথের দুপাশে ছিল। চট্টগ্রামের ইতিহাস অনুযায়ী মুঘল আমলে খননকৃত আস্কারদিঘীর অস্তিত্ব প্লেইস্টেটের মানচিত্রে চিহ্নিত থাকার কথা থাকলেও এ দিঘির স্থানে কোন জলাশয়ের উল্লেখ এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।
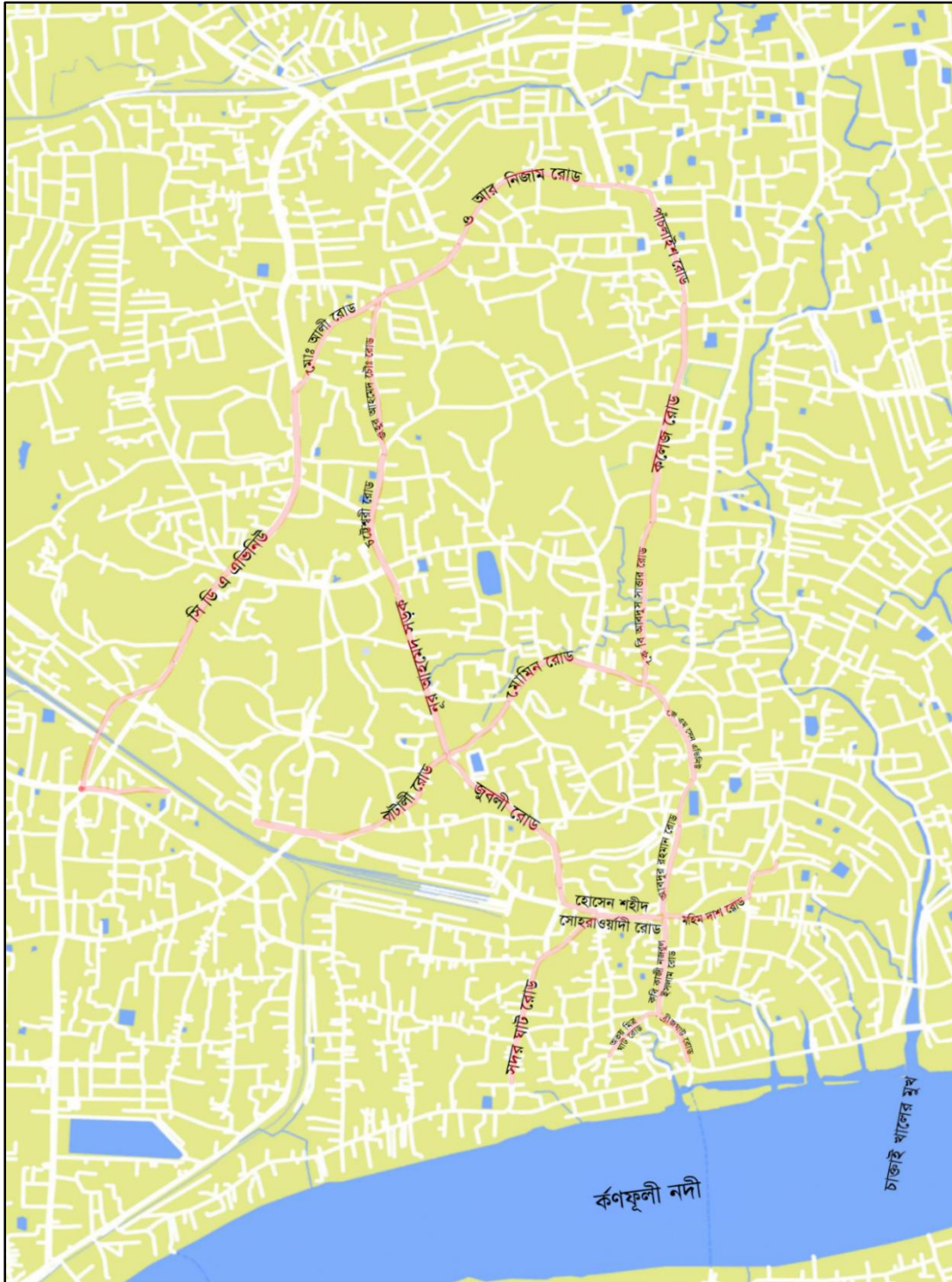
চিত্র৯-: ১৭৬৪ সালের পুরাতন রাস্তা সমূহের মাঝে যেগুলো এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমান মানচিত্রে সেগুলোর অবস্থান হালকা গোলাপী রঙে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

প্লেইস্টেটের মানচিত্রটি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেসময়ের Shawbrush (বর্তমান আন্দরকিল্লা) এলাকা এবং কাতালগঞ্জের মাউন্ট প্লিজেন্ট পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত একটি বড় স্থাপনাকে ঘিরে রাস্তার চিহ্নের তুলনায় গাঢ় কালো কালি ব্যবহার করে স্বতন্ত্র কিছুর উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে এই স্বতন্ত্র রেখাগুলোর অধিকাংশ অংশেরই কোনো অস্তিত্ব না থাকায় ধারণা করা যায় এই রেখাগুলো দ্বারা প্লেইস্টেট তাঁর মানচিত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝাতে চেয়েছিলেন। আপাতত দৃষ্টিতে এই রেখা গুলোর সাহায্যে কোন রাস্তা অথবা প্রাকৃতিক খালের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তবে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এগুলো কোন রাস্তা অথবা প্রাকৃতিক খালের অংশ নয়। কারণ যদি রাস্তা হত, তাহলে মূল সড়কের সাথে বিভিন্ন স্থানে যুক্ত থাকতো। উপরন্তু এই রেখা গুলো চিহ্নিত করতে ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তার চিহ্নের তুলনায় বেশি গাঢ় কালি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানচিত্রে খালের চিহ্নের সমতুল্য। অপরদিকে এগুলো যদি কোনো প্রাকৃতিক খাল হতো তাহলে এগুলো তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর সাথে অথবা কোন বৃহৎ জলাশয় এর সাথে সংযুক্ত থাকতো। এই রেখা গুলোর সাথে কোন মূল সড়ক অথবা নদীর যোগাযোগ না থাকায় এবং গাঢ় কালো কালি ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, এই রেখাগুলো দ্বারা মানচিত্রকার মানুষের দ্বারা মাটি খনন করে তৈরি কোন পরিখা বুঝিয়ে থাকতে পারেন। ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সুরক্ষার জন্য এ ধরনের পরিখা খননের নজির রয়েছে। প্লেইস্টেটের মানচিত্রে দৃশ্যমান স্বতন্ত্র রেখা দ্বারা যে সম্ভাব্য পরিখাটির ধারণা করা হচ্ছে তার তৈরির প্রসঙ্গে দুটি প্রস্তাবনা রাখা যায়। ১৬৬৬ সালে তৎকালীন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় তাঁর দরবারে মুন্সি হিসেবে কর্মরত ইবনে মোহাম্মদ ওয়ালীর (যিনি শাহাবুদ্দিন তালিশ নামে সুপরিচিত ছিলেন) লেখা নথিপত্র হতে জানা যায় যে আন্দরকিল্লার স্থানে আট গজ প্রস্থের পরিখা পরিবেষ্টিত আরাকান শাসকদের একটি শক্তিশালী দুর্গের অস্তিত্ব ছিল **[Ref.-50]**। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের মুঘল শাসকরা দুর্গের স্থানটিকে আরো সুসংহত করে একটি কেল্লা নির্মাণ করেছিল, যার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'আন্দরকিল্লা'। যার উল্লেখ ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের লেখায়

রয়েছে **[Ref.-51,52]** । আরাকানী দুর্গের স্থানে পরবর্তীকালে মুঘলদের কিল্লা নির্মিত হওয়ায় ধারণা করা যায় যে এই স্থানের চারপাশে থাকা পূর্বের পরিখাটি হয়ত মুঘলদের সময়েও সংরক্ষিত হয়েছিল । এ ধারণাটি সঠিক হলে প্রথম প্রস্তাবনাটি হল , প্লেইস্টেটের মানচিত্রে স্বতন্ত্র রেখা দ্বারা আরাকানী দুর্গের চারপাশের সেই পরিখার অংশ বোঝানো হতে পারে ।

অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক বছর পরেই চট্টগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে চেয়েছিল । এর কারণ হল ইউরোপে তখন ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল এবং এই দ্বন্দ্ব তাদের নিজস্ব দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান তাদের কলোনিগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল । ইংরেজরা এই অঞ্চলের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম কয়েক বছর হঠাৎ বঙ্গোপসাগরে ফরাসি যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি বেড়ে গেলে চট্টগ্রামের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় **[Ref.-53]** । কারণ ফরাসি আক্রমণ প্রতিহত করার মতো প্রয়োজনীয় রসদ তখন চট্টগ্রামে বিদ্যমান ছিল না, তাই অরক্ষিত চট্টগ্রামকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৭৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার চট্টগ্রামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তৎকালীন চট্টগ্রামের চিফ হ্যারি ভেরেলস্টকে পদক্ষেপ নিতে বলে **[Ref.-54]** । সেই মোতাবেক চিফ ভেরেলস্ট সেবছরের এপ্রিল মাসে দুর্গের ডিজাইন এবং এর জন্য চট্টগ্রামে একটি স্থান নির্বাচন করে কলকাতার কোম্পানি সরকারকে অবহিত করেন **[Ref.-55]** । এরপর দুর্গটির নির্মাণ কাজেরও কিছু অগ্রগতি হয়েছিল, কিন্তু ১৭৬৪ সালের নভেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে অবস্থিত কোম্পানির মূল সদর দপ্তর এই দুর্গের পরিবর্তে চট্টগ্রামে কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় **[Ref.-56]** । যদিও কোন স্থানে এই দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি, তবে এ দুর্গের জন্য নির্ধারিত স্থানটি তৎকালীন আন্দরকিল্লায় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । কারণ পরবর্তীকালে দেখা যায়, এই আন্দরকিল্লা এলাকাতেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের তৎকালীন সদর দপ্তরের অবকাঠামো নির্মাণ করেছিল । তাই দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি হলো, এই পরিখাটি হয়ত

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পিত দুর্গের চারপাশে নতুন করে খনন অথবা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান পরিখার সংস্কার করে থাকতে পারে।

পরবর্তীতে প্লেইস্টেটের মানচিত্রের স্বতন্ত্র রেখাগুলোর বেশিরভাগ অংশই ১৮১৮ সালের মানচিত্রে অনুপস্থিত থাকায় ধারণা করা যায়, পূর্বের সেই পরিখার অধিকাংশই ১৮১৮ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় **[চিত্র-১০]** । তবে বর্তমান তুলসীধাম পাহাড় ও বিটিআরসি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া নজির আহাম্মেদ চৌধুরি সড়কের অংশটির সাথে প্লেইস্টেটের মানচিত্রের স্বতন্ত্র রেখার কিছু অংশের মিল থাকায় অনুমান করা যায় , রাস্তার এই অংশটি সেই সম্ভাব্য পরিখার অংশ হতে পারে।

চিত্র-১০ ছবির বাম অংশে ১৭৬৪ সালের মানচিত্রে তৎকালীন Shawbrush (বর্তমান আন্দরকিল্লা) এলাকার চারপাশে সম্ভাব্য পরিখার অবস্থান ছোট লাল রঙের তীরগুলোর সাহায্যে দেখানো হয়েছে। ছবির ডান অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে উক্ত স্থানে পূর্বের পরিখার অবস্থান আর দেখতে পাওয়া যায় না।

১৮১০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহর

১৮১৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন জন চিপের তৈরি মানচিত্রে চট্টগ্রাম শহরকে পূর্বের মানচিত্রের তুলনায় আরো পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে **[চিত্র-১১]** । যদিও মানচিত্রের উপরের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে , এর পরেও টিকে থাকা মূল অংশের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় কোম্পানি আমলের মধ্যভাগে এসে পূর্বের তুলনায় চট্টগ্রাম শহর আরো বিস্তৃতি লাভ করেছিল । মানচিত্রের ডান অংশে ইংরেজি লেটার ও নাম্বারে বিভিন্ন লিজেন্ডের উল্লেখ আছে। লিজেন্ডে সেকালের ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ লেখার ধরনটি চোখে পড়ে । এছাড়া বিভিন্ন স্থানের নাম প্রকাশে হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় । যেমন দেওয়ানহাট স্থানটিকে উল্লেখ করতে লেখা হয়েছে 'Dewan Ka Hat' । হাতে আঁকা এই মানচিত্রটিতে শহরের পাহাড়, সমতল ভূমি, পুকুর, খাল ইত্যাদি ভূ-প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বাড়ি, উপসনালয় ও অন্যান্য স্থাপনাগুলো উপস্থাপন করার জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে । পূর্বে চাক্তাই খালের পাড় হতে পশ্চিমে পাঠানটুলি এবং দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর উত্তরপাড় হতে উত্তরে মুরাদপুর পর্যন্ত অল্প জায়গা জুড়ে এ মানচিত্রে শহরের মূল জনবসতির বিস্তর দেখতে পাওয়া যায় । এছাড়া মাঝে মাঝে মূল সড়কগুলোর পাশে কিছু বিচ্ছিন্ন জনবসতির উপস্থিতি ছিল । এগুলোর বাইরে, উত্তর দিকে শহরের অধিকাংশ জায়গা ছিল পাহাড়ি জঙ্গলে আবৃত, পূর্ব দিকে ছিল বিশাল বাকুলিয়ার চর আর পশ্চিম দিকে পাঠানটুলি হতে সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানটির বেশিরভাগ অংশেই ছিল জনমানবহীন ফাঁকা প্রান্তর ।

জন চিপের মানচিত্রে তৎকালীন আন্দরকিল্লার রংমহল পাহাড় (বর্তমানে চট্টগ্রাম জেনারেল হসপিটাল যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত) ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে বেশ কিছু

স্থাপনার উল্লেখ রয়েছে। রংমহল পাহাড়ের উত্তর অংশের শীর্ষস্থানে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকে নির্মিত চিফের বাসভবনটি ১৮১৮ সালের জন চিপের মানচিত্রে Ruined
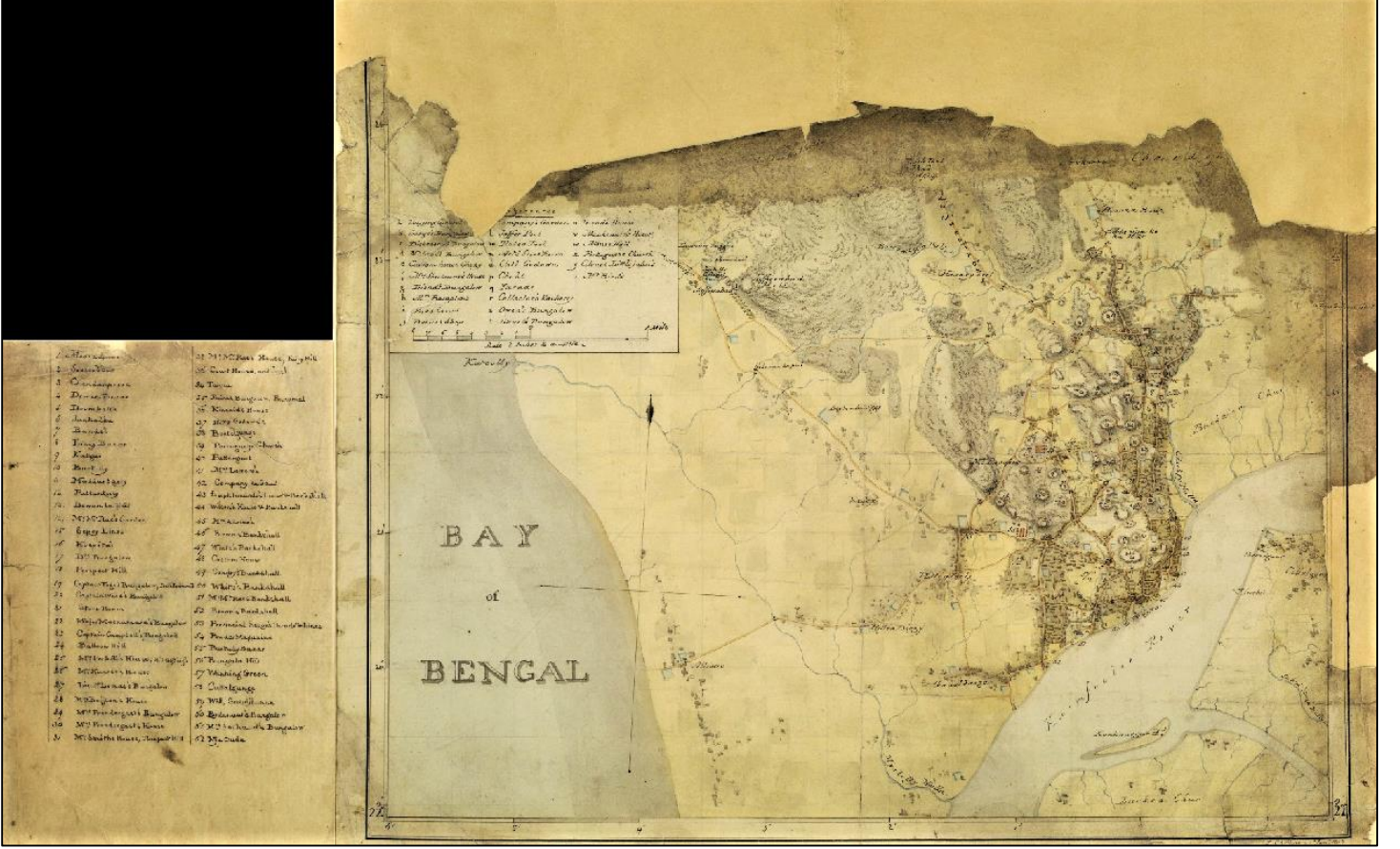
চিত্র-১১: বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ১৮১৮ সালে জন চিপের তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্র।

Bungalow নামে একটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত বাংলো হিসেবে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-১২]**। কোম্পানির চিফের ভগ্ন বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনো রংমহল পাহাড়ে রয়েছে। ডক্টর শামসুল হোসাইন তাঁর লেখা 'ইটারনাল চিটাগং' বইটিতে সম্ভবত এ ধ্বংসাবশেষের একটি অংশের ছবি ও তথ্যের বর্ণনা দিয়েছেন **[Ref.-57]**। রংমহল পাহাড়ের পরিত্যক্ত বাংলোর ঠিক দক্ষিণ-পূর্বে ছিল কিনকেইডের বাড়ি **[চিত্র-১২]**। পিটার কিনকেইড ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, ১৮৫৬ সালে

চিত্র-১২: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে বর্তমান আন্দরকিল্লা, জামাল খান, নন্দনকানন, এনায়েত বাজার, পাথরঘাটা এলাকাসমূহের সেকালের চিত্র দেখানো হয়েছে । ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বরে, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের পূর্বাংশের যে অংশটুকু কর্ণফুলী নদীর জলে নিমজ্জিত ছিল তা বর্তমান মানচিত্রে হালকা সবুজ রঙে এবং চাক্তাই খালের অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি অক্ষরে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 4=Dewan Bazar; 5=Doomkatta; 6=Junkalka; 22=Major Macnamara's Bungalow; 23=Captain Campbells Bungalow; 25=Mr.Pechell's House,Hill 80ft high; 28=Mrs.Boisson's House; 29=Mrs.Prendergast's Bungalow; 30=Mrs.Prendergast's House; 31=Mr. Smith House, Tempest hill; 32=Mr. Mc. Rae's House, Fairy Hill; 33=Court House and Jail; 34=Tanna; 35=Ruined Bungalow, Rungmal; 36=Kincaid's House, 37=Hemp Godown's; 38=Beetelgunge; 40=Pattergaut; 41=Mrs. Lorrero's; 42=Company Ka Gaut; 54=Powder Magazine; 56=Bungala Hat; 59=Well, Seetuljhunna; 60= Bydanaut's Bungalow; 61=Mrs. Eschaud's Bungalow ।

তাঁর মৃত্যুর পর বিবিরহাটে অবস্থিত ক্রিশ্চিয়ান সিমেট্রিতে তাঁকে সমাহিত করা হয় **[Ref.-58,59,60]** । কিনকেইডের বাড়ির দক্ষিণে ছিল কোম্পানির খড়ের গুদাম **[চিত্র-১২]** । বর্তমান আন্দরকিল্লায় অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট মেটারনিটি হসপিটালের স্থানে তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের একমাত্র থানাটির অবস্থান ছিল **[চিত্র-১২]** । সে সময় থানা শহরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো **[Ref.-61]** । শুরুর দিকে থানাতে যথেষ্ট লোকবল থাকলেও পরে আর্থিক কৃচ্ছতার জন্যে সিপাহির সংখ্যা হ্রাস করা হয় । বড় কোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণে লোকবলের প্রয়োজন হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে চট্টগ্রামে অবস্থানরত কোম্পানির সেনাবাহিনী অথবা চট্টগ্রাম প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়ন হতে প্রয়োজনমতো সিপাহি সরবরাহ করা হতো **[Ref.-62]** । রংমহল পাহাড়ের পশ্চিম দিকে স্বতন্ত্র টিলার উপর অবস্থিত জামে সঙ্গিন মসজিদটি (বর্তমানে যা আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ নামে পরিচিত) Powder Magazine (গোলাবারুদ রাখার স্টোর) হিসেবে মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-১২]** । চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই এ মসজিদটি প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল **[Ref.-63]** । সেকালে চট্টগ্রাম শহরে পাঁকা বাড়ির বেশ অভাব থাকায় ইংরেজ কোম্পানি অব্যবহৃত এই মসজিদটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এই মসজিদের স্থানে গোলাবারুদ রাখা শুরু করে **[Ref.-64]** । কারণ গোলাবারুদ রাখার জন্য শুষ্ক ও পাকা ঘরের প্রয়োজন । ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের দায়িত্বে থাকা জন এংলিশ হার্ভে তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম অধিবাসীদের কথা বিবেচনা করে এই মসজিদটি পুনরায় চালু করার জন্য কলকাতার কোম্পানি সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলকে অনুরোধ করেছিলেন **[Ref.-65]**। তবে তাঁর এ অনুরোধের পরেও তৎকালীন কোম্পানি সরকারকে কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না । পরবর্তীতে ১৮৫০ এর দশকের শুরুতে তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর শেখ হামিদুল্লাহ এ মসজিদটি পুনরুদ্ধারের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পর ১৮৫৬ সালে ইংরেজ সরকার এটিকে পুনরায় মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেয় **[Ref.-66]** । মসজিদটি পাথরে নির্মিত হওয়ায় একে ফার্সিতে 'জামে সঙ্গিন' বলা হত **[Ref.-67]** । অদ্য অবধি চট্টগ্রাম শহরে এই

মসজিদটি হল একমাত্র পাথরে নির্মিত পাঁকা স্থাপনা। ১৯০৭-১৯০৮ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে চলাকালীন সময়ে তোলা ফটোগ্রাফিক ছবিতে এই মসজিদের পাথরের কাজটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-১৩]**। অপরিকল্পিতভাবে মসজিদের বর্ধিত অংশ নির্মাণের ফলে বহুকাল আগেই পাথরের এই সৌন্দর্যটি চোখের আড়ালে চলে গেছে।

চিত্র-১৩: ১৯০৭-১৯০৮ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে চলাকালীন সময়ে তোলা আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের ফটোগ্রাফিক ছবি। এ ছবির ডান অংশে মসজিদের পাথরের কাজটি বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। ছবির সূত্র: The British Library।

জন চিপের মানচিত্রে রং মহাল পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমের মূল সড়ক (বর্তমান জে এম সেন এভিনিউ) হতে একটি সরু রাস্তা বর্তমান রাজা পুকুর লেইন বরাবর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান বিভাগীয় কমিশনার পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠে Mr. Pechell's House নামে চিহ্নিত একটি বাড়ির কাছে শেষ হতে দেখা যায় **[চিত্র-১২]**। বাড়িটিতে সেসময় থাকতেন তৎকালীন চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জজ ও পলিটিক্যাল এজেন্ট - পল উইলিয়াম প্যাচেল। মানচিত্রে এ বাড়িটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ ফুট উঁচুতে উল্লেখ করা

হয়েছে। প্যাচেল ১৮০৪ সালে যশোর জেলা কোর্ট থেকে পদোন্নতি নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ হিসেবে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন **[Ref.-68]** । পরবর্তীতে এ শহরে একাধারে জজ ও পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার পর ১৮১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রভিন্সিয়াল কোর্টের জজ হিসেবে ঢাকায় বদলি হয়ে যান **[Ref.-69]** । তখন এ অঞ্চলে জজই ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা ধর ব্যক্তি। উইলিয়াম প্যাচেলকে সে সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য ভূ-রাজনৈতিক ঘটনার মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে সুদূর অতীতকাল হতে বিভিন্ন সময় আরাকান শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা চট্টগ্রামে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। ১৭৭৭ সালে চট্টগ্রামে ফারসি ভাষায় লিখিত এক নথিপত্রে এ ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায় **[Ref.-70]** । যেখানে দেখা যায় আরাকান রাজ্যের তাহিস্ / তাঁজ মোহাম্মদ নামক একজন উচ্চপদস্থ মুসলিম ব্যক্তি আরাকানের মগ রাজার সাথে দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর প্রায় দুই হাজার অনুসারী নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির অধীনে থাকা চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৭৮৪ সালে তৎকালীন বার্মার রাজা আরাকান রাজ্য দখল করলে অনেক আরাকান অধিবাসী বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি এইসব অধিবাসীদের খাদ্য ও চট্টগ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। এই মানবিকতার আড়ালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল । তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই আরাকান শরণার্থীদের দ্বারা দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিশাল অনাবাদি জমি গুলো চাষাবাদের মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সবসময় সচেষ্ট ছিল। চাষাবাদের পাশাপাশি অন্য শ্রমনির্ভর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এই শরণার্থীদের ব্যবহার করতে দেখা যায়, যেমন ১৮০০ সালে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫০০টি কোদাল সংগ্রহ করে রামু থেকে উখিয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে শরণার্থীদের নিয়োজিত করা হয়েছিল **[Ref.-71]** । নিজ অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে আসা এইসব শরণার্থীরা বার্মা রাজার প্রতি সব সময় বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতো এবং সুযোগ পেলেই নিজেরা সংঘটিত হয়ে আরাকান রাজ্যে বার্মা সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ চালাত। বার্মার রাজা এই সকল বিদ্রোহী শরণার্থীদের বিচারের উদ্দেশ্যে বার্মায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজ

কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে বারবার তাগাদা দিয়েছিলেন । অন্যদিকে আরাকান শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ সময় এই শরণার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছিল । ১৮১১ সালে উইলিয়াম প্যাচেল জজ থাকাকালীন সময়ে শরণার্থীদের এই বেপরোয়া আচরণ তুঙ্গে উঠে । তারা আরাকান থেকে পালিয়ে আসা খায়েন্ বাইন্ (ইংরেজরা উচ্চারণ করত King Berring) নামের আরাকানের একজন স্থানীয় মগ নেতার নেতৃত্বে আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। খায়েন্ বাইন্ বিভিন্ন উপায়ে চট্টগ্রাম থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে, আনুমানিক দশ হতে বিশ হাজার আরাকান শরণার্থীদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বর্মী সেনাদের হটিয়ে প্রায় ছয় মাসের জন্যে পুরো আরাকান রাজ্য নিজের দখলে রাখতে সামর্থ্য হয় **[Ref.-72]** । পরবর্তীতে বার্মার রাজা খায়েন্ বাইনকে পরাজিত করে পুনরায় আরাকান রাজ্য দখল করেন । পরাজিত খায়েন্ বাইন্ পুনরায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। এই ঘটনাটি বার্মার শাসকের মনে তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানি সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি করে । সেসময় চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কর্মরত লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম হোয়াইট ছিলেন এই পুরো ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী । ১৮২৭ সালে তাঁর প্রকাশিত ' A political history of the extraordinary events which led to Burmese war' বইটিতে এ ঘটনাটির জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসক উইলিয়াম প্যাচেলের দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করে বেশ কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন **[Ref.-73]** । তাঁর ভাষ্যমতে, প্রথমত একজন প্রশাসকের গোয়েন্দা নজরদারি এড়িয়ে খায়েন্ বাইন্ এর পক্ষে বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, দ্বিতীয়ত উইলিয়াম প্যাচেল যখন জানতে পেরেছিলেন যে এই বিশাল শরণার্থীর বাহিনী আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়েছে তখন তিনি তাদের থামানোর জন্য মাত্র একশত ইংরেজ কোম্পানির সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, যা এই বিশাল বাহিনীকে থামানোর জন্য নিতান্তই অপ্রতুল ছিল । এই ঘটনার পর বার্মার রাজা বেশ কড়া ভাষায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে পলাতক খায়েন্ বাইন্ ও তার সহযোগীদের তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ইংরেজ কোম্পানির সরকারকে দাবি জানিয়ে আসছিলেন **[Ref.-**

74] । এ সকল ঘটনা প্রবাহের একপর্যায়ে বার্মার রাজা এককালে আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার অজুহাত দেখিয়ে রামু, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ নিজেদের বলে দাবি করে বসেন এবং নাফ নদীর কাছে অবস্থিত শাহপরীর দ্বীপ দখলের চেষ্টা চালান **[Ref.-75]** । বার্মার রাজার এই অনৈতিক দাবি ও উদ্ধত কর্মকাণ্ডের ফলে ইংরেজ ও বার্মার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে । ১৮২৪- ২৬ সালের দু'পক্ষের এই যুদ্ধে বার্মার রাজা পরাস্ত হয় । আরাকান ও তার পার্শ্ববর্তী তানেসারিম (তানিনথারি) অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে চলে আসে । ইংরেজরা যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ইংরেজদের পক্ষে প্রায় পনেরো হাজার সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে এবং যুদ্ধের বিশাল খরচ বহন করতে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানি সরকার দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় **[Ref.-76]** ।

কোম্পানি আমলের প্রথমদিকের Shaw Brush hill নামের পাহাড়টি পরবর্তীতে ইংরেজদের কাছে “ফেয়ারি হিল” (বর্তমান কোর্ট বিল্ডিং পাহাড়) নামের একটি নান্দনিক পাহাড় হিসেবে পরিচিতি পায় । স্থানীয়রা বলতো পরীর পাহাড় । ১৮১৮ সালের জন চিপের মানচিত্রে এই পাহাড়ের উপর Mr. Mc. Rae’s House নামে একজন ব্যক্তির বাসস্থানের অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১২]** । তিনি ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার জন ম্যাকরে । মানচিত্রে এই পাহাড়টিতে যাতায়াতের মোট চারটি পথ দেখতে পাওয়া যায় । স্কটল্যান্ডের অধিবাসী জন ম্যাকরে ১৭৮৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে কলকাতায় যোগদান করেন **[Ref.-77]** । ১৭৯৪ সালে তিনি চট্টগ্রামে বদলি আসেন **[Ref.-78]** । কর্ম জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে । ১৮০২ সালে পরবর্তী প্রমোশন অগ্রাহ্য করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে চট্টগ্রামে থেকে যান **[Ref.-79]** । ১৭৯৫ সালে চট্টগ্রামে কর্নেল এরস্কিন এর মেয়ে মার্গারেট এরস্কিনকে বিয়ে করেন **[Ref.-80]** । তাঁদের সংসারে দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয় । তাঁর বড় ছেলে ‘জন’ বাবার মত পরবর্তীকালে ডাক্তার হিসেবে ইংরেজ কোম্পানিতে সার্জনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন , অন্যদিকে তাঁর ছোট ছেলে ‘ফারকুহার’ লেফটেন্যান্ট হিসেবে প্রথম ইংরেজ ও বার্মার যুদ্ধে (১৮২৪- ২৬ সালে সংঘটিত) অংশগ্রহণ করেছিলেন **[Ref.-81]** । ১৮১২ সালে তাঁর স্ত্রী মার্গারেট

চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-82]** । শেষের দিকে জন ম্যাকরে ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে চট্টগ্রামে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেনারেল এর দায়িত্বে ছিলেন **[Ref.-83]** । ১৮২৩ সালে তিনি ৬৩ বছর বয়সে বরিশালে মৃত্যুবরণ করেন, পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহ চট্টগ্রামে এনে বর্তমান বিবিরহাটের নিকটে অবস্থিত খ্রিষ্টান কবরস্থানে তাঁর স্ত্রীর কবরে সমাহিত করা হয় **[Ref.-84,85]** । জন ম্যাকরের মৃত্যুর পর ফেয়ারি হিল ১৮২৫ সালে পঁচিশ হাজার রুপিতে বিক্রি হয় **[Ref.-86]** । ফেয়ারি হিল ছাড়াও জন ম্যাকরের মালিকানায় সেসময় আস্কারদিঘির কাছে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন ও বর্তমান সদরঘাটের নিকটে একটি শিপইয়ার্ড ছিল। তৎকালীন আরাকান রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের প্রতি তিনি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন । কর্তৃপক্ষের অগোচরে তাদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি বার্মার রাজার রোষানলে পড়েন । তাঁর শিপইয়ার্ড থেকেই ১৮১১ সালে বিদ্রোহী মগ নেতা খায়েন্ বাইন্ এর সহযোগীরা রাতের অন্ধকারে ষোল থেকে সতেরটি কামান বিনা বাধায় চুরি করে নিয়ে যায়, যা আরাকানে বার্মা সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে **[Ref.-87]** । এখানে উল্লেখ্য যে সেসময় সমুদ্রে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তার জন্য তাতে কামান সংযুক্ত করা হতো, আর সে কারণেই জাহাজ নির্মাণের স্থানে কামান ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের পর্যাপ্ত মওজুদ থাকতো। পরবর্তীকালে খাইন বাইনকে সহযোগিতার জন্য বার্মার রাজার অভিযোগের ভিত্তিতে কোম্পানি সরকার জন ম্যাকরেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে । প্রতি উত্তরে জন ম্যাকরে কোম্পানি সরকারকে জানায় যে পুরো ব্যাপারটি তাঁর অজান্তেই হয়েছে তাই তিনি কোনোভাবেই এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নন **[Ref.-88]** । কোম্পানি সরকার তাঁর জবাবে আশ্বস্ত হলেও সেই সময় চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কর্মরত লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম হোয়াইট জন ম্যাকরের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন **[Ref.-89]** । তাঁর দেওয়া তথ্যমতে ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই শহরের বাজারগুলোতে মগ বিদ্রোহীদের গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা রটে গিয়েছিল । এমন পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা শিপইয়ার্ড গুলোতে পাহারার জন্য পর্যাপ্ত ওয়াচম্যান থাকবার কথা । এরূপ কঠোর প্রহরার মাঝে এতগুলো কামান বিনা বাধায় চুরি যাওয়া

একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল । অন্যদিকে প্রহরায় থাকা ওয়াচম্যান কামান চুরির ঘটনা সময়মতো কর্তৃপক্ষকে জানায়নি, যা করলে কোম্পানির সেনাবাহিনী অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এ কামানগুলো মগ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারত **[Ref.-90]** । পুরো ঘটনা এরূপ বিশ্লেষণে বিদ্রোহী মগ নেতা খায়েন্ বাইন্ এর প্রতি জন ম্যাকরের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার ইঙ্গিতই পাওয়া যায় । চট্টগ্রামের আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জন ম্যাকরের শিপইয়ার্ডের নাম জড়িয়ে আছে । ১৮১৮ সালে এই শিপইয়ার্ডে 'অলফ্রেড' নামের একটি কাঠের জাহাজ তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে জার্মান রাজকীয় নৌবাহিনী কিনে তাদের নৌবহরে 'ডয়েচল্যান্ড' নামক যুদ্ধজাহাজ হিসেবে কমিশন করেছিল **[Ref.-91]** । এই অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠীর প্রতি জন ম্যাকরের বেশ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় । পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত কুকি আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার উপর তাঁর লেখা বিস্তারিত প্রবন্ধটি ১৮০৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ফিলোসফিক্যাল মেগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল **[Ref.-92]** । এ আদিবাসীদের বসবাসের স্থানেই প্রথম তিনি চট্টগ্রামের চতুষ্পদ প্রাণী 'গয়াল' দেখতে পান । গয়ালের উপর তাঁর লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে এই চতুষ্পদ প্রাণীর পরিচিতি তুলে ধরেন । ১৮০৯ সালের মে মাসের এক রাত্রে তাঁর ফেয়ারি হিলের বাসস্থানের দক্ষিণের বারান্দায় এক বিষাক্ত সাপ তাঁর পায়ে কামড় দিলে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন । অনেকটা নিরুপায় হয়ে সেই রাতে ধৈর্য ও সাহসকে সম্বল করে একাকী বাড়িতে তাঁর নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হয়েছিল । বিষাক্ত সাপের কামড়ের কষ্টের অনুভূতি এবং কি উপায় তিনি এর সফল চিকিৎসা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তার বিস্তারিত জানিয়ে একটি রিপোর্ট লিখেন, যা ১৮১৩ সালে দি মেডিকেল এন্ড ফিজিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয় **[Ref.-93]** । সে সময় চট্টগ্রামে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে অনেক মানুষ কলেরায় মারা যেত । ১৮১৮ সালে কলেরা রোগের উপর তাঁর লেখা প্রবন্ধটি এই বিষয়ে এ যাবত কালে সংরক্ষিত সবচেয়ে পুরাতন রেকর্ড গুলোর একটি, যেখানে তিনি কলেরা রোগের চিকিৎসায় তৎকালীন চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন **[Ref.-94]** ।

মানচিত্রে ফেয়ারি হিলের উত্তর দিকে অবস্থিত তৎকালীন টেম্পেস্ট হিলে (বর্তমানে এই পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের অফিস অবস্থিত) Mr. Smith's House নামের একটি স্থাপনার উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-১২]** । এটি ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা আদালতের রেজিস্টার এডোয়ার্ড জেমস স্মিথের বসতবাড়ি। সম্ভবত সে সময় বর্তমান মিউনিসিপাল স্কুল এন্ড কলেজ এর উত্তরে জহুর হকার মার্কেট এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঝে প্রীতিলতা ওয়াদেদার নামের রাস্তাটি দিয়ে এ বাড়িটিতে যেতে হতো। স্মিথ ১৮১৪ সালে চট্টগ্রামে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসেন **[Ref.-95]** । চট্টগ্রাম শহরের তখনকার প্রশাসনিক কাজের ব্যবস্থাপক / দারোগা মোহাম্মদ আকবরের ছেলে 'আব্দুল্লাহ' স্মিথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আব্দুল্লাহর বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আয়োজিত ফারসি কবিতা - গজলের আসরের নিয়মিত অতিথি ছিলেন স্মিথ **[Ref.-96]** । স্মিথ ফারসি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ফারসিতে তাঁর ছদ্ম নাম ছিল 'সায়েখ্' **[Ref.-97]** । পরবর্তীকালে স্মিথ চট্টগ্রাম ছেড়ে এলাহাবাদে বদলি হয়ে গেলে , বন্ধু আব্দুল্লাহর জন্য একটি মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ফার্সিতে গজল লিখে বন্ধুর উপহারের জবাব দিয়েছিলেন **[Ref.-98]** ।

টেম্পেস্ট হিলের উত্তর-পূর্বের উঁচু স্থানে মানচিত্রে চিহ্নিত Mrs. Prendergast's House নামের বাড়িটিতে সেসময় থাকতেন প্রয়াত লেফটেন্যান্ট জে জে প্রেনডারগাস্টের বিধবা স্ত্রী মিসেস মার্গারেট প্রেনডারগাস্ট **[চিত্র-১২]** । টেম্পেস্ট হিলের উত্তরের পাহাড়টিতে (টেলিগ্রাফ হিল, যেখানে বর্তমানে একটি টাওয়ার অবস্থিত) তাঁর আরেকটি বাংলো বাড়ি ছিল যা মানচিত্রে Mrs. Prendergast's Bungalow নামে উল্লিখিত রয়েছে **[চিত্র-১২]** । মার্গারেটের স্বামী লেফটেন্যান্ট জে জে প্রেনডারগাস্ট মৃত্যুর পূর্বে শ্রীলঙ্কায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৮১০ সালে ৪৪ বছর বয়সে চট্টগ্রামে স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে মারা যান **[Ref.-99]** । মিসেস মারগারেট ১৮৪২ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-100]** ।

জন চিপের মানচিত্রে বর্তমানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরের পাহাড়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার একমাত্র আদালত ভবনটির অবস্থান ও এর উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত নীচু ও সমতল অংশে বর্গাকৃতির প্রাচীরে ঘেরা সেকালের চট্টগ্রামের জেলখানাটির অবস্থান যথাক্রমে Court House and Jail নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-১২]** । এই আদালত ভবনটিতেই সেকালের দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলা মোকদ্দমার বিচার হতো। উল্লেখ্য যে, কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকারের পাশাপাশি সে সকল জেলার দেওয়ানি মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে থাকলেও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার মূল কর্তৃত্ব মুর্শিদাবাদের মুঘল শাসকের হাতেই ছিল । এ কারণেই সেসময়কার মুঘল শাসকদের পদবি ছিল নাজিম **[Ref.-101]** । পরবর্তীতে ১৭৯০ সালের পর হতে ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইংরেজ বিচারকদের হাতে চলে যায় **[Ref.-102]** । মানচিত্রে দেখানো জেলখানা হতে দক্ষিণে আদালত ভবনের পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটি ছিল তৎকালীন জেলখানা ও আদালত ভবনের মাঝে মূল সংযোগকারী সড়ক (বর্তমানে রাস্তাটি ব্যবহৃত হয় না) । জেলখানার অবস্থা সেসময় বড়ই নাজুক ও অনিরাপদ ছিল। কয়েদিদের রাখা হতো বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘরে, যেগুলো প্রায়ই আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যেত **[Ref.-103]** । ১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসে জেলখানা ও আদালত ভবনের জন্য নতুন পাকা স্থাপনার নকশা চূড়ান্ত করা হয় **[চিত্র-১৪]** । পরবর্তীকালে এ সকল নকশা অনুযায়ী পুরাতন আদালত ভবনটির স্থানে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং পুরাতন জেলখানার কাঁচা স্থাপনা সরিয়ে সেই স্থানে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল।
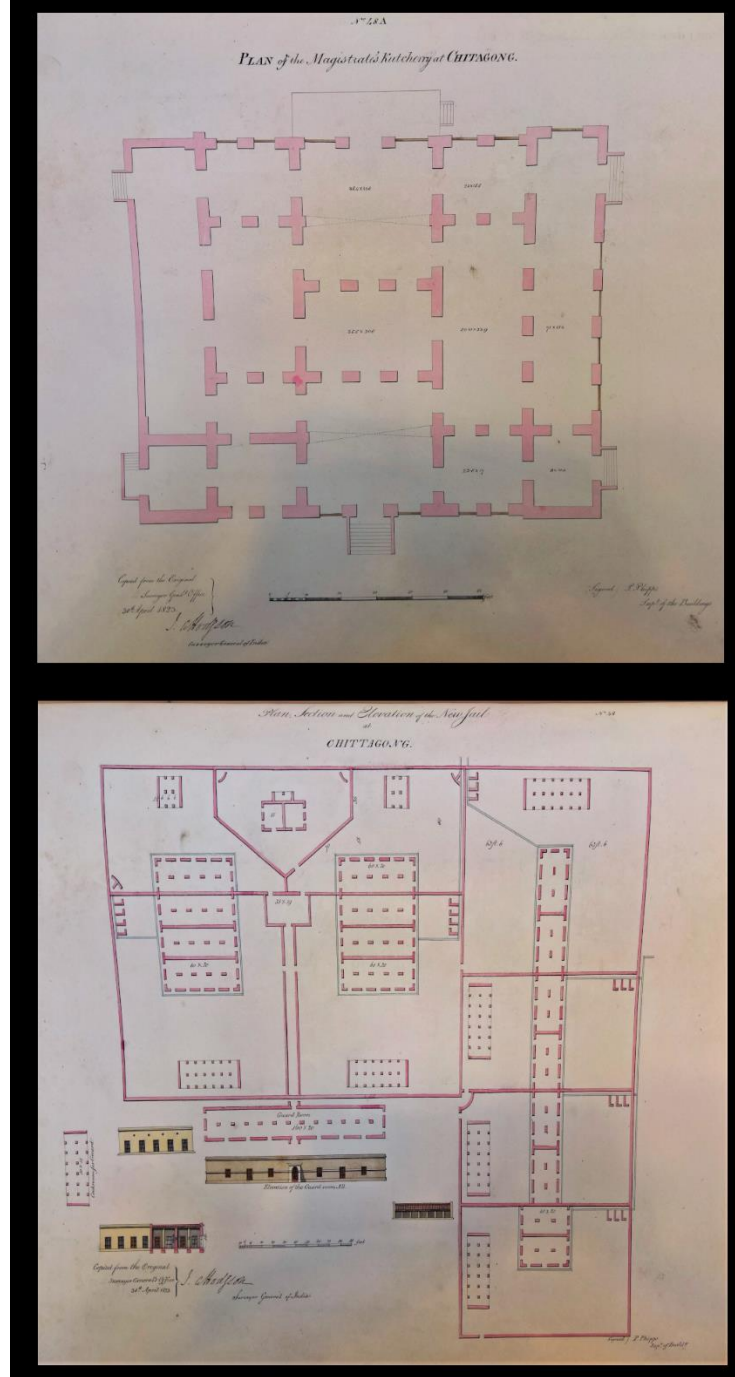
চিত্র-১৪: বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৮২৩ সালের এপ্রিলে তৈরি চট্টগ্রাম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও জেলখানার পাকা স্থাপনার চূড়ান্ত নকশা। ছবির উপরের অংশে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও নিচের অংশে জেলখানা নকশা দেখানো হয়েছে।

মানচিত্রে আদালত ভবনের দক্ষিণের পাহাড়টিতে (বর্তমানে যেখানে মুসলিম হাইস্কুল অবস্থিত) জন ইশুর স্ত্রী 'ইসাবেল ইশুর' বাড়িটি Mrs. Eschaud's Bungalow নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-১২]** । ফ্রান্সের লরেন্টে জন্মগ্রহণকারী জন ইশু তাঁর ১২ বছর বয়সে এই অঞ্চলে আসেন। ১৭৭২ সালে তিনি চট্টগ্রামে কোম্পানির চিফ চার্লস বেন্টলির রাইটার হিসেবে কর্মরত ছিলেন **[Ref.-104]** । ১৭৭৮ সালে ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৎকালীন ভারতে তার অধিকৃত বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত ফরাসি নাগরিকদের বন্ধী করে । এরকম একটি ঘটনায় জন ইশু ত্রিপুরায় গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীকালে নিজের ফরাসি নাগরিকত্ব বাতিল করে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অনুমতি পান **[Ref.-105]** । মানচিত্রটি তৈরিকালে খুব সম্ভব তিনি বেঁচে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী ইসাবেল ইশু ১৮৩৮ সালে ৭২ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-106]** ।

আন্দরকিল্লার আশেপাশে সেসময়কার কিছু ধর্মীয় স্থাপনার অবস্থান মানচিত্রে উপাসনালয়ের প্রতীকে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১২]** । যার প্রথমটি হল বর্তমান মোমিন রোডের পাশে অবস্থিত কদম মোবারক মসজিদ এবং দ্বিতীয়টি হল বর্তমান বদরপাতি টিলায় অবস্থিত পীর বদরউদ্দিন (রাঃ) এর সমাধিস্থল । আন্দরকিল্লার জামে সঙ্গিন মসজিদটি (বর্তমান জামে মসজিদ) তখন গোলাবারুদ রাখার স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় কদম মোবারক মসজিদটি এ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে মূল মসজিদ হিসেবে সেসময় পরিগণিত হয়েছিল । তৃতীয় উপাসনালয়টি ছিল আন্দরকিল্লার কাছে বর্তমান নন্দনকাননের তুলসীদাস আখেড়ার পাহাড়ের উপর অবস্থিত হিন্দু ধর্মালম্বীদের শ্রী নরসিংহ গোপাল জীও মদনমোহনের মন্দির।

এ গুলো ছাড়া মানচিত্রে আন্দরকিল্লা ও তার চারপাশের এলাকায় বর্তমান লালদীঘি সহ মোট চারটি পুকুরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। আজ লালদীঘি ছাড়া বাকি তিনটি পুকুর বিলুপ্ত। বিলুপ্ত এই তিনটি পুকুরের প্রথমটির অবস্থান ছিল বর্তমান রাজা পুকুর লেইনের উত্তরে,

দ্বিতীয়টি ছিল বর্তমান শাহ আমানত সিটি কর্পোরেশন মার্কেটের কাছে এবং তৃতীয়টি ছিল রংমহল পাহাড়ের পূর্বে (বর্তমান ঘাটফরহাদবেগ এর কাঁটা পাহাড় লেইনের পূর্বদিকে)।

মানচিত্রে বদরউদ্দিন (রাঃ) মাজারের উত্তরে চার রাস্তার মিলনস্থলে Beetelgunge (বিটেলগন্জ) নামে একটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-১২]** । বর্তমানে এ স্থানটি 'বক্সিরহাট' নামে পরিচিত। ইংরেজি বিটেল শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো পান। প্রাচীনকাল থেকেই পান সুপারির জন্য চট্টগ্রাম বিখ্যাত ছিল। এছাড়া মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত তৎকালীন ত্রিপেরা (বর্তমান কুমিল্লা), দাউদকান্দি, লক্ষ্মীপুর স্থানগুলোতে উৎপাদিত সুপারির সুখ্যাতি ছিল **[Ref.-107]**। মানচিত্রে বিটেলগঞ্জের পূর্বদিকে নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা থাকায় ধারণা করা যায়, স্থানটির সাথে চট্টগ্রামের আশেপাশের জেলাগুলোর নৌপথে যোগাযোগ ছিল। সম্ভবত বিটেলগঞ্জ ছিল তৎকালীন চট্টগ্রামের পান-সুপারি ব্যবসার বড় স্থান। তৎকালীন আরাকানের অধিবাসীরা ছিল পান সুপারির বড় ক্রেতা **[Ref.-108]**। ইংরেজ কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই চট্টগ্রামে পান সুপারির ব্যবসা হতে বিপুল রাজস্ব আদায় হতো। যেমন ১৭৭৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি পান সুপারি ব্যবসা হতে তৎকালীন ১০,১২২ রুপি রাজস্ব আদায় করে যা পরবর্তীতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল **[Ref.-109]**।

১৮১৮ সালের এই মানচিত্রে দেখা যায় কর্ণফুলী নদী তখনও আগের মত উত্তরপশ্চিম দিকে বেঁকে শহরের পূর্বাংশে আন্দরকিল্লা ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোর খুব কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এ কারণে বর্তমান পাথরঘাটার দক্ষিণ-পূর্বের অধিকাংশ জায়গা সেসময় কর্ণফুলী নদীর পানির নিচে নিমজ্জিত ছিল। ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে শহরের পূর্ব দিকে কর্ণফুলী নদীতে দৃশ্যমান বুনোহাঁস চরে বেড়ানো চরটি পরবর্তীকালে আরো দক্ষিণ পূর্বে বিস্তৃত হয়ে জন চিপের মানচিত্রে Buckalea Chur (বাকলিয়ার চর) নামে পরিচিতি পেয়েছে। এর ফলে কোম্পানি আমলের মধ্যভাগে কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই খাল এর মিলনস্থলটি আগের অবস্থান থেকে আরো দক্ষিণে সরে এসে বর্তমান কোরবানীগঞ্জের বলুয়ার দিঘীর পূর্ব পাশে অবস্থান করছিল **[চিত্র-**

১২] । বর্তমান আন্দরকিল্লার পূর্বদিকে আসাদগঞ্জ রোডের শুরুতে Pattergaut (পাথরঘাটা) নামের একটি ফেরিঘাট ছিল [চিত্র-১২] । যেখান থেকে সেসময়ের মানুষেরা নৌকায় চড়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে শিকলবাহা খাল হয়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে অথবা পূর্বদিকে কর্ণফুলী নদী দিয়ে রাঙ্গামাটির দিকে যাতায়াত করত । ১৭৯৮ সালে চট্টগ্রামে ভ্রমণ করতে আসা ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানান এই ঘাট থেকেই দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি ভ্রমণ করেছিলেন **[Ref.-110]** । এই ঘাটের দক্ষিণে বর্তমান চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের পূর্বদিকে বান্ডেল রোড ও নজু মিয়া রোড এর মধ্যবর্তী একটি স্থানে Mrs Lorrero's নামে এক মহিলার বসতবাড়ি ছিল [চিত্র-১২] । তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামে বসবাসরত পর্তুগিজ নাবিক বোলথজার লরেরিয়োর মেয়ে 'মার্গারেট লরেরিয়ো' ছিলেন **[Ref.-111]** । ১৭৯৫ সালে চট্টগ্রামে মার্গারেট লরেরিয়োর সাথে জর্জ অডমনস্টোনের বিয়ে হয়েছিল **[Ref.-112]** । বর্তমান রঙ্গম সিনেমা রোড বরাবর বান্ডেল রোডের পূর্বে নজুমিয়া রোডের শুরুতে ছিল Company Ka gaut (কোম্পানির ঘাট) [চিত্র-১২] ।

মানচিত্রে আন্দরকিল্লার পূর্বে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী স্থানে Bundel (বান্ডেল) নামের একটি স্থান দেখতে পাওয়া যায় [চিত্র-১৫] । বর্তমানে স্থানটি পাথরঘাটা ওয়ার্ডের অন্তর্গত । মানচিত্রে এই স্থানে নদীর পাড় সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দৃশ্যমান রাস্তাটি বর্তমানে 'বান্ডেল রোড' নামে পরিচিত । যেহেতু এই রাস্তাটির অস্তিত্ব ১৭৬৪ সালে তৈরি প্লেস্টেটের মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই ধরে নেওয়া যায় এটি পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল । ১৮১৮ সালে জন চিপের মানচিত্রে বান্ডেল অঞ্চলে পর্তুগিজ অধিবাসীদের বাসস্থান ও একটি পর্তুগিজ চার্চের অবস্থান চিহ্নিত থাকায় এই অংশে সেসময় পর্তুগিজ ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের বেশ আধিপত্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয় । এছাড়া এই মানচিত্রে বান্ডেল অঞ্চলে নদীর তীর ঘেঁষে বিভিন্ন নৌঘাট ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের (Bankshall) অবস্থানের উল্লেখ থাকায় ধারণা করা যায়, এই স্থানটি সেসময় চট্টগ্রাম বন্দরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল । ইতিহাসবিদদের মতে পর্তুগিজ অধিবাসীদের মুখে ফারসি 'বন্দর' শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে 'বান্ডেল' নামের উৎপত্তি হয়েছিল । মানচিত্রে প্রদর্শিত Portuguege Church নামের গির্জা অবস্থান সম্ভবত বর্তমান পাথরঘাটার হলি

রোজারিও চার্চের স্থানেই ছিল **[চিত্র-১৫]** । এই গির্জার যাজক ও স্থানীয় পর্তুগিজ অধিবাসীরা সেসময় রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী ছিলেন। ১৮১৮ সালের শেষের দিকে এই পর্তুগিজ গির্জার সন্নিকটে ব্যাপটিস্ট মিশনারি হেনরি পিকক চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন **[Ref.-113,114]** । বিদ্যালয়টির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অধিবাসী ও পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত সন্তানদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা। শুরুতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৮ জন এবং পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা ৭৪ জনে উন্নীত হয় **[Ref.-115]**। ১৮২০ সালে হেনরি পিককের মৃত্যুর পর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি জোহান এই স্কুলের হাল ধরেন **[Ref.-116]** । বিদ্যালয়টি অবৈতনিক ছিল । কলকাতায় অবস্থিত এক জনহিতৈষী ফাউন্ডেশন থেকে শিক্ষকদের বেতন পরিচালিত হতো **[Ref.-117]** । এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য বইপত্র শ্রীরামপুর মিশনারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হতো । ইংরেজি ও বাংলা পড়তে ও লিখতে শেখানোর পাশাপাশি এখানে ভূগোল, ইতিহাস ও সাধারণ গণিত শিক্ষা দেয়া হতো **[Ref.-118]** । শিক্ষার মান ছিল প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত । এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন অফিস-আদালতে বেশ সুনামের সাথে রাইটার / দলিল লেখক হিসেবে চাকুরি করতো **[Ref.-119]** । ১৮৪০ সালে এ বিদ্যালয়ের স্থানে চট্টগ্রামের রোমান ক্যাথলিক ধর্ম যাজক আগাস্টাস গয়েরান কর্তৃক একটি নতুন বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হলে, এটি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে ১৮৪৪ সালে পুনরায় অন্যত্র এই বিদ্যালয়টি আংশিকভাবে চালু হলেও শিক্ষকের অভাবে এর পূর্বের সুনাম ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় **[Ref.-120]** ।

আন্দরকিল্লার দক্ষিণে ইংরেজ কোম্পানি আমলের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুপরিচিত ফিরিঙ্গিবাজার স্থানটি ১৮১৮ সালের এ মানচিত্রেও Fringy Bazar (ফিরিঙ্গিবাজার) নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-১৫]** । তবে কোম্পানি আমলের মধ্য সময়ে এসে সেখানে মূল পর্তুগিজ অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে স্থানীয় নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

চিত্র-১৫: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের ফিরিঙ্গি বাজার ও বান্ডেল নামের এলাকার চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে বর্তমান মানচিত্রে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহ ও সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ঘাট, স্থাপনা ইত্যাদির অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বরে এবং সেসময়কার বিভিন্ন রাস্তা গুলোর অবস্থান লাল রঙে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের পূর্বাংশের যে অংশটুকু সেসময় কর্ণফুলী নদীর জলে নিমজ্জিত ছিল তা বর্তমান মানচিত্রে হালকা সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 42= Company Ka Gaut; 43=Eoseph Fernando’s House & Bankshall; 44=Wilson’s House & Bankshall; 45=Mrs. Adrian’s; 39=Portugueze Church; 32=Mr.Mc.Rae’s House, Fairy Hill; 61=Mrs. Eschaud’s Bungalow; 7=Bundel; 8=Fringy Bazar ।

স্থানীয় নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া এ সকল পর্তুগিজ বংশের লোকেরা দেখতে অপেক্ষাকৃত কালো বর্ণের ছিল বলে স্থানীয়রা তাদেরকে 'কালা ফিরিঙ্গি' নামে ডাকত। বর্তমান পাথরঘাটার সেন্ট স্কলাসটিকা স্কুলের জায়গাটি ১৮১৮ সালের মানচিত্রে Joseph Fernando's House and Bankshall নামে সে সময়ের একজন পর্তুগিজ জাহাজ নির্মাতার বাড়ি ও তাঁর জাহাজ নির্মাণের স্থান হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে **[চিত্র-১৫]** । ১৮৫৩ সালে থমাস ক্যাম্বেলের লেখা Political Incidences of the first burmese war বইয়ে জোসেফ ফার্নান্দো সম্পর্কে যে সকল তথ্য দেয়া রয়েছে তার সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো **[Ref.-121]** "জোসেফ ফার্নান্দো তৎকালীন মাদ্রাজের গভর্নরের সাথে জাহাজের একজন গোলন্দাজ সৈনিক হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে গভর্নরের সুপারিশে চট্টগ্রামে একটি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে মুখ্য কর্মী (foreman) হিসেবে চাকরি পান। এক সময় সেই নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মালিক মারা গেলে, তিনি প্রতিষ্ঠানটির সর্বেসর্বা হয়ে যান। দীর্ঘদেহী ফার্নান্দো একেবারেই অশিক্ষিত ছিলেন কিন্তু তাঁর হাতের কাজের যথেষ্ট সুনাম ছিল। এ কারণেই সে সময় তিনি ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ ছোট জাহাজ নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। সে সময়কার চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে 'জোস মালুম' নামে ডাকতো।" ফার্নান্দো ১৮২৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি তাঁর মেয়ে তেরেজা ও বিবাহ বহির্ভূত পাঁচ সন্তান- স্টিফেন, অ্যান্টোনিও, ফার্দিনান্দ, মিকেলা এবং ক্যারোলিন মাঝে ভাগ করে দিয়ে যান **[Ref.-122]**।

বর্তমান ইকবাল রোড ও বংশাল রোড এর মাঝামাঝি স্থানটিতে মানচিত্রে Wilson's House and Bankshall নামে একজন ব্যক্তির বাড়ি ও জাহাজ নির্মাণ স্থানের উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-১৫]**। তিনি ছিলেন কোম্পানির ডাক্তার রবার্ট উইলসন। ডাক্তার রবার্ট উইলসন ১৭৭০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৭৭৮ সালে সার্জন হিসেবে পদোন্নতি পান **[Ref.-123]** । পুরাতন নথিপত্রে তাঁকে ১৭৮২-৮৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে সার্জন হিসেবে কর্মরত থাকতে দেখা যায় **[Ref.-124]**। ১৭৮৫ সালে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৩০০ রুপি, বাড়ি ভাড়া বাবদ পেতেন ১৫০ রুপি, চট্টগ্রামে কোম্পানির হাসপাতালের জন্য ওষুধপত্র কেনা ও

অন্যান্য খরচ বহন করার জন্য পেতেন ১২৫ রুপি, এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা গিয়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য যাতায়াতের খরচ পেতেন ২০০ রুপি **[Ref.-125]** । পরবর্তীতে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি সার্জন হিসেবে বদলি হয়ে যান। ১৮১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরের কাছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-126]** । মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কর্ণফুলী নদীর পাড়ে সুদৃশ্য দোতালা বাড়িটি মাসিক ৭৫ রুপিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভাড়া নেয় **[Ref.-127]** । ১৮১১ সালে কলকাতায় রেজিস্ট্রি করা এক উইলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এই বাড়ি ও তার আশপাশের বিশাল জায়গার মালিকানা তিনি তাঁর ভাই উইলিয়াম উইলসন ও ভাইয়ের ছেলে জন উইলসনকে দান করে যান **[Ref.-128]** ।

মানচিত্রে বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজারে শিব বাড়ি লেইনের এর উত্তরে নদীর পাড়ে Mrs. Adrian's নামে একজন মহিলার বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-১৬]** । তিনি ছিলেন অ্যাড্রিয়ান মার্টিনের স্ত্রী 'পাসকোয়েলা অ্যাড্রিয়ান' **[Ref.-129]** । অ্যাড্রিয়ান মার্টিন জন্মসূত্রে ফ্রান্সের নাগরিক ছিলেন। ১৭৭৮ সালে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলে চট্টগ্রামের অন্য ফরাসি নাগরিক জন ইশুর সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ত্রিপুরায় গ্রেফতার হন **[Ref.-130]** । গ্রেফতারের পর নিজের ফরাসি নাগরিকত্ব বাতিল করে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। আবেদনপত্রে তিনি লিখেছিলেন তাঁর শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে কাজ করে যেতে চান **[Ref.-131]** । পরবর্তীকালে তাঁর আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হলে তিনি চট্টগ্রামে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অনুমতি পান। ১৭৯৫ সালে চট্টগ্রামে ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জর্জ পালভাসের তত্ত্বাবধানে নির্মিত 'শারলেট' নামের জাহাজটি তিনি ক্রয় করেছিলেন **[Ref.-132]** । ১৭৯৭ সালে অ্যাড্রিয়ান মার্টিন মারা যান।
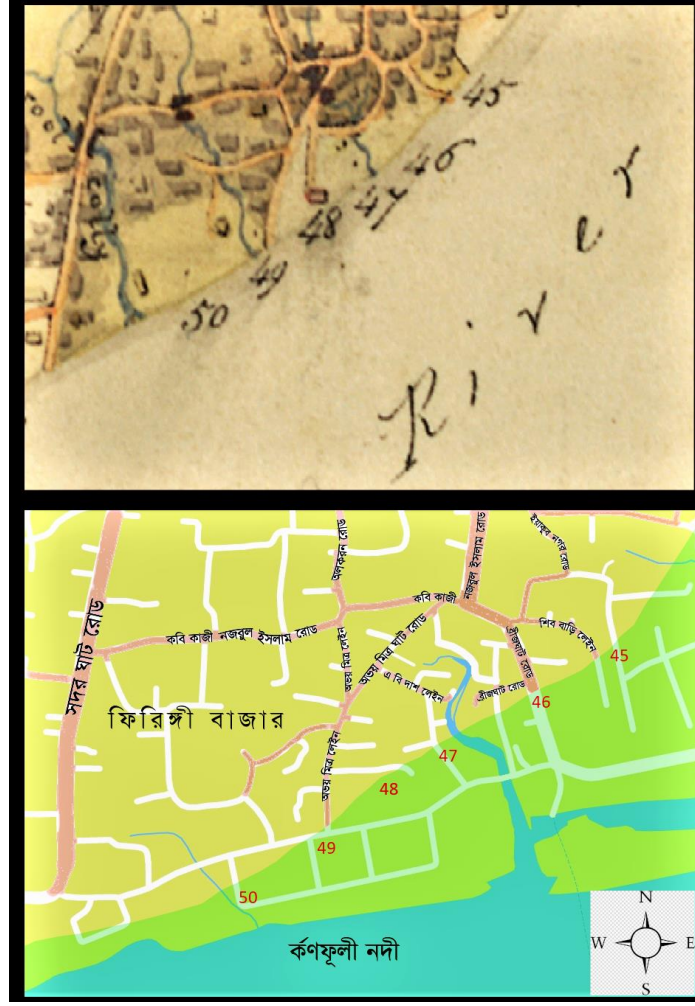
চিত্র-১৬: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের ফিরিঙ্গি বাজার সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে উক্ত এলাকায় দৃশ্যমান বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও কাস্টম হাউস এর অবস্থান লাল রঙে ইংরেজি নম্বরে এবং সেসময়কার বিভিন্ন রাস্তা গুলোর অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে লাল রঙে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণের যে অংশটুকু সেসময় কর্ণফুলী নদীর জলে নিমজ্জিত ছিল তা বর্তমান মানচিত্রে হালকা সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 45= Mrs. Adrian's; 46=Brown's Bankshall; 47=White's Bankshall; 48=Custom House; 49= Sandry's Bankshall; 50=White's Bankshall ।

এখনকার ফিরিঙ্গি বাজারে অবস্থিত ফরেস্ট অফিস ব্যাঙ্গালোর পূর্ব দিকের স্থানটিতে ছিল তখনকার Custom House (কাস্টম হাউস) **[চিত্র-১৬]** । কোম্পানি আমলের মধ্যভাগে এসে

চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ তুঙ্গে উঠেছিল। বহু সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজ সে সময়ে নির্মিত হয়েছিল। ১৮১৮ সালের মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেঁষে বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজার হতে সদরঘাট পর্যন্ত সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থানরত তখনকার বিভিন্ন ব্যক্তির মালিকানায় বেশ কিছু জাহাজ নির্মাণের স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায় । বর্তমান অভয় মিত্র ঘাট লেইনের সরকারি কাঠের ডিপো স্থানটিতে Sandry's Bankshall নামে মানচিত্রে চিহ্নিত জাহাজ নির্মাণ স্থাপনার মালিক ছিলেন জাহাজ নির্মাতা উইলিয়াম সানড্রে **[Ref.-133] [চিত্র-১৬]**। জাহাজ নির্মাতা জন ব্রাউনের Brown's Bankshall নামে মানচিত্রে চিহ্নিত দুটি জাহাজ নির্মাণ স্থাপনার একটি ছিল বর্তমান ব্রীজঘাট রোডের কাছে এবং অপরটি ছিল সদরঘাট স্ট্যান্ড রোড ও মাঝির ঘাট রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পূর্বের একটি স্থানে **[Ref.-134] [চিত্র-১৬,১৭]**। বর্তমান অভয় মিত্র ঘাট ও কেএসআরএম জেটি সংলগ্ন স্থানে White's Bankshall নামে মানচিত্রে চিহ্নিত দুটি জাহাজ নির্মাণ স্থাপনার মালিক ছিলেন তৎকালীন জাহাজের ক্যাপ্টেন ও জাহাজ নির্মাতা জন হোয়াইট [**Ref.-135] [চিত্র-১৬,১৭]** । মানচিত্রে Mr. Mc Rae's Bankshall নামে বর্তমান সদরঘাটের পশ্চিমে ডাক্তার জন ম্যাকরের মালিকানাধীন জাহাজ নির্মাণের কারখানার অবস্থান ছিল **[চিত্র-১৭]**।

ফিরিঙ্গি বাজারের পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটি এলাকার নামের উল্লেখ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান নালাপাড়া এলাকাটি পুরাতন মানচিত্রে Katgur (কাঠগড়) নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-১৭]** । কাঠগড়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমের অঞ্চলটি এখনকার মতো তখনও Maddarbarry (মাদারবাড়ি) নামে পরিচিত ছিল **[চিত্র-১৭]**। মাদারবাড়ীর উত্তরে বর্তমান পুরাতন রেলস্টেশনের স্থানটি তখন Burtully (বটতলী) নামে ডাকা হত **[চিত্র-১৭]**। মানচিত্রে কাঠগড়, মাদারবাড়ি ও বটতলী স্থানগুলোতে প্রচুর গাছপালার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই তিন স্থানের মাঝামাঝি স্থানটি ছিল প্রায় বৃক্ষশূন্য। মানচিত্রে স্থানটির নাম দেয়া হয়েছে Washing Green (ওয়াশিং গ্রিন) **[চিত্র-১৭]**। আজকের নতুন রেল স্টেশন ভবন ও এর আশপাশের স্থান
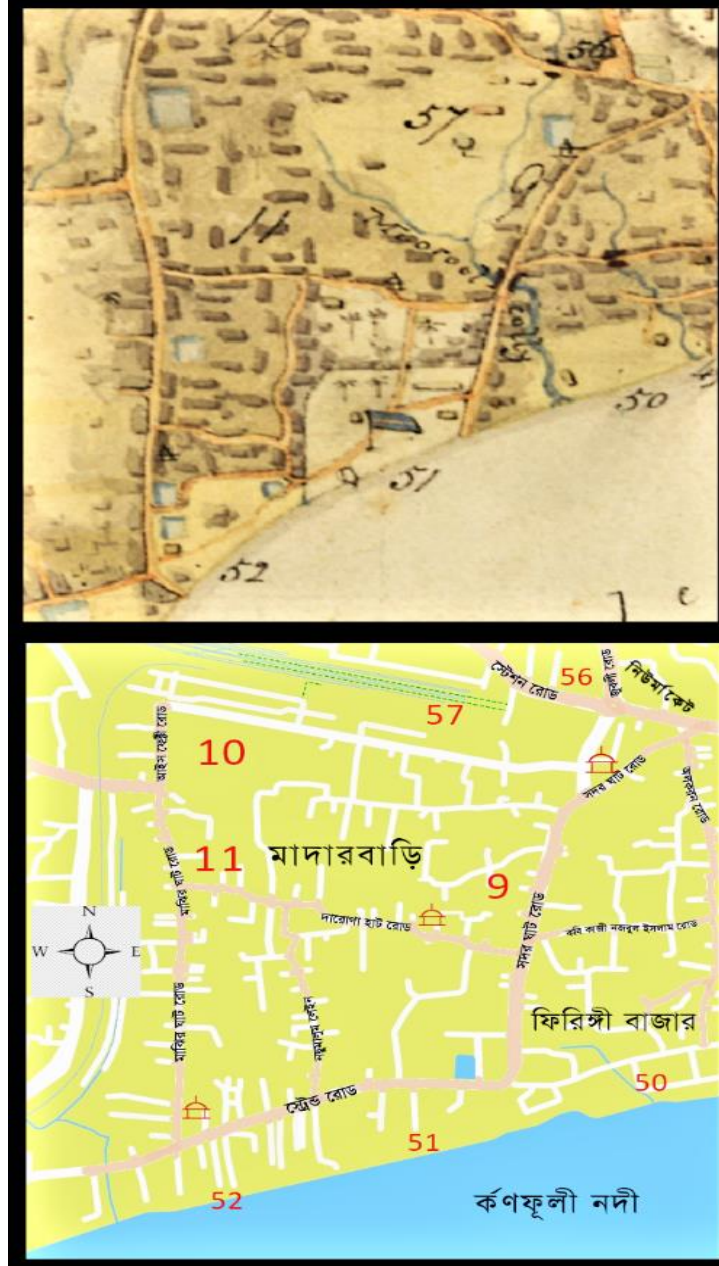
চিত্র-১৭: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের কাটগড়, বটতলী মাদারবাড়ি,ওয়াশিংগ্রিন নামের এলাকাসমূহের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহ ও সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বরে, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান লালচে রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 50=White’s Bankshall; 51= Mr. Mc. Rae’s Bankshall; 52= Brown’s Bankshall; 56=Bungala Hat; 57=Washing Green; 9=Katgur; 10=Burtully; 11=Maddarbarry।

জুড়েই ছিল সেসময়ের ওয়াশিং গ্রিন । মানচিত্রে বটতলী ও মাদারবাড়ি অঞ্চলে কয়েকটি ধর্মীয় উপাসনালয় এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোর বর্তমান অবস্থান হল - সদরঘাট রোডের পশ্চিমে কালীবাড়ি মন্দির, পশ্চিম মাদারবাড়ির মাঝিরঘাট রোডের বিবি মসজিদ এবং পূর্ব মাদারবাড়ির দারোগাহাট রোডের বার্মা মসজিদ । এই অঞ্চলে সে সময় স্থানীয় অধিবাসীদের ঘনবসতি ও বেশ কিছু পুকুরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । পশ্চিম মাদার বাড়ির স্থানে এ মানচিত্রে যে কয়েকটি পুকুরের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে তা আজ সবগুলোই ভরাট হয়ে গেছে ।

মানচিত্রে বর্তমান বাটালি ও স্টেশন রোডের সংযোগস্থলের উত্তরে Burtully Bazar (বটতলী) বাজার নামে একটি বাজার এবং এ বাজারের পশ্চিমে বর্তমান সিআরবি কলোনি, তৎসংলগ্ন রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থান ও পলোগ্রাউন্ড স্থানগুলো জুড়ে Provincial Sepay's Parade & Lines নামে সেসময়কার চট্টগ্রাম প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়ানের সিপাহি ব্যারাক ও তাদের প্যারেড ফিল্ড এর অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-১৮]** । আধা সামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে ১৮০৬ সালে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত বাহিনী হিসেবে চট্টগ্রামে এই প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়ন এর যাত্রা শুরু হয় **[Ref.-136]** । পুরো বাহিনী নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনী হতে ইংরেজ অফিসারদের ডেপুটেশনে এই বাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো । এ বাহিনীর কাজ ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী) , ত্রিপেরা (বর্তমান কুমিল্লা) এলাকাগুলোতে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল প্রতিষ্ঠান যেমন- আদালত, কালেক্টরিয়েট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা বিধান করা **[Ref.-137]** । এছাড়া এ বাহিনী যুদ্ধকালীন সময়ে রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় **[Ref.-138]** । ১৮১৩ সালে সুবেদার,হাবিলদার ও সিপাহি পদে সর্বমোট ৬৩৩ জন এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ এ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন , অপরদিকে ইংরেজ অফিসারদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ জন **[Ref.-139]** । এরা হলেন ক্যাপ্টেন জন ওয়ার্ড , ক্যাপ্টেন জেমস জর্জ ও লেফটেন্যান্ট এন্থনি লোমস । কোম্পানির মিলিটারি বোর্ড এই বাহিনীতে কর্মরত সিপাহি ও অন্যান্যদের বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার

ব্যবস্থা করতো। তবে তা কেবল মাত্র চট্টগ্রামে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিস্বাক্ষরের পরেই কার্যকর করা হতো **[Ref.-140]** । মানচিত্রে প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের ব্যারাক ও প্যারেড ফিল্ডের আশপাশেই কয়েকটি পুকুরের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, যার মাঝে বর্তমান পলোগ্রাউন্ডের স্থানে একটি বড় পুকুর ছিল।

মানচিত্রে বর্তমান সি আর বি এলাকায় অবস্থিত পোর্ট চেয়ারম্যানের বাংলো বাড়ির পাহাড়টি Balloon Hill বেলুন হিল নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-১৮]** । বর্তমান স্টেশন রোডের উত্তরে এবং চৈতন্য গলি কবরস্থানের পূর্বদিকে টিলার উপরে Bydanaut's Bungalow নামে একজন ব্যক্তির বাংলো বাড়ির অবস্থান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১৮]** । তিনি ছিলেন ১৮১২ সালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের দেওয়ান বৈদ্যনাথ। ইংরেজ কোম্পানি আমলে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত এদেশীয় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দেওয়ান বলা হত। চট্টগ্রামে এ কাজে নিযুক্ত প্রথম দিককার দেওয়ানদের অধিকাংশের জন্মস্থান ছিল চট্টগ্রাম জেলার বাইরে। কিন্তু দেওয়ান বৈদ্যনাথ ছিলেন চট্টগ্রামের ছেলে, তাঁর বাবা শান্তিরাম কানুনগো চট্টগ্রাম জেলার একজন প্রতিষ্ঠিত জমিদার ছিলেন **[Ref.-141]** । ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির চট্টগ্রাম পরিদর্শনের সময়কালে দেওয়ান বৈদ্যনাথের ছেলে হর চন্দ্র রায় এ অঞ্চলের প্রধান জমিদার ছিলেন **[Ref.-142]** । ১৮১৮ সালের এ শহরের মানচিত্রে একমাত্র দেওয়ান বৈদ্যনাথের বাড়ি ছাড়া পাহাড়ের উপর এদেশীয় অন্য কোন ব্যক্তির পাকা বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় না। মানচিত্রে দেওয়ান বৈদ্যনাথের বাড়ির পূর্ব দিকে Bungala Hat (বাঙ্গালা হাট) নামে একটি হাটের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-১৮]** । মুঘল আমলে চট্টগ্রামের দেওয়ান বাঙালি লালের নামে এ হাটটি নামকরণ করা হয়েছে **[Ref.-143]** । তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের নায়েব সুবা জোলকাদের খাঁর দেওয়ান। বর্তমানে এই স্থানটিতে রিয়াজউদ্দিন বাজার অবস্থিত। বর্তমান মাদারবাড়ীর পশ্চিমে পাঠানটুলী রোড ও মাঝিরঘাট রোড এর মাঝামাঝি স্থানটি মানচিত্রে Puttantooly (পাঠানটুলি) নামে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে **[চিত্র-১৮]** ।

চিত্র-১৮: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের পাঠানটুলী, পতিয়াটুলী, কাটগড়, বটতলী মাদারবাড়ি,ওয়াশিংগ্রিন নামের এলাকাসমূহের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহ ও সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বরে, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান লালচে রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত পতিয়াটুলী স্থানটির অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে লাল রঙের ইংরেজি অক্ষরে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 60= Bydanaut's Bungalow; 57=Washing Green; 56=Bungala Hat; 55=Burtully Bazar; 53=Provincial Sepoy's Parade &Lines; 24= Balloon Hill; 13= Dewan Ka Hat; 12=Puttantooly; 11=Maddarbarry; 10=Burtully; 9=Katgur ।

পাঠানটুলির পশ্চিমের এলাকাটি মানচিত্রে পুতিয়াটুলী নামেই দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১৮]** । পুতিয়াটুলী উত্তরে (দেওয়ান- কা- হাট) নামে মানচিত্রে একটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে, যা পূর্বে কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে তৈরি প্লেইস্টেটের মানচিত্রে মিঠাই মন্ডি নামে পরিচিত ছিল **[চিত্র-১৮]**। এতে ধারণা করা যায় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের কোন দেওয়ান এই হাটের প্রচলন করেছিলেন ।

আস্কারদিঘী ও এর পশ্চিম পাশে অবস্থিত প্রাচীন কাজী বাড়ি মসজিদটির অস্তিত্ব এই মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-১৯]** । কাজী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মীর আব্দুল গনি আনুমানিক ১৮ শতকের প্রথম দিকে এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন **[Ref.-144]** । এ মসজিদের উত্তরে বর্তমান কাজির দেউড়ি কাঁচা বাজার এলাকায় মীর আব্দুল গনির পুত্র মীর আব্দুর রশিদ আনুমানিক ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । যা পরবর্তীতে মীর আব্দুর রশিদের পুত্র মীর এহিয়া দ্বারা আরো সম্প্রসারিত হয়ে মীর এহিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিতি পায় । এই মাদ্রাসাটি ছিল চট্টগ্রাম শহরের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারণ এর পূর্বে চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের গৃহে অথবা নিজ গৃহে শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা লাভ করত **[Ref.-145]** । মানচিত্রে বর্তমান আস্কারদিঘীর উত্তরে এবং সার্সন রোড এর পশ্চিমে বেশ বড় জায়গা জুড়ে সেকালের চট্টগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার জন ম্যাকরের বোটানিক্যাল গার্ডেন এর অবস্থানটি Mr. Mc. Rae's Garden নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১৯]** ।মানচিত্রে বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব, রেডিসন ব্লু হোটেল,জিয়া স্মৃতি জাদুঘর ও তৎসংলগ্ন শিশু পার্ক এবং নতুন সার্কিট হাউস - এ স্থানগুলো জুড়ে Sepey Lines নামে তৎকালীন চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সিপাহি ব্যারাকের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-১৯]** । এ স্থানগুলো পূর্বে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়াত কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট থমাস লেথাম অ্যাটকিনসনের মালিকানাধীন জায়গা ছিল, যাঁর মৃত্যুর পর ১৭৯৮ সালে ইংরেজ কোম্পানি এটি ১২০০ রুপিতে কিনে সেখানে সিপাহীদের জন্য ২৪২২ রুপি খরচে নতুন ব্যারাক নির্মাণ করে **[Ref.-146,147]** ।
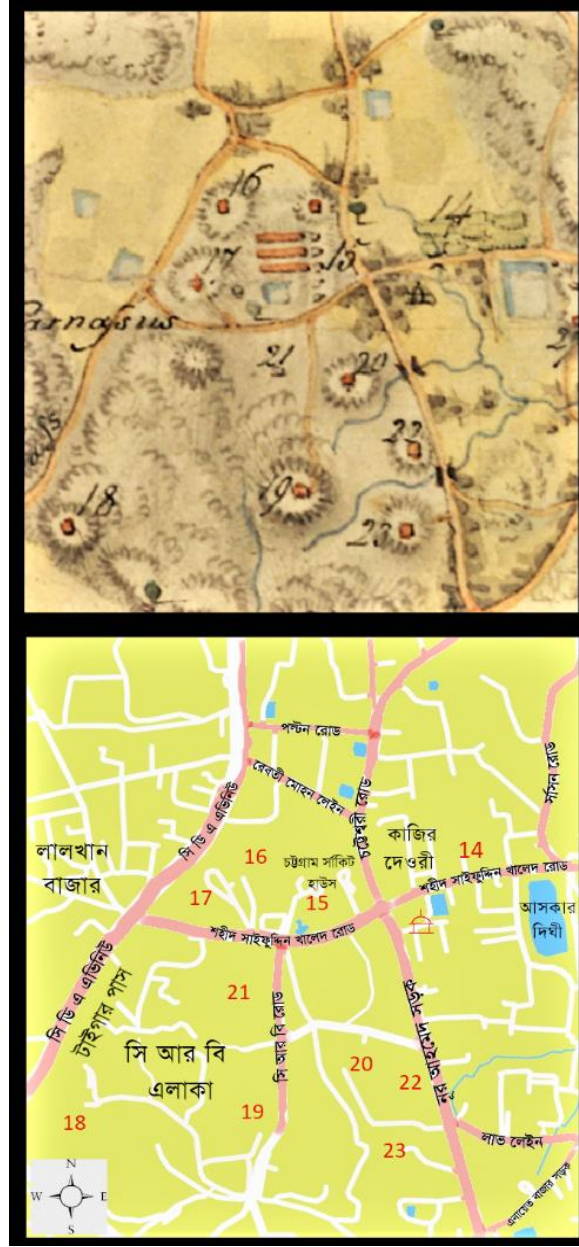
চিত্র-১৯: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে বর্তমান সি আর বি, কাজীর দেউড়ি, আস্কার দিঘী, লালখান বাজার এলাকাসমূহের সেকালের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এ সকল স্থানে সেসময়কার বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বরে, ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 14=Mr. Mc. Rae's Garden; 15=Sepoy Lines; 16=Hospital; 17=Dr.'s Bungalow; 18=Prospect Hill; 19=Captain Fogo's Bungalow, Ben Lomond; 20=Captain Ward's Bungalow; 21=Store Room; 22=Major Macnamara's Bungalow; 23=Captain Campbells Bungalow।

সূচিপত্র

এই সিপাহি ব্যারাকের পশ্চিমে Dr's Bungalow নামে বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাবের পাহাড়ে তৎকালীন সেনাবাহিনীর ডাক্তারের বাংলো বাড়ি এবং Hospital নামে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা জজের বাসভবনের পাহাড়ে তৎকালীন সিপাহীদের জন্য নির্মিত হাসপাতালের অবস্থান মানচিত্রে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-১৯]** । ১৮১৩ সালে চট্টগ্রামের পদাতিক ব্যাটালিয়নের মোট সেনা সদস্যদের মাঝে এদেশীয় ছিল ৪৭০ জন ও ইউরোপীয় ছিল ১৫ জন **[Ref.-148]** । ১৮১৭-১৮ সালে চট্টগ্রাম রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটার লিটলজন **[Ref.-149]** । সেসময় চট্টগ্রাম সেনানিবাসটি একটি আউটপোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, যার সদরদপ্তর ছিল বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত বহরমপুর শহর **[Ref.-150]** । স্থল বাহিনীর পাশাপাশি ১৭৯৫ সালে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানীয় অধিবাসীদের সমন্বয়ে 'নৌ বাহিনী' গড়ে তোলার কাজ শুরু করে, যেখানে নৌসেনা হিসেবে যোগদানের জন্যে চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিম তরুণ-যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো **[Ref.-151]** । এছাড়া ১৭৯৮ সালে অবসরপ্রাপ্ত / যুদ্ধাহত পঙ্গু সেনা সদস্যদের নিয়ে 'ইনভেলিড কোম্পানি' নামে বেতনভুক্ত একটি খণ্ডকালীন সেনা দল গঠিত হয়েছিল , যার অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস প্রাইস **[Ref.-152,153]** ।

সেসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে অবসরপ্রাপ্ত অথবা যুদ্ধাহত পঙ্গু সেনা সদস্যদের অবসর ভাতা অথবা জমি বরাদ্দ দেবার ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু শুরুতেই চট্টগ্রামে এই জমি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব ছিল না , তাই এ সকল অবসরপ্রাপ্ত অথবা যুদ্ধাহত পঙ্গু সেনাদের নিয়ে ইনভেলিড কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল । বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ অবসরপ্রাপ্ত সেনার পদবি অনুযায়ী হত । যেমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার ১০০ বিঘা এবং একজন সাধারণ সিপাহি ১৬ বিঘা জমি বরাদ্দ পেতেন **[Ref.-154]** । এরূপ বরাদ্দকৃত স্থানগুলো সে সময় ইনভ্যালিড থানা / জায়গির এস্টাবলিশমেন্ট নামে পরিচিত ছিল । একজন ইংরেজ সেনা অফিসার কালেক্টর এর অধীনে থেকে এই ইনভেলিড থানা পরিচালনা করতেন **[Ref.-155]** । এ সকল জমিতে উৎপাদিত ফসল অবসরপ্রাপ্ত অথবা পঙ্গু সেনাসদস্য বিনা রাজস্বে আজীবন ভোগ করতেন । সেনাসদস্যের মৃত্যু

পর , তাঁর উত্তরাধিকারীরা প্রথম পাঁচ বছর উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ ও পরবর্তীতে দুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব দিয়ে বরাদ্দকৃত জমিটি ভোগ করতে পারতেন **[Ref.-156]** । পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে এই ইনভেলিড কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত / যুদ্ধাহত পঙ্গু সেনা সদস্যদের মাঝে নির্ধারিত জমি বরাদ্দ দেওয়া হলে এই সেনাদল বিলুপ্ত হয়। ক্যাপ্টেন জেমস প্রাইস পরবর্তীতে মেজর পদে পদোন্নতি নিয়ে চট্টগ্রামে প্রথম ইনভেলিড থানা পরিচালনার দায়িত্ব নেন **[Ref.-157]** ।

মুঘল সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী । সে আমলে পদাতিক সৈন্যদের কম গুরুত্ব দেয়া হতো **[Ref.-158]** । ইংরেজদের সামরিক কৌশল ছিল ভিন্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সমর-কৌশলে পদাতিক সেনাবাহিনীর গুরুত্ব ছিল বেশি। যার ফলে ইংরেজ আমলে পদাতিক সেনাবাহিনী অন্য যে কোন বাহিনীর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় **[Ref.-159]** । ১৮১৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত Bengal army বইটিতে দেখতে পাওয়া সেকালের এদেশীয় পদাতিক সেনাদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের নমুনা চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো **[চিত্র-২০]** ।

মানচিত্রে সেনাবাহিনীর ব্যারাকের দক্ষিণে বর্তমান সিআরবি এলাকা ও দিকে নুর আহমেদ সড়ক ও জুবলি রোড সংলগ্ন পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলোতে তৎকালীন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অফিসারদের বাসভবনের স্থান চিহ্নিত রয়েছে। বর্তমান রেডিসন ব্লু হোটেলের সামনে দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়া সিআরবি রোডটির উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় । এই রোডটি তখন বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । রোডের পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির Store room নামে সম্ভবত সিপাহীদের রসদ সংগ্রহের জন্য একটি গুদামঘর ছিল **[চিত্র-১৯]** । বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের পাহাড়ে সেই সময় থাকতেন কোম্পানির পেনশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ফোগো **[Ref.-160]** ।
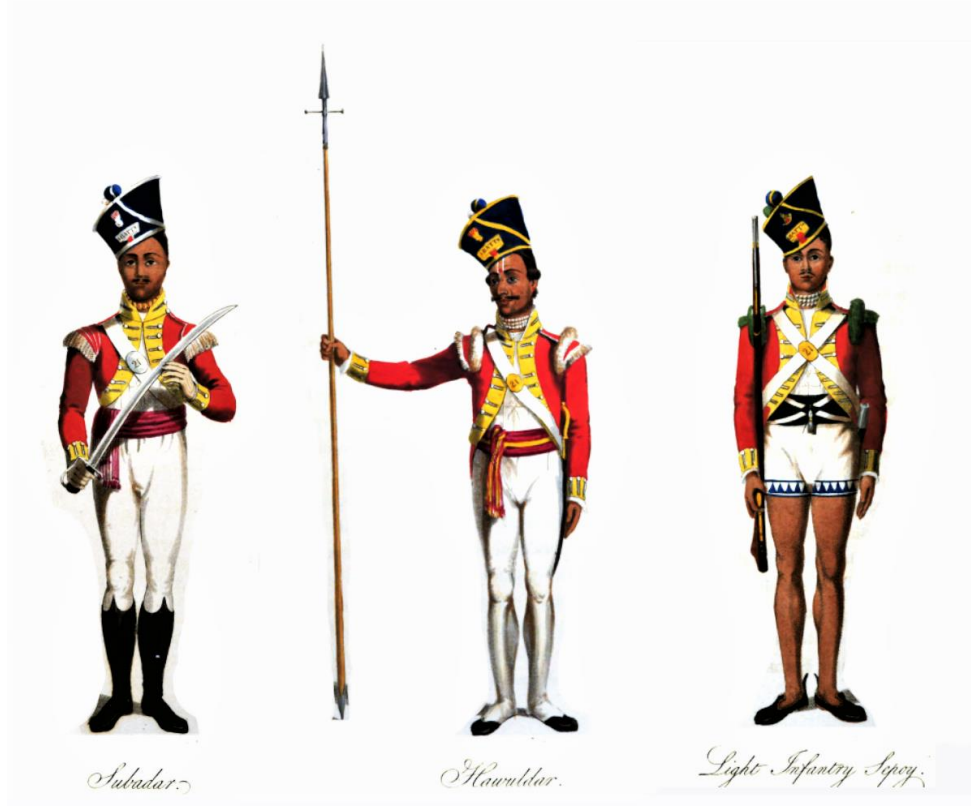
চিত্র-২০: ১৮১৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত 'Bengal army' বইয়ের পাতা হতে সংগৃহীত বিভিন্ন পদে (বামে সুবেদার, মাঝে হাবিলদার ও ডানে সাধারণ সিপাহী) নিয়োজিত এদেশীয় সেনাদের বেশভূষার ছবি।

মানচিত্রে তাঁর বাড়িটি Benlomond (বেনলোমন্ড) নামে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-১৯]**। পেনশন ডিপার্টমেন্টে যোগদানের পূর্বে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ফোগো বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন **[Ref.-161]**। এই বাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে ১৮১৪ সালে মাত্র একশত পঁচিশ জন সেনা সদস্যের একটি ছোট সেনাদল নিয়ে বর্তমান কক্সবাজার জেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নে সে সময়ে হানা দেওয়া প্রায় পাঁচশত বর্মী সেনা দলকে সাহসিকতার সাথে হটানোর পাশাপাশি সেখানে বর্মী সেনাদের সদ্য তৈরিকৃত দুর্গ সম্পূর্ণরূপে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন **[Ref.-162]**। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ক্যাপ্টেন ফোগোর বিরুদ্ধে কোর্ট-মার্শালের আয়োজন করা হয়। এই কোর্ট-মার্শাল'

সূচিপত্র

এড়ানোর জন্য ক্যাপ্টেন ফোগো তাঁর দীর্ঘদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত থাকা এবং কর্মকালীন সময়ে তাঁর শারীরিক ক্ষতি বিবেচনায় এনে তাঁকে পেনশন ডিপার্টমেন্টে বদলি করার জন্য আবেদন করেন । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল তাঁর আবেদনপত্রটি অনুমোদন করেন এবং তাঁকে কোর্ট মার্শাল থেকে অব্যাহতি দিয়ে পেনশন ডিপার্টমেন্টে বদলি করেছিলেন **[Ref.-163]** । ক্যাপ্টেন ফোগোর বাড়ির পূর্ব দিকে বর্তমান মেরিটাইম জাদুঘর অবস্থিত পাহাড়ে মানচিত্রে চিহ্নিত Captain Ward's Bungalow নামের বাংলোতে থাকতেন তৎকালীন চট্টগ্রাম প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন জন ওয়ার্ড **[চিত্র-১৯]** । ১৮০৬- ১৫ সাল পর্যন্ত ক্যাপ্টেন জন ওয়ার্ড প্রভিন্সিয়াল ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন **[Ref.-164]** । বর্তমান নূর আহমেদ সড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত চট্টগ্রামের নৌবাহিনী প্রধানের বাসভবনের পাহাড়ে সেসময়কার নাইনথ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত মেজর ম্যাথিউ ম্যাকনামারার বাংলো বাড়িটি Major Macnamara's Bungalow নামে এবং জুবলি রোড এর পশ্চিম পাশে অবস্থিত ক্রাইস্ট চার্চ পাহাড়ে তখনকার জাহাজের ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের বাংলো বাড়িটি Captain Campbell's Bungalow নামে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[Ref.-165, 166]** **[চিত্র-১৯]** । ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল সে সময় চট্টগ্রামে তৈরি "ডানভেগান ক্যাসেল" নামের একটি জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন । বর্তমান সি আর বি এলাকায় সর্ব দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি পাহাড়কে মানচিত্রে Prospect Hill (প্রস্পেক্ট হিল) নামে আখ্যায়িত করতে দেখা যায় **[চিত্র-১৯]** । ইংরেজি ভাষার পুরাতন অভিধানে প্রসপেক্ট হিলের আভিধানিক অর্থ হল – 'নজরদারির জন্য ব্যবহৃত পাহাড়' । সম্ভবত সেসময় এ পাহাড়টির উপর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী স্থানগুলোর উপর নজরদারি করত, সে কারণেই এর নাম দেয়া হয়েছিল প্রস্পেক্ট হিল ।

জন চিপের এ মানচিত্রে আন্দরকিল্লার উত্তরে অবস্থিত বর্তমান রহমতগঞ্জ এলাকাটি Junkalka (? জানকালকা) নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-২১]** । মানচিত্রকার এ নামটি দ্বারা জামাল খাঁ বুঝিয়ে ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয় । চট্টগ্রামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, একসময় রহমতগঞ্জ

এলাকায় দোহাজারীর ঐতিহাসিক জমিদার আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁর চট্টগ্রাম শহরস্থ বসতবাড়ির অবস্থান ছিল। চট্টগ্রামের যে সকল ইতিহাসবিদ এই স্থানের নামকরণটি আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁর নামে হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন, ১৮১৮ সালের এ মানচিত্র তাঁদের এ দাবিকে সমর্থন করে। তবে মানচিত্রকার যদি জানকালকা /জানকাল খা/জঙ্গল খা নামের অন্য কোন ব্যক্তি বা স্থান বুঝিয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে জামাল খান এলাকার নামকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলমান বিতর্কে একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে। এখনকার মোমিন রোডের উত্তরে এবং জামাল খান রোড ও কে বি আব্দুস সাত্তার রোড এর মাঝামাঝি সমতল স্থানে মানচিত্রে উল্লিখিত Mrs. Boisson's House নামের একটি বাড়িতে সেসময়ে থাকতেন জে বি বোসনের স্ত্রী **[চিত্র-২১]**। ফ্রান্সের অধিবাসী বোসন যুদ্ধবন্দি হয়ে চট্টগ্রামে আসেন। পরবর্তীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রামে ব্যবসা ও বসবাস শুরু করেছিলেন **[Ref.-167]**। মানচিত্রে বর্তমান রহমতগঞ্জের দেওয়ানজী পুকুর পাড় এলাকায় একটি পুকুরের অবস্থান দেখানো হয়েছে যা সম্ভবত এককালের প্রসিদ্ধ দেওয়ানজী পুকুর হতে পারে।

বর্তমান হেমসেন লেইন ও মোমিন রোডের সংযোগস্থলের কাছে Seetuljhunna (শীতলঝরনা) নামে একটি ঝরনার কথা মানচিত্রে বলা হয়েছে **[চিত্র-২১]**। সে সময় চট্টগ্রাম শহরে আরো কিছু ঝরনার উপস্থিতি ছিল। এ সকল ঝর্ণার পানি ছিল সেকালের চট্টগ্রামবাসীর সুপেয় পানির প্রধানতম উৎস। ১৮১৮ সালে চট্টগ্রামে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য আসা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি উইলিয়াম ওয়ার্ডের মতে শহরের ঝর্ণাগুলোর পানি ছিল বেশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার **[Ref.-168]**।

চিত্র-২১: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের চন্দনপুরা, ধুমকাটা, দেওয়ান বাজার, জুনকালকা নামের এলাকাসমূহের অবস্থান ও এদের চারপাশের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনা গুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বর ও অক্ষরে, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী চাক্তাই খাল ও একটি ঘাটের অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি অক্ষরে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 3=Chandanpoora; 4=Dewan Bazar; 5=Doomkatta; 6=Junkalka; 26=Mr. Hunter's House; 27= Lieutt.Lomas's Bungalow; 59=Well, Seetuljhunna; f=Mrs. Sherburne's house; g=Friend's Bungalow; i=Fires court; j=Fretus's Shop; q=Parade; r=Collector's Kacherry; s=Owen's Bungalow; t=Ewart's Bungalow; u=Friend's House; v= Mackenzie's House; w=Mouse Hall; x=Portugueze Church; y=Col Littlejohn's; z=Mr. Bird's।

মানচিত্রে বর্তমান জামালখানে অবস্থিত পিডিবি অফিসার্স কোয়ার্টারের স্থানে তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর রিচার্ড হান্টারের বাড়িটির অবস্থান Mr. Hunter's House নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২১]** । কালেক্টরেট দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি ১৮১৪-১৬ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের ভূমি জরিপের কাজ পরিচালনা করেছিলেন **[Ref.-169]** । রিচার্ড হান্টারের বাড়ির পশ্চিমে ও আস্কারদিঘীর পূর্ব পাড়ে বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কলোনির স্থানে Lieutenant Lomas Bungalow নামে মানচিত্রে দেখানো বাংলো বাড়িটিতে সে সময় থাকতেন চট্টগ্রাম প্রভেন্সিয়াল ব্যাটালিয়ানের অ্যাডজুটেন্ট লেফটেন্যান্ট এন্থনি লোমাস **[Ref.-170]** **[চিত্র-২১]** ।

বর্তমান রহমতগঞ্জের পূর্বে অবস্থিত রুমঘাটা অঞ্চলটি ১৮১৮ সালের জন চিপের মানচিত্রে Doomkatta (ডুমকাটা / ধুমঘাটা) নামে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-২১]** । যদিও বর্তমানে স্থানটি ধুমঘাটার পরিবর্তে রুমঘাটা নামে ডাকা হয়। এই স্থানের উত্তরে অবস্থিত বর্তমান দেওয়ান বাজার ও চন্দনপুরা অঞ্চল দুটি এ মানচিত্রে যথাক্রমে Dewan Bazar ও Chandanpoora নামে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২১]** ।

বর্তমান জামালখানে সেন্ট ম্যারিস স্কুলের পাহাড়ের উপর অবস্থিত ক্যাথলিক গির্জাটির স্থানে Portugueze Church নামে একটি পর্তুগিজ গির্জার উপস্থিতি মানচিত্রে পাওয়া যায় **[চিত্র-২১]** । এটি ছিল সেসময় শহরের দ্বিতীয় পর্তুগিজ গির্জা। মানচিত্রে এ গির্জার উত্তর এবং পূর্বে অবস্থিত বর্তমান গুডস হিল পাহাড়ে সেসময়কার চট্টগ্রামের প্রধান সেনা অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটার লিটলজনের বাংলো বাড়িটি 'y' প্রতীকে এবং পিটার লিটলজনের বাংলো বাড়ির সামান্য দক্ষিণ পূর্বে বর্তমান রোডস এন্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের সুপারেন্টেন ইঞ্জিনিয়ারের বাসভবনের পাহাড়ে চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির প্রাক্তন চিফ শিয়ারম্যান বার্ডসের বাড়িটি 'z' প্রতীকে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-২১]** । শিয়ারম্যান বার্ড ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিফের দায়িত্বে ছিলেন **[Ref.-171]** । পরবর্তীকালে তিনি জজ হিসেবে বিহারের পূর্ণিয়াতে বদলি হন। তাঁর ছেলে ও ছেলের ঘরের নাতির নামও ছিল শিয়ারম্যান

বার্ড **[Ref.-172]** । তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের এ সদস্যেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । তাঁর ছেলে ঢাকার প্রভিন্সিয়াল কোর্টের জজ ছিলেন এবং নাতি রেভিনিউ বোর্ডের সুপারেন্টেনডেন হয়েছিলেন **[Ref.-173]** ।

মানচিত্রে বর্তমান জামাল খান স্কয়ারের (জামাল খান মোড়) উত্তরে এবং সার্সন রোড এর পূর্ব দিকে অবস্থিত জয় পাহাড়ে দুইটি স্থাপনার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । এদের মধ্যে জয় পাহাড়ের পাদদেশ সংলগ্ন স্থানে 'w' প্রতীকে মাউস হল নামে একটি স্থাপনা এবং জয় পাহাড়ের শীর্ষে 'v' প্রতীকে কোম্পানির কর্মকর্তা চার্লস ম্যাকেঞ্জির বাসস্থানের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে **[চিত্র-২১]** । শুরুতে চার্লস ম্যাকেঞ্জি চট্টগ্রামে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন, পরবর্তীতে কালেক্টর এবং কমিশনার হয়েছিলেন, এছাড়া তিনি চট্টগ্রামের নয়াবাদ এলাকার ভূমি নিষ্পত্তি কাজে সুপারেন্টেনডেন এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন **[Ref.-174]** ।

জন চিপের মানচিত্রে বর্তমান হাজি মহাম্মদ মহসিন কলেজ ক্যাম্পাসের পাহাড়ের উপরে এখনো টিকে থাকা ভগ্ন দুই বুরুজ বিশিষ্ট পুরাতন দোতলা ভবনটি 'u' প্রতীকে উইলিয়াম ফ্রেন্ডের বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২১]** । এছাড়া মানচিত্রে একই ব্যক্তির মালিকানায় বর্তমান চট্টেশ্বরী রোড এর উত্তরে বেভারলি হিলস আবাসিক এলাকার স্থানে 'g' প্রতীকে আরেকটি বাংলো বাড়ির অবস্থান দেখা যায় **[চিত্র-২১]** । ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ডে উইলিয়াম ফ্রেন্ড সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় **[Ref.-175,176,177,178]** । পেশায় তিনি ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ব্যবসায়ী । উইলিয়াম ফ্রেন্ড ১৭৬৯ সালে ইংল্যান্ডের ডেভেন কাউন্টিতে জন্মের পর ব্যাপটাইস্ট হন । বাবার নাম ছিল হামফ্রে ফ্রেন্ড ও মায়ের নাম ছিল প্রুডেন্স । ১৮০৫ সালে বোম্বেতে (বর্তমান ভারতের মুম্বাই) মেরি এলিজাবেথকে বিয়ে করেন । এলিজাবেথ নিঃসন্তান হিসেবে মারা যান । সম্ভবত এলিজাবেথের মৃত্যুর পরেই উইলিয়াম ফ্রেন্ড চট্টগ্রামে আসেন । পুরাতন নথিপত্রে তাঁর বিশাল সম্পত্তির রেকর্ড দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি সেসময় একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন । চট্টগ্রামে অবস্থানকালে 'এমেলিয়া

ওয়াটসন' নামের এদেশীয় একজন নারী তাঁর গৃহপরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৮১১ সালে এই গৃহপরিচারিকার গর্ভে তাঁর একমাত্র সন্তান 'জন ফ্রেন্ড' জন্ম নেয়। জীবনের শেষ দিকে উইলিয়াম ফ্রেন্ড চট্টগ্রামে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮১৭ সালের ৭ ই অক্টোবর তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ থাকাকালীন ১৮১৭ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে নিবন্ধিত একটি উইলের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিষয় সম্পত্তি তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে বণ্টন করে যান। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র সন্তানকে তিনি ইংল্যান্ডে অবস্থানরত তাঁর বোন সারার তত্ত্বাবধানে সেখানে লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সন্তানের মা এমিলিয়া ওয়াটসনকে তাঁর সম্পত্তি হতে আমৃত্যু ভাতা, বাড়ি কেনার জন্য সে সময়কার দুই হাজার রুপি, এবং চট্টগ্রামে তাঁর দুটি বাসভবনের সকল আসবাবপত্র দিয়েছিলেন। অসুস্থ উইলিয়াম ফ্রেন্ডের সঙ্গী হয়ে এমেলিয়া ওয়াটসনও কলকাতায় গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেখানে অবস্থান করেন। কলকাতায় ১৮৩৯ সালে এমিলিয়া ওয়াটসনের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি মাসে উইলিয়াম ফ্রেন্ডের উইল অনুসারে ভাতা পেতেন। প্রথমদিকে ভাতা প্রদানের নথিপত্রে উইলিয়াম ফ্রেন্ডের গৃহ পরিচারিকা হিসেবে তাঁর সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে এ সকল নথিপত্রে তাঁকে উইলিয়াম ফ্রেন্ডের বিধবা-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়। উইলিয়াম ফ্রেন্ডের বাড়িটি সে সময় একটি দৃষ্টিনন্দন ভবন হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই বিশাল দোতলা ভবনটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জজ আদালতে রূপান্তরিত করে **[Ref.-179]**।

মানচিত্রে বর্তমান চকবাজার এলাকার আশেপাশে তখনকার বেশ কিছু স্থাপনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজ অডিটোরিয়াম এর স্থানে 'r' প্রতীকে সেসময়কার কালেক্টর কাচারির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২১]**। সেসময় এটি ছিল চট্টগ্রামে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের প্রধান দপ্তর। বর্তমান দেব পাহাড় রোডের উত্তরে পাহাড়ের উপর মানচিত্রে 's' প্রতীকে ইংরেজ সামরিক ব্যক্তি ক্যাপ্টেন আর্থার ওয়েনের বাংলো বাড়ির অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২১]**। ১৮২৪ সালে পদোন্নতি পেয়ে ক্যাপ্টেন আর্থার ওয়েন মেজর হন **[Ref.-180]**। সে

বছরই প্রথম ইংরেজ- বার্মা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি আহত হলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁকে চট্টগ্রাম হতে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-181,182]**। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর **[Ref.-183]**। চট্টগ্রামে তাঁর তিনজন সন্তান ছিল। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে চট্টগ্রামে লেখা তাঁর উইলে তিনি তাঁর সন্তানদের লালন-পালনের জন্য কলকাতার মিলিটারি অরফান সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করেছিলেন **[Ref.-184]**। বর্তমান পারসিভাল হিলে মানচিত্রে 't' প্রতীকে তৎকালীন চট্টগ্রামে ইংরেজ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেমস ইওয়ার্টের বাংলো বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[Ref.-185]** **[চিত্র-২১]**। ১৮২১ সালে এক দুর্ঘটনায় তিনি চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-186]**। চট্টগ্রামে অবস্থানরত কোম্পানির সিপাহীরা সে সময় শহরের পূর্বদিকে বর্তমান চকবাজারে অবস্থিত প্যারেড ফিল্ড তাদের কুচকাওয়াজের জন্য ব্যবহার করত। স্থানটি মানচিত্রে 'q' প্রতীকে Parade (প্যারেড) নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-২১]**।

বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলের পূর্ব গেটের সামনে মানচিত্রে 'j' প্রতীকে ফ্রেটাস সপ নামের সেসময়কার এক ব্যক্তির দোকান ঘরের অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২১]**। সম্ভবত এই ব্যক্তিটি সেকালে চট্টগ্রামের ফ্রিটাস নামের বিখ্যাত পর্তুগিজ পরিবারের সদস্য হতে পারেন **[Ref.-187]**। মানচিত্রে প্যারেড ফিল্ড এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং ফ্রেটাস সপ উত্তরে বর্তমান নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড ও চাকতাই খালের মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিক ইটের দেয়ালে ঘেরা 'i' প্রতীকে ফায়ার কোর্ট নামে একটি স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে **[চিত্র-২১]**। এটি ছিল সে সময় কোম্পানির সিপাহীদের বন্দুকের নিশানা অনুশীলনের স্থান। এখানে উল্লেখ্য যে অতীতের ফায়ার কোর্টকে বর্তমানে সামরিক বাহিনীতে 'ফায়ারিং প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ড' / 'টার্গেট প্রেকটিসিং গ্রাউন্ড' নামে ডাকা হয়। কেবল কয়েক শত বছর পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন সেনানিবাসের মানচিত্রে 'ফায়ার কোর্ট' নামটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় **[Ref.-188]**।

বর্তমান রসিক হাজারি লেইন বরাবর চাক্তাই খালের উপর মানচিত্রে 'm' প্রতীকে সেসময়কার 'টুটিয়াপুল' নামে একটি সেতুর অবস্থান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২২]** । এই সেতুর উত্তরে চাক্তাই খালের পশ্চিমপাড়ের স্থানটি মানচিত্রে 'p' প্রতীকে চক নামে উল্লিখিত রয়েছে **[চিত্র-২২]** । ১৭৬৪ সালের প্লেইস্টেটের মানচিত্রে উল্লিখিত পুরাতন ফ্যাক্টরির স্থানে ১৮১৮ সালে জন চিপের মানচিত্রে 'n' প্রতীকে 'আর্টিলারি স্টোর' নামে একটি স্থাপনা দেখা যায় **[চিত্র-২২]** । এই স্থাপনার ঠিক পূর্ব পাশেই মানচিত্রে 'o' প্রতীকে কাপড়ের গোডাউনের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২২]** । বর্তমান চকবাজারের গুলজার মোড়ের উত্তরপশ্চিম অংশ জুড়ে মানচিত্রে NyaOuda (নয়াউদা) নামের একটি স্থান দেখা যায় **[চিত্র-২২]** । এটি মুঘল আমলের 'নয়া উর্দু' নামক স্থান । ফারসি 'উর্দু' শব্দের আভিধানিক অর্থ তাঁবু, শিবির, সেনা ছাউনি । চট্টগ্রামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মুঘল আমলে 'পুরান উর্দু' ও 'নয়া উর্দু' নামে পৃথক দুটি স্থান ছিল **[Ref.-189]** । ক্যাডস্ট্রাল জরিপে বর্তমান চকবাজারের সন্নিকটে 'কিসমত নয়া উর্দু' নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে **[Ref.-190]** । ইতিহাসবিদদের ধারণা মতে তৎকালীন ঢাকায় বসবাসরত এ অঞ্চলের প্রধান মুঘল শাসকরা সাময়িক সময়ের জন্য চট্টগ্রামে এলে এই স্থানগুলোতে তাঁবু স্থাপন করে চট্টগ্রামে তাঁদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন **[Ref.-191]** ।

জন চিপের মানচিত্রে বর্তমান চট্টেশ্বরী রোডের উত্তরের পাহাড়গুলোর উপর 'f', 'g', 'h' প্রতীকে পরপর তিনটি বাসস্থানের অবস্থান চিহ্নিত আছে **[চিত্র-২১,২২]** । এগুলোর মাঝে সর্ব পশ্চিমের পাহাড়ে সে সময় থাকতেন মিসেস শেরবার্ন । বর্তমানে এ পাহাড়টিতে ফিনলে চা কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের আবাসস্থল অবস্থিত । মিসেস শেরবার্ন সম্ভবত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়াত সিনিয়র মার্চেন্ট জোসেফ শেরবার্নের বিধবা স্ত্রী ছিলেন **[Ref.-192]** । মিসেস শেরবার্নের এর পূর্ব দিকের পাহাড়ে সে সময় ছিল উইলিয়াম ফ্রেন্ডের বাংলো বাড়ি । এই বাংলো বাড়ির স্থানটিতে বর্তমানে বেভারলি হিল আবাসিক এলাকা অবস্থিত ।
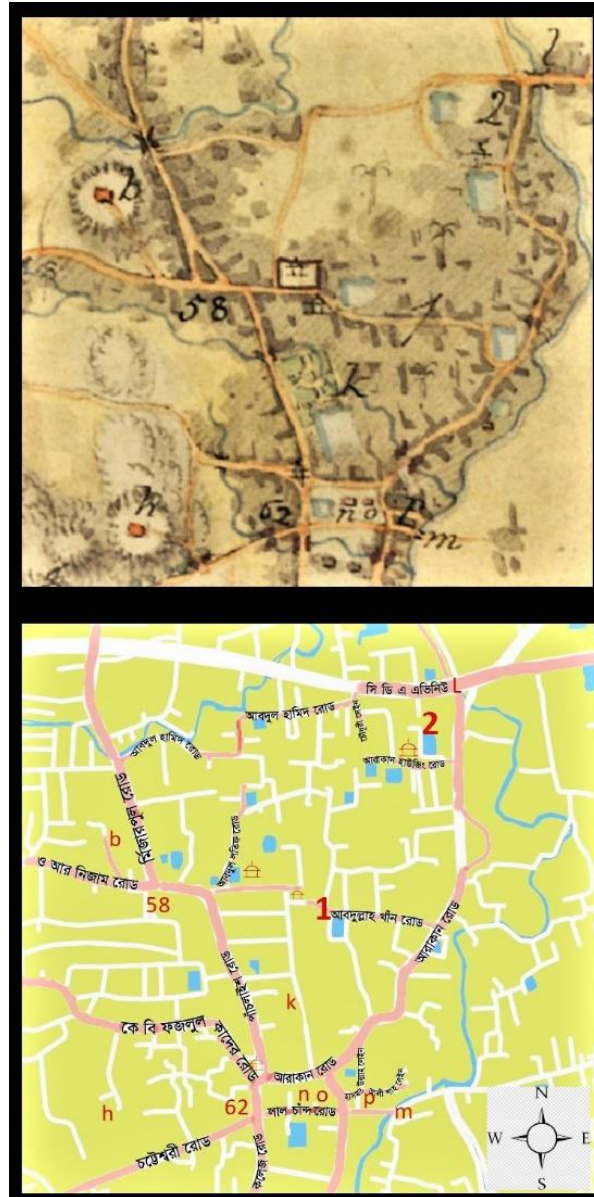
চিত্র-২২: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের কাতালগঞ্জ, মুরাদপুর, সুলুব্বুর নামের এলাকাসমূহের অবস্থান ও এদের চারপাশের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বর ও অক্ষরে, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 1=Mooradpoor; 2=Sooloobbur; 58=Cuttalgunge; 62=Nya Ouda; b=George's Bungalow; h=Mrs. Bampton's; k=Company's Garden; L=Jaffer Pool; m=Tootea Pool; n=Arty. Store Room; o=Cloth Godown; p=Choke।

বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রধান ছাত্রাবাসের পূর্ব দিকের পাহাড়ে সেসময় থাকতেন মিসেস বেম্পটন। তিনি ছিলেন প্রয়াত জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম রাইট বেম্পটনের বিধবা স্ত্রী সারাহ বেম্পটন **[Ref.-193]**। চট্টগ্রামে তৈরি 'সারাহ' নামের একটি জাহাজে চট্টগ্রাম থেকে মালামাল নিয়ে ক্যাপ্টেন বেম্পটন ভারতের কলকাতা ও মালয়েশিয়ার পেনাং বন্দরে যাতায়াত করতেন **[Ref.-194,195,196]**। তিনি ১৮০৪ সালে চট্টগ্রামের প্রয়াত ব্যবসায়ী রিচার্ড মুরিসের বেশ কিছু স্থাবর সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলেন **[Ref.-197]**। ১৮১৩ সালে ক্যাপ্টেন বেম্পটন কলকাতায় ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-198]**। মিসেস বেনটন মারা যান ১৮৩১ সালে **[Ref.-199]**। ক্যাপ্টেন বেম্পটনের দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ১৮০৭ সালে তৎকালীন রামগড় জেলায় কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা জজ জেমস ডনিথ্রনের সাথে তাঁর একমাত্র মেয়ে সারাহ এলিজাবেথের বিয়ে হয় **[Ref.-200]**। ১৮২৩ সালে ক্যাপ্টেন বেম্পটনের জামাতা জেমস ডনিথ্রন চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির লবণ ব্যবসার পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন **[Ref.-201]**। ডনিথ্রন ও এলিজাবেথ দম্পতির ঘরে দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। ১৮৩২ সালে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের বড় দুই মেয়ে কলেরা মহামারিতে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে মারা যায় **[Ref.-202]**। এর কয়েক মাস পর তাঁর স্ত্রী সারাহ এলিজাবেথের মৃত্যু হয় **[Ref.-203]**। ডনিথ্রন কলকাতার কালেক্টর থাকাকালীন ১৮৩৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে অবসর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে পাড়ি জমান। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র বেঁচে থাকা মেয়ে এলিজা এমিলি। ক্যাপ্টেন বেম্পটনের এই নাতনির জীবনে ঘটে যাওয়া এক দুঃখজনক ঘটনা ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের লেখা Great Expectation উপন্যাসের মাধ্যমে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বিভিন্ন নথিপত্রে প্রকাশিত এ কাহিনীর বহুমাত্রিক তথ্যগুলোর মধ্য হতে অভিন্ন অংশগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে **[Ref.-204, 205]**। “সিডনিতে ডনিথ্রন ও তাঁর মেয়ে এলিজা নিউটাউন শহরতলীতে ৩৬ কিংস স্ট্রিটের পাশে ক্যামব্রিজ হল (পরবর্তী নাম কেমপারডাউন লজ) নামের বাড়িতে বসবাস করতেন। ডনিথ্রন অস্ট্রেলিয়ায় রিয়াল এস্টেট এর ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং

সেসময় স্থানীয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে জড়িত থাকায় একজন জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি ১৮৫২ সালে নিউ টাউন শহরে মৃত্যুবরণ করেন। ডনিথ্রনের ছেলেরা সেসময় ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর বিশাল স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তাঁর মেয়ে এলিজা। ঘটনাচক্রে এক সময় নিউটাউন শহরে এলিজার সাথে এক ইংলিশ যুবকের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ প্রণয় বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। ১৮৫৬ সালের বিশেষ কোন এক দিনে এ বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সকাল হতে এলিজার প্রেমিক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এদিকে অপেক্ষারত কনে 'এলিজা' সকালের বিবাহপূর্ব ভোজন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও তাঁর প্রেমিক বরের কোন খোঁজ না পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এলিজা সেই প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার এ ব্যক্তির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর হতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এলিজা তাঁর নিজের বাড়ির বাইরে আর কোনোদিন বের হননি। বাড়িতে ডাক্তার, ধর্মযাজক ও সাহায্যপ্রার্থী ছাড়া অন্য কারো সাথে দেখা করতেন না। তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবারগুলো টেবিলে যেভাবে পরিবেশন করা ছিল ঠিক সেভাবেই রেখে দিয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, এ দুঃখজনক ঘটনাটি এলিজার প্রতিবেশী এক মহিলার মাধ্যমে চার্লস ডিকেন্সের কানে আসে। তিনি ১৮৬১ সালে তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস Great Expectation এ 'মিস হেভিসাম' নামের এক নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটনাটিকে তুলে ধরেন। এভাবে প্রায় ৩০ বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার পর ১৮৮৬ সালে এলিজার অপেক্ষারত জীবনের ইতি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর পরনে ছিল তাঁর সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের গাউন। অন্যদিকে টেবিলে পরিবেশন করা বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবারগুলো ততদিনে পচে ধুলো ময়লায় পরিণত হয়েছিল। এলিজার মৃতদেহ নিউটাউন শহরের কেমপারডাউন সিমেট্রিতে তাঁর বাবার কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া কমলদহ দিঘীর উপস্থিতি ১৮১৮ সালের এই মানচিত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ দিঘীর উত্তরে থাকা কোম্পানি আমলের শুরুর দিকে নির্মিত চট্টগ্রামের প্রথম হাসপাতালটির অস্তিত্ব ১৮১৮ সালের মানচিত্রে আর দেখতে পাওয়া যায়

না । এর পরিবর্তে সেই স্থানে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে 'k' প্রতীকে কোম্পানির গার্ডেন নামে পরিপাটি ভাবে সাজানো একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২২]** । কোম্পানি আমলে এ সকল বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত অর্থকরী গাছের চারা রোপণ করে এই অঞ্চলে এ গাছগুলোর বেড়ে ওঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হতো এবং যে-সব গাছ ভালোভাবে বেড়ে উঠতো, পরবর্তীতে সেগুলো এ অঞ্চলের অন্য স্থানে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হতো **[Ref.-206]** । অনেক সময় এ সকল বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বিভিন্ন গাছের চারা ভারতের অন্যান্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। ১৭৯৮ সালের পরে চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির বোটানিক্যাল গার্ডেনের যাত্রা শুরু হয় **[Ref.-207]** ।

মানচিত্রে বর্তমান চকবাজার ও শোলকবহর এলাকায় তখনকার তিনটি মসজিদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২২]** । যেগুলোর মাঝে একটি হল বর্তমান চকবাজার সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত নাম ওয়ালিবেগ খাঁ মসজিদ এবং অপর দুটি হল বর্তমান শোলক বহর এলাকায় অবস্থিত যথাক্রমে হামিদুল্লাহ খান মসজিদ ও শেখ বাহারউল্লাহ মসজিদ । এগুলোর মাঝে ওয়ালিবেগ খাঁ ও হামিদুল্লাহ খান মসজিদ দুটির পুরাতন মুঘল স্থাপনা এখনো টিকে আছে । অন্যদিকে ২০২০ সালে শেখ বাহার উল্লাহ খান মসজিদের মুঘল আমলের অবকাঠামো ভেঙে বর্তমানে সেখানে মসজিদের নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে । মুঘল আমলে চট্টগ্রামের প্রশাসকদের পদবি ছিল ফৌজদার, যার আভিধানিক অর্থ হল সামরিক ম্যাজিস্ট্রেট **[Ref.-208]** । মাঝে মধ্যে বাংলার সুবাদারদের সরাসরি অধীন ব্যক্তিবর্গকে এই প্রশাসকের পদে দেখতে পাওয়া যায় । যাদের পদবি ছিল নায়েব-সুবা **[Ref.-209]** । সে সময় প্রশাসকদের পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক 'মনসব' এর সংখ্যা দ্বারা বোঝানো হতো । মনসবের এই সংখ্যা ব্যক্তিগত ভাবে উক্ত ফৌজদারের অধীনে থাকা জোত (পদাতিক সৈন্য) ও সাওয়ার (অশ্বারোহী সৈন্য) সংখ্যা দ্বারা বোঝানো হতো **[Ref.-210]** । অন্যদিকে মনসবের সংখ্যা পাঁচ হাজার অথবা তার নিচে হলে জোত ও সাওয়ারের আনুপাতিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মনসবকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো । জোত ও সাওয়ারের সংখ্যা সমান হলে তাকে প্রথম শ্রেণির মনসব বলা হত, সাওয়ারের

সংখ্যা জোতের অর্ধেক হলে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির মনসব বলা হতো এবং সাওয়ারের সংখ্যা জোতের অর্ধেকের কম হলে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর মনসব বলা হতো **[Ref.-211,212]** । মনসবের সংখ্যা ও শ্রেণি বিচারে ফৌজদারদের বেতন কোশাগার হতে অর্থের বিনিময়ে (নক্দ ব্যবস্থাপনা) অথবা জমি বরাদ্দ দিয়ে (জায়গির ব্যবস্থাপনা) মেটানো হতো **[Ref.-213]** । চট্টগ্রামে কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার মনসব পদমর্যাদার মুঘল প্রশাসকের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । ওয়ালিবেগ খাঁ সম্ভবত বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনস্থ নায়েব-সুবা ছিলেন । ইংরেজ কোম্পানির প্রথম চিফ হ্যারি ভেরেলস্ট লেখা এক চিঠির সূত্র থেকে জানা যায় নায়েব-সুবা ওয়ালি বেগ খাঁর শাসনকালের মেয়াদ ছিল বাংলা ১১২০ থেকে ১১৩৪ বঙ্গাব্দ (১৭১৩ - ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ) **[Ref.-214]** । তবে বর্তমান কালে টিকে থাকা পুরাতন পাকা মসজিদটি নায়েব-সুবা ওয়ালি বেগ খাঁ নিজে নির্মাণ করেছিলেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে । এর কারণ হলো ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে দলিলে চট্টগ্রাম বিভাগে পুরাতন স্থাপনাগুলোর তালিকায় এই মসজিদের নির্মাণকাল দেখানো হয়েছে ১৭৯০ সাল - যা ওয়ালি বেগ খাঁর শাসনকালের অনেক পরে **[Ref.-215]** । পুরাতন নথিপত্রে মুঘল আমলে চট্টগ্রামে খড়ের ছাউনি দিয়ে মসজিদের কাঁচা অবকাঠামো নির্মাণ হতে দেখা যায় **[Ref.-216]** । এই আলোকে ধারণা করা যায়, হয়ত প্রথমদিকে নায়েব-সুবা ওয়ালি বেগ খাঁর মসজিদটি এরকম কাঁচা স্থাপনার তৈরি ছিল । পরবর্তীতে মসজিদের সেই কাঁচা স্থাপনার স্থানে বর্তমান পাকা স্থাপনাটি তৈরি করা হয়ে থাকতে পারে ।

জন চিপের মানচিত্রে বর্তমান হামিদুল্লাহ খান মসজিদের স্থানে সীমানা প্রাচীরের ঘেরা যে মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি সম্ভবত মরহুম শেখ হামিদুল্লাহের বাবা মরহুম শেখ ওবায়দুল্লাহ অথবা তারও আগের পূর্বপুরুষের তৈরি হতে পারে । কারণ মরহুম শেখ হামিদুল্লাহের শৈশব বয়সে (তাঁর সম্ভাব্য জন্ম সাল ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) এই মানচিত্রটি তৈরি হয়েছে **[217]** । অন্যদিকে ধারণা করা যায়, মরহুম শেখ বাহরুল্লাহর জীবদ্দশায় তাঁর নামে নির্মিত মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল । এই মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব দিকে একটি পুকুরের অস্তিত্ব মানচিত্রে দেখানো হয়েছে । শেখ বাহরুল্লাহ ছিলেন কোম্পানি আমলের শুরুর দিকে চট্টগ্রামের ফৌজদারি

আদালতের হাকিম শেখ মো. আশেকের বংশধর । শেখ মোহাম্মদ আশিকের কোন ছেলে সন্তান না থাকায় তাঁর নিকট আত্মীয় শেখ বাহরুল্লাহ তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির মালিকানা পান **[Ref.-218]** । মরহুম শেখ বাহারুল্লাহ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং সেকালে তাঁর নির্মিত মাদ্রাসার বেশ সুখ্যাতি ছিল **[Ref.-219]** ।

এ মসজিদ্বয়ের পশ্চিম পাশের এলাকা কোম্পানি আমলের প্রথম দিকের মানচিত্রের মত কোম্পানি আমলের মধ্যভাগে তৈরি জন চিপের এই মানচিত্রেও Cuttalgunge (কাতালগঞ্জ) নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-২২]** । তবে এ এলাকায় অবস্থিত মাউন্ট প্লিজেন্ট (বর্তমানে এ পাহাড়টিতে কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত) পাহাড়ের দক্ষিণে ১৭৬৪ সালের মানচিত্রে যে সুরক্ষিত স্থাপনাটি দেখানো হয়েছিল, সেটি ১৮১৮ সালের জন চিপের মানচিত্রে অনুপস্থিত । এর পরিবর্তে ১৭৬৪ সালের মানচিত্রে বর্ণিত মাউন্ট প্লিজেন্ট নামের পাহাড়টির উপরে ১৮১০-এর দশকে চট্টগ্রামের ইংরেজ কোম্পানির প্রভেন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন জেমস জর্জ এর বাংলো বাড়িটির অবস্থান ১৮১৮ সালের মানচিত্রে 'b' প্রতীকে উল্লিখিত রয়েছে **[চিত্র-২২]** । ক্যাপ্টেন জেমস জর্জ ১৮১২ সাল থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রভিন্সিয়াল বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন । তাঁর সামরিক পেশার পাশাপাশি তিনি একজন চমৎকার অঙ্কন শিল্পী হিসেবে সে সময় সুপরিচিত ছিলেন । চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ এক যুগ থাকাকালীন সময় তিনি শহরের ও শহরের বাইরের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যপটের বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন ।

ক্যাপ্টেন জেমস জর্জের বাড়ির উত্তর পূর্বকোণে খালের উপর একটি সেতুর অবস্থান পুরাতন এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২২]** । এটি হল সে সময়ের মির্জারপুল । এই সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন মির্জা হাদী আলি **[Ref.-220]** । মির্জা হাদী আলির পিতামহ মির্জা মাহমুদ ১৭৭৪ সালে চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির লবণ ব্যবসায়ের ইজারাদার ছিলেন এবং সেসময়কার নিজামপুর চাকলার (বর্তমান মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলা) জমিদার ছিলেন **[Ref.-221]** । জমিদারি ও ব্যবসার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসক হিসেবেও সেসময় চট্টগ্রামে সুপরিচিত ছিলেন

[Ref.-222] । পরবর্তীকালে মির্জা হাদী আলি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতামহ ও পিতার রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির মালিক হন **[Ref.-223]** । সময়ের বিচারে এই সেতুটি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায় । শোনা যায় এই সেতু এতটাই মজবুত ছিল যে এর উপর দিয়ে হাতিরপাল অনায়াসে পারাপার হতে পারত । অর্থ খরচের ব্যাপারে মির্জা হাদী আলি সর্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন । একদিকে তিনি যেমন গরীব দুঃখী মানুষকে অজস্র অর্থ দান করে তখনকার জনসাধারণের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন আবার অন্যদিকে তিনি আমোদ, ফুর্তি ও মাদকের নেশা করে অনেক অর্থ নষ্টও করেছিলেন **[Ref.-224]** । জীবনের শেষ দিকে একটি হত্যা মামলার আসামি হয়ে কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন **[Ref.-225]** । পরবর্তীতে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-226]** । মির্জা হাদী আলির তৈরি পুরাতন সেতুটি আজ নেই, কারণ ১৯৯২ সালে তৎকালীন চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ এই স্থানে নতুন প্রশস্ত সেতু নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সেতুর পুরাতন অবকাঠামোটি ভেঙে ফেলে । তবে দানবীর এই মানুষটির নাম নতুন ভাবে তৈরি করা সেতুর সাথে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে ।

বর্তমান শোলকবহর এলাকার পূর্বাংশ এবং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর এলাকাগুলো মানচিত্রে Mooradpoor (মুরাদপুর) নামে এবং বর্তমান শোলক বহর এলাকার উত্তরপূর্ব দিকে চাক্তাই খাল সংলগ্ন অংশটি এই মানচিত্রে Sooloobbur (সুলুব্বুর / স্লুপবহর নামে উল্লিখিত আছে **[চিত্র-২২]** । কোম্পানি আমলের প্রথমভাগে ১৭৬৪ সালের মানচিত্রে এই স্থানটি জাহাজ মেরামতের ডকইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । ইউরোপীয়রা এক মাস্তুল বিশিষ্ট নৌকাকে 'স্লুপ' বলত । সম্ভবত অতীতে এই স্থানটিতে এ ধরনের নৌকার মেরামত ও বিশাল সমাবেশ থাকায় এই স্থানের নামটি এরূপ হতে পারে । বর্তমানকালে স্লুপবহর নামটি বিবর্তিত হয়ে শোলকবহর নামে পরিচিতি পেয়েছে । এই স্থানে বর্তমান আরাকান হাউজিং সোসাইটি এলাকায় মুঘল আমলে নির্মিত জান মোহাম্মদ চাকলাদার মসজিদটির অবস্থান মানচিত্রে মসজিদ প্রতীকে দেখানো হয়েছে । মানচিত্রে 'L' প্রতীকে স্লুপবহর এলাকার ঠিক উত্তরে তৎকালীন চাক্তাই খালের উপর 'জাফর পুল' নামে একটি সেতুর উল্লেখ রয়েছে যার উপস্থিতি

ইতিপূর্বে কোম্পানি আমলের প্রথম দিকের তৈরি প্লেইস্টেটের মানচিত্রেও ছিল **[চিত্র-২২]** । বহদ্দারহাট মোড়ে চাক্তাই খালকে অতিক্রান্ত করা সিডিএ এভিনিউ রোডের অংশটি হল অতীতের এই সেতুটির বর্তমান অবস্থান। ঊনবিংশ শতকে চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক শেখ হামিদুল্লাহ তাঁর শৈশবে এই সেতুর নীচ দিয়ে তখনকার ব্যবসায়ীদের নৌকা চলাচল করতে দেখেছিলেন **[Ref.-227]** ।

ক্যাপ্টেন জেমস জর্জের বাসস্থানের পশ্চিম দিকের পাহাড়ে (বর্তমান প্রবর্তক পাহাড়) লেফটেন্যান্ট থমাস ডিকেন্সন ও লেফটেন্যান্ট উইমস্ ম্যাকলিওডের বাংলো বাড়ির অবস্থান মানচিত্রে যথাক্রমে 'c' এবং 'd' প্রতীকে উল্লেখ করা হয়েছে **[Ref.-228, 229, 230]** **[চিত্র-২৩]** । লেফটেন্যান্ট থমাস ডিকেন্সন ১৮১৪ সালে তৎকালীন আরাকানের মগ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইংরেজ - বার্মা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময় পদোন্নতি পেয়ে একপর্যায়ে ১৮৫৪ সালে তিনি মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন । ১৮৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । অপরদিকে লেফটেন্যান্ট উইমস্ ম্যাকলিওডের জীবন কাল ছিল অতি অল্প সময়ের, তিনি ১৮১৭ সালে ভারতের বারাকপুরে মাত্র ২৪ বছর বয়সে নিহত হন।

মানচিত্রে 'জাফর পুল' সেতুর উপর দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসমান সড়কটি কিছুদূর যাবার পর দুই ভাগে ভাগ হতে দেখা যায় **[চিত্র-২৪]** । যার মাঝে একটি সোজা পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে তৎকালীন Buckaliea Gaut (বাকুলিয়া ঘাট) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । অপর অংশটি উত্তর দিকে বর্তমান চান্দগাঁও এর 'ফরিদা পাড়া' নামক স্থান দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি পুকুরের কাছে এসে পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে। বর্তমানে এই পুকুরটি চাঁদগাও আবাসিক এলাকায় 'এ' ব্লক হতে 'বি' ব্লক এ যাওয়ার সময় মূল সড়কের পশ্চিমে কচুরিপানায় আবৃত একটি জলাশয় হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র-২৩: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে বর্তমান পাঁচলাইশ, ও আর নিজাম, জিইসি, ২ নম্বর গেইট এলাকাসমূহের সেকালের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এ সকল স্থানে সেসময়কার বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বর ও অক্ষরে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 58=Cuttalgunge; b=George’s Bungalow; c=Dickenson’s Bungalow; d=Mc. Leod’s Bungalow; e=Custom House Choky।
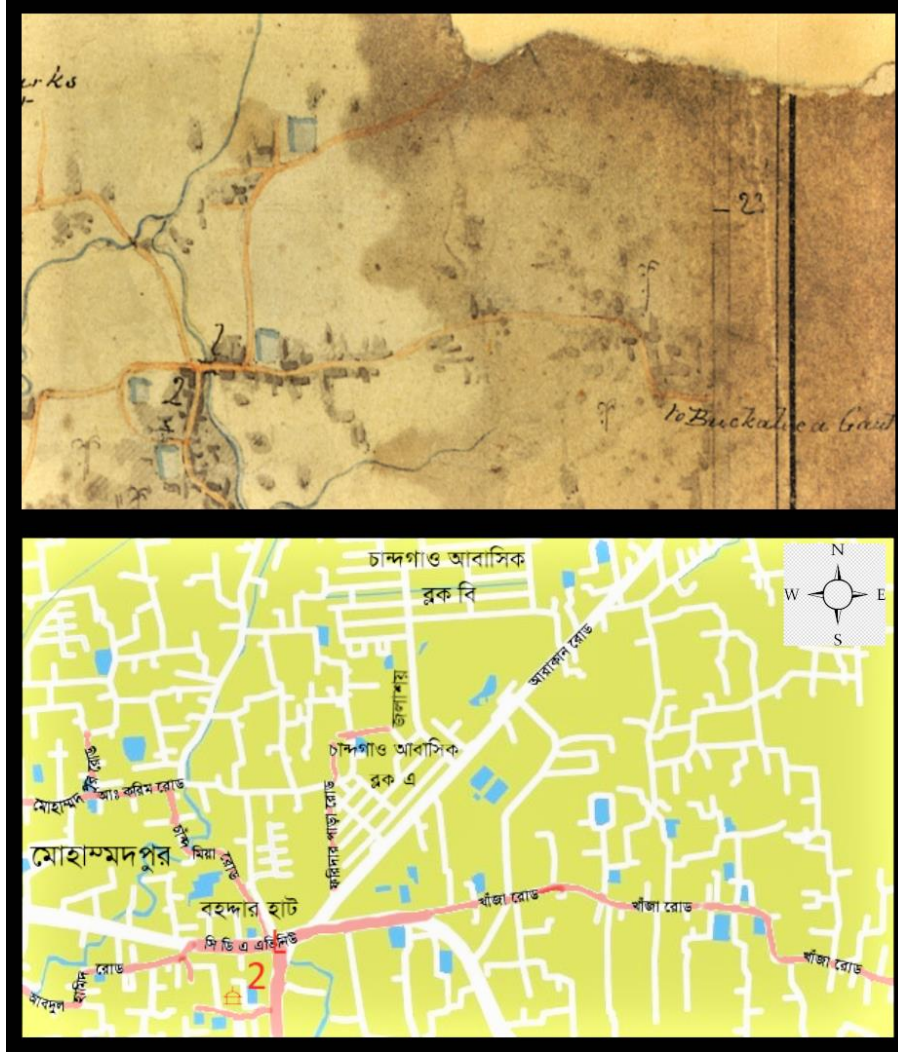
চিত্র-২৪: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের সুলুব্বুর, বাকুলিয়া নামের এলাকাসমূহের অবস্থান ও এদের চারপাশের চিত্র দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলোর অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি নম্বর ও অক্ষরে, ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 2=Sooloobbur; L=Jaffer Pool।

মানচিত্রে তৎকালীন মুরাদপুর এলাকার উত্তরে চারদিকে সীমানা প্রাচীরে ঘেরা ‘a’ প্রতীকে বারিং গ্রাউন্ড নামে বর্তমানে বিবিরহাটের কাছে সতেরশ শতক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসা খ্রিষ্টান

সূচিপত্র

ধর্মালম্বীদের কবরস্থানটির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২৫]** । এই বইয়ে উল্লিখিত বেশ কিছু ব্যক্তির ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমাধি এই কবরস্থানটিতে রয়েছে । এই কবরস্থানের পূর্ব দিকে বর্তমান সৈয়দ নেসার আহমেদ মসজিদ ও কবরস্থান সংলগ্ন স্থানটিতে সীমানা প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থাপনা মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২৫]** । যদিও স্থাপনাটি কি ছিল তা মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়নি । এ প্রাচীর ঘেরা স্থানের পূর্ব দিকে বর্তমান মোহাম্মদপুরে অবস্থিত আফজাল জামে মসজিদের কাছে একটি মসজিদের উপস্থিতি মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৫]** । খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের কবরস্থানের উত্তর দিকে বর্তমান বিবিরহাট কাঁচা বাজার স্থানে Bibby Sparks Ka Hat (বিবি-স্পার্কস-কা-হাট) নামে একটি হাটের অবস্থান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২৫]** । বিবি স্পার্কস ছিলেন ম্যারি স্পার্কস নামের একজন ইউরোপীয় মহিলা যাকে সে সময়কার স্থানীয় জনসাধারণ সম্মান করে 'বিবি' নামে ডাকতেন **[Ref.-231]** । মানচিত্রে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি বর্তমান বিবির হাটের স্থানে একটি হাট বাজার চালু করেছিলেন , যা সেসময় 'বিবি-স্পার্কস-কা-হাট' নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীকালে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে 'বিবিরহাট' নামকরণ হয়েছে । ম্যারি স্পার্কসের স্বামীর নাম ছিল জর্জ স্পার্কস **[Ref.-232]** । সম্ভবত স্বামীর সূত্র ধরেই তাঁর চট্টগ্রামে আগমন হয়েছিল । ১৭৭৪ সালে চট্টগ্রামে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় **[Ref.-233]** । ইতিহাসে দেখা যায় ম্যারি স্পার্কস চট্টগ্রামের সেকালের প্রখ্যাত জমিদার জয় নারায়ণ ঘোষালের কাছ থেকে বর্তমান দক্ষিণ চট্টগ্রামের চকরিয়া উপজেলায় বেশ কিছু জমির বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন **[Ref.-234]** । ১৮১৩ সালে ৫০ বছর বয়সে তিনি চট্টগ্রামে মারা যান **[Ref.-235]** । তাঁর ও তাঁর স্বামীর উভয়েরই সমাধি বর্তমান বিবির হাটে অবস্থিত খ্রিষ্টান কবরস্থানে রয়েছে । চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষালের ভাগনে ছিলেন জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষাল । দেওয়ান গোকুল তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তাঁর ভাগনে জয়নারায়ণের নামে চট্টগ্রামের পরিত্যক্ত, অনাবাদি জমিগুলো জয়নগর মহল, তরফ ও নয়াবাদ নামে বন্দোবস্ত করেছিলেন **[Ref.-236]** । পরবর্তীকালে এই বিশাল স্থাবর সম্পত্তি 'জয়নগর জমিদারি' নামে পরিচিতি পায় । বর্তমান চট্টগ্রাম শহরে জয়পাহাড়, জয়নগর নামের স্থানগুলো সেকালের

জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতি বহন করে। জীবনের শেষ দিকে জয়নারায়ণ ঘোষাল জমিদারি ত্যাগ করে বেনারসে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করেছিলেন **[Ref.-237]**।
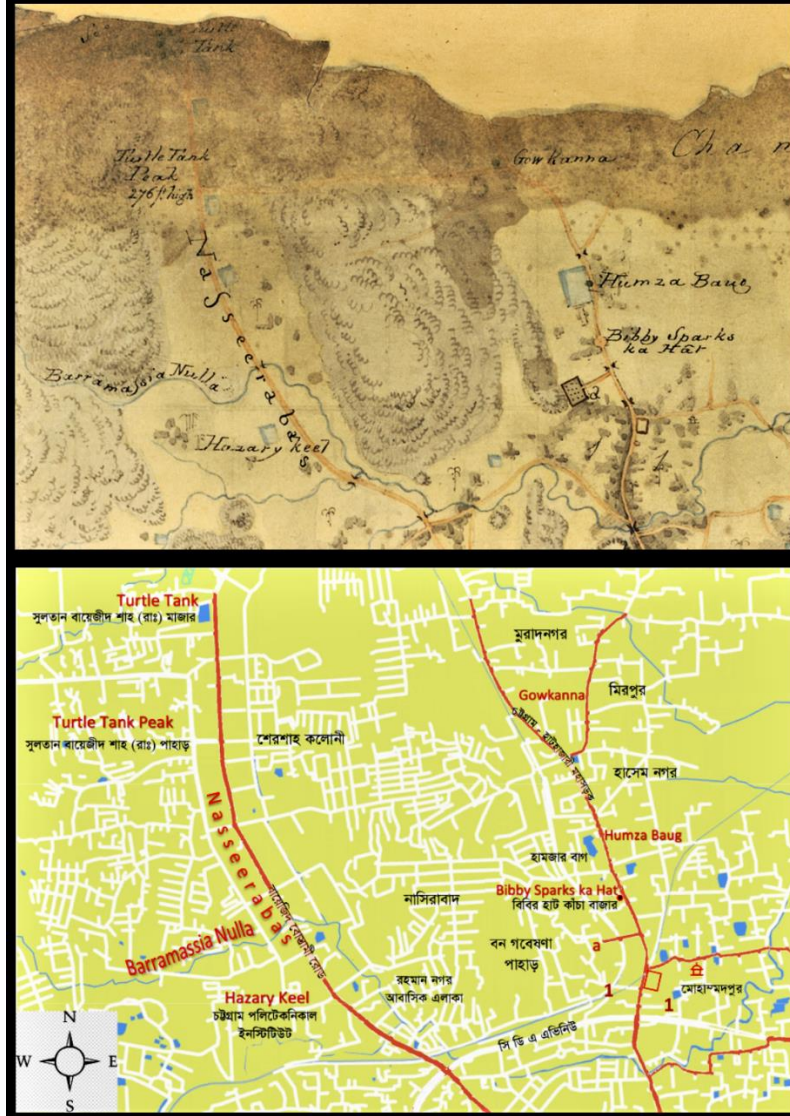
চিত্র-২৫: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের নাসিরাবাদ, হামজাবাগ,হাজারি কিল ইত্যাদি এলাকার সমূহ দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকা সমূহের অবস্থান লাল রঙের অক্ষরে ও বিভিন্ন রাস্তাসমূহের অবস্থান লাল রঙে এবং ধর্মীয় স্থাপনার অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী a = Burying Ground; 1= Mooradpoor।

জন চিপের মানচিত্রে বিবির হাটের উত্তরে Humza Baug (হামজা বাগ) নামে একটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-২৫]** । যেটি বর্তমানে চট্টগ্রাম হাটহাজারী মহাসড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত হামজার বাগ এলাকায় অবস্থিত । মানচিত্রে এই স্থানে উল্লিখিত জলাশয়টি বর্তমানে 'হামজা খাঁর দিঘী' নামে পরিচিত। হামজা খাঁ ছিলেন চট্টগ্রামে মুঘল শাসন আমলের প্রথম দিকের একজন প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি। তাঁর পিতার নাম ছিল শমসের খাঁ। চট্টগ্রামে তাঁর অনেক স্থাবর সম্পত্তি ছিল, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের মাঝে ভাগ হয়ে 'চার-ইয়ারী' নামে চারটি বিশাল জমিদারি সৃষ্টি হয়েছিল **[Ref.-238]** । বর্তমান চট্টগ্রাম শহরে দক্ষিণ-মধ্য হালিশহরে তাঁর নামে দিঘীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। মানচিত্রে হামজা বাগ স্থানের উত্তরে Gowkanna (গোকন্না) ও Chandga (চাঁদগাও) নামে দুটি স্থানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৫]** । গোকন্না সম্ভবত কোন ব্যক্তির নাম হতে পারে, কারণ এ মানচিত্রে শহরের পশ্চিমে ভেলুয়ার দীঘির উত্তর পশ্চিমে Gokanna ka pool (গোকন্না - কা - পুল) নামের একটি সেতুর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৬]** । মানচিত্রে বর্তমান বায়েজিদ বোস্তামী সড়ক বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসমান একটি সড়কের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এ সড়কের দুপাশের স্থানকে মানচিত্রে Nasseerabas (নাসিরাবাস / নাসিরাবাদ) নামে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-২৫]** । বর্তমান পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর স্থানটিকে মানচিত্রে Hazary Keel (হাজারি কিল) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে **[চিত্র-২৫]** । 'কিল' শব্দ দ্বারা নৌযানের অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বোঝানো হয়ে থাকে তবে এর আরেকটি অর্থ হল- 'জলমগ্ন স্থান' **[Ref.-239]** । সম্ভবত এই স্থানটি অতীতকাল থেকে কোন একজন হাজারীর মালিকানায় থাকা জলমগ্ন স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল । সেকালের হাজারীদের কথা চট্টগ্রামের ইতিহাসে শোনা যায় । নায়েব- সুবা মহাসিংহের সময় চট্টগ্রামে ১০ জন হাজারি ছিলেন **[Ref.-240]** । মুঘল সেনা বাহিনীতে পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনাদের সাধারণত তিন শ্রেণীর সেনা অধিনায়কের অধীনে কর্মরত থাকতে দেখা যায়। ১০জন, ১০০ জন এবং ১০০০ জন সংখ্যক সেনা অধিনায়কদের পদবির নাম ছিল যথাক্রমে 'মীরদাহাহ্' , 'সাদিওয়াল' এবং 'হাজারি' **[Ref.-241]** । তখনকার সেনা অধিনায়কদের এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাস

বর্তমান কালে প্লাটুন, কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সমার্থক। এ হিসেবে সে যুগের হাজারিরা বর্তমান যুগের ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক - লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সমমর্যাদার ব্যক্তি ছিলেন। তবে এক হাজার মনসবদার এবং একজন হাজারি সমমর্যাদার ছিলেন না **[Ref.-242]**। কারণ সেকালের নথিপত্রে একজন এক হাজার মনসবদার এবং একজন হাজারির বেতনের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। নথিতে উল্লেখ রয়েছে একজন সাধারণ সৈন্য যাকে সেসময় 'স্‌ইর' বলা হত, তার মাসিক বেতন ছিল আনুমানিক ৬ রুপি **[Ref.-243]**। যদি ১০০০ মনসব ও হাজারি সমার্থক হত তাহলে এই হিসেবে একজন হাজারির বেতন হওয়া উচিত ছিল আনুমানিক প্রায় ৬০০০ রুপি। কিন্তু নথিতে দেখতে পাওয়া যায় একজন হাজারির মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৫২ রুপি **[Ref.-244]**। অপরদিকে একজন ১০০০ মনসবদার তৃতীয় শ্রেণীর হলেও মাসে আনুমানিক ৩৫০০ রুপি বেতন পেতেন **[Ref.-245]**। তবে চট্টগ্রামে মুঘল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এ সকল হাজারির সেসময় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল **[Ref.-246]**। চট্টগ্রামে মুঘল আমলে জমি বরাদ্দের মাধ্যমে এ সকল সেনা অধিনায়কদের বেতন মেটানো হতো। যাকে 'জায়গির মুসরুদ ফৌজদারি' বলা হত **[Ref.-247]**। মুঘল আমলে শুরুর দিকে চট্টগ্রামে আবাদি জমির পরিমাণ কম থাকায় বরাদ্দ পাওয়া সেনা অধিনায়ক তাঁর বরাদ্দকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের পুরোটাই ভোগ করতেন। পরবর্তীতে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্‌বৃত্ত ফসলের উপর রাজস্ব ধার্য করা আরম্ভ হয় **[Ref.-248]**। সেই মোতাবেক হাজারিদের অধিকারে থাকা জমিগুলোর উপরেও রাজস্ব ধার্য করা হয়। পরবর্তীতে এই রাজস্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যাকে সে সময়ের হিসেবের খাতায় 'ইজাফা তালকাত হাজারীন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে **[Ref.-279]**। বর্ধিত এ রাজস্ব তৎকালীন চট্টগ্রামের প্রভাবশালী সেনা অধিনায়ক হাজারিদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ ক্ষোভ পরবর্তীতে বিদ্রোহের রূপ নেয় যা নায়েব সুবা মহাসিংহের সময় সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। হাজারিদের এ সশস্ত্র বিদ্রোহের শাস্তি স্বরূপ নায়েব সুবা মহাসিংহ পূর্বে তাদের ওপর ধার্য করা রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন **[Ref.-250]**। জনশ্রুতি রয়েছে যে তৎকালীন চট্টগ্রামের ১০ জন হাজারির মধ্যে ৮ জন হাজারি এ বর্ধিত রাজস্বের জন্য বিদ্রোহ

করেছিলেন। এ বিদ্রোহ সামাল দেবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন দেওয়ান মহাসিংহ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধানের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সেই বিদ্রোহী ৮ জন হাজারিকে সীতাকুণ্ডে অবস্থিত তাঁর দপ্তরে ডেকে আনার পর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁদের বন্দী করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন **[Ref.-251]**। শোনা যায় এই ৮ জন হাজারিকে তৎকালীন মুর্শিদাবাদের মুঘল শাসক গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন **[Ref.-252]**।

মানচিত্রে তৎকালীন নাসিরাবাদের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া সড়কের পশ্চিম দিকে ২৭৬ ফুট উচ্চতার পাহাড়ের চূড়াকে Turtle Tank Peak (টার্টেল ট্যাংক পিক) নামে এবং এ সড়কের সর্ব উত্তরে মানচিত্রের খণ্ডিত অংশের কাছে Turtle Tank (টার্টেল ট্যাঙ্ক) নামে একটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-২৫]**। সুদূর অতীত কাল থেকে সুলতান বাইজীদ শাহ (রাঃ) মাজার সংলগ্ন কচ্ছপ বিদ্যমান পুকুরটিকে জন চিপ টার্টেল ট্যাংক নামে তাঁর মানচিত্রে উল্লেখ করেছেন।

জন চিপের মানচিত্রে বর্তমান ২ নং গেইট এলাকার নিকটে তৎকালীন একটি সড়ক পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান মসজিদ গলি রোড, জাকির হোসেন বাই লেইন ও জাকির হোসেন রোড হয়ে ঢাকা চিটাগাং ট্রাঙ্ক রোডের সাথে মিলিত হতে দেখা যায়। এই সড়কের জাকির হোসেন রোড ও জাকির হোসেন বাই লেইনের সংযোগস্থলে মানচিত্রে 'e' প্রতীকে সেকালের একটি কাস্টম হাউস চৌকির অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২৬]**। সড়কপথে ব্যবসায়িক পণ্যের আমদানি রপ্তানি উপর ধার্যকৃত রাজস্ব আদায়ের তদারকি করাই ছিল এ সকল কাস্টম হাউস চৌকির কাজ **[Ref.-253]**। এ সড়কে এ ধরনের চৌকির অবস্থান থাকায় ধারণা করা যায় যে এ সড়কটি সেকালে স্থলপথে চট্টগ্রাম শহরে পণ্য আনা নেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ১৭৯৮ সালে চট্টগ্রামে ভ্রমণে আসা ডা. ফ্রান্সিস বুকনান এ সড়ক দিয়েই চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করেছিলেন, তবে সেসময় পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া এ সড়কে বাঘের আক্রমণের আশঙ্কায় তাঁর অনুচরদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল **[Ref.-254]**।

বর্তমান টাইগার পাস সড়কটি জন চিপের মানচিত্রে শুধু Pass (পাস) নামে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-২৬]** । দু'পাশের খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া এই সড়কের দৃশ্য সেকালে চট্টগ্রামে ভ্রমণ করতে আসা প্রতিটি মানুষকে অভিভূত করত । এই রাস্তার দুপাশের পাহাড় গুলোর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে সেকালের ইংরেজদের দেওয়া Mount Parnassus (মাউন্ট পার্নাসাস) নামটি মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে , যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'পাহাড়ের গীতিকাব্য' **[চিত্র-২৬]** । তবে সে সময় এই রাস্তার আশেপাশে বাঘের আনাগোনা থাকায় পথচারীকে ভীত ও সতর্কতার সাথে এ পথে চলতে হতো । মাঝে মধ্যেই অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুকের মতো বাঘ পথচারীর সামনে এসে দাঁড়াতো, তাই কোম্পানি আমলেই এ রাস্তার নাম হয়েছিল টাইগার পাস **[Ref.-255]** । ১৮৭৫ সালে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, চট্টগ্রামে ১৭ জন মানুষ ও ৯৪১টি গবাদি পশু বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল **[Ref.-256]** । চট্টগ্রামে তখন যে সকল বাঘ দেখা যেত তার অধিকাংশই ছিল লেপার্ড প্রজাতির, তবে মাঝে মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলতো । ১৮১৫ সালে চট্টগ্রাম শহরে একটি স্ত্রী প্রজাতির রয়েল বেঙ্গল টাইগার গুলি করে মারা হয়েছিল । বাঘিনীটি নাক থেকে লেজের আগা পর্যন্ত লম্বায় ছিল ৮ ফুট, উচ্চতায় ছিল প্রায় চার ফুট এবং এর সামনের পায়ের গোড়ালির উপর অংশের পরিধি ছিল ১৩ ইঞ্চি **[Ref.-257]** । এটি মারা যাওয়ার পূর্বে দুজনকে নিহত ও বেশ কয়েকজনকে আহত করেছিল । ১৮৬৮ সালে চট্টগ্রাম শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে থাকা আর্থার লয়েড ক্লে টাইগার পাসের কাছে তৎকালীন 'পাইনিয়ার' নামের চা বাগানের সম্প্রসারিত অংশে উৎপাত সৃষ্টিকারী বাঘের খোঁজ নিতে গিয়ে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সন্ধান পেয়েছিলেন **[Ref.-258]** । বাঘটিকে তিনি শিকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চাঁদনী রাতের আলোয় তাঁর বন্দুকের নিশানা ব্যর্থ হয়, এই সুযোগে বাঘটি পালিয়ে যায় । আশ্চর্যের বিষয় হল আজ যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কেবল সুন্দরবনেই দেখা যায় তা এক কালে চট্টগ্রাম শহরের জঙ্গলেও দেখা যেত ।
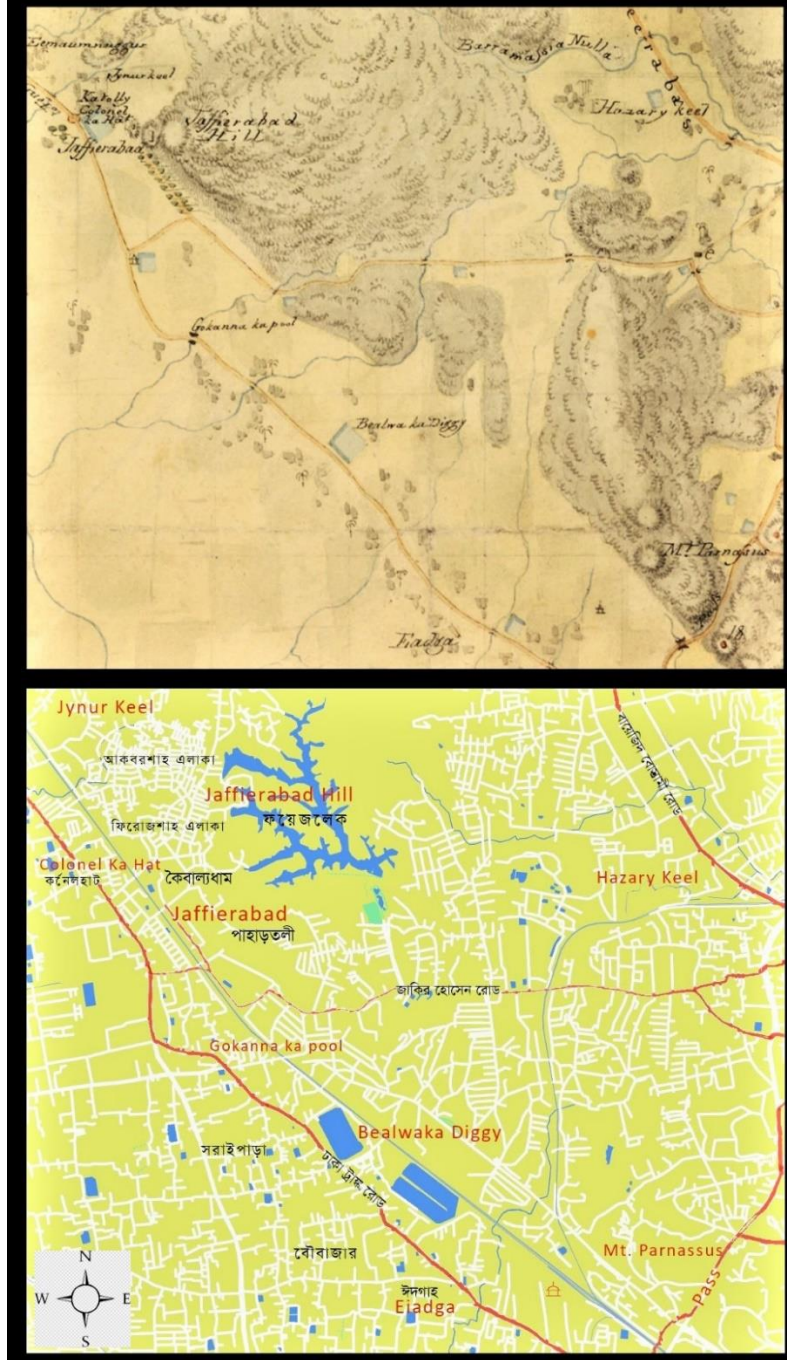
চিত্র-২৬: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের জাফিরাবাদ, জাফিরাবাদ হিল জয়নার কিল,কর্নেল হাট, ঈদগা, পাস, মাউন্ট পার্নাসাস, হাজারি কিল শহরের উত্তরপশ্চিমের এলাকাসমূহের অবস্থান দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহের অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি অক্ষরে, ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবস্থান লাল রঙের প্রতীকে এবং রাস্তা গুলোর অবস্থান লাল রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

Pass এর উত্তরে মানচিত্রে চিহ্নিত একটি মসজিদের অবস্থান বর্তমান হাজী মসজিদের অতীতের অবস্থানকে ইঙ্গিত করে **[চিত্র-২৬]** । সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে শাহাবাজ নামের একজন ব্যক্তির তৈরি এই মসজিদের পুরাতন মূল অবকাঠামো বহুকাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বর্তমানে শুধু এর প্রবেশদ্বারটি টিকে আছে **[Ref.-259]** । এই মসজিদের স্বল্প দূরে সেকালের ঢাকা ট্রাংক রোডের পশ্চিম পাশে Eidga (ঈদগা) নামে একটি স্থান মানচিত্রে উল্লিখিত আছে **[চিত্র-২৬]** । বর্তমানে স্থানটি রামপুর ওয়ার্ডের ঈদগাহ এলাকার অন্তর্গত । ঈদগাঁয়ের উত্তরে ঢাকা ট্রাংক রোডের পূর্ব পাশে Bealwaka Diggy (বেলুয়া- কা- দিঘী) নামে একটি জলাশয়ের অবস্থান মানচিত্রে দেখা যায় । বর্তমানে যা পাহাড়তলী রেল স্টেশন এর পশ্চিমে অবস্থিত 'ভেলুয়ার দিঘী' অথবা 'ভেলুয়া সুন্দরীর দিঘী' নামে পরিচিত **[চিত্র-২৬]** । ঊনবিংশ শতকের চট্টগ্রামের ইতিহাসের লেখক শেখ হামিদুল্লাহ তাঁর রচিত আহাদিসুল খাওয়ানিন গ্রন্থে ভেলুয়ার কাহিনি বর্ণনা করেছেন **[Ref.-260]** । অসাধারণ রূপবতী ভেলুয়া ছিলেন বর্তমান কলকাতার পূর্ব দিকে বহমান যমুনা নদের তীরবর্তী আড়াই চাঁদ গ্রামের সেকালের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আমির সওদাগরের স্ত্রী । এক ব্যবসায়ী তাকে অপহরণ করে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে । অপহরণকারীকে অনুসরণ করে ভেলুয়ার স্বামী চট্টগ্রামে উপস্থিত হন । সে সময় চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহ । ভেলুয়ার স্বামী যুবরাজকে তাঁর অভিযোগ তুলে ধরে এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করেন । এই অন্যায় কাজের জন্য যুবরাজ নুসরাত শাহ অপহরণকারী ব্যবসায়ীর মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তার সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আমির সওদাগর ও তাঁর স্ত্রীকে দান করেন । পরবর্তীতে ভেলুয়ার ইচ্ছায় উক্ত দণ্ডিত ব্যবসায়ীর বাসস্থান ভেঙে ফেলে সেই স্থানে এই অর্থ-সম্পত্তি বিনিময়ে একটি দিঘী খনন করা হয় । যা পরবর্তীতে 'ভেলুয়ার দিঘী' নামে পরিচিতি পায় ।

জন চিপের মানচিত্রে ভেলুর দিঘীর উত্তরে সমতল ও পাহাড়ি অংশ নিয়ে Jaffierabad (জাফিরাবাদ) ও Jaffierabad Hill (জাফিরাবাদ হিল) নামে বিস্তীর্ণ এলাকার উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-২৬]** । বর্তমানে জাফিরাবাদ নামটি বিলুপ্ত হয়ে এর সমতল অংশটি একে খান, ফিরোজ শাহ, নিউ

মনসুরাবাদ, কৈবাল্যধাম, আকবর শাহ, কর্নেল হাট নামে উত্তর পাহাড়তলী ও উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের উল্লেখযোগ্য এলাকা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। অপরদিকে বর্তমান উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডে অবস্থিত ফয়েজ লেকের আশপাশের পাহাড় গুলো সেসময় জাফিরাবাদ হিল নামে পরিচিত ছিল। মানচিত্রে দেখা যায় শহরের মধ্য অংশ থেকে পশ্চিম দিকে চলে আসা সড়কটি জাফিরাবাদ এর কাছে ট্রাঙ্ক রোডে মিলিত হওয়ার কিছু পূর্বে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি ভাগ পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ট্রাঙ্ক রোডের সাথে মিলিত হয়েছে এবং অপর অংশটি উত্তরপশ্চিম দিকে দুপাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষ মালার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি টিলার নিকটে এসে থেমেছে। মানচিত্রটি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় টিলার উপরে একটি স্থাপনার (সম্ভবত সে সময় পরিত্যক্ত) অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে। ১৮৩১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে চট্টগ্রামে ভ্রমণ করতে আসা ক্যাপ্টেন পগসন পরিত্যক্ত স্থাপনাটিকে ১৭৮৬ সালে তৎকালীন কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার উইলিয়াম জোন্সের চট্টগ্রামে অবকাশকালীন বাসস্থান হিসেবে শনাক্ত করেন **[Ref.-261]**। ক্যাপ্টেন পগসন তাঁর লেখা বইয়ে এই পরিত্যক্ত বাড়ির নকশা ও বাহ্যিক অংশের দুটি স্কেচ প্রকাশিত করেছিলেন, যা নিচে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-২৭]**। যে টিলার উপরে এই বাসস্থানটি ছিল, তা বর্তমানে কৈবাল্যধাম রেলস্টেশনের পূর্বে অবস্থিত কৈবাল্যধাম পাহাড় নামে পরিচিত। অতীতের সেই বাড়িটি আজ নেই। বর্তমানে এই পাহাড়টিতে হিন্দু ধর্মালম্বীদের কিছু মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁর বিচারপতি পরিচয় এর পাশাপাশি সেসময় একজন বহু ভাষাবিদ ও প্রাচ্য বিশারদ হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন **[Ref.-262]**। তিনি ১৭৮৪ সালে প্রাচ্যের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি গবেষণার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন **[Ref.-263]**। ১৭৮৬ সালে তিনি চট্টগ্রামে তাঁর অবকাশ যাপনের জন্য সস্ত্রীক এই বাড়িটিতে সে বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন **[Ref.-264]**। চট্টগ্রামে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটি পরবর্তীকালে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

চিত্র-২৭: ১৮৩১ সালে ক্যাপ্টেন পগসনের নিজ হাতে আঁকা বর্তমান কৈবাল্যধাম পাহাড়ে সেসময় অবস্থিত স্যার উইলিয়াম জোনসের পরিত্যক্ত বাড়ির স্কেচ।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত Bengal Past and Present ম্যাগাজিনে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন এই বাড়িটির কিছু ফটোগ্রাফি চিত্র দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৮]**। ইংরেজ কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের আবহাওয়া ইংরেজদের কাছে বাংলার অন্যান্য জায়গার তুলনায় স্বাস্থ্যকর প্রতীয়মান হওয়ায় অনেক কর্তাব্যক্তি তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চট্টগ্রামে আসতেন। সেসময় চট্টগ্রামের ইংরেজ কোম্পানির চিফ এ সকল কর্তা ব্যক্তির আপ্যায়নের ব্যয়ভার বহন করতেন **[Ref.-265]**।

চিত্র-২৮: ১৯৩০ সালে Bengal Past and Present ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বর্তমান কৈবাল্যধাম পাহাড়ে সেসময় অবস্থিত স্যার উইলিয়াম জোনসের পরিত্যক্ত বাড়ির কয়েকটি ফটোগ্রাফিক ছবি ।

মানচিত্রে তৎকালীন জাফিরাবাদ এলাকায় Colonel Ka Hat (কর্নেল- কা- হাট) নামে একটি স্থানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৬]** । স্থানটি বর্তমানে 'কর্নেল হাট' নামে পরিচিত । হাটের নামে কর্নেল পদবি যুক্ত থাকায় ধারণা করা যায়, এই হাটটি ইংরেজ কোম্পানি আমলে শুরু হয়েছিল । চট্টগ্রামের ইতিহাসে উক্ত কর্নেল পদবির ইংরেজ ব্যক্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নেই । তবে সবকিছু বিচারে ইতিহাসের পাতা থেকে সম্ভাব্য যে ব্যক্তিটির নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জন এরস্কিন, যিনি ১৭৯৪ সালে চট্টগ্রামে বর্মী সেনাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিন ব্যাটালিয়ন সেনা ও প্রয়োজনীয় গোলন্দাজ বাহিনী সহ চট্টগ্রামে প্রধান সেনা অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন **[Ref.-266, 267]** । চট্টগ্রামের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কর্নেল পদে পদোন্নতি পান । তিনিই এ অঞ্চলের প্রথম কর্নেল পদমর্যাদার সেনাপ্রধান, কারণ তাঁর পূর্বে এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা অন্য সেনা প্রধানদের পদবি এর থেকে নিম্ন পদমর্যাদার ছিল । পুরাতন নথিপত্রে তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনানিবাসের সন্নিকটে মিলিটারি বাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে, যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনা শুল্কে ক্রয় করা হতো এবং এই বাজার সংশ্লিষ্ট জেলার সেনা প্রধানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো **[Ref.-268]** । ধারণা করা যায় জন চিপের মানচিত্রে উল্লিখিত হাটটি এ ধরনের মিলিটারি বাজার ছিল , যা পরবর্তীকালে চট্টগ্রামবাসীর কাছে 'কর্নেল- কা- হাট' এবং আরো পরে 'কর্নেল হাট' নামে পরিচিতি পেয়েছিল । কর্নেল জন এরস্কিন চট্টগ্রামে থাকাকালীন ১৭৯৫ সালে তাঁর মেয়ে মার্গারেটর সাথে সে সময়কার চট্টগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার জন ম্যাকরের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় । মানচিত্রে জাফরাবাদের উত্তরে Jynur Keel (জাইনুর কিল) নামে একটি জলমগ্ন স্থানের নাম দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৬]** । বর্তমানে উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের ফিরোজ শাহ এলাকায় 'জয়নার খিল' নামে রাস্তা ও এলাকার উপস্থিতি রয়েছে । সম্ভবত চট্টগ্রামে মুঘল ফৌজদার জাফর খাঁর নামে জাফিরাবাদ ও তাঁর

দেওয়ান জয়নুল আবেদিনের নামে জয়নার খিল স্থানটির নামকরণ হয়েছে **[Ref.-269]** । মানচিত্রে জয়নার কিলের উত্তরে ইমাম নগর নামে একটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে।

জন চিপের মানচিত্রে শহরের পশ্চিমে বর্তমান গোসাইডাঙ্গা, বৃহত্তর আগ্রাবাদ, পাহাড়তলী ও হালিশহর এলাকাগুলো সেকালের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি হিসেবে দেখানো হয়েছে। মূল সড়কের পাশে এবং দূরবর্তী স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প কিছু জনবসতি ছাড়া পুরো এলাকাটিতে তেমন কোন জনবসতি দেখতে পাওয়া যায় না। শহরের পশ্চিমের এ জনবিরল স্থানটির সর্ব দক্ষিণে মানচিত্রে Gwaaldaiga (গোয়ালডিগা) নামে বর্তমান গোসাইলডাঙ্গা এলাকাটি চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২৯]** । মানচিত্রে এই স্থানটির সাথে সড়কপথে পূর্বে মাদারবাড়ী, দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর তীর ও উত্তরে পুতিয়াটুলী নামের এলাকার যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায় । এছাড়াও মানচিত্রে এই স্থানে সেকালের কিছু পুকুরের উপস্থিতি উল্লেখ রয়েছে । এই স্থানের উত্তরে মানচিত্রে চারটি রাস্তার মিলনস্থলে Putteatooly (পুতিয়াটুলী) নামের একটি স্থান দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৯]** । বর্তমান উত্তর পাঠানটুলি ও উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড জুড়ে বিস্তৃত সেকালের পুতিয়াটুলী স্থানটির নাম এখন আর শোনা যায় না। তবে মানচিত্রে Puttea diggy নামে দেখানো এই স্থানের দুটি জলাশয়ের একটি বর্তমানে 'পুতিয়ার দিঘী' নামে বিদ্যমান রয়েছে **[চিত্র-২৯]** । এছাড়া মানচিত্রে সেকালের পুতিয়াটুলী এলাকার সাথে সড়কপথে দক্ষিণে গোয়ালডিগা, উত্তরে দেওয়ান-কা-হাট, পূর্বে পাঠানটুলী এবং পশ্চিমে সমুদ্র তীরবর্তী আলিশর নামের একটি স্থানের যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে উত্তর হালিশহর ওয়ার্ডে হালিশহর রোডের পাশে অবস্থিত কৈইসা পুকুর পাড় ও এর আশেপাশের এলাকাগুলো নিয়ে ১৮১৮ সালের জন চিপের এই মানচিত্রে সমুদ্র তীরবর্তী Allisore (আলিশর) নামে একটি গুচ্ছ জনবসতির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২৯]** । চট্টগ্রামের ইতিহাসে বর্তমান হালিশহর স্থানের নামকরণের বিষয়ে বেশ কিছু অনুমানভিত্তিক

চিত্র-২৯: ছবির উপরের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের পুতিয়াটুলী, গোয়লডাইগা ও আলিশর নামের শহরের পশ্চিমের এলাকাসমূহের অবস্থান দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের অংশে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে প্রদর্শিত উক্ত এলাকাসমূহের অবস্থান লাল রঙের ইংরেজি অক্ষরে এবং রাস্তাগুলোর অবস্থান হালকা গোলাপি রঙে চিহ্নিত করে বর্তমান মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

সূত্র রয়েছে। এগুলো থেকে এই মানচিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যটি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে মুঘল আমলে শুরুর দিকের প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি হামজার খাঁর (যার নামে

চট্টগ্রাম হাটহাজারী মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হামজারবাগ স্থানটি নামকরণ করা হয়েছে) নামে হালিশহরে বর্তমানে একটি পুকুর বিদ্যমান থাকায় ধারণা করা যায় , বর্তমান শহরের হালিশহর অংশটি সেকালে হামজার খাঁর জমিদারির অংশবিশেষ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারি তাঁর চার ছেলের মাঝে ভাগ হয়ে গেলে সম্ভবত হালিশহর অংশের জমিদারির ভাগ পেয়েছিলেন তাঁর ছেলে চৌধুরি কমর আলি খাঁ **[Ref.-270]** । হামজার খাঁর অন্য ছেলেদের জমিদারি পরবর্তীকালে বিনষ্ট হয়ে গেলেও চৌধুরি কমর আলি খাঁর জমিদারি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সুযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনেক দিন টিকে ছিল **[Ref.-271]** । চৌধুরি কমর আলি খাঁর পুত্রের নাম ছিল চৌধুরি ইয়ার আলি খাঁ **[Ref.-272]** । প্রজন্মের নামের মাঝে 'আলি' শব্দের সর্বজনীন উপস্থিতি থাকায় ধারণা করা যায় যে, এ পরিবার সেকালে 'আলির পরিবার' নামে পরিচিতি পেয়েছিল । সম্ভবত পরবর্তীকালে এ পরিবারের নামে মানচিত্রে উল্লিখিত গুচ্ছ জনবসতির নামকরণ 'আলিশর' (আলি শহর) হয়েছিল। যা বর্তমানে চট্টগ্রামের সাধারণ জনসাধারণের মুখে বিবর্তিত হয়ে 'হালিশহর' নামকরণ হয়েছে । মানচিত্রে দৃশ্যমান তৎকালীন পুতিয়াটুলী থেকে আলিশর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি বর্তমানে হালিশহর রোড নামে পরিচিত **[চিত্র-২৯]** ।

জন চিপের এই মানচিত্রে চট্টগ্রাম শহরের বুকে কাটকলি, Barramassia Nulla (বারোমাসিয়া), Chukty Nulla (চাক্তাই) , Myskolly Nulla (মহেসকলি) নামে কয়েকটি বড় খালের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে নাম ছাড়া অসংখ্য খালের উপস্থিতি যেগুলো কর্ণফুলী নদীর অথবা চাকতাই খালের সাথে মিলিত ছিল । এগুলোর মাঝে অনেকগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে । মানচিত্রে উল্লিখিত অসংখ্য খাল গুলোর উপর ছোট বড় আনুমানিক ৪৫টি সেতুর অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় । শহরের পশ্চিমে কাটকলি (কাট্টলি) ও মহেসকলি (মহেশখাল) নামের খাল দুটোকে মানচিত্রে পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । ১৮১৬ সালে চট্টগ্রামের জজ পল উইলিয়াম প্যাচেলের আদেশে এই খাল দুটির পরস্পর সংযোগস্থলের প্রায় দুই মাইল স্থানে জোয়ারের কারণে জমে থাকা পলি মাটি খনন করে সারা বছরের জন্য সমুদ্র উপকূল থেকে কাট্টলি খাল হয়ে মহেশখালের মাধ্যমে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত নৌযান চলাচলের

উপযোগী করা হয় **[Ref.-273]** । কারণ সে সময় কর্ণফুলী নদীর মোহনায় প্রায় ডুবো চরের উপস্থিতি থাকায় অনেক সময় নৌযান অসাবধানতা বসত এ সকল ডুবো চরে আটকে যেত । যদিও বছর পেরোতেই এ দুটি খালের সংযোগস্থলে পুনরায় জোয়ারের পলিমাটি জমে নাব্যতা হ্রাসের কারণে পরবর্তীতে প্রতিবছর এর পুনঃ খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় **[Ref.-274]** । কর্ণফুলী নদী ও এর মোহনায় থাকা ডুবোচর এড়িয়ে বিভিন্ন নৌযানদের চলাচলের সহায়তার জন্য ১৮২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে হারবার মাস্টার নিয়োগ দেওয়া হয় **[Ref.-275]** । এ সকল নৌযানের ড্রাফটের উপর ভিত্তি করে পাইলট ব্যবস্থাপনার ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল । সেসময় ১০ ফুট নীচের ড্রাফটের নৌযানের জন্য ছিল সর্বনিম্ন ফি , যার পরিমাণ ছিল ৩৩ সিক্কা রুপি এবং অপরদিকে ২৪ ফুট ড্রাফটের নৌযানের জন্য ছিল সর্বোচ্চ ফি , যার পরিমাণ ছিল ২২০ সিক্কা রুপি **[Ref.-276]** । যে সকল নৌযানের পাইলট প্রয়োজন হতো না, তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রথম দুশ টনের জন্য প্রতি টনে তিন আনা এবং এর ঊর্ধ্বে প্রতি টনের জন্য দুই আনা বয়া ফি ধার্য করা হয়েছিল **[Ref.-277]** ।

১৮৩০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহর

এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউর তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে সময়কালের উল্লেখ না থাকলেও স্পষ্টত ভাবে বলা যায় যে এটি তিনি চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন সময়েই তৈরি করেছিলেন **[চিত্র-৩০]** । সেসময় তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের জরিপ কাজের তত্ত্বাবধায়ক লেফটেন্যান্ট হেনরি সিডানের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট **[Ref.-278]** । এ জরিপ কাজটি শুরু হয়েছিল ১৮৩৪ সালে , যা হেনরি সিডান ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছিলেন **[Ref.-279]** । পরবর্তীতে তাঁর অসমাপ্ত কাজটি তাঁর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউ ১৮৪৩ সালে সমাপ্ত করেন **[Ref.-280]** । চট্টগ্রামের ইতিহাসে এই জরিপ কাজটি 'সিডান সার্ভে' নামে পরিচিত । এই মানচিত্রটিতে যে সকল ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ রয়েছে তাঁরা সকলেই ১৮৩০ এর দশকে চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন । এ সকল বিচারে ধারণা করা যায় , এই মানচিত্রটি ১৮৩০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহরের তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ।

লক্ষণীয় বিষয় হল এ মানচিত্রটি ১৮১৮ সালে তৈরি করা পূর্বের মানচিত্রের তুলনায় চট্টগ্রাম শহরকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছে । এটি প্রায় ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্রের সমকক্ষ , কারণ মানচিত্রটিতে প্রতি মাইল ভূখণ্ড ১২ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে (ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্রে প্রতি মাইল সাধারণত ১৬ ইঞ্চিতে প্রদর্শিত হয়) । তবে মানচিত্রটিতে শহরের একাংশ দেখানো হয়েছে । যার বিস্তৃতি দক্ষিণে কর্ণফুলী নদী থেকে উত্তরে মির্জা খাল ও বর্তমান মুরাদপুরের কিছু অংশ পর্যন্ত এবং পূর্বে কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই খাল হতে পশ্চিমে বর্তমান পূর্ব-মাদারবাড়ি, সিআরবি এলাকা এবং সিডিএ এভিনিউ পর্যন্ত । আপাতত দৃষ্টিতে এই মানচিত্রটি তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালি থানার জরিপ মানচিত্র হিসেবে অনুমিত হয় ।
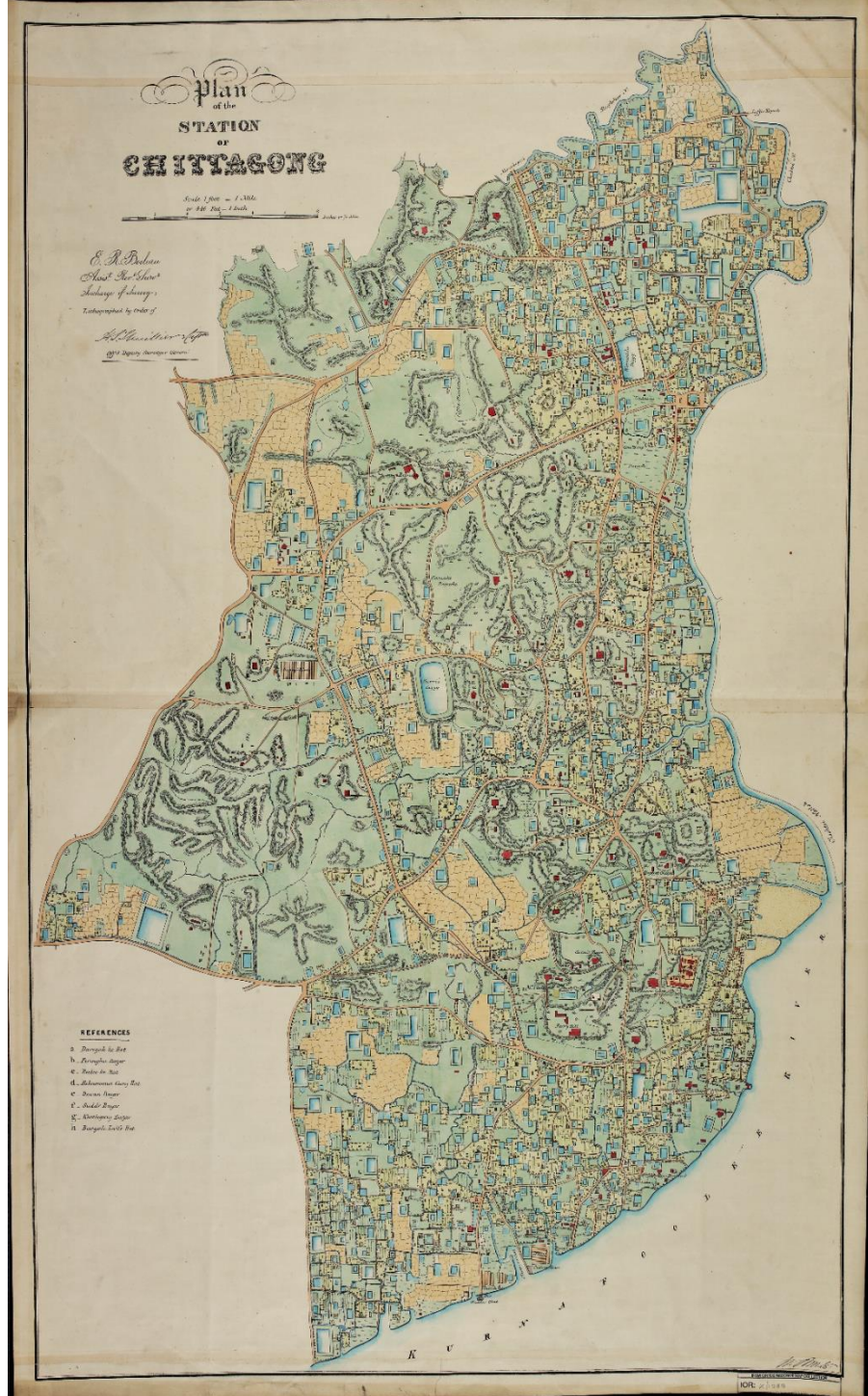
চিত্র-৩০: ১৮৩০ এর দশকে এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউর তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে । সূত্র: The British Library ।

মানচিত্রটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দৃশ্যমান এলাকাগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। রেফারেন্সে শুধু ইংরেজি অক্ষরে চিহ্নিত কয়েকটি হাট বাজারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা প্রকাশের জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন রেফারেন্স অথবা লেজেন্ড মানচিত্রটিতে দেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে মানচিত্রটিতে সেকালের চট্টগ্রাম শহরে প্রায় প্রতিটি বসতির কাছে অসংখ্য পুকুর / জলাশয় এবং বাগানের লক্ষণীয় উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এ সকল বাগানের অধিকাংশ ছিল সুপারি গাছের, কারণ পার্শ্ববর্তী আরাকান অঞ্চলে সে সময় চট্টগ্রামের সুপারির বেশ কদর থাকায়, অর্থকরী এই গাছটি অতীত কাল থেকেই চট্টগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে আবাদ হয়ে আসছিল। সেকালে বাগানগুলোতে সুপারি গাছের ঘনত্ব এত বেশি হতো যে, মাঝে মধ্যে একটি গাছ হতে অপর গাছের দূরত্ব দেড় ফুটেরও কম দেখা যেত **[Ref.-281]**। তবে ১৮৬০ এর দশকে চট্টগ্রামে কর্মরত ইংরেজ ডাক্তার ওয়াইসম্যান এই অধিক ঘনত্বের গাছগুলো শহরে স্বাভাবিক বাতাস চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগের বিস্তার করছে বলে মত দেন **[Ref.-282]**। তাঁর মতামতের ভিত্তিতে অনেকটা বাধ্য হয়ে সেসময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ প্রচুর সুপারি গাছ কেটে ফেলে। স্থানীয় বাগানের মালিকেরা এতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ সে সময় এক একটি সুপারি গাছ আট আনাতে বিক্রি হতো **[Ref.-283]**।

মানচিত্রে বর্তমান পূর্ব মাদারবাড়ি স্থানটিতে সে সময় অসংখ্য পুকুর, জলাশয় ও সুপারি বাগানের পাশাপাশি কিছু ধান ক্ষেতের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৩১]**। এছাড়া এ এলাকার পূর্বে বর্তমান সদরঘাট রোড, পশ্চিমে মাঝিরঘাট রোড এবং উত্তরে দারোগাহাট রোডের অবস্থান এই মানচিত্রে সুস্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে। তবে এই এলাকার দক্ষিণে বর্তমান স্ট্রেন্ড রোডটি মানচিত্রে দেখানো হয়নি, এতে ধারণা করা যায় এ রোডটি আরো পরে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। সদরঘাট রোডের শেষ প্রান্তে কর্ণফুলী নদীর তীরে মানচিত্রে Suddur Ghat (সদরঘাট) নামে তৎকালীন চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভেড়ার মূল জেটির অবস্থানটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮৫০ এর দশকে চট্টগ্রাম বন্দরের নির্ধারিত সীমানা ছিল পূর্বে চাক্তাই খালের মুখ থেকে পশ্চিমে গোসাইল ডাঙ্গা পর্যন্ত **[Ref.-284]** । মানচিত্রে বর্তমান দারোগারহাট ও সদরঘাট রোডের সংযোগস্থলে 'a' প্রতীকে দারোগা- কি-হাট নামে একটি হাটের উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-৩১]** ।
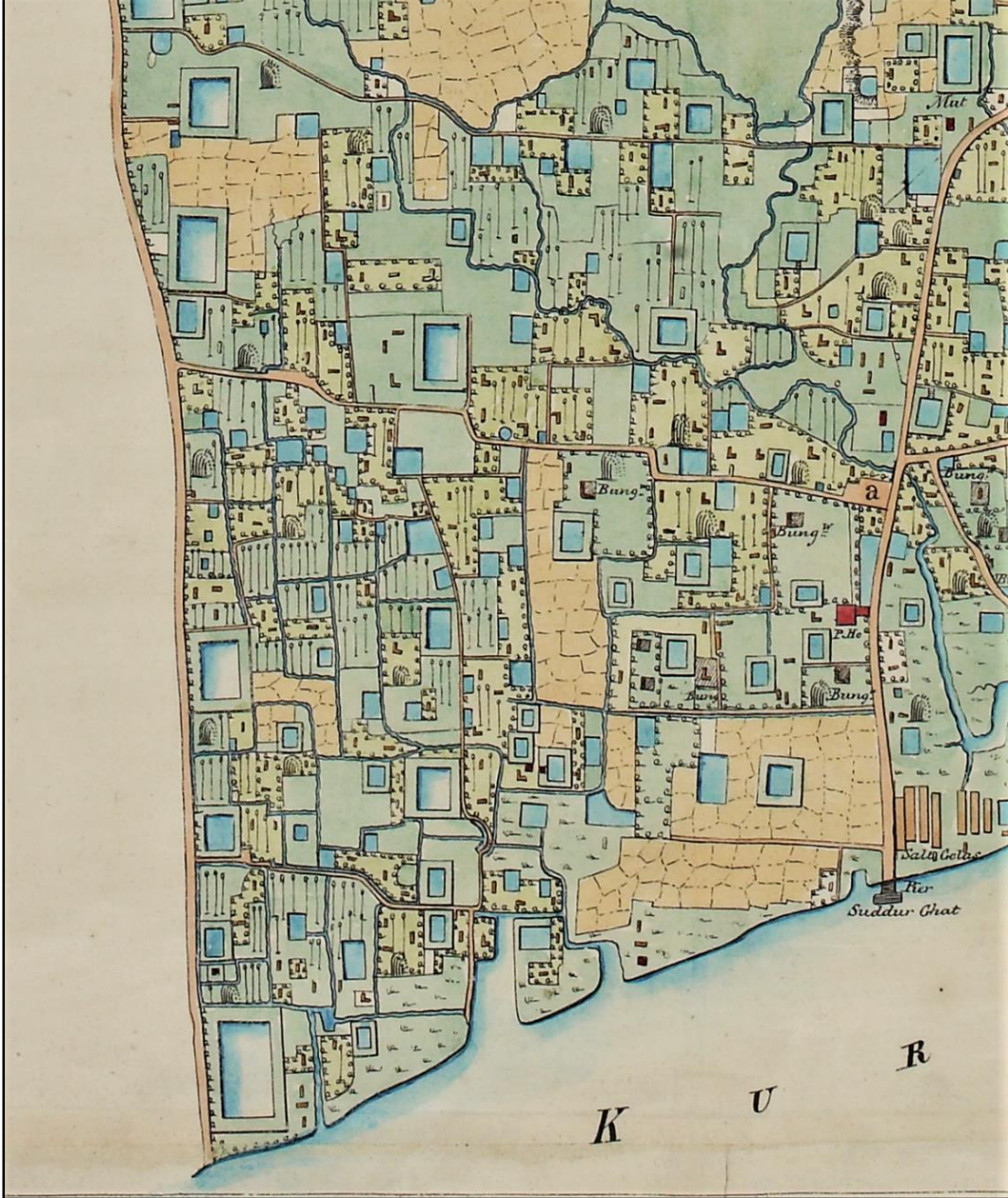
চিত্র-৩১: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান মাদারবাড়ি এলাকার সেসময়কার চিত্র ।

মুঘল আমলে টাঁকশাল, পুলিশি ব্যবস্থা, হিসেব রক্ষণ ইত্যাদি কাজের তত্ত্বাবধায়কে ফার্সিতে 'দারোগা' বলা হতো । ঊনবিংশ শতকে চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মরহুম খান বাহাদুর হামিদুল্লাহর পিতামহ শেখ দিয়ানত আলী, তাঁর চাচা মোহাম্মদ আকবর এবং তাঁর পিতা শেখ ওবায়দুল্লাহ - এ তিনজন পর্যায়ক্রমে তৎকালীন চট্টগ্রামের প্রশাসনিক সকল আর্থিক লেনদেন, শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, আদালতের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী এবং ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের তদারকি করেছিলেন **[Ref.-285]** । তাঁদের পদবি ছিল 'দারোগা- ই- বকসীখানা' যারা সেকালে জনসাধারণের কাছে 'দারোগা' নামে পরিচিত ছিলেন **[Ref.-286]** । সম্ভবত এই তিনজনের কোন একজন তৎকালীন পূর্ব মাদারবাড়িতে অবস্থিত দারোগার হাটটির উদ্যোক্তা ছিলেন । দারোগা-কি-হাটের ঠিক দক্ষিণে বর্তমান সদরঘাট পুলিশ স্টেশনের কাছে মানচিত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে P Ho লিখে তৎকালীন চট্টগ্রাম বন্দরের 'পোর্ট হাউস' এর অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩১]** । সে সময় পোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে পোর্ট মাস্টার বলা হতো **[Ref.-287]** । বর্তমান উত্তর নালাপাড়া ও পুরাতন রেলস্টেশনের কাছে সে সময় বেশ কিছু আবাদি জমির উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৩২]** । ১৮১৮ সালের মানচিত্রে দৃশ্যমান দেওয়ান বৈদ্যনাথের একক বাংলো বাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়ে, সেখানে ১৮৩০ এর দশকে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকা বসতবাড়ির অস্তিত্ব দেখা যায় । এ বসতির গুলোর পূর্ব দিকে একটি আবাদি ভূমির অবস্থান মানচিত্র দেখা যায় **[চিত্র-৩২]** । একসময় এটি 'বৈদ্যনাথের বাগান' হিসেবে পরিচিত ছিল, যা পরবর্তীতে 'কোম্পানির বাগান নামে' পরিচিতি পায় **[Ref.-288]** । এ বাগানের পূর্ব দিকে বর্তমান নিউ মার্কেট মোড় সংলগ্ন রিয়াজ উদ্দিন বাজারের অংশে মানচিত্রে ‘h’ প্রতীকে ‘বাঙালি লাল’ নামে একটি হাটের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৩২]** ।

বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজার এলাকার কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী স্থানে কয়েকটি স্থাপনার উপস্থিতি এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে । সদরঘাট রোডের পূর্ব পাশে ছিল Salt Gola (সল্টগোলা) নামের লবণ সংরক্ষণাগার **[চিত্র-৩৩]** । এই স্থাপনার পূর্ব দিকে মানচিত্রে Munnuca Khal (মুন্নাকা) নামের খালের পূর্ব পাড়ে Custom House নামে তৎকালীন কাস্টম হাউসের অবস্থান দেখানো

হয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । কাস্টম হাউসের ঠিক উত্তর দিকে সারিবদ্ধভাবে বেশ কিছু Godown (গোডাউন) এর উপস্থিতি মানচিত্রে দেখা যায় **[চিত্র-৩৩]** । মানচিত্রটিতে তৎকালীন ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় বেশ কিছু ব্যক্তির বাসস্থানের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে।
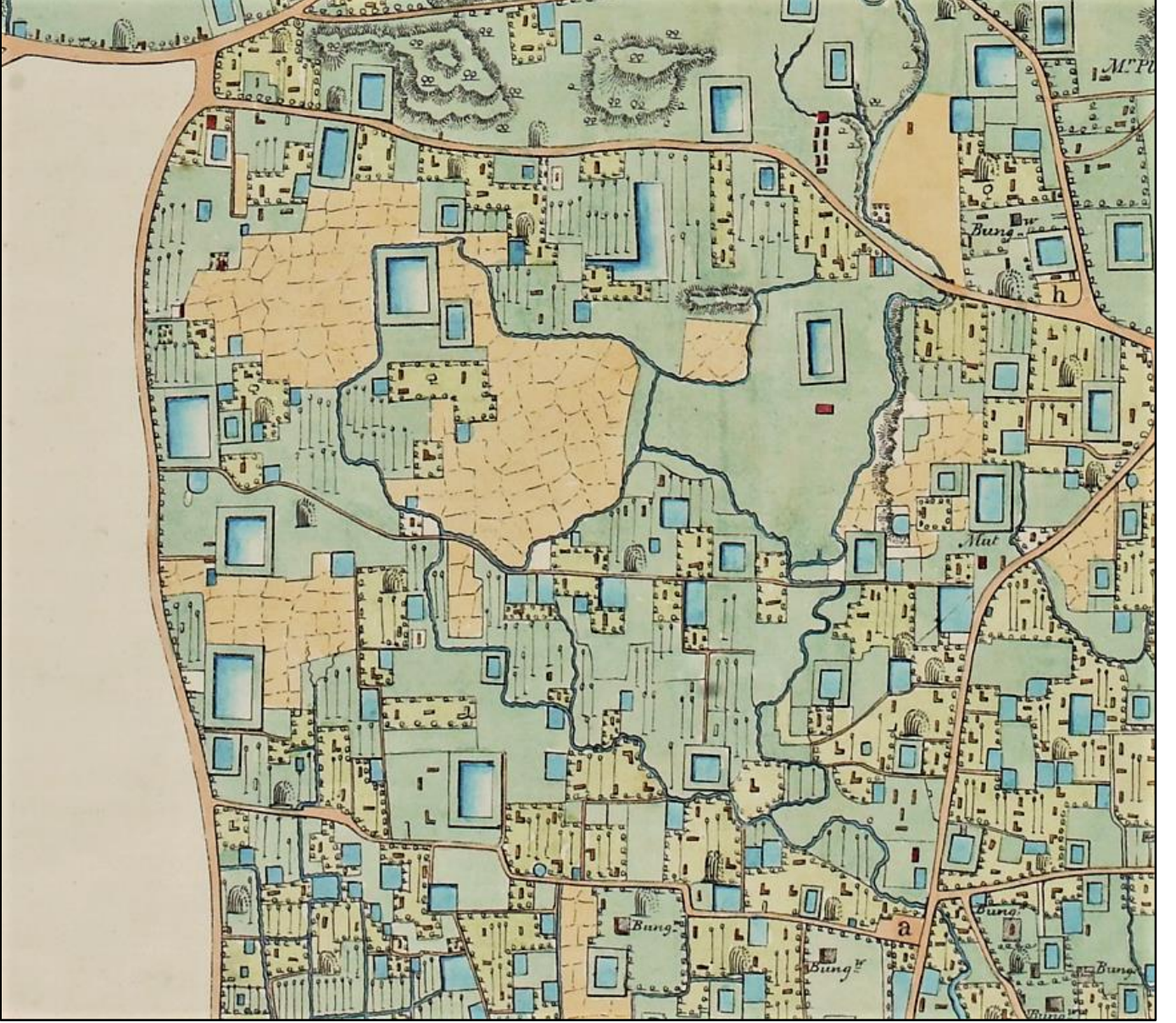
চিত্র-৩২: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান উত্তর নালাপাড়া ও পুরাতন রেলস্টেশন এলাকার সেসময়কার চিত্র।

বর্তমান বন্দর মনোহরখালী মাঠের স্থানে এবং এর পূর্ব দিকে মনোহরখালী বন্দর আবাসিক এলাকার স্থানে যথাক্রমে Mr. Texeiras (ট্যাক্সেরাস) ও Mr. J Freitas (জে ফ্রীটাস) নামের দুজন ব্যক্তির বাসস্থানের অবস্থান মানচিত্রে উল্লিখিত আছে **[চিত্র-৩৩]** । সম্ভবত এই দুজন ব্যক্তি সেকালের চট্টগ্রামের প্রভাবশালী পর্তুগিজ ট্যাক্সেরাস ও ফ্রিটাস পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন ।

এই বাসস্থানগুলোর কিছুটা উত্তর পূর্ব দিকে বর্তমান অভয় মিত্র ঘাট রোড ও এ বি দাস লেনের মাঝামাঝি স্থানে মানচিত্রে Mrs. Bruce (মিসেস ব্রুস) নামে এক মহিলার বাসস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণের এজেন্ট জেমস এডওয়ার্ড ব্রুসের স্ত্রী **[Ref.-289,290]** । মানচিত্রে এই বাসস্থানের উত্তরে বর্তমান কবি নজরুল ইসলাম রোডের মোড়ের কাছে প্রাচীরে ঘেরা Mr. Smith নামে তৎকালীন অ্যাডাম স্মিথ আনন্দের পাকা বসতবাড়ির অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । তিনি মূলত ছিলেন সে সময়কার কমিশনারের সহকারী এবং এর পাশাপাশি কিছুদিন যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের দায়িত্বও পালন করেছিলেন **[Ref.-291]** । স্মিথের বাড়ির পূর্ব দিকে বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজার অগ্রণী ব্যাংক শাখা ভবনের স্থানে তৎকালীন ফিরিঙ্গি বাজার নামের হাট বাজারের অবস্থান মানচিত্রে ‘b’ প্রতীকে চিহ্নিত করা হয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । এছাড়া ফিরিঙ্গি বাজার শিববাড়ি লেন এর কাছে মানচিত্রে Major Braddon’s নামে মেজর রিচার্ড ব্র্যাডনের বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । মেজর রিচার্ড ব্র্যাডন ১৮২৮ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রভিনশিয়াল ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন **[Ref.-292]** । এরপর তিনি ঢাকায় বদলি হয়ে যান । ১৮৩৭ সালে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-293]** । তাঁকে চট্টগ্রামস্থ খ্রিষ্টান সিমেট্রিতে সমাধিস্থ করা হয় **[Ref.-294]** । ফিরিঙ্গি বাজারের উত্তরে বর্তমান সদরঘাট কালীবাড়ি মন্দিরটি Mat নামে মানচিত্রে চিহ্নিত আছে, যার উপস্থিতি ১৮১৮ সালে জন চিপের তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রেও ছিল । সদরঘাট কালীবাড়ি মন্দিরের উত্তরে বর্তমান আলকরন মোড়ে Mat নামে আরেকটি দেবী মন্দিরের উপস্থিতি এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে , যা বর্তমানে বিলুপ্ত । বর্তমান পাথরঘাটা এলাকার ইকবাল রোডের দক্ষিণে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে চিহ্নিত ডাক্তার

রবার্ট উইলসনের বাড়িটি ১৮৩০ এর দশকের এ মানচিত্রে Ruin (ভগ্ন) স্থাপনা হিসেবে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । ১৮৪০ এর দশকের শেষের দিকে তৈরি করা এক দলিলে দেখতে পাওয়া যায় ডাক্তার উইলসনের এই বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন তাঁর জাহাজ নির্মাণের স্থানটির পরবর্তী মালিক হয়েছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামের বিখ্যাত ইউরোপীয় জমিদার হেনরি রেনড্লফ **[Ref.-295]** ।
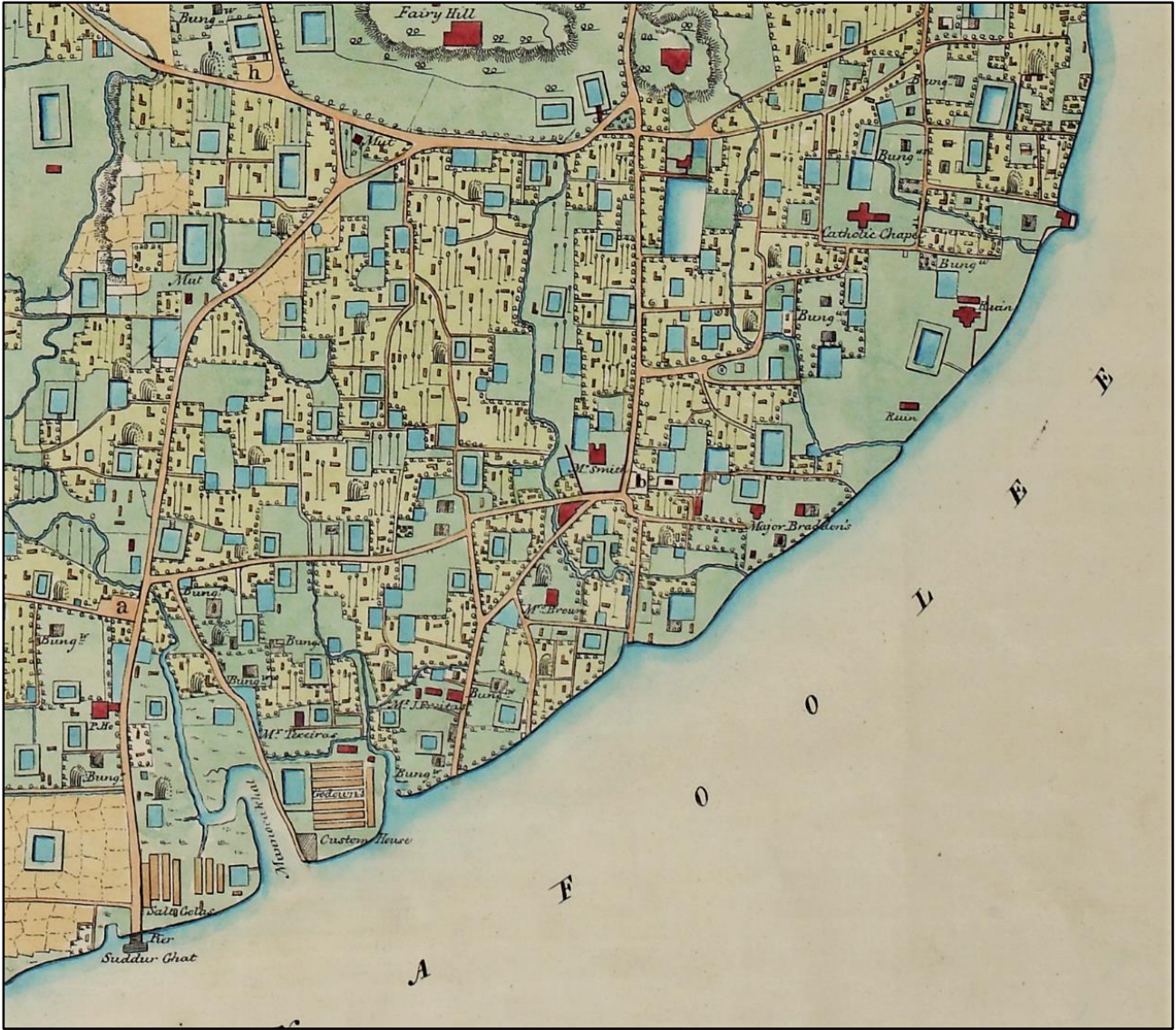
চিত্র-৩৩: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান ফিরিঙ্গি বাজার, পাথরঘাটা এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র ।

প্রসঙ্গত ১৮১৮ সালের মানচিত্রে পাথরঘাটা ও ফিরিঙ্গি বাজারে কর্ণফুলী নদীর তীরে যে অসংখ্য জাহাজ নির্মাণের স্থান দেখতে পাওয়া যায় তা এই মানচিত্রে দেখানো হয়নি । তবে সেকালের দলিলে ডাক্তার উইলসনের জাহাজ নির্মাণ স্থানের পরবর্তী মালিক হিসেবে হেনরি রেনড্লফ এর নাম উল্লেখ থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে, অতীতের মত তখনও চট্টগ্রামে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে জাহাজ নির্মাণ শিল্পটি চলমান ছিল **[Ref.-296]** । এছাড়া অতীতের জাহাজ নির্মাণের স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত 'Bankshall' শব্দটি পরবর্তীতে লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে 'বংশাল' নামে বর্তমান পাথরঘাটায় একটি এলাকার নামকরণ হয়েছে । বর্তমান পাথরঘাটা ক্যাথলিক গির্জার স্থানে Catholic Chapel নামে একটি পাকা গির্জার অবস্থান এ মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৩]** । ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এই স্থানে যে গির্জার উপস্থিতি দেখানো হয়েছিল ঠিক সেই স্থানে এই গির্জাটি পুনঃনির্মাণ করা হয় । বেশ কিছুকাল ধরে এই পুনঃনির্মাণের কাজ চলছিল **[Ref.-297]** । অবশেষে ১৮৪৩ সালে তৎকালীন ১০,৩৩৫ রুপি ব্যয়ে ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ৪০ ফুট প্রস্থের এই গির্জাটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় **[Ref.-298]** । নির্মাণ ব্যয়ের ৩৫১৮ রুপি তৎকালীন কোম্পানি সরকার বহন করেছিল এবং বাকি ৬৮১৭ রুপি তৎকালীন চট্টগ্রাম ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের দেওয়া চাঁদা ও চার্চ বিল্ডিং ফান্ড থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল **[Ref.-299]** । গির্জার বেল ও রুপার তৈরি অস্টেনসরিয়াম/ মন্সট্রেনস উপহার দেন সেকালের চট্টগ্রামের ইংরেজ জমিদার হেনরি রেনড্লফ **[Ref.-300]** ।

পাথরঘাটার এই গির্জা সংলগ্ন স্থানটিকে চট্টগ্রামে ইংরেজি শিক্ষার সূতিকাগার বলা যায় । ১৮১৮ সালে এই গির্জার সন্নিকটে তৎকালীন ব্যাপটিস মিশনারি হেনরি পিকক চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয়টি স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে প্রথম ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু করেছিলেন । পরবর্তীতে ১৮৩৯-৪০ সালে এই বিদ্যালয়টি সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানে তৎকালীন চট্টগ্রামের ক্যাথলিক ধর্মগুরু আগাস্টাস গয়েরান 'ক্যাথলিক ফ্রি' স্কুল নামে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক দুটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন **[Ref.-301,302]** । প্রথম বছর এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬ জন **[Ref.-303]** । সেসময় স্কুলটিতে মূলত ইংরেজি গ্রামার,

অঙ্ক, ভূগোল, বাংলা ভাষা শিক্ষাদান করা হতো **[Ref.-304]** । মেয়েদের শাখাটি পরবর্তীতে এই গির্জার সন্নিকটে জমিদার হেনরি রেনড্‌লফের দান করা জায়গায় (সম্ভবত বর্তমান সেন্ট স্কলার্স স্টিকার স্কুলের স্থানটি) স্থানান্তরিত করা হয়। ছেলেদের শাখাটি পূর্বের স্থানে (সম্ভবত বর্তমান সেন্ড প্লাসিড স্কুলের স্থানটি) থেকে যায় **[Ref.-305]** । ১৮৫১ সালের নথিপত্রে এই ক্যাথলিক স্কুলটি ঢাকা কলেজের অধীনে নিবন্ধিত স্কুল হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় **[Ref.-306]** । ১৮৫৬ সালে এ স্কুলটি তৎকালীন ফ্রান্সের হলি ক্রস ধর্মসভার অধীনে পরিচালিত হতে দেখা যায় **[Ref.-307]** । ১৮৮৩ সালে এই স্কুলের ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শাখা গুলো যথাক্রমে সেন্ট প্লাসিড স্কুল ও সেন্ট স্কলার্স স্টিকা স্কুল নামে পরিচিতি পায় । যদিও বর্তমানকালে এই স্কুল দুটির কর্তৃপক্ষের অনলাইন মাধ্যমে দেয়া তথ্যে সেকালের চট্টগ্রামের ক্যাথলিক ধর্মগুরু আগাস্টাস গয়েরানের নাম দেখা যায় না, তবে ১৮৪০ এর দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন ক্যাথলিক জার্নালে চট্টগ্রামে ক্যাথলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়েছিল । এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আগাস্টাস গয়েরান তৎকালীন পাথরঘাটা গির্জার চলমান নির্মাণ কাজের সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন **[Ref.-308]** । মানচিত্রে বর্তমান পাথরঘাটা দক্ষিণ পূর্বের অধিকাংশ স্থান সে সময় কর্ণফুলী নদীতে নিমজ্জিত থাকতে দেখা যায় **[চিত্র-৩৩]** ।

পাথরঘাটা ও ফিরিঙ্গি বাজারের উত্তরে তৎকালীন আন্দরকিল্লায় বেশ কিছু পাকা স্থাপনা এ মানচিত্রে দেখানো হয়েছে । মানচিত্রে Fairy Hill নামে বর্তমান পরীর পাহাড়ের অবস্থানটি চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । ডাক্তার জন ম্যাকরের মৃত্যুর পর একসময় ফেয়ারি হিলের মালিক হন জর্জ গোহ । তিনি ১৮২৯ সালে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন **[Ref.-309]** । পরবর্তীতে চট্টগ্রামে তিনি জজ এবং এরপর লবণের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । জর্জ গোহের কাছ থেকে পরে ফেয়ারি হিলটি চট্টগ্রামের ইংরেজ জমিদার হেনরি রেনড্‌লফ কিনে নেন **[Ref.-310]** । ফেয়ারি হিলের উত্তর পূর্বে টেমটেস্ট পাহাড়ে কিছু পাকা স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায় । সেখানে সেসময় ?প্লিজেন্ট নামের জনৈক ব্যক্তি থাকতেন, যার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া

যায়নি **[চিত্র-৩৪]** । এ স্থানের উত্তরে বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার পাহাড়ে মানচিত্রে Circuit House নামে তখনকার চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসের অবস্থানটি চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । সেসময় সার্কিট হাউস কমিশনারের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত **[Ref.-311]** । কমিশনার ছিলেন ডিভিশনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা । ১৮২৯ সালে তৎকালীন চট্টগ্রাম, আরাকান ও ভূলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী ও সন্দীপ) নিয়ে গঠিত চিটাগং ডিভিশনের প্রথম কমিশনার হিসেবে 'নেথানিয়েল জন হাড্‌ত' নিয়োগ পেয়েছিলেন **[Ref.-312]** ।

বর্তমান কদম মোবারক মসজিদটির অবস্থান Mosque নামে মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । কদম মোবারক মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ঘিরে অবস্থিত বর্তমান ডিসি হিল ও ফরেস্ট হিলে সেকালের তিনজন ব্যক্তির বাসস্থানের অবস্থান মানচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে । বর্তমান নাজির আহমেদ চৌধুরি রোডের উত্তর পশ্চিম দিকে ফরেস্ট হিলের পাহাড়ে মানচিত্রে Mr. Elson নামে তৎকালীন চট্টগ্রামের পোর্ট মাস্টার এলসনের বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । তাঁর পুরো নাম ছিল ফ্রান্সিস জন আর্মস্ট্রং এলসন, সংক্ষেপে তাঁকে এলসন নামে ডাকা হতো । ১৮২৯ সালে এলসন চট্টগ্রামে নাবিক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তৎকালীন কলকাতাবাসী এলিজা রজারসকে বিয়ে করেছিলেন **[Ref.-313]** । ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে , তাঁর নাম ছিল ক্যারোলিন মেরি আন হেল্ড **[Ref.-314]** । ১৮৩৫ সালে খণ্ডকালীন সময়ের জন্য চট্টগ্রাম রেভিনিউ ও কাস্টমস কালেক্টরের অধীনে চট্টগ্রামে নির্মিত জাহাজ সমূহের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হলে এলসনকে এ কার্যক্রমে সার্ভেয়ার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যেখানে প্রতি ১০০ টনের উপরে জাহাজের সার্ভে কাজে তাঁর ফি ছিল একটি সোনার মোহর (এক মোহর = ১৫ রুপি) **[Ref.-315]** । ১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তাঁকে চট্টগ্রামের কালেক্টরের সহকারী ও পোর্টের মাস্টার অ্যাটেনডেন্ট / পোর্ট মাস্টার হিসেবে কর্মরত থাকতে দেখা যায় **[Ref.-316,317]** । তাঁর পেশাগত জীবনের বাইরে তিনি ১৮৪১ সালে চিটাগাং স্কুল কমিটির সেক্রেটারি এবং এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন **[Ref.-318,319]** । এলসনের বাড়ির উত্তর পশ্চিমে বর্তমান বিভাগীয়

কমিশনারের বাসভবনের পাহাড়ে তৎকালীন চাকমা রাজা ধরম বক্স খানের বাড়িটি মানচিত্রে Dhurrum Bux rajah's নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । পূর্বে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এই পাহাড়টিতে তৎকালীন চট্টগ্রামের কোম্পানির জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট পল উইলিয়াম প্যাচেলের বাসস্থানের অবস্থান দেখানো হয়েছিল । ধরম বক্স ছিলেন চাকমা রাজা দ্বিতীয় জব্বার খান এর ছেলে এবং তিনি ১৮১২ সালে রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন **[Ref.-320]** । সেকালে চট্টগ্রাম শহরে তাঁর এই বাসভবনের উত্তর পূর্ব দিকে পাহাড়ের পাদদেশে 'রাজার পুকুর' নামে পরিচিত পুকুরটির অবস্থান এ মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে । বর্তমানে সেই পুকুরটির অস্তিত্ব শুধুই "রাজাপুকুর লেইন" নামের মাঝে টিকে আছে । রাজা ধরম বক্স খান ১৮৩২ সালে মারা যান । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর প্রথম স্ত্রী রানি কালিন্দী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন **[Ref.-321]** । এই চাকমা রানির আদেশে এই মানচিত্রে দৃশ্যমান তৎকালীন নন্দনকাননের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে একটি বৃহৎ পুকুর খনন করা হয়েছিল যা বর্তমানে 'রানীর দিঘী' নামে পরিচিত । রাজা ধরম বক্স খানের বাসভবনের উত্তরে বর্তমান জেলা প্রশাসকের বাসভবনের স্থানে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা আদালতে কর্মরত জর্জ ডুসেটের বাসভবনটি মানচিত্রে Mr. Doucet নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । তিনি ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা আদালতের প্রিন্সিপাল সদর আমীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন **[Ref.-322,323]** । ১৮৩৮ সালে ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পদে নিয়োগ পান ঊনবিংশ শতকের চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক হামিদুল্লাহ এর পিতা শেখ ওবায়দুল্লাহ **[Ref.-324,325]** ।

মানচিত্রে সার্কিট হাউসের পূর্ব দিকে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের অধীনে পরিচালিত চট্টগ্রামের এপিস্কোপাল চার্চ/ ক্রাইস্ট চার্চ এর অবস্থান Episcopal Church নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৪]** । ১৮৩৯ সালে এ চার্চটি প্রতিষ্ঠিত করা হয় **[Ref.-326]** **[চিত্র-৩৫]** । মূলত এটি ছিল তৎকালীন প্রোটেস্টান খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের উপাসনালয় । ঢাকায় বসবাসরত একজন ধর্ম যাজক শীতকালে চট্টগ্রামে অবস্থান করে এ চার্চটি পরিচালনা করতেন **[Ref.-327]** । ১৮৫০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহরে খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জন, তার মধ্যে ২০০ জন ছিলেন

প্রোটেস্টান **[Ref.-328]**। বর্তমানে এ চার্চটি তার পুরোনো স্থানে নেই। ১৯২৬ সালে চার্চটি বর্তমান জুবলি রোডে অবস্থিত চট্টগ্রাম নির্বাচন কমিশন অফিসের পেছনের পাহাড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে বর্তমান লাল দিঘির পশ্চিম দিকে অবস্থিত ওল্ড চার্চ নামের রোডটি আজও এ পুরাতন চার্চের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

চিত্র-৩৪: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান কোর্ট বিল্ডিং, নিউমার্কেট, রিয়াজউদ্দিন বাজার, বটতলী রেল স্টেশন,হাজারি গলি, ডিসি হিল, নন্দনকানন এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র।

চিত্র-৩৫: আনুমানিক আঠারোশ শতকের শেষ দিকে তোলা অতীতের প্রোটেস্টান চার্চের ফটোগ্রাফিক ছবি। ছবির সূত্র:১৯৩০ সালে প্রকাশিত Bengal Past and Present ম্যাগাজিন ।

মানচিত্রে এপিস্কোপাল চার্চের পূর্ব দিকে বেশ কিছু বড় পাকা স্থাপনার উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখানো হয়েছে । যার মাঝে বর্তমান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পাহাড়ে Fouzderree Court নামে এবং বর্তমান জেলখানার দক্ষিণের অংশে Jail নামে , ১৮২৩ সালের পরিকল্পনা মোতাবেক নির্মিত যথাক্রমে তৎকালীন ফৌজদারি আদালত ও জেলখানার পাকা স্থাপনা মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । এ স্থাপনা গুলোর দক্ষিণে বর্তমান জেলা ভেটেনারি হাসপাতালের স্থানে একটি বাংলো বাড়িতে Salt office নামে তৎকালীন চট্টগ্রামের সল্ট অফিসটি মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৩৬]** ।

বর্তমান আন্দরকিল্লা টেরিবাজার রোডের উত্তরে এবং কাটা পাহাড় লেনের পূর্ব দিকে ১৮৪০- ৫০ এর দশকে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ইংরেজ জমিদার 'হেনরি রেনড্লফের' বাসভবনটির অবস্থান মানচিত্রে Mr. Randolph নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । এ ভবনটি ছাড়াও তিনি তখনকার ফেয়ারী হিল, জামাল খান ও জয় পাহাড়ে অবস্থিত তিনটি বসতবাড়ির মালিক ছিলেন **[Ref.-329]** । ১৮২৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন কিনিয়ার্ড /কিনকেইড এর কন্যা জেসিকে বিয়ে করেন **[Ref.-330]** । এ ঘরে তাঁর দুটি পুত্র ও চারজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে **[Ref.-331,332]** । ১৮৩৭ সালে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গেলে, তিনি পুনরায় ১৮৩৮ সালে কলকাতায় 'ক্লারা ফিলিপ'স নামের এক তরুণীকে বিয়ে করেন **[Ref.-333,334]** । তাঁর এ দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিনজন কন্যা সন্তান জন্ম নেয় **[Ref.-335]** । হেনরি রেনড্লফের প্রথম ঘরে দ্বিতীয় কন্যা সারাহ এর সাথে এ মানচিত্র প্রস্তুতকারী তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভেয়ার এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউর বিয়ে হয়েছিল । একজন জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে হেনরি রেনড্লফের সেকালে সুখ্যাতি ছিল । তিনি তৎকালীন পাথরঘাটা অবস্থিত ক্যাথলিক ফ্রি স্কুলের মেয়েদের শাখার জন্য জমি দান করেছিলেন, এছাড়া কোম্পানি সরকার কর্তৃক নির্মিত চিটাগাং স্কুলের পরিচালনা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন **[Ref.-336,337]** । তিনি পাথরঘাটা ক্যাথলিক গির্জা নির্মাণে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি গির্জার বেল ও মন্সট্রেনস উপহার দিয়েছিলেন । মৃত্যুর পূর্বে ১৮৪৭ সালে তাঁর করা এক উইলে তৎকালীন চট্টগ্রামের অনাথ শিশুদের জন্য এবং ক্যাথলিক ও ব্যাপটিস্ট উভয় চার্চের জন্য তাঁর সম্পত্তি থেকে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন **[Ref.-338]** । ১৮৫২ সালে তিনি চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-339]** । হেনরি রেন্ডলফের বসত বাড়ির পশ্চিমে তৎকালীন রংমহল পাহাড়টি (বর্তমান কালের জেনারেল হসপিটাল পাহাড়) Rung Mehal নামে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৬]** ।

মানচিত্রে এই পাহাড়ের উপর কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে নির্মিত চিফের ভগ্ন ভবনটি এবং সেইসাথে আরো কিছু ভবনের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । এ পাহাড়ের দক্ষিণে টেরিবাজার রোড এর উত্তরে সেকালের ব্যাপ্টিস্ট চ্যাপেলের অবস্থানটি মানচিত্রে Baptist Chapel
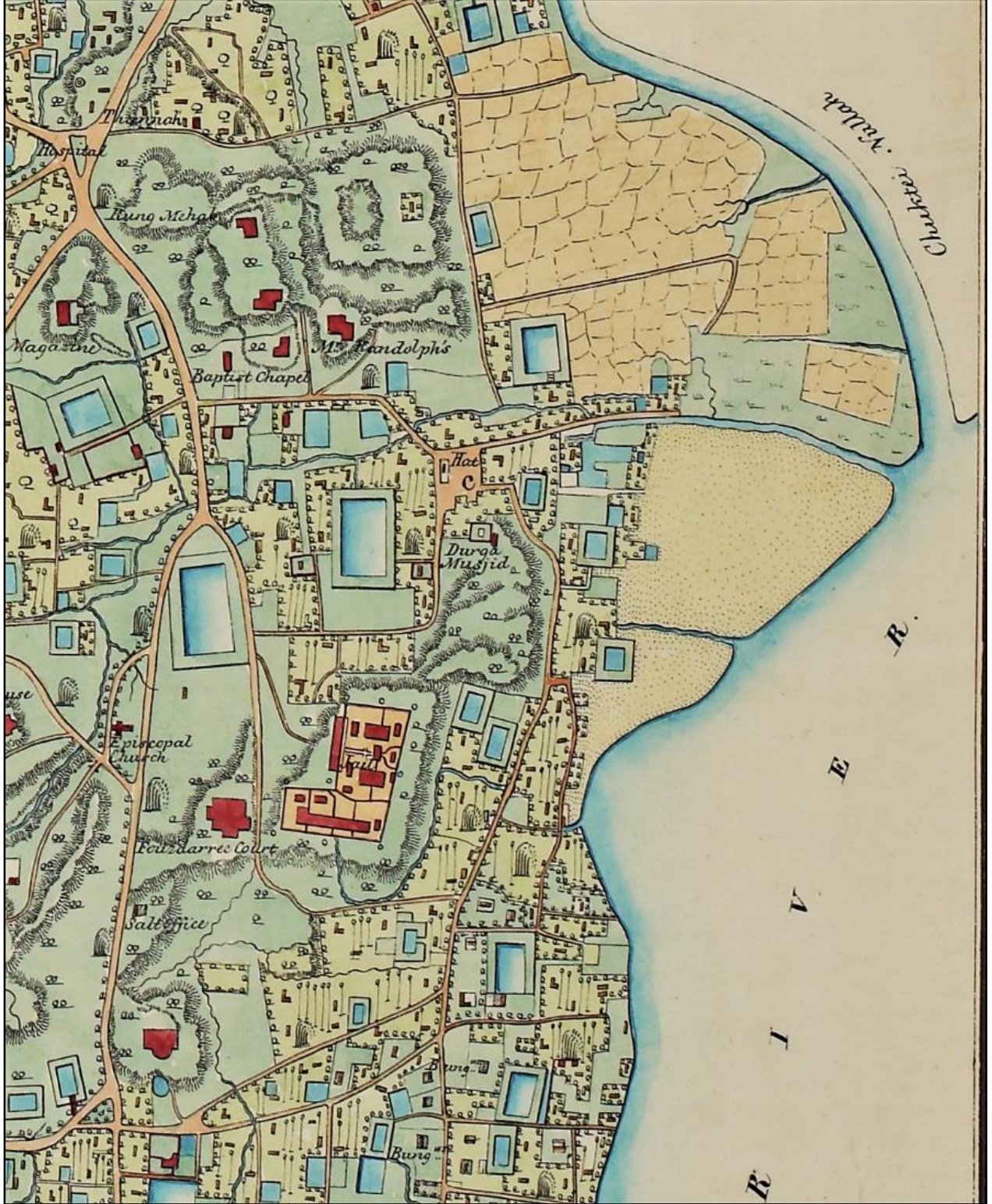
চিত্র-৩৬: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান আন্দরকিল্লার পূর্বাংশের সেসময়কার চিত্র ।

নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । ১৮২১ থেকে ১৮৬৪, প্রায় দীর্ঘ ৪০ দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপটিস্ট মিশনারি জন জোহানেস্ চট্টগ্রাম শহরের ব্যাপ্টিস্ট চ্যাপেলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন **[Ref.-340,341]** । চট্টগ্রাম বাসীর কাছে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় খ্রিষ্টের বাণী প্রচার করতেন। চট্টগ্রামে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি পিককের মৃত্যু পর ১৮২০ সাল হতে তিনি এই স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়ে তৎকালীন চট্টগ্রামের অনেক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও অন্য ধর্মের বাঙালির সন্তান পরবর্তীতে কোম্পানি সরকারের অধীনে ভাল বেতনের চাকরি পেলেও তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক জোহানেসের ব্যাপ্টিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিল **[Ref.-342]** । কিন্তু এরপরেও দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুল পরিচালনায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কখনো কমতি পড়েনি। ১৮৬৪ সালে তিনি চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

রংমহল পাহাড়ের পশ্চিমে তৎকালীন গোলাবারুদ রাখার স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত বর্তমান আন্দরকিল্লা জামে মসজিদটি মানচিত্রে Magazine (ম্যাগাজিন) নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । বর্তমান আন্দরকিল্লার মোড়ের উত্তরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভেঙে ফেলা পুরাতন ভবনটির স্থানটিতে Hospital (হসপিটাল) নামে মানচিত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । এটি ছিল চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণের জন্য নির্মিত প্রথম ডিসপেনসারি। ১৮৪০ সালের ১৮ই মার্চে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের আদেশে চট্টগ্রামে প্রথম ডিসপেনসারিটি প্রতিষ্ঠা করা হয় **[Ref.-343]** । কোম্পানির সরকারের পক্ষ থেকে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে প্রথম ডাক্তার হিসেবে এই ডিসপেনসারিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন ডাক্তার 'রাজকেষ্ট চ্যাটার্জী' । তবে তাঁর যোগদানে দেরি হওয়ায়, সাময়িক সময়ের জন্যে গৌড় খান নামের একজন দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের চিকিৎসক ডিসপেনসারিটি পরিচালনা করেন **[Ref.-344]** । ১৮৪১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ডাক্তার রাজকেষ্ট চ্যাটার্জী এ ডিসপেনসারিটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন **[Ref.-345]** । তিনি ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা প্রথম পাঁচ জন ডাক্তারের একজন **[Ref.-346]** । ১৮৩৮ সালে কোম্পানি সরকার ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম ও পাটনায়

ডিসপেনসারি স্থাপনের পরিকল্পনা নেয় এবং এই চারটি ডিসপেনসারিতে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে ডাক্তার নিয়োগের জন্য তৎকালীন কলকাতা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের চারজন পাশ করা শিক্ষার্থীর নাম দিতে অনুরোধ করে **[Ref.-347]** । কিন্তু তখনও কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের নির্ধারিত চার শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়ায়, মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ কোম্পানি সরকারের কাছে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে নেন **[Ref.-348]** । তবে পরবর্তীতে কোম্পানি সরকারের চাহিদা বিবেচনা করে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন চার শিক্ষা বছরের মেডিকেল পড়াশোনা সাড়ে তিন বছরে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় **[Ref.-349]** । নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময়ে মেডিকেল পড়াশোনা সমাপ্ত করার এই কঠিন পরীক্ষায় মাত্র পাঁচ জন শিক্ষার্থী পাশ করেন । চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ডিসপেনসারিতে আউটডোর ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি ইনডোর ডিপার্টমেন্টে রোগী সেবা দেবার ব্যবস্থা ছিল । এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৮৪২ সালের শেষ ছয় মাসে এ ডিসপেনসারিতে সেবা নেওয়া রোগীদের মধ্যে আউটডোর রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৫৯৬ জন ও ইনডোর রোগীদের সংখ্যা ছিল ৩৬ জন **[Ref.-350]** । ডাক্তার রাজকেষ্ট চ্যাটার্জী সুখ্যাতির সাথে বেশ কয়েক বছর এই ডিসপেনসারিতে রোগীদের সেবা দিয়েছিলেন **[Ref.-351]** । তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে পাশ করা প্রথম এদেশীয় ডাক্তার ।

এ হসপিটালের উত্তর পূর্বে বর্তমান ঘাট ফরহাদ বেগ এলাকায় অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট ম্যাটারনিটি হসপিটালের স্থানে মানচিত্রে Thannah নামে সেকালের থানার অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রেও থানার অবস্থানটি একই স্থানে দেখানো হয়েছিল । ১৮৪০ সালে সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা জুড়ে মাত্র ১১ টি থানা ও ছয়টি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল **[Ref.-352]** । তখনকার থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবি ছিল যথাক্রমে দারোগা ও মুহুরির **[Ref.-353]** । মানচিত্রে চিহ্নিত স্থানেই ছিল শহরের একমাত্র থানার অবস্থান । ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের থানার দায়িত্বে ছিলেন দারোগা নন্দলাল পাটক **[Ref.-354]** ।

তৎকালীন জেলখানার উত্তরপূর্ব দিকে টিলার উপরে বদরুদ্দীন আউলিয়ার মাজারের অবস্থান মানচিত্রে Durga Musjid নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৬]** । এ সমাধিস্থলে ঢোকবার মূল রাস্তাটি তখন পূর্ব দিকে ছিল যা বর্তমানে আর ব্যবহার করা হয় না। হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ) ১৩৪০ সালে চট্টগ্রাম বিজয়ী প্রথম মুসলিম শাসক সুলতান ফকরুদ্দিন মোবারক শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন **[Ref.-355]** । একসময় যখন চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকারে ছিল, তখন আরাকান শাসকরা তাঁর এই দরগার স্থাপনাটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনের জন্য জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন **[Ref.-356]** । হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ) সুখ্যাতি অতীতের বার্মার রাজাদের মুখেও শোনা যায়। ১৭৮৭ সালে তৎকালীন বার্মার রাজা কর্তৃক ইংরেজ কোম্পানি সরকারকে লেখা চিঠিতে হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ)কে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন অন্যতম ধার্মিক ও সাধক পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল **[Ref.-357]** । সুলতানি আমলে নির্মিত এ সমাধিটি চট্টগ্রাম শহরে এখনো টিকে থাকা সবচেয়ে পুরাতন পাকা স্থাপনা।

এ মাজারের পূর্ব দিকে বর্তমান হজরত আমানত শাহ (রাঃ) মাজারের স্থানে একটি স্থাপনা ও এই স্থাপনার পূর্বপাশে একটি পুকুরের উপস্থিতি মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যা ১৮১৮ সালের মানচিত্রে ছিল না **[চিত্র-৩৬]** । হজরত আমানত শাহ (রাঃ) আনুমানিক ১৮৪১ সালে ইন্তেকাল করেন **[Ref.-358]** । এই উপাত্ত গুলোর বিচারে ধারণা করা যায় যে ১৮১৮ সালের পরে এই পুকুরটি খনন করা হয়েছিল এবং ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে দৃশ্যমান পুকুরের পশ্চিমপাড়ের স্থাপনাটি সম্ভবত হজরত আমানত শাহ (রাঃ) এর খানকাহ। এই স্থানের পশ্চিম দিকে তৎকালীন লালদীঘির অবস্থানটি এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। তবে সে সময় দীঘিটি উত্তর- দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে বর্তমানের তুলনায় ছোট ছিল **[চিত্র-৩৬]** । হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ) মাজারের উত্তরে বর্তমান বকশি হাটটি মানচিত্রে 'c' প্রতীকে 'বিবি-কি-হাট' নামে চিহ্নিত আছে **[চিত্র-৩৬]** । এই স্থানটি ১৮১৮ সালের মানচিত্রে 'বিটেল গঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল। এ হাটের সোজাসুজি পূর্ব দিকে ছিল তৎকালীন কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই খালের মিলনস্থল। শত বছর পূর্বে সম্ভবত ফটোগ্রাফিক চিত্রকে

অনুসরণ করে আঁকা ছবিতে হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ) সমাধিস্থল ও এর আশেপাশের সেসময়ের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৩৭]** ।
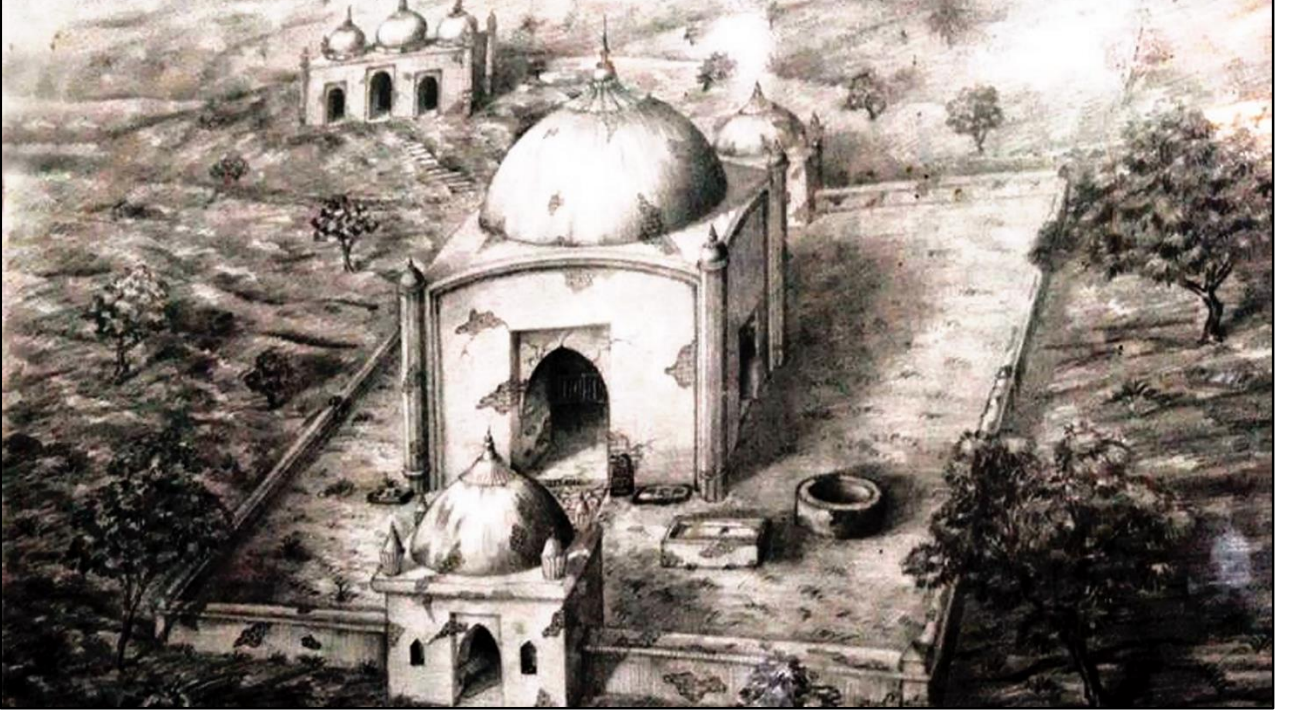
চিত্র-৩৭: সুদূর অতীতে আঁকা ছবিতে হজরত বদরুদ্দিন (রাঃ) সমাধিস্থল ও এর আশেপাশের দৃশ্য।

বর্তমান পলো গ্রাউন্ড হতে উত্তরে পল্টন রোড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটি মানচিত্রে Cantonment নামে তৎকালীন চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টের অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে **[চিত্র-৩৮]** । ১৮১৮ সালের মানচিত্রে দৃশ্যমান প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়ন সিপাহি ব্যারাকের উপস্থিতি এই মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না । তবে পূর্বের মানচিত্রের মত এই মানচিত্রে বর্তমান রেডিসন ব্লু, জিয়া স্মৃতি জাদুঘর ও জেলা সার্কিট হাউস স্থাপনাগুলোর স্থানে আরো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বড় পরিসরে Sepay lines নামে তৎকালীন চট্টগ্রামের সিপাহি ব্যারাকের অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৩৮]** ।

চিত্র-৩৮: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস, চট্টগ্রাম ক্লাব, সিআরবি এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র।

এছাড়া ১৮১৮ সালের মানচিত্রের মত বর্তমান চিটাগং ক্লাব ও জেলা জজের বাসভবন পাহাড়ে কিছু পাকা ভবনের অবস্থান এই মানচিত্রে দৃশ্যমান রয়েছে। মানচিত্রে তৎকালীন সিপাহি লাইনসের উত্তরে বর্তমান জামিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ ও এর পূর্বদিকের উদ্যানে তিনটি জলাশয়ের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । চট্টগ্রাম শহরে এই সেনানিবাস এর অবস্থান আনুমানিক ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল । পরবর্তীতে সেনানিবাস অন্যত্র সরিয়ে নিলে, সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত জায়গাগুলো সেসময় সদ্য গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে এবং এর স্থাপনাগুলো পুলিশ বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হয় **[Ref.-359]** । তৎকালীন ক্যান্টনমেন্টের জায়গায় অবস্থিত বর্তমান চিটাগাং ক্লাবের পাহাড় সংলগ্ন স্থানে ১৮৪০ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর আর্কিবল্ড স্কন্স আসাম থেকে সংগ্রহ করা কিছু চা গাছের চারা পরীক্ষামূলক ভাবে রোপণ করে চট্টগ্রামে চা চাষের শুভ সূচনা করেছিলেন **[Ref.-360]** । পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এ বাগানটি 'পাইওনিয়ার টি গার্ডেন' নামে একটি পরিপূর্ণ চা বাগানে পরিণত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান। মানচিত্রে বর্তমান এম এ আজিজ স্টেডিয়াটি জুড়ে সেসময় বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৩৮]**। এছাড়া মানচিত্রে এ স্থানের পশ্চিমে ও দক্ষিণের পাহাড়গুলোতে কিছু পাকা বসতবাড়ির উপস্থিতি দেখানো হয়েছে।

তৎকালীন এ ক্যান্টনমেন্ট এলাকার পূর্বে অবস্থিত বর্তমান আস্কার দিঘী নামের জলাশয়টি মানচিত্রে Purri's Diggy (পরীর দিঘী) নামে উল্লিখিত রয়েছে **[চিত্র-৩৯]**। ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখায় এই জলাশয়টির তিনটি নাম পাওয়া যায় । তৎকালীন চট্টগ্রামের মুসলিম অধিবাসীরা একে 'আস্কার খাঁ দিঘী' বলতেন, অন্য ধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা এটিকে 'পরীর দিঘী' নামে ডাকতেন, অন্যদিকে ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিল "ফেয়ারী ট্যাংক" **[Ref.-361,362,363]**। এই নামগুলোর মাঝে শুধু "আস্কার খাঁ দিঘী" নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে "আস্কার দিঘী" নামে এখনও টিকে আছে। আস্কারদিঘীর পশ্চিমে কাজী বাড়ির পুকুর ও পুকুর সংলগ্ন মসজিদটি মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে। অপরদিকে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এই দিঘীর পূর্ব দিকে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর যে সকল বসতবাড়ি উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলোর উপস্থিতি এই মানচিত্রেও দেখানো হয়েছে।
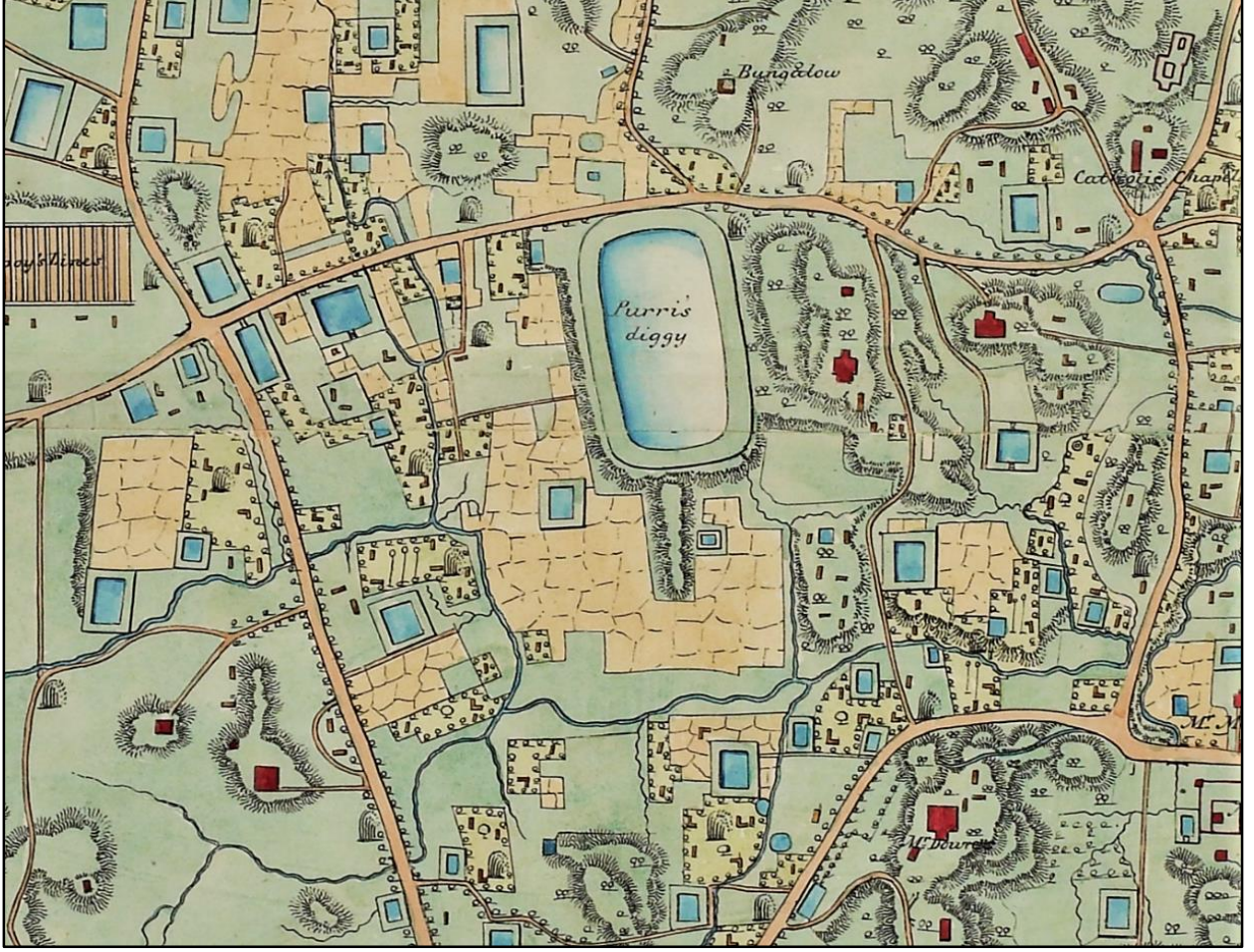
চিত্র-৩৯: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান আস্কার দিঘী, কাজির দেউড়ি এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র।

বর্তমান মোমিন রোডের উত্তরে মানচিত্রে Mr. Moreino (মরিয়েনো) নামের এক ব্যক্তির বাড়ির অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৪০]** । যার পুরো নাম ছিল স্যামুয়েল মরিয়েনো , তিনি ছিলেন ঢাকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসের তৎকালীন ক্যাশিয়ার **[Ref.-364]** । ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী এই বাড়িটিতে থাকতেন ফ্রান্সের অধিবাসী জে বি বোসনের স্ত্রী। সম্ভবত বোসনের স্ত্রী হতে বাড়িটি পরবর্তীকালে মরিয়েনো কিনেছিলেন । মরিয়েনো ৬২ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে তৎকালীন ঢাকা হসপিটালে ১৮৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-365]** । তাঁর মৃত্যুর

পূর্বে করা মূল উইলটি বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি সম্ভবত পর্তুগিজ বংশোদ্ভুত এদেশীয় ব্যক্তি ছিলেন।

বর্তমান রহমতগঞ্জ এলাকায় মোমিন রোড ও কেবি আব্দুস সাত্তার রোডের মিলনস্থলে মানচিত্রে ‘d’ প্রতীকে 'রহমতগঞ্জ হাট' নামের একটি হাটের উল্লেখ রয়েছে, যা ১৮১৮ সালের মানচিত্রে ছিল না **[চিত্র-৪০]**। এ থেকে অনুমান করা যায় ১৮১০ থেকে ১৮৩০ এর দশকের মধ্যে কোন এক সময় এই হাটটি চালু হয়েছে। যদিও বর্তমানে এ নামের কোন হাটের প্রচলন এই স্থানটিতে নেই। ১৮১৮ সালে মানচিত্রে দৃশ্যমান তৎকালীন দেওয়ানজী পুকুরটির অস্তিত্ব ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। তবে পুরাতন এই পুকুরটি আজ ভরাট হয়ে এর চারপাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার নামের মধ্যেই স্মরণীয় হয়ে আছে। দেওয়ানজী পুকুর লেনের উত্তরে ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোডের পূর্ব পাশে ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে ‘e’ প্রতীকে 'দেওয়ান বাজার' নামে একটি বাজারের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪০]**। বর্তমানে এই স্থানটিতে এই নামে কোন বাজারের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না। সেসময় হাটবাজারে মানুষেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কেনাবেচায় ‘কড়ি’ নামক মুদ্রা ব্যবহার করত। প্রতিটি হাট বাজারে ‘পোদ্দার’ নামের একশ্রেণীর মানুষ থাকত, যারা এ কড়ি গুলো ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতেন **[Ref.-366]**। কড়ি এক ধরনের সামুদ্রিক শামুক যা সুদূর মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে আমদানি করে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সে সময় বাংলার অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হতো **[Ref.-367,368]**।

১৮১৮ ও ১৮৩০ এর দশকের উভয় মানচিত্রে বর্তমান রহমতগঞ্জে অবস্থিত PWD অফিসের সন্নিকটে কে বি আব্দুস সাত্তার রোড হতে একটি সংযোগ সড়ক পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়ে জামাল খান রোডের সাথে সংযুক্ত হতে দেখা যায় **[চিত্র-৪০]**। সে কালে এই সড়কটি ছিল জামাল খান এলাকার উত্তরে বর্তমান জামালখান রোড ও কে বি আব্দুস সাত্তার রোডের সংযোগকারী সড়ক। বর্তমানে সড়কটি বিলুপ্ত।
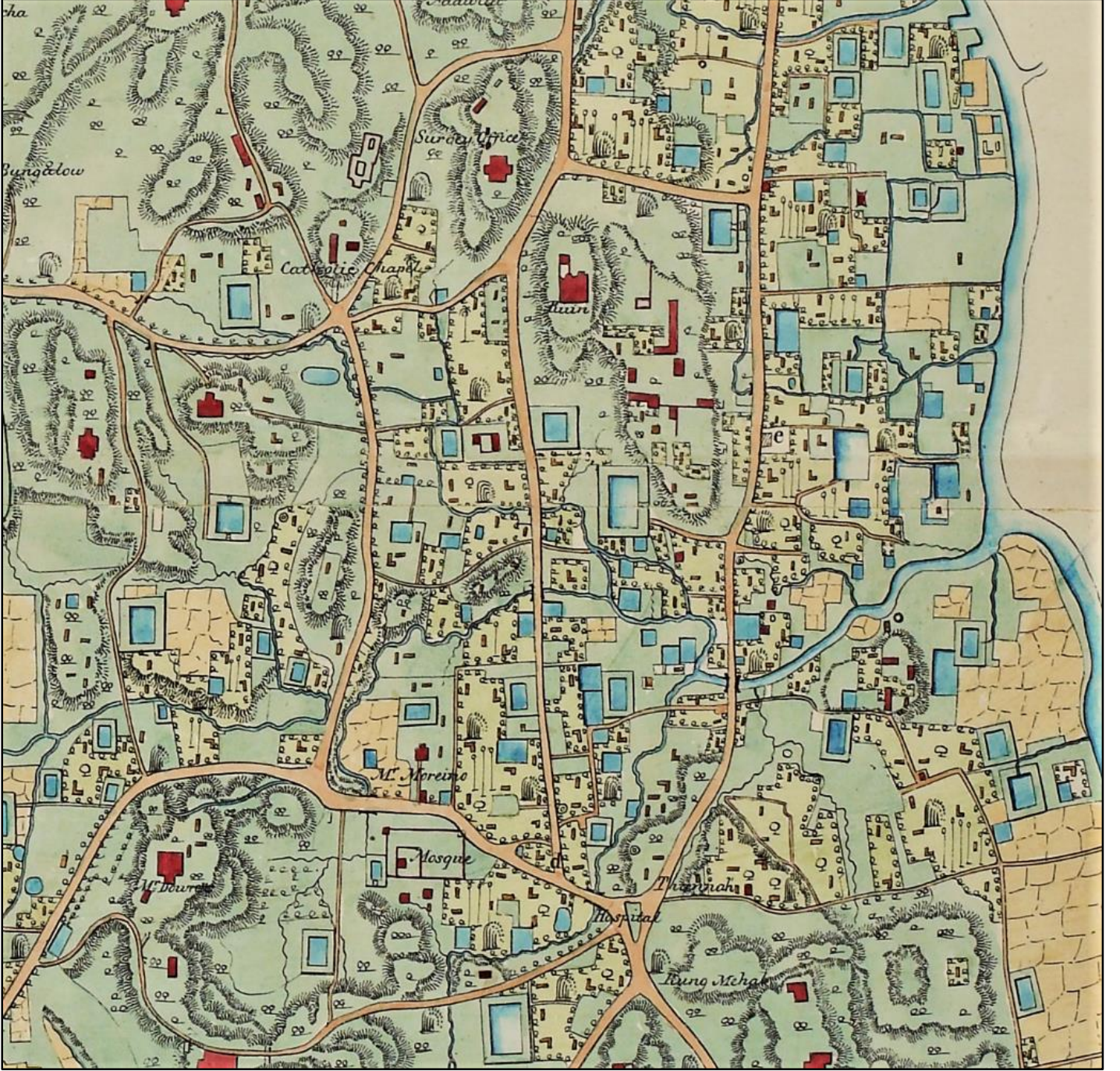
চিত্র-৪০: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান দেওয়ানবাজার, রহমতগঞ্জ, জামাল খান এলাকার সমূহের সেসময়কার চিত্র।

মানচিত্রে Catholic Chapel নামে বর্তমান সেন্ট মেরীস্ স্কুলের পাহাড়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের দ্বিতীয় ক্যাথলিক গির্জার অবস্থানটি চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪০]** । বর্তমান রোডস এন্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের সুপারেন্টেন ইঞ্জিনিয়ারের বাসভবনের পাহাড়ে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান চট্টগ্রামের ইংরেজ কোম্পানির প্রাক্তন চিফ শিয়ারম্যান বার্ডসের বাড়িটি ১৮৩০ এর দশকে Ruin নামে একটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত বাড়ি হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে **[চিত্র-৪০]** । মানচিত্রে বর্তমান গুডস হিলে Survey office নামে এ অঞ্চলের ভূমি জরিপের তদারকির জন্য প্রতিষ্ঠিত সেকালের সার্ভে অফিসটি দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪০]** ।

জয় পাহাড় ও বর্তমান সার্সন রোডের মধ্যবর্তী স্থানটি মানচিত্রে Ramake Bageecha (রামা-কি- বাগিচা) নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪১]** । বর্তমান জয় পাহাড়ে সেসময়কার বেশ কিছু পাকা স্থাপনার উপস্থিতি মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় । এগুলোর মাঝে জয় পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থানরত বাড়িটি উল্লেখযোগ্য **[চিত্র-৪১]** । সম্ভবত এই বাড়ির স্থানটিতেই বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত । ১৮১৮ সালের মানচিত্র অনুযায়ী এই বাড়িটিতে থাকতেন তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর এবং পরবর্তীতে কমিশনার চার্লস ম্যাকেঞ্জি । ম্যাকেঞ্জির পরে এই বাড়িটির মালিক হন চার্লস ফিলিপস **[Ref.-369]** । চার্লস ফিলিপস ১৮২৩ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন বিভিন্ন সময়ে কাস্টমসের কালেক্টর, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন **[Ref.-370]** । ১৮৩০ সালে চট্টগ্রাম থেকে তাঁর বিদায়ের বছরে তিনি নিজ হাতে নিজের একটি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন যা নিচে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪২]** । ছবিটিতে অঙ্কন শিল্পে তাঁর দক্ষ হাতের পরিচয় পাওয়া যায় । পরবর্তীকালে এ বাড়িটি চার্লস ফিলিপসের কাছ থেকে ইংরেজ জমিদার হেনরি রেন্ডলফ কিনে নেন **[Ref.-371]** । বাড়িটির মালিকানা এভাবে কয়েকবার হাত বদল হলেও ১৮৫০ এর দশকে এই বাড়িটি 'ম্যাকেঞ্জি হাউস' নামেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল **[Ref.-372]** । হেনরি রেন্ডলফ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উইলের মাধ্যমে এই বাড়িটি তাঁর স্ত্রী ক্লারা ফিলিপ্সকে দান করে যান **[Ref.-373]** ।
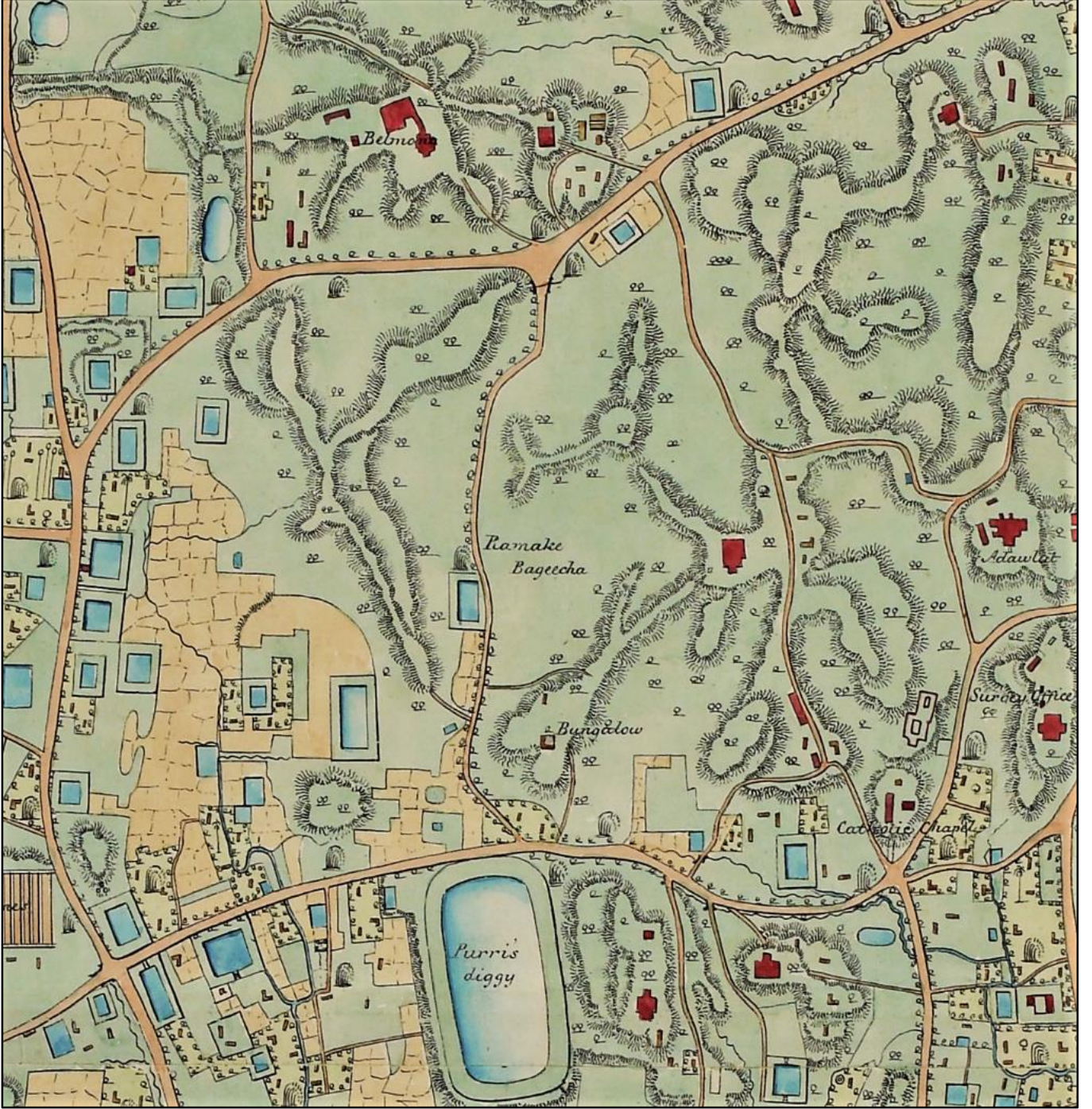
চিত্র-৪১: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান জয় পাহাড় এস্টেট ও এর আশেপাশের এলাকার সমূহের সেসময়কার চিত্র ।

চিত্র-৪২: ১৮৩০ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর চার্লস ফিলিপস চট্টগ্রাম থেকে তাঁর বিদায়ের বছরে নিজ হাতে আঁকা নিজের পোর্ট্রেট। ছবির সূত্র: The British Library.

বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজের প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন স্থানে ১৮৩৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিটাগাং স্কুলটি এই মানচিত্রে Govt. School (গভর্মেন্ট স্কুল) নামে উল্লিখিত রয়েছে **[চিত্র-৪৩]** । ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয় **[Ref.-374]**। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন জন ম্যাককালাম **[Ref.-375]**। প্রথম বছর এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬১ জন, যা পরবর্তী বছর বেড়ে ১২০ জনে উন্নীত হয় **[Ref.-376]**।

তবে এই ১২০ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল মাত্র ২ জন **[Ref.-377]** । মূলত এই স্কুলে সে সময় ফার্সী ভাষা শেখানোর শিক্ষক না থাকায় মুসলিম অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এই স্কুলে ভর্তি করাতে চাইতেন না । ১৮৪৩ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফার্সী ভাষার শিক্ষক হিসেবে একজন মুনশিকে নিয়োগ দিলে পরবর্তীতে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল **[Ref.-378]** । তবে চট্টগ্রামের মুসলিম অধিবাসীদের ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি অনীহা বহুকাল পর্যন্ত বজায় থাকে । মুসলমানদের এই মনোভাবের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকারি অফিসে চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল, দেখা যেত প্রতি ১০ থেকে ২০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির বিপরীতে মাত্র একজন মুসলিম ব্যক্তি সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পেতেন **[Ref.-379]** । চিটাগাং স্কুলটিতে সেসময় ছাত্ররা সর্বোচ্চ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারত , যা বর্তমান মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমমানের ছিল **[Ref.-380]** । সেসময় এর চেয়ে অধিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে ঢাকা অথবা কলকাতায় যাওয়া ছাড়া শিক্ষার্থীর অন্য কোন উপায় ছিল না । ১৮৬৯ সালে এই স্কুলটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত করে সেকেন্ড গ্রেড কলেজের মর্যাদা দেওয়া হয় **[Ref.-381]** । এতে শিক্ষার্থীরা এফ এ (ফার্স্ট আর্ট এক্সামিনেশন, যা বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক সমমানের) পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পায় । সেসময় স্কুল এবং কলেজ উভয় শাখা একই ক্যাম্পাসে বিদ্যমান ছিল । ১৮৭২ সালে কলেজ শাখাটি প্রয়োজনীয় ফান্ডের অভাবে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় **[Ref.-382]** । পরবর্তীকালে তৎকালীন স্কুল কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্বে থাকা কবি নবীন চন্দ্র সেনের অনুরোধে চট্টগ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি গোলক চন্দ্র রায় দশ হাজার টাকা কলেজ ফান্ডে দান করলে কলেজ শাখাটি ১৮৭৭ সালে পুনরায় চালু হয় **[Ref.-383,384,385]** । এ অর্থদানের জন্য গোলকচন্দ্র রায়কে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেয়া হয়েছিল । ১৯১০ সালে অনার্স কোর্স চালুর মাধ্যমে কলেজ শাখাটিকে ফার্স্ট গ্রেড ডিগ্রি কলেজের মর্যাদা দেওয়া হয় **[Ref.-386]** । এরপরেই স্কুল শাখাটি আলাদা হয়ে বর্তমান সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের দক্ষিণে অবস্থিত তৎকালীন মার্কেট সাহেবের পাহাড় (ক্যাপ্টেন ম্যালকাম মার্কোয়ার্ড) নামে পরিচিত স্থানে স্থানান্তরিত হয় **[Ref.-387]** । চিটাগাং স্কুলটি এক সময় কলেজের সাথে সম্পৃক্ত

থাকায় এর পরবর্তী নাম হয় কলেজিয়েট স্কুল। অবশেষে ১৯২৫ সালে মাদারবাড়ি এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় **[Ref.-388]**।
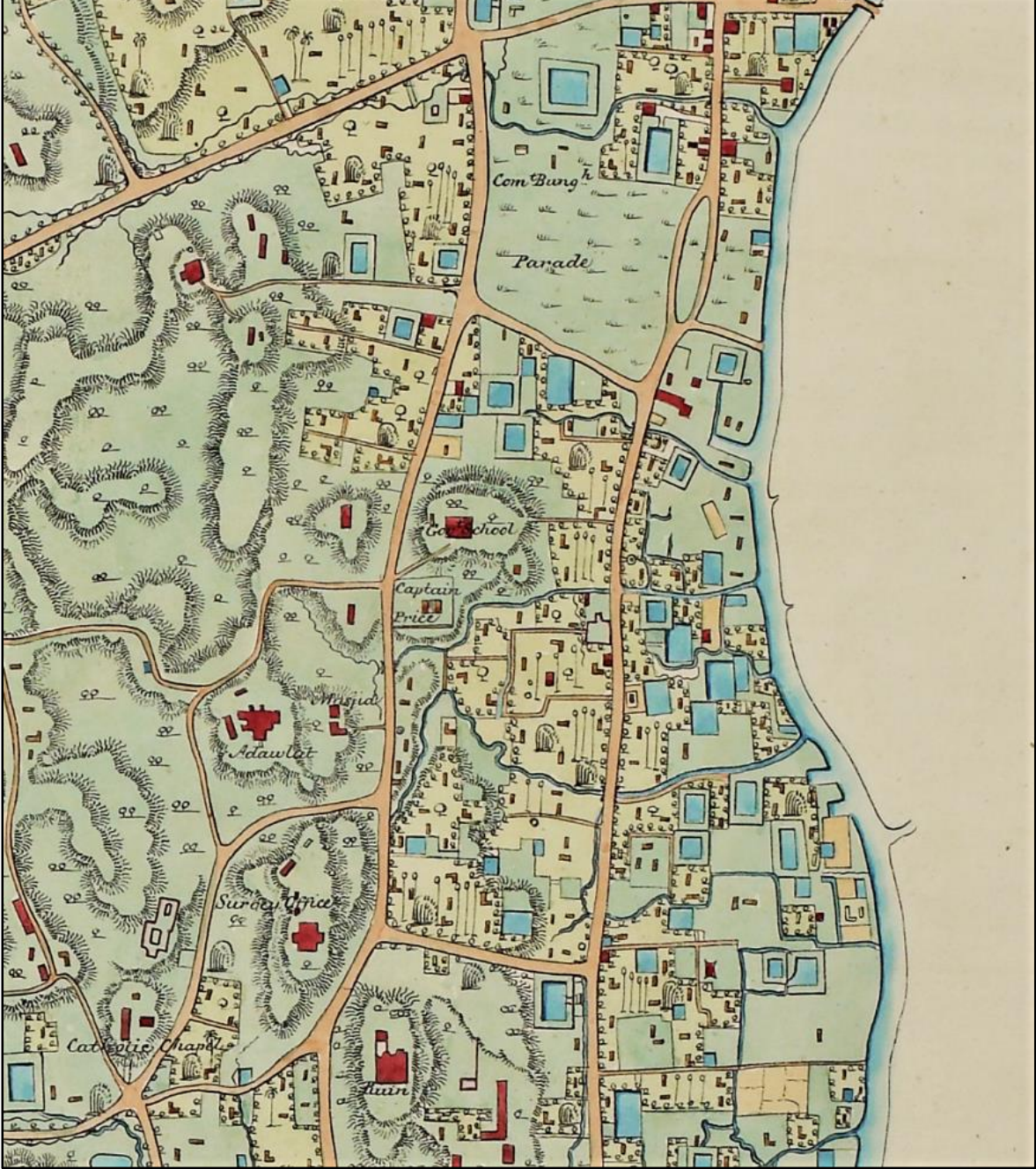
চিত্র-৪৩: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান চন্দনপুরা, হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, দেব পাহাড়, চকবাজার এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র।

মানচিত্রে তৎকালীন চিটাগং স্কুলের দক্ষিণে বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসে 'লাল বিল্ডিং' নামে পরিচিত স্থাপনাটির কাছে Captain Price (ক্যাপ্টেন প্রাইস) নামের এক ব্যক্তির বাংলো-বাড়ির উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-৪৩]** । তিনি ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন থমাস হেনরি প্রাইস। ১৮৪৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা উইল অনুসারে এ বাড়ি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারী হন চট্টগ্রামে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত একমাত্র সন্তান জেমস হেনরি প্রাইস **[Ref.-389,390]** । বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজের উত্তরে প্যারেড ফিল্ড নামের খেলার মাঠটি মানচিত্রে Parade (প্যারেড) নামে সে সময়কার সিপাহীদের কুচকাওয়াজের স্থান হিসেবে চিহ্নিত আছে। এই মাঠের উত্তরে বর্তমান রসিক হাজারি লাইনের উত্তর পাশে ১৮৩০ এর দশকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অধিনায়কের বসতবাড়িটির অবস্থান মানচিত্রে Com't Bung'h নামে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪৩]** । প্যারেড ফিল্ডের পশ্চিমে বর্তমান পার্সিভাল হিলের স্থানে বেশ কিছু পাকা স্থাপনার উপস্থিতি মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত তৎকালীন মিসকিন শাহ (রাঃ) মাজার ও মসজিদের পৃথক স্থাপনা গুলোর অবস্থান স্পষ্টভাবে মানচিত্রে দৃশ্যমান রয়েছে **[চিত্র-৪৩]** । বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের ক্যাম্পাসে অবস্থিত এখনো টিকে থাকা পুরাতন ভগ্ন দোতলা বাড়িটি মানচিত্রে Adawlat (আদালত) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে **[চিত্র-৪৩]** । ইতিপূর্বে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে এ ভবনটিকে তৎকালীন চট্টগ্রামের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ফ্রেন্ডের বসতবাড়ি হিসেবে পরিচিতি দেয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজ কোম্পানি সরকার এ ভবনটিকে চট্টগ্রামের জজের আদালতে রূপান্তরিত করে। যা সেকালের চট্টগ্রামবাসীদের কাছে 'দারুল আদালত' নামে পরিচিতি পায়। ভবনটি তৎকালীন সিভিল ও সেশন জজের আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সেসময় জজদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তৎকালীন চিটাগাং স্কুল কমিটির সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় **[Ref.-391]** । সাধারণত জজের সভাপতিত্বে সেসময়ের স্কুল কমিটির মিটিং এই আদালত ভবনে অনুষ্ঠিত হতো । ১৮৬৮ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের জজ অ্যান্ডার্সনের

সভাপতিত্বে এ জজ আদালত ভবনে অনুষ্ঠিত এমনই এক স্কুল কমিটির মিটিং এর দৃশ্য তৎকালীন চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ও স্কুল কমিটির দায়িত্বে থাকা আর্থার লয়েড ক্লে তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছিলেন **[চিত্র-৪৪]** । এক সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে মাদ্রাসা কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিলে, ১৮৭৪ সালে চট্টগ্রামে হাজী মুহাম্মদ মহসিন ফান্ডের অর্থে বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ ক্যাম্পাসে মাদ্রাসা কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় । কিন্তু এই ভবনটিতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম চলতে দেখা যায় **[Ref.-392,393]** । পরবর্তীতে এই জজ আদালত চট্টগ্রামের অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে এ ভবনটি কলেজের উপযোগী করে মাদ্রাসা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।

চিত্র-৪৪: ১৮৬৮ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের জজ অ্যান্ডার্সনের সভাপতিত্বে জজ আদালত ভবনে অনুষ্ঠিত স্কুল কমিটির মিটিং এর দৃশ্য । ছবির সূত্র: Leaves from a Diary in Lower Bengal by Arthur Lloyd Clay.

বর্তমান চট্টেশ্বরী রোডের উত্তর পাশে সারিবদ্ধ ভাবে অবস্থিত পাহাড়গুলোতে ১৮১৮ সালের মানচিত্রের মত এ মানচিত্রেও বেশ কিছু পাকা স্থাপনার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় ।

এগুলোর মাঝে বর্তমান ফিনলে কোম্পানির পাহাড়ের উপর মানচিত্রে Belmont (বেলমন্ট) নামের একটি স্থাপনার উল্লেখ রয়েছে **[চিত্র-৪৫]** । লক্ষনীয় বিষয় হল ১৮১৮ সাল ও ১৮৩০ এর দশক - এই উভয় সময়ে তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে বর্তমান চট্টেশ্বরী কালী মন্দিরের স্থানটিতে মন্দির বা অন্য স্থাপনার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না **[চিত্র-৪৫]** । এ থেকে ধারণা করা যায় যে সম্ভবত চট্টেশ্বরী কালী মন্দিরটি ১৮৩০ এর দশকের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের খেলার মাঠে Coffee Plantation (কফি প্লান্টেশন) নামে কফি চাষের জন্য নির্ধারিত একটি আবাদি জমির উপস্থিতি মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৪৫]**। ইংরেজ কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই বিভিন্ন নথিপত্রে তৎকালীন চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোতে কফি গাছের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণ মিলে । যেমন ১৭৮৬ সালে চট্টগ্রামে বেড়াতে আসা স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁর কলকাতার এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন "মরিচ গাছের লতায় এখানের টিলা গুলো ছেয়ে আছে, এরই মাঝে কফি গাছের ফুল গুলো ঝিকিমিকি করছে" **[Ref.-394]** । চট্টগ্রামে কফি গাছের এ ধরনের উপস্থিতির কারণে তৎকালীন কিছু ইংরেজ উদ্ভিদবিদ একে চট্টগ্রামের দেশীয় গাছ হিসেবে মনে করতেন **[Ref.-395]** । ১৮৪১ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর আর্কিবল্ড স্কন্স চট্টগ্রামের প্রখ্যাত জমিদার শেখ ওবায়দুল্লাহের (আহাদিসুল খাওয়ানীনের লেখক হামিদুল্লাহর পিতা) বাগান থেকে কিছু কফি সংগ্রহ করে এর গুণমান যাচাইয়ের জন্য কলকাতায় পাঠালে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা একে উন্নত জাতের কফি হিসেবে অভিমত দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে চট্টগ্রামে কফি চাষের জন্য ইংরেজদের আগ্রহী করে তোলে **[Ref.-396]** । এরই সুবাদে ১৮৪৩ সালের দিকে কালেক্টর স্কন্সের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে কফি আবাদের জন্যে একটি 'জয়েন্ট স্টক কফি কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **[Ref.-397]** । বর্তমান মেহেদীবাগ এলাকা জুড়ে সেসময় বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের উপস্থিতি দেখা যায় **[চিত্র-৪৫]** ।

চিত্র-৪৫: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান চটেশ্বরী,মেহেদীবাগ,চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস এলাকা সমূহের সেসময়কার চিত্র।

বর্তমান চকবাজার এলাকার কাঁচাবাজার রোডের উত্তর পাশে মানচিত্রে 'f' প্রতীকে সদর বাজার নামে একটি হাট বাজারের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৬]**। এটি ছিল সেকালের চকবাজার এলাকার মূল হাট-বাজার। এ হাট-বাজার স্থানের আশেপাশে বেশ কিছু পাকা স্থাপনার অবস্থান এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যার মাঝে বর্তমান লাল চাঁদ রোডের উত্তর পাশে Godowns নামে চিহ্নিত সেকালের কিছু পাকা সংরক্ষণাগার উল্লেখযোগ্য **[চিত্র-৪৬]**। মানচিত্রে চকবাজারের পূর্ব দিকে চাক্তাই খালের উপর স্থাপিত একটি সেতুর উপর দিয়ে চকবাজার হতে চাক্তাই খালের পূর্ব দিকের এলাকাগুলোতে যাতায়াতের সড়কটি দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪৬]**।

মানচিত্রে চকবাজারের উত্তরে Mosque নামে তৎকালীন অলি খাঁ মসজিদ ও Komulda Diggy নামে সেসময়ের কমল দীঘির অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৬]**। এছাড়া মানচিত্রে অলি খাঁ মসজিদের উত্তরে দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে Temple (টেম্পল) নামে একটি বৃহৎ পাকা স্থাপনার অবস্থান দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪৬]**। এটি ছিল সেকালের বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী জগন্নাথ গোঁসাই এর আখড়া **[Ref.-398]**। সেকালে এই স্থানটি বিভিন্ন পূজা উৎসবে চট্টগ্রামের হিন্দু ধর্মালম্বীদের মিলনমেলায় পরিণত হতো। বর্তমানে এ স্থানটিতে শ্রী শ্রী রাধামাধব ও শ্রী শ্রী গোপালজি ঠাকুর বিগ্রহ সেবাসদন অবস্থিত।

চিত্র-৪৬ ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান চকবাজার এলাকার সেসময়কার চিত্র।

এ মানচিত্রে বর্তমান পাঁচলাইশ, কাতালগঞ্জ ও শোলকবহর আবাসিক এলাকাগুলোতে ১৮৩০ এর দশকে বড় জায়গা জুড়ে প্রাচীরে ঘেরা কয়েকটি পাকা বসতবাড়ির উপস্থিতি দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪৭]** । এগুলোর মাঝে শুধু বর্তমান 'খানস হাউজ' নামের পারিবারিক কমপ্লেক্সটি তার অতীত অবয়ব নিয়ে এখনো টিকে আছে । প্রায় দুইশত বছর পূর্বের এই মানচিত্রে দেখানো দুটি পুকুর, পারিবারিক মসজিদ ও বসতবাড়ির অবস্থান বর্তমানে অনেকটাই আগের মতই রয়েছে। শত বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে বসতবাড়ির চৌহদ্দি একই ভাবে টিকিয়ে রাখা সত্যিই একটি বিরল দৃষ্টান্ত । এ পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের ব্যক্তিদের মাঝে ঐতিহ্য ধরে রাখার এই অনন্য মানসিকতা ইতিহাস সচেতন প্রতিটি মানুষকে বিমোহিত করে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে মুঘল আমলের শেষের দিকে এবং ইংরেজ কোম্পানি আমলের পুরোটা সময় জুড়ে তৎকালীন শাসকদের সাথে এ পরিবারের পূর্ব-পুরুষদের সখ্যতা দেখতে পাওয়া যায় । শেখ মোহাম্মদ হাশেম, শেখ দেয়ানত আলী, মোহাম্মদ আকবর এবং শেখ ওবায়দুল্লাহ ধারাবাহিকভাবে চট্টগ্রামে সে সময়কার প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন **[Ref.-399]**। শেখ ওবায়দুল্লাহ কোম্পানি আমলে প্রথমে ডেপুটি কালেক্টর ও পরবর্তীতে চট্টগ্রাম জেলা আদালতের প্রিন্সিপাল সদর আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন । তাঁর পুত্র শেখ হামিদুল্লাহ কোম্পানি আমলে চট্টগ্রামের ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন । শেখ হামিদুল্লাহ চট্টগ্রামের প্রথম ইতিহাসধর্মী বই 'আহাদীসুল খাওয়ানীন' এর লেখক হিসেবে বিশেষভাবে সুপরিচিত । এই পিতা এবং পুত্র দুজনেই কোম্পানি আমলে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । ইংরেজ শাসকদের সাথে এ সখ্যতার জেরে শেখ হামিদুল্লাহ চট্টগ্রামে কোম্পানি আমলের প্রথম থেকে গোলাবারুদের স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মুঘল আমলে তৈরি আন্দরকিল্লা জামে মসজিদটির কার্যক্রম ১৮৫৬ সাল হতে পুনরায় শুরু করতে সামর্থ্য হয়েছিলেন ।
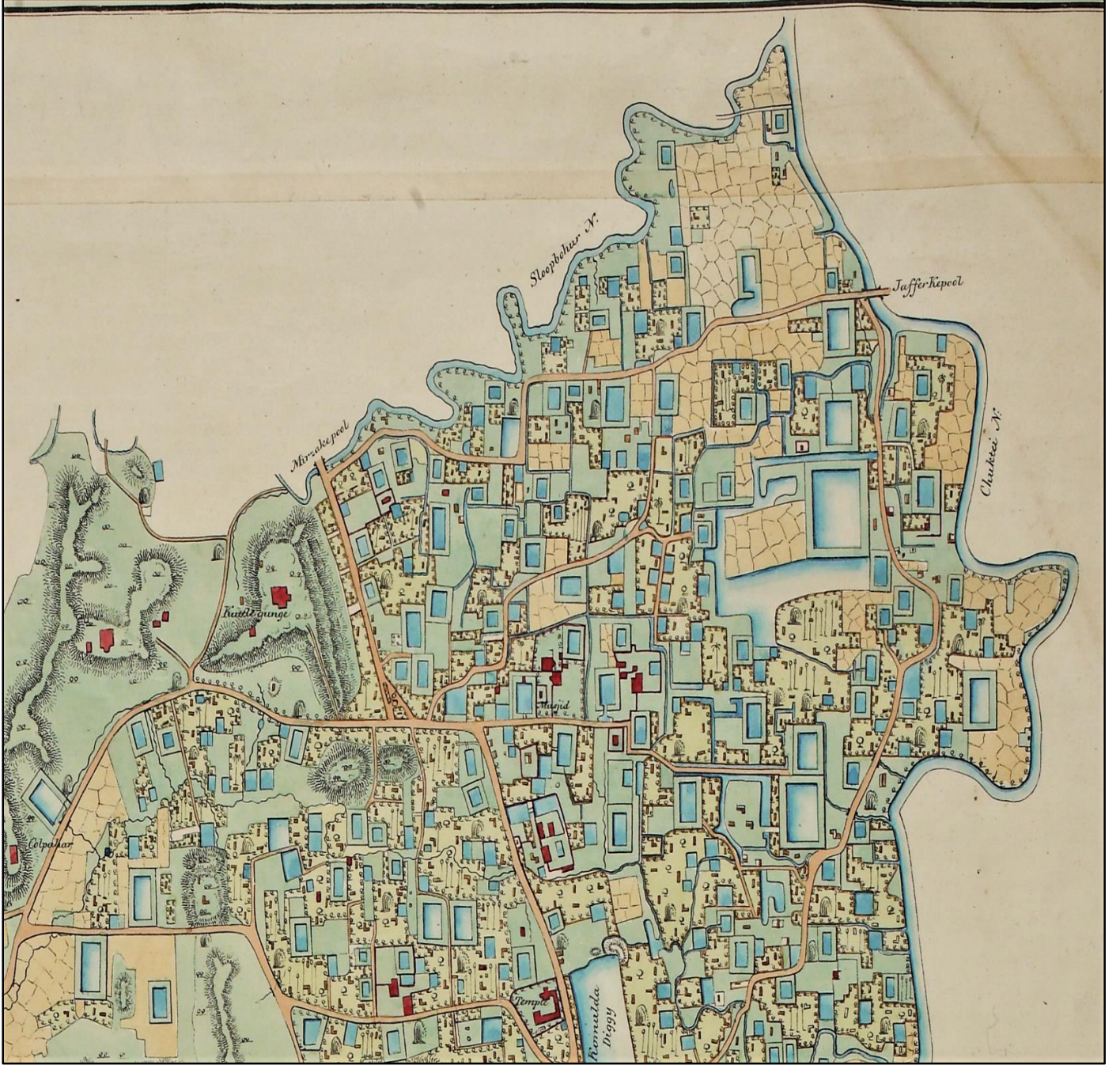
চিত্র-৪৭: ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান পাঁচলাইশ, কাতালগঞ্জ, শুলকবহর এলাকাসমূহের সেসময়কার চিত্র ।

মানচিত্রে বর্তমান পাঁচলাইশ থানার সামনে ঠিক চার রাস্তার মিলনস্থলে সেকালের কাতালগঞ্জ বাজার নামের একটি হাট বাজারের স্থান 'g' প্রতীকে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৭]** । এ বাজারের পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারের পাহাড়ের উপর দুটি পাকা স্থাপনার উপস্থিতি মানচিত্রে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-৪৭]** । কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই এই পাহাড়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায় । ১৭৬৪ সালে বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেটের মানচিত্রে এ পাহাড়টির নাম ছিল 'মাউন্ট প্লিজেন্ট' এবং এর দক্ষিণে একটি সুরক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, ধারণা করা হয় এটি সেসময় চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল দপ্তর ছিল । ১৭৭৬ সালে চট্টগ্রাম শহরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্মিত বাড়ির তালিকায় এই পাহাড়টিতে তৎকালীন কোম্পানির ডাক্তারের জন্য নির্মিত একটি বাংলো বাড়ির অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে । পরবর্তীকালে ১৮১৮ সালে জন চিপের মানচিত্রে এই পাহাড়ের উপর তৎকালীন প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন জেমস জর্জ এর বাড়ির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় । এককালে ইংরেজদের অধিকারে থাকা এই পাহাড়টি বর্তমানে শেখ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুরের পরবর্তী প্রজন্মের ব্যক্তিবর্গের মালিকানায় রয়েছে । এ পাহাড়ের উত্তরে মির্জার পুলের অবস্থানটি মানচিত্রে Mirzakepool নামে এবং এর নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া বর্তমান মির্জা খালটি Sloopbohur N. (স্লুপবহর নালা) নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৭]** । এই পুলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান শোলক বহর এলাকায় চারদিক সীমানা দেয়ালে ঘেরা একটি বড় পাকা স্থাপনার উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যা সম্ভবত তৎকালীন মির্জা পরিবারের বসতবাড়ি হতে পারে । বর্তমান শোলক বহর এলাকার উত্তরপূর্ব অংশ জুড়ে সেসময়কার বেশ কিছু বড় জলাশয়ের উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৪৭]** । এছাড়া মানচিত্রে বর্তমান চাক্তাই খালটি Chuktei N. (চাক্তাই নালা) নামে এবং সুদূর অতীত কাল থেকে টিকে থাকা এই খালের উপর নির্মিত জাফরের পুলের অবস্থান Jaffer Kepool নামে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৭]** ।

বর্তমান প্রবর্তক সংঘের পাহাড় গুলোতে কয়েকটি পাকা স্থাপনার উপস্থিতি এ মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৪৮]** । এই পাহাড়গুলোর মাঝে বর্তমান প্রবর্তক মোড়ের সন্নিকটের পাহাড়টি মানচিত্রে Golpahar (গোল পাহাড়) নামে এই মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-৪৮]** । যদিও বর্তমানে গোল পাহাড়ের মোড় হিসেবে ও আর নিজাম রোড, মোহাম্মদ আলী রোড ও জহুর আহমেদ রোড - এ তিন রাস্তার সংযোগস্থলটিকে বোঝানো হয়, তবে অতীতের এ মানচিত্র অনুসারে বর্তমান প্রবর্তক মোড়টির নাম 'গোল পাহাড়ের মোড়' হওয়া উচিত ছিল । মানচিত্রে বর্তমান প্রবর্তক সংঘ স্কুলের স্থানটিতে একটি বড় পুকুরের অবস্থান এবং ও আর নিজাম রোড আবাসিক এলাকার জায়গা জুড়ে সেসময় বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের উপস্থিতি দেখা যায় **[চিত্র-৪৮]** ।
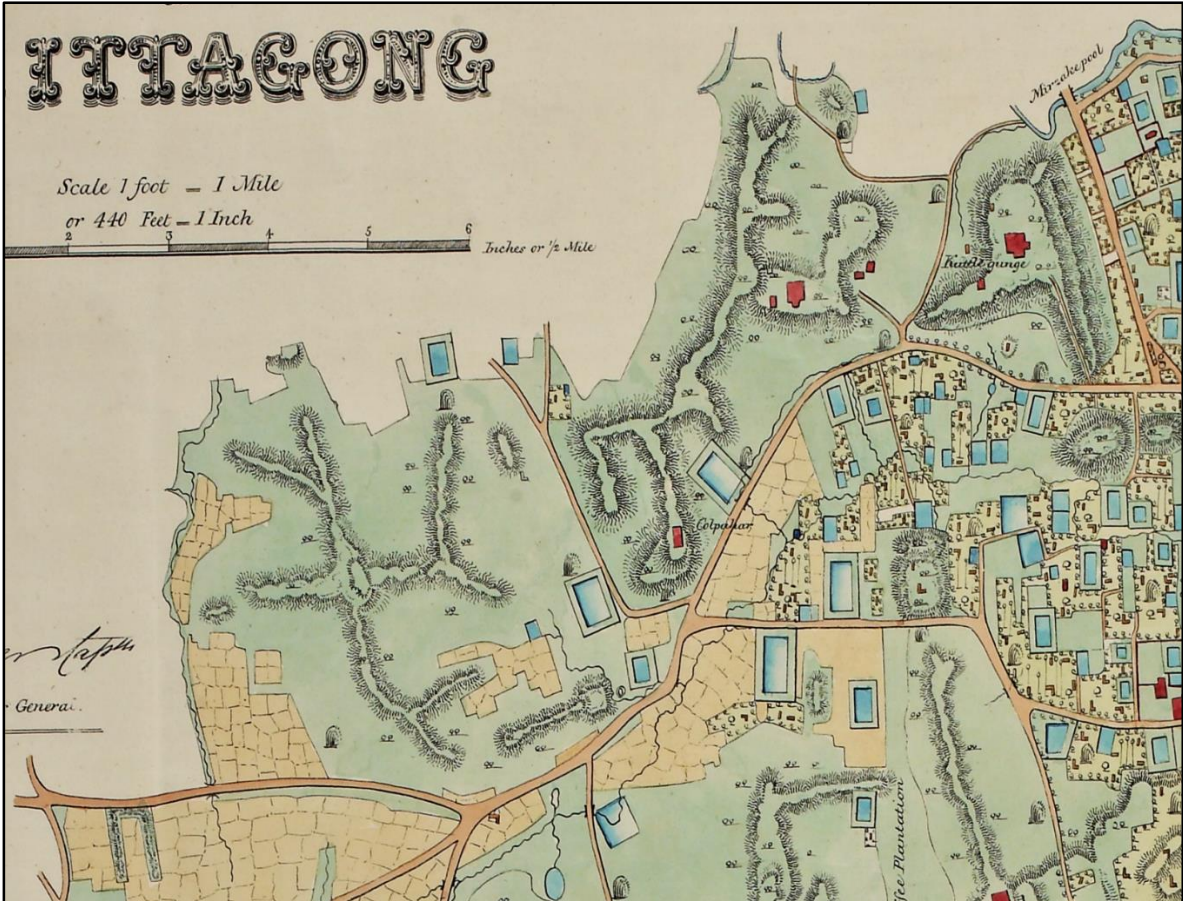
চিত্র-৪৮ ১৮৩০ এর দশকের মানচিত্রে বর্তমান প্রবর্তক সংঘ, হিলভিউ, ও আর নিজাম আবাসিক এলাকাসমূহের সেসময়কার চিত্র ।

শিল্পীর ক্যানভাসে সেসময় —

এ যাবত কালে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানের অতীতের দৃশ্যপটের ছবি গুলো এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে (১৭৬০- ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) আঁকা হয়েছিল। মুঘল অথবা সুলতানি আমলে এ ধরনের আঁকা কোনো ছবি এখনও পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ ছবিই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত সামরিক অফিসারদের হাতে আঁকা। বর্তমান ওয়ারওয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অফ আর্টের সহযোগী অধ্যাপক রোসি ডিয়াসের দেওয়া তথ্য হতে জানা যায় সে সময় ব্রিটেনে সামরিক বাহিনীতে শিক্ষানবিস ক্যাডেটদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সপ্তাহে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা ছবি আঁকা শেখানো হতো, যাতে তাঁরা কর্মজীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের স্কেচ / ছবি দ্রুততার সাথে আঁকতে পারেন। এই ছবিগুলো পরবর্তীতে স্থান, বস্তু অথবা কোন ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সামরিক ব্যক্তি ছাড়াও সে সময়ের সিভিল প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তির অথবা তাদের পরিবারের সদস্যের দ্বারা আঁকা কিছু ছবিতে অতীতের চট্টগ্রামকে খুঁজে পাওয়া যায়। বইয়ের এই অধ্যায়ে চট্টগ্রাম শহরের অতীতের দৃশ্যপটকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ৩২টি ছবির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

দৃশ্যপট ১ :
শিল্পী: জেমস ক্রকেট।
সময়কাল : আনুমানিক ১৭৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: https://www.christies.com/en/lot/lot-5351377

ছবিটিতে বর্তমান আন্দর কিল্লায় অবস্থিত জেনারেল হসপিটাল পাহাড়ের ওপর সেসময়কার কিছু স্থাপনা ও এর আশেপাশের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ছবির বাম দিকে পাহাড়ের ওপর একটি দোতালা বাড়ি এবং ছবি ডান দিকে একটি বাংলো ডিজাইনের বাড়ি দৃশ্যমান রয়েছে। সে সময় এ দোতলা বাড়িটিতে থাকতেন চট্টগ্রামের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিফ জর্জ ডটসওয়েল এবং বাংলো বাড়িতে ছিলেন লেফটেন্যান্ট ব্রুকস। চিফের এই বাড়িটি সে সময় তাঁর বসবাসের ও দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। ছবিতে দেখা যায়, সেকালের জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তামজাং এ চড়ে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে কোম্পানির চিফ সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন এবং তাঁদেরকে বহন করে নিয়ে আসা হাতিগুলো পাহাড়ের সামনে অবস্থিত রাস্তায় (বর্তমান জে এম সেন এভিনিউ) অপেক্ষমাণ রয়েছে। এছাড়া ছবিতে দেখা যায়, পাহাড়ের সামনে কিছুটা নীচু ও সমতল স্থানে (বর্তমান জেনারেল হসপিটালের বহিবিভাগের স্থানে) আনুমানিক পাঁচটি কামান মোতায়েন করা আছে।

দৃশ্যপট ২ :
শিল্পী: জেমস ক্রকেট।
সময়কাল : আনুমানিক ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: British Library Reference # WD3952.

বর্তমান পাথরঘাটা এলাকার ইকবাল রোড ও বংশাল রোডের মাঝামাঝি স্থানের সে সময়কার দৃশ্য। ছবির বামদিকে দৃশ্যমান কিছুটা উঁচু স্থানে অবস্থিত দোতালা ক্লারমন্ট ডিজাইনের বাড়িটির মালিক ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামের কোম্পানির ডাক্তার রবার্ট উইলসন্স এবং ডান দিকে দৃশ্যমান বাংলো ডিজাইনের বাড়িটি ছিল এককালে চট্টগ্রামে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক প্রধান কর্নেল এলারকারের। বাড়িগুলোর পেছনে ছবিতে দৃশ্যমান নদীটি সেকালে চট্টগ্রাম শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদীর অংশ বিশেষ। কর্ণফুলী নদী বর্তমানে এই অবস্থানটিতে নেই। বহু কাল আগেই নদীর বাঁক দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিবর্তিত হয়ে এই স্থানটি ভরাট হয়ে বর্তমানে পাথরঘাটা এলাকা নামে পরিচিতি পেয়েছে। শিল্পী ছবিতে নিজেকে সামরিক পোশাক পরিহিত একজন অঙ্কনরত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ছবিতে তাঁর ভৃত্যদের একজনকে তাঁকে বাতাস করতে এবং অপর দুজনকে বসে বিশ্রাম করতে দেখা যায়।

দৃশ্যপট ৩ :
শিল্পী: জেমস জর্জ ।
সময়কাল : ৫ ই অক্টোবর ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: British Library Reference# WD336 ।

১৮১০-এর দশকে বর্তমান চৈতন্য গলি কবরস্থানের নিকটস্থ স্থান হতে পূর্ব দিকে দৃশ্যমান সেকালের ফেয়ারি হিল (বর্তমান পরীর পাহাড়) ও টেম্পেস্ট হিলের আশপাশের দৃশ্য । ছবির বামদিকে টেম্পেস্ট হিলে সে সময়কার চট্টগ্রাম জেলা আদালতের রেজিস্টার এডোয়ার্ড জেমস স্মিথের বাড়ি ও ডানদিকে তৎকালীন চট্টগ্রামের কোম্পানির ডাক্তার জন ম্যাকরের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় । এ পাহাড়গুলোর পেছনে দৃশ্যমান পাকা স্থাপনাটি ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার আদালত ভবন । ছবিতে এ ভবনের বামে অপেক্ষাকৃত নীচু সমতল জায়গায় দৃশ্যমান প্রাচীরে ঘেরা স্থাপনাটি ছিল তৎকালীন চট্টগ্রামের জেলখানা । পাহাড় গুলোর পেছনে ছবিতে দৃশ্যমান নদীটি সেকালে চট্টগ্রাম শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদীর অংশ বিশেষ । ছবির ডানদিকে নদীতে ভেড়ানো একটি জাহাজের তিনটি মাস্তুলের অংশ বিশেষ দৃশ্যমান রয়েছে । এতে ধারণা করা যায় সেকালে শহরের পূর্ব পাশে বহমান কর্ণফুলী নদীর তীর বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল । নদীর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে স্থানটি ভরাট হয়ে পাথরঘাটা এলাকা নামে পরিচিতি পেয়েছে । ছবির সামনের দিকে দেখতে পাওয়া তিনজন বর্ষাধারী ব্যক্তি সম্ভবত সেকালের চিটাগং প্রভেন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের সিপাহি ।

দৃশ্যপট ৪ :
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল : মার্চ, ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস : British Library Reference # WD335

তৎকালীন রংমহল পাহাড় (বর্তমানে জেনারেল হসপিটাল পাহাড়) হতে দক্ষিণ দিকে কর্ণফুলী নদীর তীর পর্যন্ত দৃশ্যমান সেসময়কার দৃশ্য। ছবির ডান ও বাম দিকের সারিবদ্ধ পাহাড়গুলোর মাঝে দৃশ্যমান জলাশয়টি বর্তমানে লালদীঘি নামে পরিচিত। ছবির ডান দিকের পাহাড়টি সেকালের ফেয়ারি হিল, যার বর্তমান নাম পরীর পাহাড় অথবা কোর্ট হিল। ছবির বামদিকে আংশিক দৃশ্যমান পাহাড়গুলোতে বর্তমানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদরদপ্তর, জেলা পশু হাসপাতাল, সরকারি মুসলিম হাই স্কুল অবস্থিত। ছবিতে ফেয়ারি হিলের পেছনে দৃশ্যমান গাছ-গাছালিতে ঘেরা কাঁচা ঘরবাড়ি এবং নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত বেলাভূমিটি তৎকালীন ফিরিঙ্গি বাজার। দৃশ্যমান নদীটি চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর অংশবিশেষ। নদীর পেছনে দৃশ্যমান পাহাড় গুলো বর্তমানে আনোয়ারা উপজেলার দেয়াং পাহাড় নামে পরিচিত।

দৃশ্যপট ৫ :
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল : **নভেম্বর ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।**
ছবির উৎস : https://www.bonhams.com/auctions/13803/lot/67
ছবির টাইটেল : Figures washing, Chittagong.

বর্তমান শোলক বহর এলাকায় অবস্থিত শেখ বাহারউল্লাহ জামে মসজিদের অতীতকালের সুদৃশ্য স্থাপনার চিত্র। মসজিদটির উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত পুকুরে কয়েকজন মুসল্লিকে ওজু করারত অবস্থায় ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় ।ছবির বামদিকে গাছ গাছালিতে ঘেরা সমতল স্থানটি বর্তমানে কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকা নামে পরিচিত ।বহুকাল পূর্বে পুকুরটি ভরাট করে মসজিদের বর্ধিত অংশ নির্মাণ করা হয়েছিল ।অপরদিকে ২০২০ সালে মসজিদের পুরাতন ভবনটি ভেঙে নতুন অবকাঠামো তৈরি করার ফলে ছবিতে দৃশ্যমান সেকালের সুদৃশ্য স্থাপনাটি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে ।

দৃশ্যপট ৬ :
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল : ডিসেম্বর, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস : Delhi Art Gallery (DAG)
ছবির টাইটেল : Chittagong.

বর্তমান নন্দনকানন তুলসী আখড়ার পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত শ্রীশ্রী মদনমোহন গোপালজী মন্দির ও এর আশেপাশের সেকালের দৃশ্য ।ছবির বাম দিকে তৎকালীন টেম্পেস্ট হিলের উপর অবস্থিত পাকা স্থাপনার আংশিক দৃশ্য ছবিতে দৃশ্যমান রয়েছে ।এছাড়া ছবির বামদিকে দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্তে কর্ণফুলী নদী দেখতে পাওয়া যায় ।

দৃশ্যপট ৭ :
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল : ক্যাটালগ বইয়ে উল্লেখ করা হয়নি।
ছবির উৎস: Christie's London auction catalogue, 25th May 1995. Pp.104.
ছবির টাইটেল : Chittagong.

বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজ হতে দক্ষিণ দিকে দৃশ্যমান মিসকিন শাহ (রাঃ) মাজার সংলগ্ন মসজিদের সেকালের দৃশ্য। ছবির ডানদিকে পাহাড়ের উপর আংশিক দৃশ্যমান বুরুজ সংযুক্ত বাড়িটি বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত পুরাতন বাড়ির সেসময়কার চিত্র। বাড়িটি আজও টিকে আছে। এক সময় এ বাড়িটির মালিক ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ফ্রেন্ড। তাঁর মৃত্যুর পর এ বাড়িটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিগ্রহণ করে চট্টগ্রামের জজ আদালতে রূপান্তরিত করে। এর আরো পরে এ বাড়িটি মাদ্রাসা কলেজের মূলভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মসজিদের সামনে ছবিতে দেখতে পাওয়া রাস্তাটি বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজ রোড নামে পরিচিত। ছবিতে ছাতা মাথায় ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় পোশাক পরিহিতা একজন ইংরেজ মহিলাকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতারত দেখা যায়।

দৃশ্যপট ৮ :
শিল্পী : থমাস প্রিন্সেপ ।
সময়কাল : ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস : British Library Reference # WD4100.
ছবির টাইটেল: View of Chittagong c.1825, showing the Washing Green.

বর্তমান ডিসি হিল থেকে উত্তরপূর্ব দিকে দেখতে পাওয়া সেকালের দৃশ্যে । ছবিতে দৃশ্যমান টিলার উপরে একটি স্থাপনা এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে টিলার গায়ে সাদা কাপড় মেলে ধরতে দেখা যায় । টিলার আড়ালের মসজিদটি ছিল তৎকালীন কদম মোবারক মসজিদ । মসজিদের পেছনে গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি তৎকালীন রহমতগঞ্জ । ছবির বাম অংশে দূরের পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুই বুরুজ বিশিষ্ট দোতলা পাকা বাড়িটি বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ের উপর অবস্থিত পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ি এবং সর্ব ডানে পাহাড়ের উপর অবস্থিত পাকা বাড়িটি চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিককার চিফ শিয়ারম্যান বার্ডসের পরিত্যক্ত বাড়ির সেকালের ছবি । এই দুই পাকা স্থাপনার মাঝে দৃশ্যমান পাহাড়টি ছিল বর্তমান গুডস হিল । মসজিদের সামনে দৃশ্যমান একটি পাকা সেতুর উপর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি বর্তমান মোমিন রোডের সেকালের চিত্র ।

দৃশ্যপট ৯ :
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল :অক্টোবর, ১৮২২ ।
ছবির উৎস : Bonhams auction, Knightsbridge,London. Tuesday, Apr Il 8, 2008 [Lot 00303]
ছবির টাইটেল : Chittagong.

শিল্পী বর্তমান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশনের অধীনস্থ জয় পাহাড় স্টেট থেকে পূর্বমুখী হয়ে ছবিটি এঁকেছিলেন ।ছবিটিতে দেখতে পাওয়া বিভিন্ন পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি পাকা স্থাপনার মাঝে ছবির বাম অংশে দৃষ্টি নন্দন দুই বুরুজ বিশিষ্ট দোতলা বাড়িটি হল বর্তমান হাজী মোহাম্মদ কলেজ পাহাড়ের উপর অবস্থিত পরিত্যক্ত দুই বুরুজ বিশিষ্ট দোতলা বাড়ির সেকালের দৃশ্য ।পাহাড় গুলোর পেছনে বহমান জলধারাটি সম্ভবত কর্ণফুলী নদী ।

দৃশ্যপট : ১০
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল :মার্চ, ১৮২২।
ছবির উৎস : Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong.

বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড় হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দৃশ্যমান সে সময়কার দৃশ্য। ছবিতে দেখতে পাওয়া রাস্তাটি বর্তমান চকবাজারের কাছে চট্টেশ্বরী রোডের অংশবিশেষ। এ রাস্তার নিকটে গাছপালায় ঘেরা অংশটি চট্টেশ্বরী রোড সংলগ্ন চকবাজার এলাকার সেকালের ছবি। সেতুর নীচ দিয়ে প্রবাহিত খালটি বর্তমানে এই এলাকার কাছে একটি পাকা ড্রেন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। দূরে দৃশ্যমান দুই বুরুজ বিশিষ্ট সুদৃশ্য দোতলা বাড়িটি বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ ক্যাম্পাসের পাহাড়ের উপর একটি ভগ্ন পুরাতন দোতলা বাড়ি হিসেবে এখনো টিকে আছে।

দৃশ্যপট ১১ :
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: অক্টোবর ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong from Rungmahal.

দৃশ্যপট ১২
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আনুমানিক ১৮১৯ -১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Catalogue for Bonhams and Brooks sale of Topograph Ical & American Pictures held on March 28, 2001, Lot # 39.
ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবি দুটিতে বর্তমান জেনারেল হসপিটালের পাহাড়ের উপর সেসময়কার চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিফের পরিত্যক্ত ভবনটি সহ এর চারপাশের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। শিল্পী দ্বিতীয় ছবিটিতে বর্ধিত অংশ হিসেবে বর্তমান আন্দর কিল্লা জামে মসজিদের সেকালের দৃশ্যটি সংযুক্ত করেছেন। চিফের পরিত্যক্ত স্থাপনার পেছনে ছবির ডান দিকে দৃশ্যমান পাহাড়ের উপর বাড়িটিতে সেসময় থাকতেন ক্যাপ্টেন পিটার কিনকেইড। ছবির ডানদিকে দেখতে পাওয়া অন্যান্য পাকা ঘরগুলো ছিল কোম্পানির অফিস, পোস্ট অফিস ও খড়ের গুদাম। কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই চিফের এই ভবনটি একাকাধারে তাঁর বাসস্থান ও দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো।

১৭৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামের কোম্পানি চিফ একাধারে রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালত উভয়ই পরিচালনা করতেন। এরপরে আদালতকে আর্থিক প্রশাসন থেকে আলাদা করে এর পরিচালনার জন্য জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়, চট্টগ্রামে প্রথম জজের দায়িত্ব পান এডওয়ার্ড কোলব্রুক । অপরদিকে একজন কালেক্টরকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৭৯৫ সালের এক প্রচণ্ড সাইক্লোনে কোম্পানির চিফের এই ভবনের ছাদ সম্পূর্ণ উড়ে যায় এবং এর অফিস কক্ষে রাখা অনেক মূল্যবান নথিপত্র নষ্ট হয়ে যায় । পরবর্তীতে এ ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। ছবিতে দৃশ্যমান মসজিদটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর সামনে কোম্পানির একজন সিপাহি পাহারারত রয়েছে এবং মসজিদের গম্বুজের উপরের কীলকগুলো (লোহার তৈরি সরু দণ্ড) অনুপস্থিত। এর কারণ হলো বজ্রপাতের সময় লোহার তৈরি কীলক গুলোর সাহায্যে পুরো স্থাপনা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গোলাবারুদে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেসময় এ কীলকগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল ।

দৃশ্যপট: ১৩
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: জুলাই, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : The Chittagong River.

১৮২৩ সালে বর্তমান কোরবানীগঞ্জের বলুয়ার দিঘীর পূর্ব পাশে লামাবাজার এর নিকটে তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর সাথে চাক্তাই খালের মিলন স্থলের চিত্র ।এই মিলনস্থলের কাছে দৃশ্যমান বিরান ভূমিটি সেকালের বাকুলিয়ার চর ।

দৃশ্যপট ১৪
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল: জানুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong.

বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারের পাহাড়ের উপর সেসময় অবস্থিত শিল্পী জেমস জর্জের বাংলো বাড়িটির দৃশ্য ।

দৃশ্যপট: ১৫
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল: জানুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong.

১৮২০ এর দশকে বর্তমান বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবনের পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেসময়কার বাসভবনটির আংশিক দৃশ্য । ১৮১০-এর দশকে এই বাসভবনে থাকতেন চট্টগ্রামের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে থাকা পল উইলিয়াম প্যাচেল । ছবিতে দৃশ্যমান পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটিই ছিল সেসময় এই বাড়িটিতে যাতায়াতের একমাত্র পথ । বর্তমানে রাস্তাটি আর ব্যবহার হয় না ।

দৃশ্যপট: ১৬
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong- a Marriage.

বর্তমান কাতালগঞ্জে অবস্থিত একজন স্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে সেসময়কার বিয়ের অনুষ্ঠানের দৃশ্য ।

দৃশ্যপট: ১৭

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

সেসময় কাতালগঞ্জে অবস্থিত শিল্পীর বাসভবনের পাহাড়ের (বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারের পাহাড়) উত্তর- পূর্ব দিকে দৃশ্যমান চিত্র। ছবিতে মির্জাখালের উপর নির্মিত তৎকালীন মির্জার পুল এবং গাছ গাছালিতে ঘেরা সেকালের মুরাদপুর (বর্তমান মোহাম্মদপুর) ও চাঁদগাও এলাকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

দৃশ্যপট: ১৮
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

সেসময় শিল্পী জেমস জর্জের কাতালগঞ্জস্থ বাসভবনের পাহাড়ের পূর্ব দিকের দৃশ্যপটের চিত্র ।ছবিতে একই দৃষ্টি রেখায় পরপর দুটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা মসজিদ দেখতে পাওয়া যায় ।বর্তমানে প্রথমটি হামিদুল্লাহ খান জামে মসজিদ ও দ্বিতীয়টি শেখ বাহরুল্লাহ জামে মসজিদ নামে পরিচিত রয়েছে ।এ দুটো মসজিদের মধ্যে হামিদুল্লাহ খাঁ জামে মসজিদটি তার পুরাতন অবয়ব নিয়ে এখনো টিকে আছে ।এই মসজিদ গুলোর কাছে কিছু কাঁচা ঘরবাড়ি ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় ।ছবির দিগন্তে দৃশ্যমান নদীটি সেকালে শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে বহমান কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য ।পুরো ছবিতে দৃশ্যমান স্থানটি বর্তমানে শোলকবহর নামে পরিচিত ।

দৃশ্যপট: ১৯
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল: সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বাসভবনের পাহাড়ের শীর্ষদেশ (বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারের পাহাড়ের শীর্ষ) হতে পূর্বদিকে দৃশ্যমান সেসময়কার প্রাকৃতিক দৃশ্য । ছবিতে পাহাড়ের শীর্ষের সমতল স্থানে কয়েকটি মেষ , বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা একটি বৃহৎ বৃক্ষ এবং তার সামনে আলাপচারিতারত এদেশীয় দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায় । পাহাড়ের উপর এই সমতল স্থানটিতে বর্তমানে কিং অব চিটাগাং কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত । পাহাড়ের পেছনে গাছগাছালিতে ঘেরা সেকালের নীচু সমতল এলাকা ও দূরে বহমান কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য ছবিটিতে দেখানো হয়েছে ।

দৃশ্যপট: ২০
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বাসভবনের পাহাড়ের শীর্ষদেশ (বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারের পাহাড়ের শীর্ষ) হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দৃশ্যমান সেসময়কার চকবাজার এলাকার অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ির দৃশ্য। ছবির দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে দেখতে পাওয়া জলধারাটি সেকালের কর্ণফুলী নদী।

দৃশ্যপট: ২১
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বাসভবনের পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে দৃশ্যমান সেসময়ের দৃশ্য ছবিটিতে আঁকা হয়েছে। পাহাড়ের সামনে ছবিতে দৃশ্যমান গাছ গাছালিতে ঘেরা নীচু সমতল জায়গাটি বর্তমানে পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা নামে পরিচিত। দূরে দৃশ্যমান পাহাড়ের উপর দুই বুরুজ বিশিষ্ট দোতলা বাড়িটি বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ের উপর এখনো টিকে থাকা পরিত্যক্ত ভবনের সে সময়ের ছবি।

দৃশ্যপট: ২২
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বাসভবনের পাহাড় হতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সেসময়ে দৃশ্যমান বর্তমান ফিনলে কোম্পানি ও চট্টগ্রাম মেডিকেল ছাত্রাবাসের উত্তর- পূর্ব দিকের পাহাড় সমূহের দৃশ্য।

সূচিপত্র

দৃশ্যপট: ২৩
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল: সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বসতবাড়ির পাহাড়ের পশ্চিম দিকে সেকালে বিদ্যমান পাহাড় সমূহ, পাহাড়ের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া মেঠোপথ এবং তাঁর বসতবাড়ির পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটির আংশিক দৃশ্য । পশ্চিমের এই পাহাড়সমূহ বর্তমানে প্রবর্তক সংঘের পাহাড় এবং এ পাহাড় সমূহের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি বর্তমানে পাঁচলাইশ এলাকার ও আর নিজাম রোড নামে পরিচিত ।

দৃশ্যপট: ২৪
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বসতবাড়ির পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান প্রবর্তক সংঘ পাহাড়সমূহ এবং এগুলোর উপর অবস্থিত বিভিন্ন বসতবাড়ির সেসময়ের দৃশ্য।

দৃশ্যপট: ২৫
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: অক্টোবর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বসতবাড়ির পাহাড়ে উত্তর পশ্চিমের সেসময়ের দৃশ্য। ছবিতে দৃশ্যমান গাছগাছালিতে ঘেরা নীচু সমতল স্থানটিতে বর্তমানে সুগন্ধা ও নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। দূরে দৃশ্যমান পাহাড় গুলো বর্তমানে বন গবেষণা কেন্দ্র, নাসিরাবাদ ও বায়েজিদ এলাকার পাহাড় নামে পরিচিত।

দৃশ্যপট: ২৬

শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল: অক্টোবর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বসতবাড়ির পাহাড়ের শীর্ষ হতে উত্তরদিকে দৃষ্টির সমান্তরালে দৃশ্যমান সেসময়ে দৃশ্য। পাহাড়ের শীর্ষস্থানে দৃশ্যমান সমতল স্থানে বর্তমানে 'কিং অফ চিটাগং' কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত।

দৃশ্যপট : ২৭
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল : সেপ্টেম্বর, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস : Delhi Art Gallery (DAG).
ছবির টাইটেল : Chittagong.

তৎকালীন সুদৃশ্য 'মির্জার পুল' সেতুর দৃশ্য । ছবির বামদিকে ঘন গাছ-গাছালিতে ঘেরা অংশটি বর্তমানে মুরাদপুর এলাকা এবং দূরে দৃশ্যমান সমতল এলাকাটি বর্তমানে চাঁদগাও এলাকা নামে পরিচিত ।

দৃশ্যপট: ২৮
শিল্পী : জেমস জর্জ ।
সময়কাল : ফেব্রুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ঊনবিংশ শতকে প্রবর্তক সংঘের পাহাড় এবং এ স্থানের উত্তরপূর্ব দিকে দৃশ্যমান সেকালের মুরাদপুর ও চাঁদগাও এলাকার ভূ- প্রাকৃতিক দৃশ্য ।

দৃশ্যপট : ২৯
শিল্পী : জেমস জর্জ।
সময়কাল : অক্টোবর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.
ছবির টাইটেল : Chittagong from Kuttaulgunge.

ঊনবিংশ শতকে কাতালগঞ্জে অবস্থিত একটি পাহাড়ের খাড়া ঢালে সেকালের পায়ে হাঁটা পথের দৃশ্য।

দৃশ্যপট : ৩০
শিল্পী : জেনি ব্লাগ্রেভ।
সময়কাল : ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: The British Library Reference # WD1703
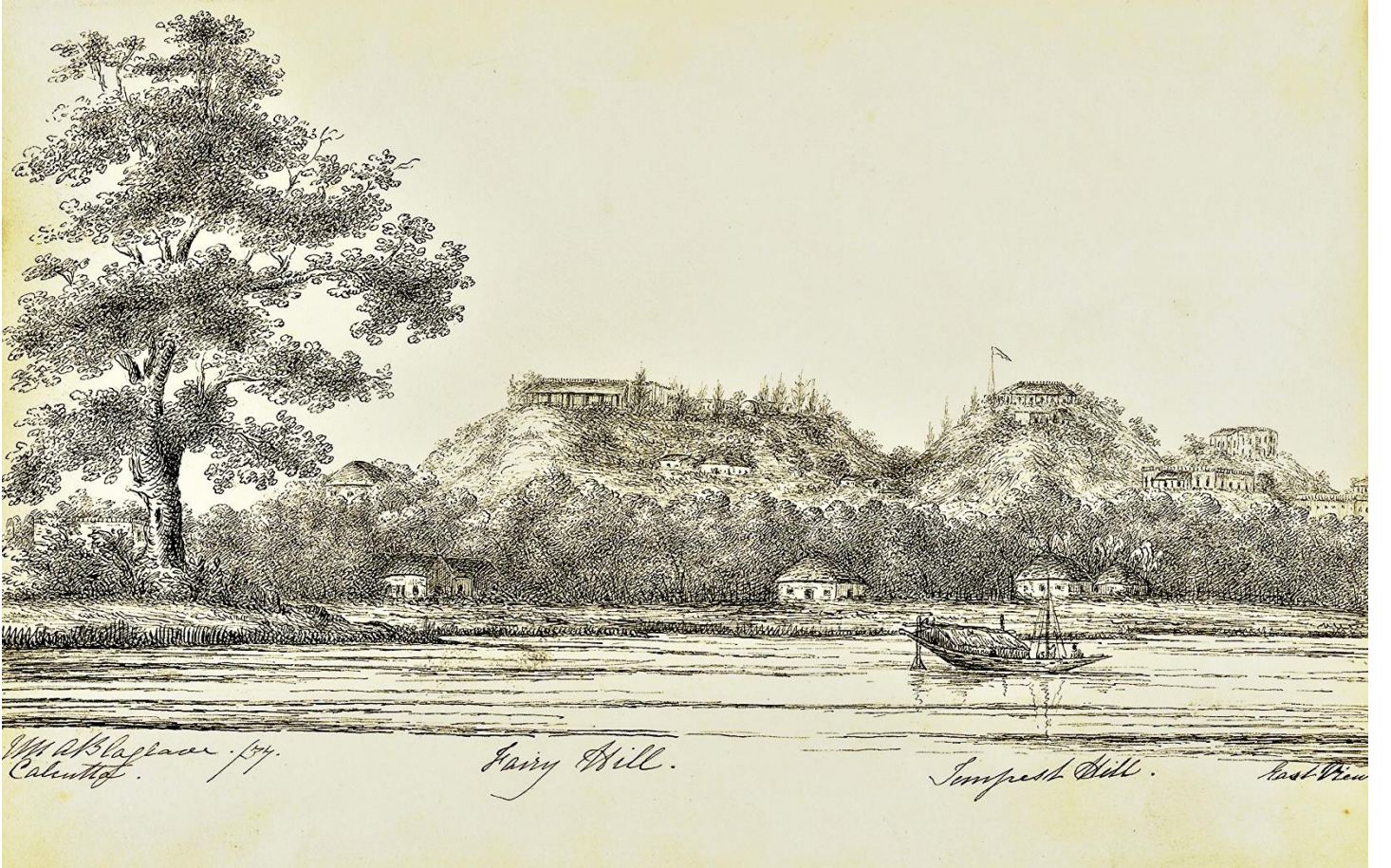
শিল্পী জেনি ব্লাগ্রেফ তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের পূর্বপাশে বহমান কর্ণফুলী নদী হতে পশ্চিমমুখী হয়ে এই ছবিটি এঁকেছিলেন। নদীর খুব কাছেই সেকালের আন্দরকিল্লার ফেয়ারি হিল, টেম্পেস্ট হিল এবং অন্যান্য পাহাড় সমূহের অবস্থান ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। দৃশ্যমান নদীর তীর জুড়ে ছিল সেসময়ের বান্ডেল এলাকা। ছবির সর্ব বাম অংশে তৎকালীন পাথরঘাটার গির্জার এবং সর্ব ডান অংশে তৎকালীন জেলখানার কিছু অংশ দৃশ্যমান রয়েছে। এই জেলখানার বাম পাশে পাহাড়ের উপর স্থাপনাটি ছিল তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। শিল্পী নদীর যে স্থানটিতে নৌকায় বসে ছবিটি এঁকেছিলেন সেই স্থানটি বর্তমানে ভরাট হয়ে পাথরঘাটা ওয়ার্ড এর দক্ষিণ-পূর্বের বিশাল অংশ তৈরি হয়েছে।

দৃশ্যপট : ৩১
শিল্পী : জেনি ব্লাগ্রেভ।
সময়কাল : ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।
ছবির উৎস: The British Library Reference # WD 1704

শিল্পী জেনি ব্লাগ্রেফ তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদী হতে উত্তর পূর্বমুখী হয়ে এই ছবিটি এঁকেছিলেন । দৃশ্যমান নদীর তীরবর্তী সমতল স্থানটি সেসময়ের ফিরিঙ্গি বাজার ও মাদারবাড়ি এলাকা । এই সমতল স্থানের পেছনে ছবিতে কয়েকটি সারিবদ্ধ পাহাড়ের উপর অবস্থিত তৎকালীন স্থাপনাগুলো চিত্র দেখতে পাওয়া যায় । ছবির সর্ব ডানে আংশিক যে স্থাপনাটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি ছিল তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত । এ আদালত ভবনের বাম দিকে পর্যায়ক্রমে তৎকালীন ফেয়ারি হিল ও টেম্পেস্ট হিল এবং চাকমা রাজা ধরম বক্সের বাসভবনের পাহাড়ের অবস্থান দৃশ্যমান রয়েছে । ছবির সর্ব বামের পাহাড়ের উপর দৃশ্যমান বাড়িটি ছিল তৎকালীন জেলা আদালতের প্রিন্সিপাল সদর আমিন জর্জ ডুসেটের ।

দৃশ্যপট : ৩২
শিল্পী : জেনি ব্লাগ্রেভ ।
সময়কাল : ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ ।
ছবির উৎস: The British Library Reference # WD1706.
ছবির টাইটেল : Chittagong.
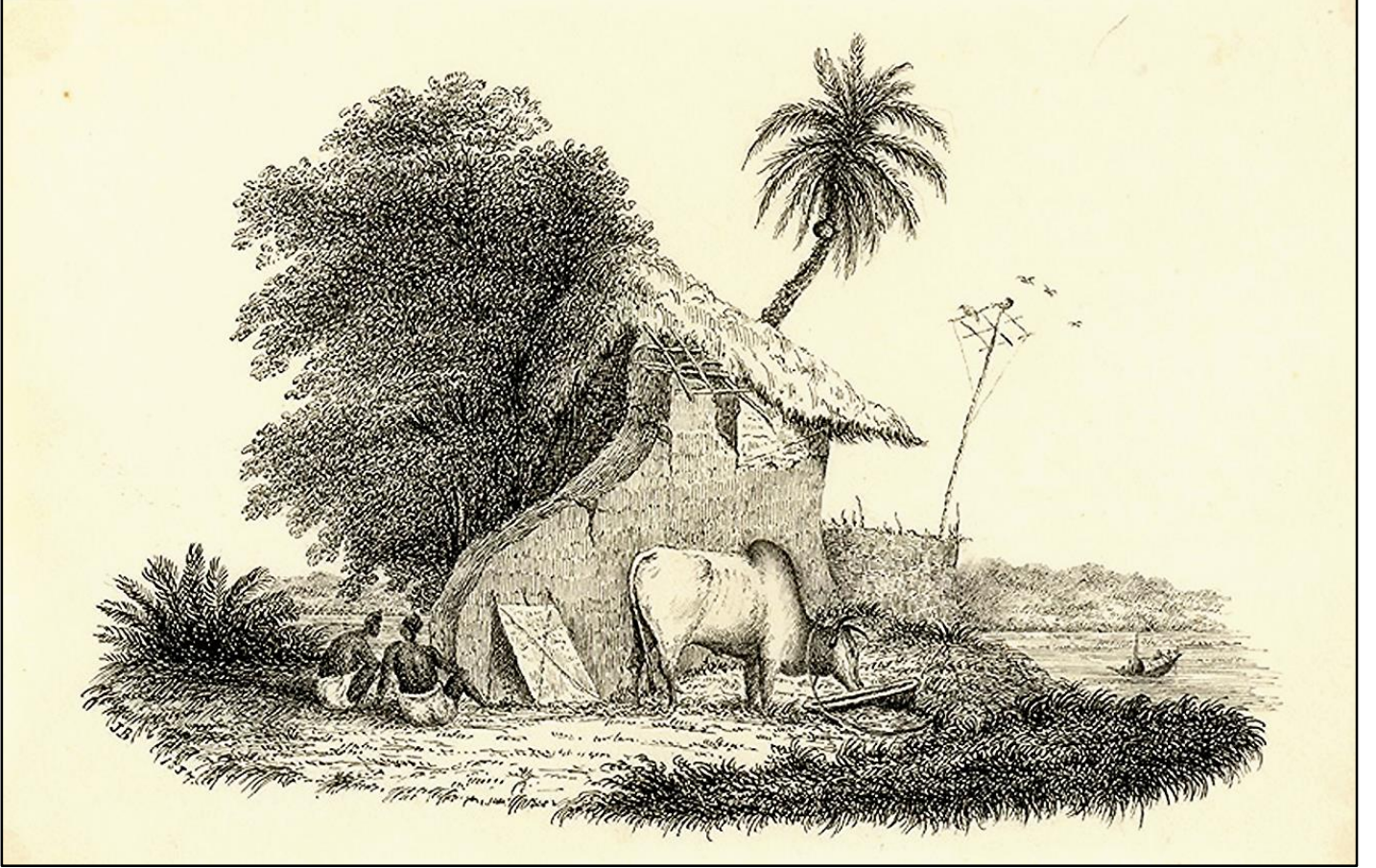
তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর তীরে একজন সাধারণ ব্যক্তির কাঁচা বসতবাড়ির দৃশ্য ।

পাহাড়ি ঢালে দুলকি চালে তামজং/ তান্জাম —

অতীতকালে চট্টগ্রামের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা 'তামজাং' / 'তান্জাম' নামের পালকি সদৃশ এক প্রকার বাহন ব্যবহার করতেন। বিশেষত শহরের মূল সড়ক হতে পাহাড়ি খাড়া রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের উপর যাতায়াতের এটিই ছিল একমাত্র বাহন। কারণ কোন ঘোড়ার গাড়ির পক্ষে পাহাড়ি এ খাড়া রাস্তা বেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব ছিল না। চারপায়ার একটি চেয়ারের দুপাশে দুটি লম্বা কাঠের অথবা বাঁশের দণ্ড সংযুক্ত করে তৈরি করা হতো তামজাং/ তান্জাম, যা চারজন বেয়ারা দণ্ড দুইটির সামনে ও পেছনের চার প্রান্ত কাঁধে নিয়ে বহন করতো **[Ref.-1]**। অতিরিক্ত দুই একজন ব্যক্তি এই চারজন ব্যক্তিকে ঠেলার কাজে নিয়োজিত থাকতো। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত ক্যাপ্টেন থমাস উইলিয়ামসন্সের 'অরিয়েন্টাল ফিল্ড স্পোর্টস' বইয়ে স্যামুয়েল হাউয়েট এর আঁকা হাতি শিকার এর একটি দৃশ্যে এবং জেমস ক্রকেটের আঁকা ছবি দৃশ্যে সে সময়কার তামজাং এর ছবি দেখা যায় **[চিত্র ১, ২]**।

তামজাং / তান্জাম এ চরে পাহাড়ে ওঠা আরামদায়ক হলেও একে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজটি বেয়ারাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য ছিল। পুরো ব্যাপারটি এতটাই শ্রম ও কৌশল নির্ভর ছিল যা চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেয়ারা ছাড়া সমতলের পালকি বেয়ারাদের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব ছিল **[Ref.-2]**।

চিত্র-১: ১৮০৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত Captain Thomas Williamson এর লেখা Oriental Field Sports বইয়ে Samuel Howitt এর আঁকা চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতি ধরার দৃশ্যে দেখাতে পাওয়া তামজং/তান্জাম এর ছবি ।

চিত্র-২: আনুমানিক ১৭৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পী জেমস ক্রকেটের আঁকা ছবিতে দেখা যায় সেকালের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তামজাং / তান্জাম এ চড়ে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে কোম্পানির চিফ সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন ।

চা শিল্পের সূতিকাগার —

বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল চায়ের আবাদ সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে। ১৮৪০ সালে তৎকালীন চট্টগ্রামের কালেক্টর আর্কিবল্ড স্কন্স আসাম হতে মেজর জেনকিন্সের সহযোগিতায় নৌকায় করে কিছু চা গাছের চারা চট্টগ্রামে নিয়ে এসে শহরে তাঁর নিজস্ব বাগানে পরীক্ষামূলক ভাবে রোপণ করেন **[Ref.-1,2]** । তিন বছর পর এ গাছগুলোর উচ্চতা প্রায় ৬ থেকে ১০ ফুটের মতো হয় **[Ref.-3]** । ১৮৪৩ সালে এ সকল চা গাছ হতে পাতা সংগ্রহ করে তৎকালীন চট্টগ্রামে কর্মরত লবণের এজেন্ট জেমস ব্রুস রান্নার চুলার আগুনে মাটির পাত্রে চায়ের পাতার গুঁড়ো তৈরি করেন **[Ref.-4]** । যদিও লোহার পাত্রের পরিবর্তে মাটির পাত্র ব্যবহার করায় প্রস্তুতকৃত চায়ের পাতার গুঁড়ো কিছুটা নিম্নমানের হয়। পরবর্তীতে এ চা পাতার গুঁড়ো গুলো কাচের বোতলে ভরে পরীক্ষার জন্য কলকাতার হর্টিকালচার সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় **[Ref.-5]** । সেখানে চা বিশেষজ্ঞ চার্লস টেরি চা পাতাটি পরীক্ষা করে একে উন্নত মানের চা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ভবিষ্যতে এ গাছ হতে সঠিক নিয়মে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হলে ইংল্যান্ডে তা ভালো মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব হবে বলে অভিমত দেন **[Ref.-6]** । এই প্রাথমিক সাফল্যের পর আরো উৎসাহী হয়ে কালেক্টর স্কন্স তাঁর বাগানে বিপুল সংখ্যক চা গাছের বীজ রোপণ করেন। ১৮৪৩ সালের শেষের দিকে তাঁর এই বাগানটিতে কয়েকশত চা গাছ ছিল বলে জানা যায় **[Ref.-7]** । পরবর্তীকালে তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে তৎকালীন চট্টগ্রাম পোর্টের হারবার মাস্টার এলসন কিছুকাল এ বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন **[Ref.-8]** ।

তারপর এই বাগানটি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং এক সময় বাগানের বেড়া ভেঙ্গে গবাদি পশু ঢুকে চা গাছগুলোর বেশ ক্ষতিসাধন করে [**Ref.-9]** । ১৮৬০ সালে এ বাগানটি চা উৎপাদক ড্যানিয়েল ফুলারের হস্তগত হয় **[Ref.-10]** । তাঁর পরিচর্যায় এ চা বাগানটি পুরাতন শ্রী ফিরে পায়, সেই সাথে এটি বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাবের আশেপাশে অবস্থিত অন্যান্য পাহাড়ের ঢালে সম্প্রসারিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চা বাগানে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে 'পাইওনিয়ার টি গার্ডেন' নামে পরিচিতি পেয়েছিল **[Ref.-11, 12]** । বর্তমান CRB এলাকায় এখনো টিকে থাকা শতবছরের পুরাতন শিরীষ গাছ গুলো ছিল সেসময়কার 'পাইওনিয়ার টি' গার্ডেনের 'শেড ট্রি' (চা গাছের ছায়াদানকারী বৃক্ষ) । ১৮৮০ সালের এক মানচিত্রে এ বাগানটির অবস্থান বর্তমান চিটাগাং ক্লাব ও CRB এলাকার পাহাড় সমূহের স্থানে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-১]** ।

চিত্র-১: ১৮৮০ সালে লিনডির তৈরি Map of the Tea Producing Tracts of India নামের মানচিত্রে তৎকালীন চট্টগ্রামে বাংলার প্রথম চা বাগান 'পাইওনিয়ার টি গার্ডেন' সহ শহরের বুকে অন্যান্য চা বাগানসমূহের অবস্থানের চিত্র । ছবির সূত্র: The British Library.

শুরুর দিকে পাইনিয়ার গার্ডেনের আয়তন ছিল প্রায় ২২ একর যা কালক্রমে বেড়ে বিংশ শতকের প্রথম দিকে ৫৪ একর জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে **[Ref.-13,14]** । এই চা বাগানটি বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান । ১৮৬১ সালে এ বাগান থেকে প্রস্তুতকৃত চায়ের পাতার গুঁড়ো ইংল্যান্ডের মেসার্স টুইনিং কোম্পানিকে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় । পরীক্ষার পর চট্টগ্রামের এ চা গুণমানে 'এ ওয়ান' গ্রেড এবং তৎকালীন চায়নার চায়ের সমতুল হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় **[Ref.-15]** । চট্টগ্রামে উৎপন্ন এ চায়ের গুণমানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন অনেক ইউরোপীয় বিনিয়োগকারী চট্টগ্রামে চা বাগান তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করে । এর ফলে সেকালে চট্টগ্রামে অনাবাদি জমি কেনার হিড়িক পড়ে যায় । চট্টগ্রামে চা বাগান তৈরির এই উন্মাদনা ১৮৬৩-৬৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে **[Ref.-16]** । যদিও সে সময় বেশ কিছু চা বাগানে ম্যানেজারদের অদক্ষতা অথবা অযত্নের কারণে সংশ্লিষ্ট চা বাগানগুলো সফলতার মুখ দেখেনি । সেই সাথে তৎকালীন আগ্রা ব্যাংকের দেউলিয়াত্বের কারণে অনেক চা বাগানের মালিক আর্থিক বিপর্যয়ে পড়ে কম মূল্যে তাদের চা বাগান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় **[Ref.-17]** ।

'পাইওনিয়ার টি' গার্ডেনটিকে আরও চারটি চা বাগানের সাথে যুক্ত করে পাইওনিয়ার টি-স্টেট নামের চা কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল **[Ref.-18]** । ১৮৮০ এর দশকে চট্টগ্রাম শহরে পাইনিয়ার, বেলমন্ট, ফ্লোরেন্স, কর্ণ খিল, ডরথি ইত্যাদি নামে সাতটি চা বাগানের এবং চট্টগ্রাম শহরের বাইরে বারোমাসিয়া, ঘাটচেক, চাঁদপুর, হালদা, পুটিয়া, জইতপুরা, সাঙ্গু রিভার ইত্যাদি নামে প্রায় বারটি চা বাগানের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় **[Ref.-19]** । এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো পাঁচটি চা বাগানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । ১৮৭২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় সমগ্র চট্টগ্রামের বাগান গুলো সর্বমোট ২৩,৬৮৭ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল , তবে তার মধ্যে কেবল ১২০৩ একর জমিতে চায়ের আবাদ করা হয়েছিল **[Ref.-20]** । সে বছর প্রতি একরে ওজনে ১৯৮ পাউন্ড পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়েছিল । বেশিরভাগ সময়ে চট্টগ্রামে পর্যাপ্ত চা শ্রমিক পাওয়া যেত । ইউরোপীয় বাগান মালিকেরা এ সকল চা শ্রমিককে 'কুলি' বলে সম্বোধন করতেন ।

তবে অন্য ফসল আবাদের মৌসুমে চট্টগ্রামে এসব শ্রমিকের ঘাটতি পড়লে বাইরের জেলা বিশেষত সিলেট, আসাম ও কাছাড় থেকে কয়েক শত শ্রমিক আমদানি করা হতো **[Ref.-21]** । ১৮৭৩ সালে বাইরের জেলা থেকে আগত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ৫ রুপি ও ৪ রুপি । অন্যদিকে বিভিন্ন কাজের মূল্যায়নে চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মাসিক বেতন ছিল ৬ থেকে ৪ রুপি **[Ref.-22]** । ১৮৭৩-৭৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে রপ্তানীকৃত চায়ের মূল্য ছিল প্রায় ৩০ হাজার স্টারলিং পাউন্ড **[Ref.-23]** । ১৮৮০ সালে তৈরি একটি মানচিত্রে চট্টগ্রামের এ সকল চা বাগানের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে **[চিত্র-২]** ।
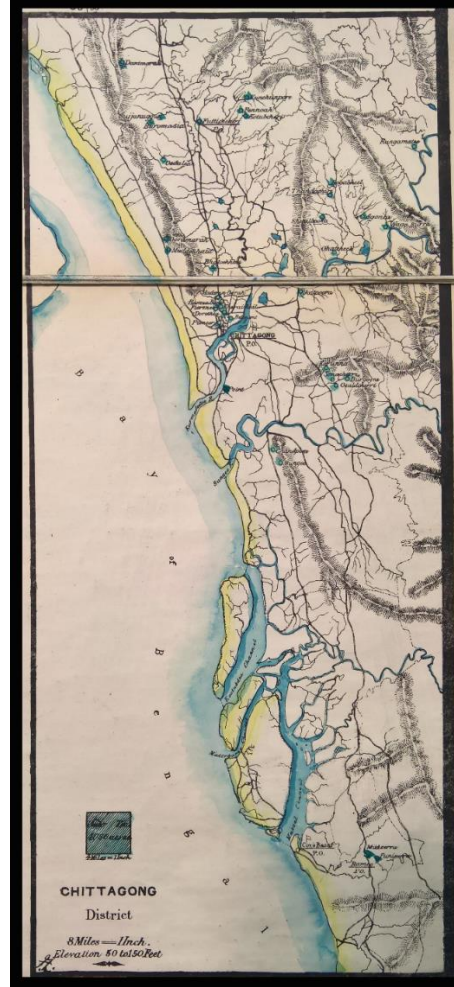
চিত্র-২: ১৮৮০ সালে লিনডির তৈরি Map Of The Tea Producing Tracts Of India নামের মানচিত্রে সমগ্র চট্টগ্রামে তৎকালীন চা বাগানসমূহের অবস্থানের চিত্র । ছবির সূত্র: The British Library.

কাঠের জাহাজের স্বর্ণযুগ —

চট্টগ্রামে ইংরেজদের আগমনের বহুকাল আগে থেকেই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা জাহাজ নির্মাণ কাজে অভিজ্ঞ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিককার মানচিত্রগুলোতে চিহ্নিত Carpenter yard, Docks, Bankshall স্থানগুলো এই সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ তখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং সেইসাথে জাহাজের পালের জন্য উন্নতমানের কাপড় ও ক্যানভাস তৈরি হত। অধিকন্তু এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেক আগে থেকেই নৌ-নির্মাণ শিল্পে অভিজ্ঞ হওয়ায় এ কাজে পারদর্শী লোকবল সহজেই সে সময় পাওয়া যেত। চট্টগ্রামে এ সকল সুযোগ-সুবিধা থাকায় ইংরেজরা এই অঞ্চলে তাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

পুরাতন নথিপত্রে ১৭৮৬ সালে চট্টগ্রামে ইংরেজ নাবিক জ্যাকব গিলসের তত্ত্বাবধানে তৈরি ৯০ টন বহন ক্ষমতার একটি জাহাজের তথ্য পাওয়া যায় **[Ref.-1]**। প্রথমদিকে কিছুটা অনিয়মিত ভাবে চললেও ১৭৯০ দশক হতে ইংরেজরা চট্টগ্রামে নিয়মিতভাবে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শুরু করে **[Ref.-2]**। জাহাজ নির্মাণের জন্য তারা এ অঞ্চলের লাল জারুল কাঠ ব্যবহার করত **[Ref.-3]**। নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতব বস্তু যেমন লোহার নেইল, বোল্ড ও কপারের পাত ইত্যাদি ইউরোপ হতে আমদানি করা হতো **[Ref-4]**। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে জাহাজের তলানির কাঠকে রক্ষা করা ও পানি রোধের জন্য জাহাজের তলানির বাইরের অংশ কপার পাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো **[Ref.-5,6]**।

রং তৈরিতে ব্যবহৃত হতো চট্টগ্রামের তৈরি কাঠের তেল এবং ইউরোপের তৈরি তিসির (linseed) তেল **[Ref.-7]** । তখনকার ইংরেজ জাহাজ নির্মাতারা চট্টগ্রামের লাল জারুল কাঠের বেশ সুনাম করেছিলেন । তাদের মতে চট্টগ্রামের লাল-জারুলের কাঠের তৈরি জাহাজ ১৫- ২৫ বছর সমুদ্রের নোনা জলে ভালোভাবে টিকে থাকতে পারতো **[Ref.-8]** । কলকাতায় জাহাজ তৈরির জন্য চট্টগ্রামের লাল জারুল কাঠের বেশ কদর ছিল । কিন্তু নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লম্বা জারুল কাঠ সে সময় চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না । ইংরেজদের তৈরি এ জাহাজ গুলো দেশীয় শিল্পীদের তৈরি জাহাজের তুলনায় বড়, মজবুত ও দৃষ্টিনন্দন ছিল । সেকালে ইংরেজরা চট্টগ্রামে বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজ নির্মাণ করতো, যার মধ্যে ছিল - স্লুপ, কাটার (এক মাস্তুল বিশিষ্ট), স্নো, ব্রিগ, কেচ (দুই মাস্তুল বিশিষ্ট), বার্ক, শিপ (তিন বা তিনের অধিক মাস্তুল বিশিষ্ট) ।

১৭৯২ সালে চট্টগ্রামে ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জর্জ পালভাসের তত্ত্বাবধানে ‘শারলেট’ নামের একটি জাহাজ নির্মিত হয় **[Ref.-9]** । এই জাহাজটি কলকাতার হুগলি বন্দরে থাকা অবস্থায় ১৭৯২ সালে শিল্পী বালথেজার সলভিন এ জাহাজের ছবি এঁকেছিলেন **[চিত্র-১]** । জাহাজের দুটি দৃশ্য একই ছবির ফ্রেমে শিল্পী তাঁর শৈল্পিক গুণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । ছবিটির বাম অংশে জাহাজের পশ্চাৎদৃশ্য আঁকা হয়েছে যেখানে জাহাজটির নাম দৃশ্যমান রয়েছে, আর ছবির মাঝের অংশে আঁকা হয়েছে জাহাজের পার্শ্ব দৃশ্য । নির্মাণশৈলীর বিচারে এটি ছিল স্নো প্রকৃতির জাহাজ যার ধারণ ক্ষমতা ছিল ৫০০০ ব্যাগ (আনুমানিক ২৩৫ টন) **[Ref.-10]** । ১৭৯৪ সালে চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বার্মা সেনাদের বিরুদ্ধে কর্নেল এরস্কিনের নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানির সেনা অভিযানের সময় এই জাহাজটি চট্টগ্রাম থেকে রামুতে কোম্পানির সৈন্য ও রসদ পরিবহনে ব্যবহার করা হয়েছিল **[Ref.-11]** । ১৭৯৫ সালে ক্যাপ্টেন জর্জ পালভাসের মৃত্যুর পর জাহাজটি চট্টগ্রামের আরেক ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মার্টিন আড্রিয়ান কিনে নেন **[Ref.-12]** ।

চিত্র-১: ১৭৯২ সালে শিল্পী বালথেজার সলভিনের আঁকা চট্টগ্রামে নির্মিত 'শারলেট' নামের জাহাজের ছবি। ছবির সূত্র: Royal museum Greenwich, UK.

চট্টগ্রামের স্থানীয় কারিগররা সেসময় সমুদ্রগামী মূলত দুই ধরনের নৌযান নির্মাণ করত, যার একটির নাম ছিল কোস ও অপরটি ছিল বালাম। প্রায় ৮ থেকে ৩০ টনের মত মালামাল এ সকল দেশীয় নৌযান বহন করতে পারতো **[Ref.-13]**। এক পাল বিশিষ্ট কোস নৌযানটি মূলত

সমুদ্র উপকূল ও তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে নদীপথে মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হতো। মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বাঘ সুযোগ পেলে সাঁতার কেটে এ সকল নৌকার অভিযাত্রীদের আক্রমণ করত। তাই রাতে বাঘের এ আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোস নৌযানের উপরে জাল বিছানো থাকতো **[Ref.-14]**। অপরদিকে বালাম ছিল আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত বড় নৌযান যা মূলত সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহার হতো। এ সকল নৌযান নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কাঠ গুলো একটি অপরটির সাথে বেতের দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো **[Ref.-15]**। লোহার তৈরি কোন পেরেক এ কাজে ব্যবহার করা হতো না। এমনকি তাদের নোঙ্গরটিও কাঠের তৈরি ছিল। তবে সমুদ্রের নোনা পানিতে দেশীয় এই সকল নৌযানের স্থায়িত্বকাল ইউরোপীয় জাহাজের তুলনায় কম হত। ১৮০৮ সালে প্যারিসে প্রকাশিত Les Hindous বইটিতে শিল্পী বালথেজার সলভিনের আঁকা ছবিতে সেকালে চট্টগ্রামে তৈরি কোস ও বালাম নৌকাগুলো দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২,৩]**।

চিত্র-২: ১৮০৮ সালে প্যারিসে প্রকাশিত Les Hindous বইয়ে শিল্পী বালথেজার সলভিনের আঁকা চট্টগ্রামে তৈরি 'কোস' নৌযানের ছবি।

চিত্র-৩: ১৮০৮ সালে প্যারিসে প্রকাশিত Les Hindous বইয়ে শিল্পী বালথেজার সলভিনের আঁকা চট্টগ্রামে তৈরি ‘বালাম’ নৌযানের ছবি।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্য সময়ে চট্টগ্রামে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প তুঙ্গে অবস্থান করছিল। ১৮১৮ সালের মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর তীরে অসংখ্য জাহাজ নির্মাণ কারখানার(Bankshalls) উপস্থিতি এ সত্যতা প্রমাণ করে। ১৮১২ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে গড়ে প্রতি বছর সাতটি বড় সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হয়েছিল **[Ref.-16]**। এ সকল জাহাজের ধারণ ক্ষমতা ছিল প্রায় ১০০ থেকে ৭০০ টন **[Ref.-17]**। শুধু চট্টগ্রামেই নয়, তখন ইংরেজদের অধিকারে থাকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের এরকম রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের এ জাহাজ নির্মাণ শিল্প দ্রুতই তৎকালীন ব্রিটেনের

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সেসময় জাহাজ নির্মাণ শিল্পে জড়িত পৃথিবীর শীর্ষ বারোটি স্থানের মধ্যে একটি ছিল চট্টগ্রাম **[Ref.-18]**।

১৮১৮ সালে চট্টগ্রামে ডা. জন ম্যাকরের মালিকানাধীন শিপ ইয়ার্ডে 'আলফ্রেড' নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মিত হয় **[Ref.-19]**। জাহাজটির বহন ক্ষমতা ছিল ৬৮১ টন এবং দৈর্ঘ্যে ছিল ১৩৬ ফুট **[Ref.-20]**। বিভিন্ন মালিকের অধীনে জাহাজটি ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত হতে লন্ডন ও চীনে মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৮৪৮ সালে জার্মান নৌ বাহিনী জাহাজটি কিনে 'ডয়েচল্যান্ড' নামে তাদের প্রথম রাজকীয় নৌবহরে সম্পৃক্ত করে **[Ref.-21]**। সে বছরই শীত কালে জাহাজটিকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলার জন্য ৩২ টি কামান সংযুক্ত করে জাহাজটির ব্যাপক পরিবর্তন করা হয় **[Ref.-22]**। জাহাজের ভেতরকার এই পরিবর্তিত রূপটি সেসময়কার আঁকা কিছু ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৪]**। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে জাহাজটি আগের মত সমুদ্রে চলাচলের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। বিশেষভাবে সেসময় জার্মানদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচ যুদ্ধজাহাজের বিপরীতে এই জাহাজটি অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। এসব কারণে পরবর্তীতে জাহাজটিকে শুধু নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণের জাহাজ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় **[Ref.-23]**। জার্মান নৌবাহিনীর ডয়েচল্যান্ড নামক যুদ্ধজাহাজটিকে শিল্পী লুদার আরেনহোল্ডের আঁকা এক চিত্রে সমুদ্রে চলমান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় **[চিত্র-৫]**। ১৮৫২ সালে জার্মান নৌবাহিনী জাহাজটিকে তখনকার ৯২০০ জার্মান রৌপ্য মুদ্রায় (Thaler) একটি শিপিং কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় **[Ref.-24]**। শেষপ্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জাহাজটি ১৮৫৮ সালে চীনের নৌবাহিনীতে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায় **[Ref.-25]**।

ইংরেজ- বার্মার প্রথম যুদ্ধের (১৮২৪-২৬) পর বার্মার কিছু অংশ ইংরেজদের অধিকারে এলে ইংরেজরা ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম হতে বার্মার মওলমিয়াইনে (বর্তমান মিয়ানমারের মন স্টেটের একটি শহর) তাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প সরিয়ে নেয় **[Ref.-26]**। এর ফলে চট্টগ্রামে ইংরেজদের

তত্ত্বাবধানে নির্মিত জাহাজের সংখ্যা কমে আসে । তবে দেশীয় কারিগরদের দ্বারা জাহাজ নির্মাণের কাজ থেমে থাকেনি । তখন চট্টগ্রামে দেশীয় কারিগররা প্রতি বছর প্রায় ৩০ থেকে ৪০ টি স্লুপ তৈরি করত **[Ref.-27]** । ১৮৪০ এর দশকে চট্টগ্রামে দেশীয় কারিগরদের দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে প্রতি মণে আনুমানিক ১ রুপি খরচ হতো । সেই হিসেবে প্রতি টনে খরচ পরতো প্রায় ২৪ রুপি (১ টন = ২৪ মণ হিসেবে) **[Ref.-28]** ।
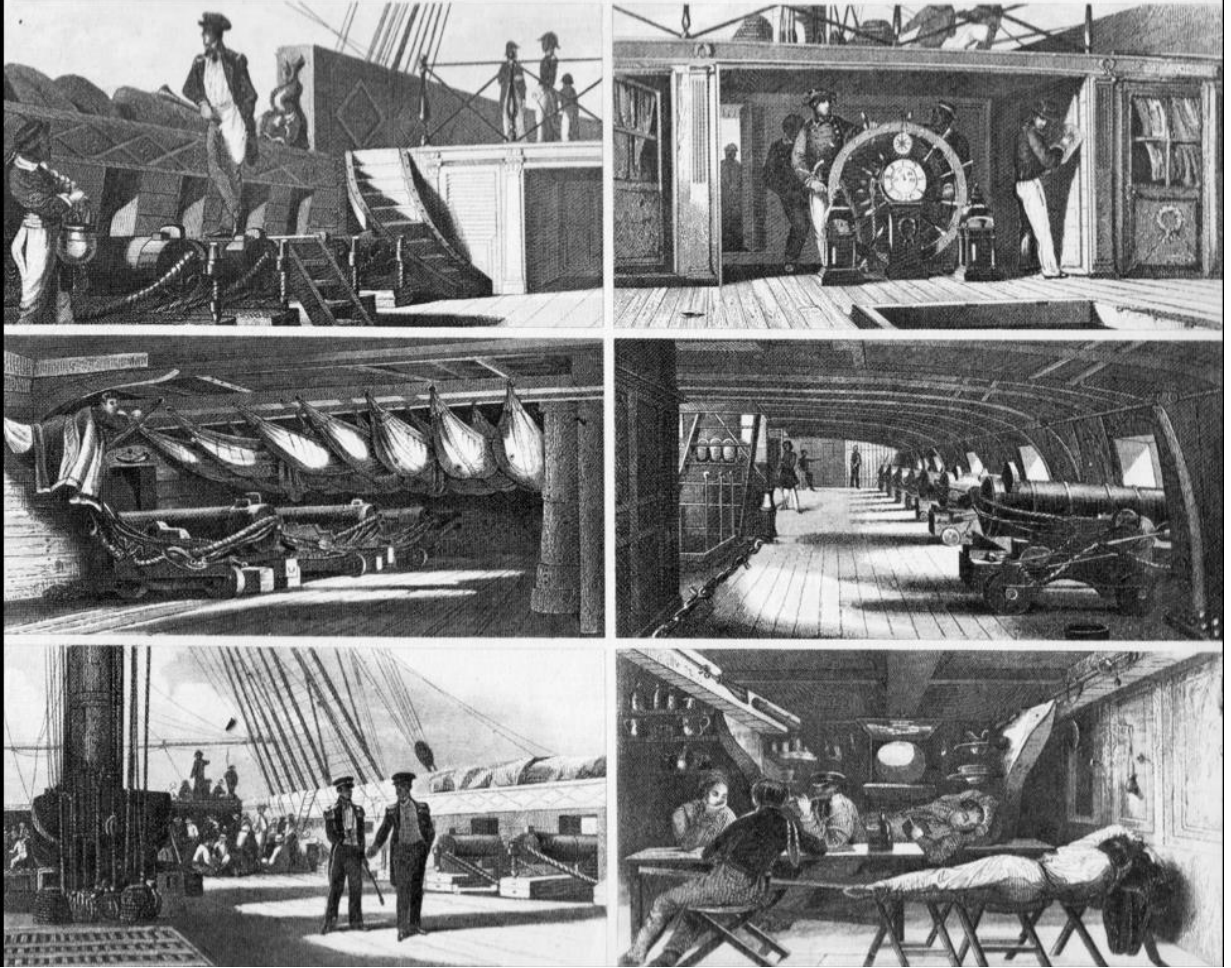
চিত্র-৪: তৎকালীন 'ডয়েচল্যান্ড' জাহাজের ভেতরকার দৃশ্য । ছবির উৎস: Germany (ship, 1818) - Wikipedia

তবে দেশীয় নির্মাণশৈলীতে নির্মিত এ সকল জাহাজ তখনকার ইংরেজ নৌ বিশেষজ্ঞদের মতে নিম্নমানের ছিল **[Ref.-29,30]** । বিশেষ করে এই জাহাজগুলো বৈরী আবহাওয়ায় সমুদ্রে

চলাচলের জন্য নিরাপদ ছিল না। এ কারণে বছরের মে মাস হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সমুদ্রে এ সকল নৌযানের চলাচল বন্ধ থাকত **[Ref.-31]**। দেশীয় এ সকল জাহাজের বেশিরভাগ সারাং ছিল মুসলিম। ১৮৪০ এর দশকে এদের মাসিক বেতন ছিল ৩০ থেকে ৪০ রুপি **[Ref.-32]**। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে এদেশীয় কারিগরদের দেশীয় পদ্ধতিতে ইউরোপীয় জাহাজের অনুকরণে তৈরি বেশ কিছু জাহাজের নাম শোনা যায়। যার মাঝে আমিনা, বকল্যান্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য **[Ref.-33]**।
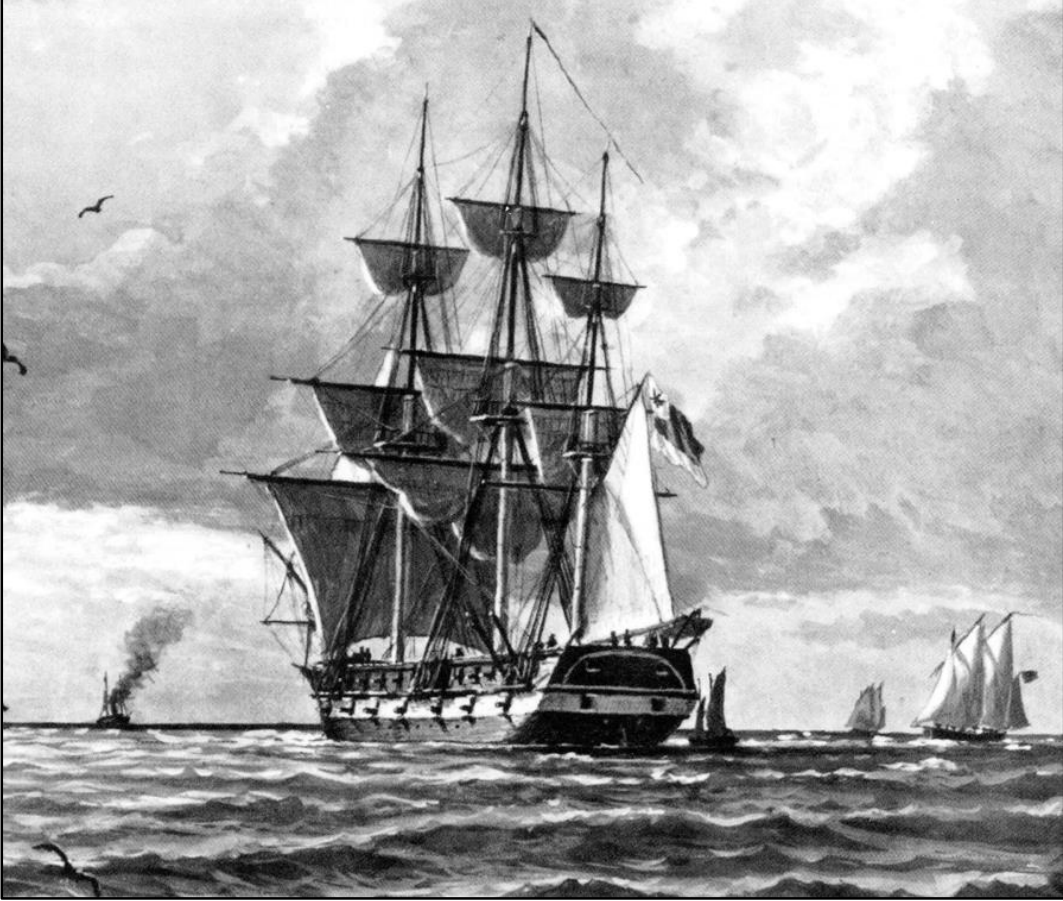
চিত্র-৫: শিল্পী লুদার আরেনহোল্ড এর আঁকা এককালে 'আলফ্রেড' নামে চট্টগ্রামে নির্মিত ও পরবর্তীতে 'ডয়েচল্যান্ড' নামে জার্মানির যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ব্যবহৃত জাহাজের ছবি। ছবির উৎস: Germany (ship, 1818) - Wikipedia

ইংরেজ কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে পুরাতন জাহাজের নতুন মালিক চাইলে পুরাতন নাম বদলে তার ইচ্ছে অনুযায়ী সেই জাহাজের নতুন নামকরণ করতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ ১৮০৭ সালে ৫ ই নভেম্বর ক্যালকাটা গ্যাজেট পত্রিকায় এলিজাবেথ নামে চট্টগ্রামে তৈরি একটি জাহাজের বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল, যার পূর্ববর্তী নাম ছিল সারাহ **[Ref.-34]**। নাম পরিবর্তনের এই সুযোগের অপব্যবহার করে সে সময়ে কিছু অসাধু জাহাজ ব্যবসায়ী পুরাতন জাহাজ নতুন ভাবে রং করে নতুন জাহাজ হিসেবে বিক্রয় করে দেবার চেষ্টা করেছিল **[Ref.-35]**। এই অনিয়ম বন্ধ করার জন্য ১৮৪১ সালে মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্টের মাধ্যমে ইংরেজদের অধিকৃত স্থানে নির্মিত জাহাজের রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা রেখে একটি আইন তৈরি করা হয়। এই আইনে জাহাজ নির্মাণের পর রেজিস্ট্রিকৃত প্রথম নাম পরবর্তীকালে মালিকানা পরিবর্তনের সময়ও অপরিবর্তিত রাখার বিধান দেওয়া হয় **[Ref.-36]**। নতুন এই আইন চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি করে। সেসময় চট্টগ্রামে জাহাজের মালিকরা তাদের নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের নতুন জাহাজের নামকরণ করতেন। পরবর্তীতে সেই জাহাজ ভিন্নধর্মের ব্যক্তির কাছে বিক্রীত হলে ১৮৪১ সালের আইন অনুযায়ী জাহাজের পুরাতন নাম পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় পরবর্তী মালিক তার ইচ্ছে অনুযায়ী জাহাজটির নাম পরিবর্তন করতে পারতেন না। এর ফলে সেসময় মুসলিম মালিকের অধীনে হিন্দু দেবদেবীর নামাঙ্কিত জাহাজ এবং অপরদিকে হিন্দু মালিকের অধীনে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাসে নামাঙ্কিত জাহাজের উপস্থিতি দেখা যায়। বিষয়টি চট্টগ্রাম অঞ্চলে জাহাজ মালিকদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে **[Ref.-37]**। তারা কলকাতার ইংরেজ সরকারের কাছে এই ব্যাপারে অনুযোগ পেশ করেন। কলকাতার ইংরেজ সরকার তাদের অভিযোগটির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে ব্রিটেনের আইনসভায় ১৮৪১ সালে করা আইনটির সংশোধনের জন্য অনুরোধ রাখেন **[Ref.-38]**। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৭১ সালে বোর্ড অফ ট্রেইড এর মাধ্যমে নাম পরিবর্তনের বিধান রেখে ১৮৪১ সালের আইনটির সংশোধনী আনা হয় **[Ref.-39]**। তবে বোর্ড অফ ট্রেইড এর মাধ্যমে জাহাজের নাম পরিবর্তনের পুরো ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হত।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে জাহাজের বাহ্যিক অবকাঠামো নির্মাণে লোহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হলে এ কাজে কাঠের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। পাশাপাশি জাহাজ চালনায় স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে পালতোলা জাহাজের সংখ্যা কমে যায়। এর ফলে চট্টগ্রামে পালতোলা কাঠের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভাটা পড়ে। আর এভাবেই বিশ্বের বুকে এককালে সুপরিচিত চট্টগ্রামের কাঠের জাহাজের স্বর্ণযুগের ধীরে ধীরে পরিসমাপ্তি ঘটে।

দাসত্বের শিকলে —

স্মরণাতীত কাল থেকে চট্টগ্রামে প্রচলিত দাস প্রথা ইংরেজ কোম্পানি আমলেও দেখতে পাওয়া যায়। মূলত দুই ভাবে এ অঞ্চলের মানুষ দাসে পরিণত হত। একদিকে সহায় সম্বলহীন চট্টগ্রামবাসী জীবন ও জীবিকার তাড়নায় নিজেকে অথবা নিজের সন্তানকে স্থানীয় বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করত। অপরদিকে দাস বিক্রেতারা সুযোগ বুঝে এই অঞ্চলের নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে শিশুদের অপহরণ করে অন্যত্র দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত।

চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া একটি ছেলে ১৭৭৩ সালে ইংরেজ দাস বিক্রেতাদের মাধ্যমে তৎকালীন ফ্রান্সে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীতে ফরাসি বিপ্লবে জড়িয়ে পড়া এ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন নথিপত্রে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো **[Ref.-1,2,3]**। ফরাসিরা তাঁকে 'জামর' নামে ডাকত, সম্ভবত তাঁর নাম 'জমির' হয়ে থাকতে পারে। জামরকে দাস হিসেবে কিনে নিয়েছিলেন তখনকার ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই। তখন জামরের বয়স ছিল এগারো বৎসর। পরবর্তীতে জামরকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হলে তাঁর নতুন নাম হয় 'লুই বেনোয়া' (Louis-Benoît)। রাজা তাঁর উপপত্নী জেন বেঁকুর (যিনি তখন কাউন্টেস্ দ্যু বারি নামে পরিচিত ছিলেন) সেবাদাস হিসেবে জামরকে নিয়োজিত করেন। কাউন্টেস্ দ্যু বারি জামরকে স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি তাঁকে পড়াশোনা শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। সাহিত্যের প্রতি জামরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেসময়কার বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক জঁ জাক রূশোর রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জামরের গায়ের রং কালো ছিল বিধায় কাউন্টেস্ দ্যু বারী তাঁকে ভুলবশত আফ্রিকার অধিবাসী মনে করেছিলেন। মূলত জামর ছিলেন সে সময় চট্টগ্রামে বসবাসরত হাবশি গোত্রের সন্তান। ফরাসি আভিজাত্যের মাঝে

সূচিপত্র

বড় হয়ে উঠলেও জামর ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ । দ্যু বারি জামর সম্বন্ধে তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন -

"আমার দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় ছিল জামর, আফ্রিকার অল্পবয়সী একজন বালক, বুদ্ধি ও দুষ্টুমিতে পূর্ণ এবং সরল ও স্বাধীন চরিত্রের, তবুও তার দেশের মতো বন্য । জামর যাকেই দেখত তাকেই নিজের সমকক্ষ মনে করত, কদাচিৎ রাজাকে তার থেকে উচ্চপদস্থ হিসেবে গণ্য করতো ।"

জামর কাউন্টেস্ দ্যু বারীর জৌলুস পূর্ণ জীবনযাপনকে সরাসরি সমালোচনা করতেন । আভিজাত্যের প্রতি ঘৃণা ও স্বাধীনচেতা চরিত্রের জন্য ফরাসি বিপ্লব চলাকালীন সময় (১৭৮৯ - ১৭৯৯) তিনি বিপ্লবীদের পক্ষে অবস্থান নেন এবং তৎকালীন জ্যাঁকবা (Jacobin) রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন । এদিকে সেসময় ফরাসিদের শত্রুদেশ ব্রিটেনে পালিয়ে যাওয়া ফরাসি অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে সাহায্যের অপরাধে কাউন্টেস্ দ্যু বারিকে গ্রেফতার করা হয় । আদালতে জামর নিজেকে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি দিয়ে কাউন্টেস্ দ্যু বারির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন । তাঁর দেয়া সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করে কাউন্টেস্ দ্যু বারির শাস্তি কার্যকর করা হয় । অন্যদিকে জামরকে, কাউন্টেস্ দ্যু বারির সাথে পূর্ব সম্পর্ক থাকার অজুহাতে ফরাসি বিপ্লবের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল জীঁওদা (Girondin) কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যেতে হয় । পরবর্তীকালে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফ্রান্স ছেড়ে অন্যত্র চলে যান । ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন হলে পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে আসেন । জীবনের শেষ কয়েক বছর প্যারিসে স্কুল শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন । অবশেষে ১৮২০ সালে দারিদ্রতার মাঝে তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন ।

তৎকালীন শিল্পীদের আঁকা জামরের বেশকিছু পোর্ট্রেট দেখতে পাওয়া যায় । তার মাঝে দুটি ছবি এখানে তুলে ধরা হলো । প্রথমটি বর্তমান প্যারিসের Carnavalet মিউজিয়ামে সংরক্ষিত শিল্পী আঁন্দ্রে পুঁজোসের (জীবনকাল ১৭৩৮-১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) আঁকা **[চিত্র-১]** । দ্বিতীয়টি বর্তমান

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টস (যা 'The Met' নামে পরিচিত) এর সংগ্রহে থাকা শিল্পী জেঁন ব্যাবটিস আঁন্দ্রে গোটিয়ের ডেগাটির (জীবনকাল ১৭৪০ - ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) আঁকা ছবি, যেখানে জামরকে তাঁর মনিব জেঁন বেঁকুর জন্য প্রাতঃকালীন কফি আপ্যায়ন করতে দেখা যায় **[চিত্র-২]** ।

চিত্র-১: শিল্পী আঁন্দ্রে পুঁজোসের আঁকা জামরের পোর্ট্রেট । ছবির সূত্র: Carnavalet Museum, Paris, France.

চিত্র-২: শিল্পী জেঁন ব্যাবটিস আঁন্দ্রে গোটিয়ের ডেগাটির আঁকা ছবিতে জামরকে তাঁর মনিব জেঁন বেঁকুর জন্য প্রাতঃকালীন কফি আপ্যায়ন করতে দেখা যায়। ছবির সূত্র: The Met Fifth Avenue, NewYork, USA.

পুরাতন বিভিন্ন নথিপত্রে তৎকালীন চট্টগ্রাম সমাজে প্রচলিত দাস প্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিচে তুলে ধরা হয়েছে **[Ref.-4,5,6]** । অতীতে যে সকল দুর্ভাগা চট্টগ্রামবাসী চরম দারিদ্রতায় পর্যবসিত হয়ে স্থানীয় বাজারে নিজেকে অথবা নিজের সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে বাধ্য হতো তাদেরকে ভরণপোষণের আশ্বাসে তাদের মনিব কিনে নিত। এ রকম দাসপ্রথা

তখন বাংলার অন্যান্য স্থানেও বিরাজমান ছিল। তবে সেই সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাষ্য হতে জানা যায় চট্টগ্রামে দাস ও তাদের মনিবের মাঝে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে মনিবেরা দাসদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসনের ব্যবস্থা করত; বিনিময়ে দাসরা মনিবের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে সেবা প্রদান করত।

দাস-দাসীদের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের গর্ভজাত সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব মনিব নিত, ফলে দাসদের সন্তানও পরবর্তীতে মনিব ও মনিবের উত্তরসূরিদের দাস হিসেবে বিবেচিত হতো। ভিন্ন ভিন্ন মনিবের দাস-দাসীদের মধ্যে বিয়ে হলে, তাদের গর্ভজাত সন্তানের মালিক হত দাসীর মনিব। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দাসেরা তাদের মনিব ও মনিবের উত্তরসূরিদের সেবা প্রদান করে আসতো। ১৮৩৯ সালে কলকাতা শহরে কাজী হিসেবে কর্মরত চট্টগ্রামের দোহাজারীর জমিদার বংশের জনৈক আব্দুল বারির দেওয়া সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায়, চট্টগ্রামে সে সময় তাদের পরিবারে দাসদের ২৪ তম প্রজন্মের লোকেরা নিয়োজিত ছিল। মনিবের অনুমতি ছাড়া দাসরা বিয়ে করতে পারতো না। কোন মনিব অর্থের অভাবে অন্যত্র দাস বিক্রি করে দিলে অথবা দাসদের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হলে সেই মনিবকে তখনকার সমাজে অসম্মানের চোখে দেখা হতো। শুধু মনিবের ইচ্ছায় অথবা দাসকে কোন মুক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিলে সেই দাস তার মনিব থেকে মুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো। চট্টগ্রামে দাস ও মনিব একে অপরের উপর সেসময় এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে, এই ব্যবস্থার বিকল্প তারা চিন্তা করতে পারত না। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দাস ও মনিবের এই সহাবস্থান চট্টগ্রামে সন্তোষজনক ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে দাস অথবা মনিব উভয়ই চাইলে আদালতে একজন আরেক জনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত। ইংরেজ বিচারকরা মুসলিম দাসদের ইসলামিক আইনে এবং হিন্দু দাসদের হিন্দু আইনে বিচার করতেন। তবে মনিব ও তার দাসের ধর্ম ভিন্ন হলে যেমন মুসলিম মনিবের দাস হিন্দু অথবা হিন্দু মনিবের দাস মুসলিম হলে তৎকালীন আইনে

তাদের বিচার ঠিক কোন ধারায় সম্পন্ন করা যাবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় ইংরেজ বিচারকদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হতো। কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই দাস প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ আইন প্রণেতারা অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৭৭৪ সালে পহেলা জুলাই হতে তৎকালীন বাংলায় কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে কেনা অথবা বিক্রয় রোহিত করে দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম আইন তৈরি হয়। তবে সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা সেসময়ের দাস ব্যবস্থা আইন করে রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে ১৮৪৩ সালে আইনের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তার অধীনস্থ জেলাগুলোতে দাসপ্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে সামর্থ্য হয়।

বিপন্ন ও বিলুপ্ত পশু পাখি —

অতীতকালে চট্টগ্রামের কিছু পশু পাখি তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য তখনকার ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। সেসময় বিভিন্ন সাময়িকী, পত্রপত্রিকা ও বইতে এ সকল পশু-পাখির সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল - হাতি, গন্ডার ও মোরগ-মুরগি। শত বছর পূর্বে এই পশুপাখিগুলোই বিশ্ববাসীর কাছে চট্টগ্রামকে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অতীতের বিভিন্ন প্রকাশনায় এ সকল পশু পাখির সম্বন্ধে যে তথ্য ও আঁকা ছবি পাওয়া যায় তা নিয়ে এই অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে।

চট্টগ্রামের হাতি

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল শুরু থেকেই নেপাল, আসাম, সিলেট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম হাতি ধরার উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। এ সকল স্থানে তখন যে সকল হাতি পাওয়া যেত তাদের মাঝে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হাতিগুলো তুলনামূলক ভাবে আকারে বড়, শক্তিশালী ও সুন্দর ছিল **[Ref.-1, 2, 3]**। চট্টগ্রামের হাতির এ সকল গুণের কারণে এর চাহিদা অন্যস্থানের হাতির তুলনায় ছিল বেশি। মুঘল আমলে বাংলার মুঘল শাসক কর্তৃক দিল্লির সম্রাটকে চট্টগ্রামের হাতি উপহার দেবার রেওয়াজ ছিল **[Ref.-4]**। তখন তিন প্রজাতির হাতি পাওয়া যেত। স্থানীয়ভাবে এগুলোর নাম ছিল- কুমেরিয়াহ, দোয়াশালা, মিরগা **[Ref.-5]**। সবচেয়ে বড় আকৃতির ছিল কুমেরিয়াহ প্রজাতির, আর সবচেয়ে ছোট আকৃতির ছিল মিরগা প্রজাতি।

দোয়াশালার আকৃতি ছিল মাঝামাঝি। কুমেরিয়াহ প্রজাতির হাতির ঘাড়ের কাছে গড় উচ্চতা ছিল প্রায় ৯ ফুট। ১৭৮০ সালে ১২ ফুট উচ্চতার একটি কুমেরিয়াহ প্রজাতির হাতি ধরা পড়েছিল **[Ref.-6]**। ১৮৭৯ সালে G. P. Sanderson এর লেখা THIRTEEN YEARS AMONG THE WILD BEASTS OF INDIA বই হতে চট্টগ্রামের একটি মিরগা ও কুমেরিয়াহ প্রজাতির হাতির ছবি নিচে দেখানো হয়েছে **[চিত্র-১]**।
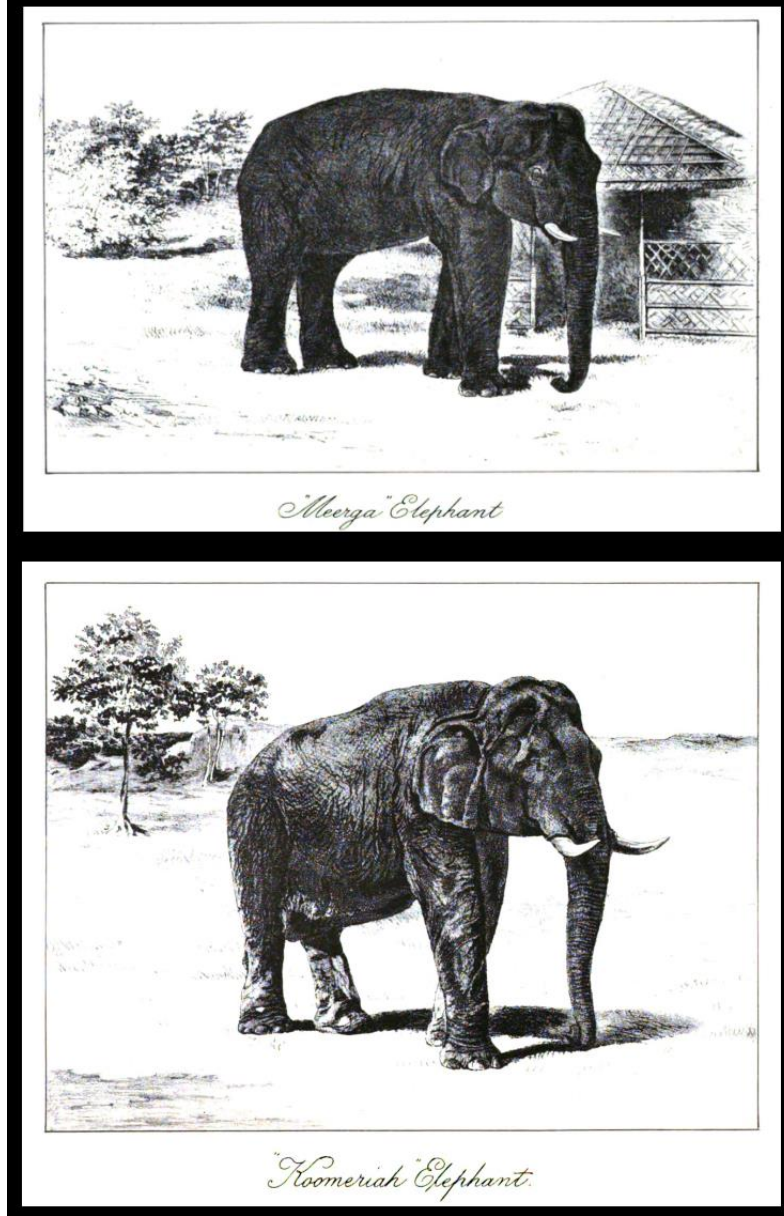
চিত্র-১: চট্টগ্রামে ধরা পড়া একটি মিরগা (উপরের) ও কুমেরিয়াহ (নিচের) হাতির ছবি।

হাতির বড় পাল ধরার জন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের কাছে খেদা প্রস্তুত করা হতো। রাঙ্গুনিয়া, রাঙ্গামাটি, রামু স্থানগুলোতে সে সময় হাতির প্রাকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্র থাকায় এইসব স্থানেই মূলত খেদা তৈরি হত । কয়েক শত গজ পরিধির বড় সমতল স্থানকে চারদিক দিয়ে শক্ত ও লম্বা কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে সেখানে সরু একটি প্রবেশ মুখ রেখে হাতি ধরার খেদা তৈরি করা হতো। হাতিকে খেদায় প্রবেশের জন্য প্রায় কয়েক হাজার লোক নিরাপদ দূরত্বে থেকে হাতির পালকে ঘিরে ধরত। ঢাক ঢোল বাজিয়ে ও হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে হাতি গুলোর মাঝে ভীতির সঞ্চার করে ধীরে ধীরে হাতির পালকে খেদায় প্রবেশ করানোর পর, পোষ না মানা পর্যন্ত হাতিগুলোকে খেদার মধ্যে বন্দী করে রাখা হতো। ১৮০৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত Captain Thomas Williamson এর লেখা Oriental Field Sports বইয়ে Samuel Howitt এর আঁকা ছবিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে খেদা তৈরি করে হাতি ধরার দৃশ্য দেখাতে পাওয়া যায় **[চিত্র-২]** ।

চিত্র-২: ১৮০৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত Oriental Field Sports বইয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে খেদা তৈরি করে হাতি ধরার দৃশ্য।

অন্যদিকে একাকী বিচরণরত পূর্ণবয়স্ক বড় পুরুষ বন্যহাতি ধরার জন্যে কুমকি নামের প্রশিক্ষিত স্ত্রী- হাতি ব্যবহার করা হতো। মাহুত (হাতি পরিচালনাকারী ব্যক্তি) এরকম কয়েকটি স্ত্রী হাতি বন্য পুরুষ হাতিটির কাছে নিয়ে যেত। বন্য পুরুষ হাতি স্ত্রী- হাতিগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এগুলোর কাছে চলে আসতো, এই সুযোগে মাহুত পুরুষ হাতির অজান্তেই তার পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে নিকটবর্তী কোন বড় গাছের সাথে বেঁধে দিত। এরপর মাহুত স্ত্রী- হাতিগুলোকে বন্য পুরুষ হাতি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। বন্য পুরুষ হাতেটি পোষ না মানা পর্যন্ত তাকে গাছটির সাথে এভাবে বেঁধে রাখা হতো। ১৮৬৭ সালে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় কুমকির সাহায্যে একটি বড় পুরুষ হাতি ধরা হয়েছিল **[চিত্র-৩]**।
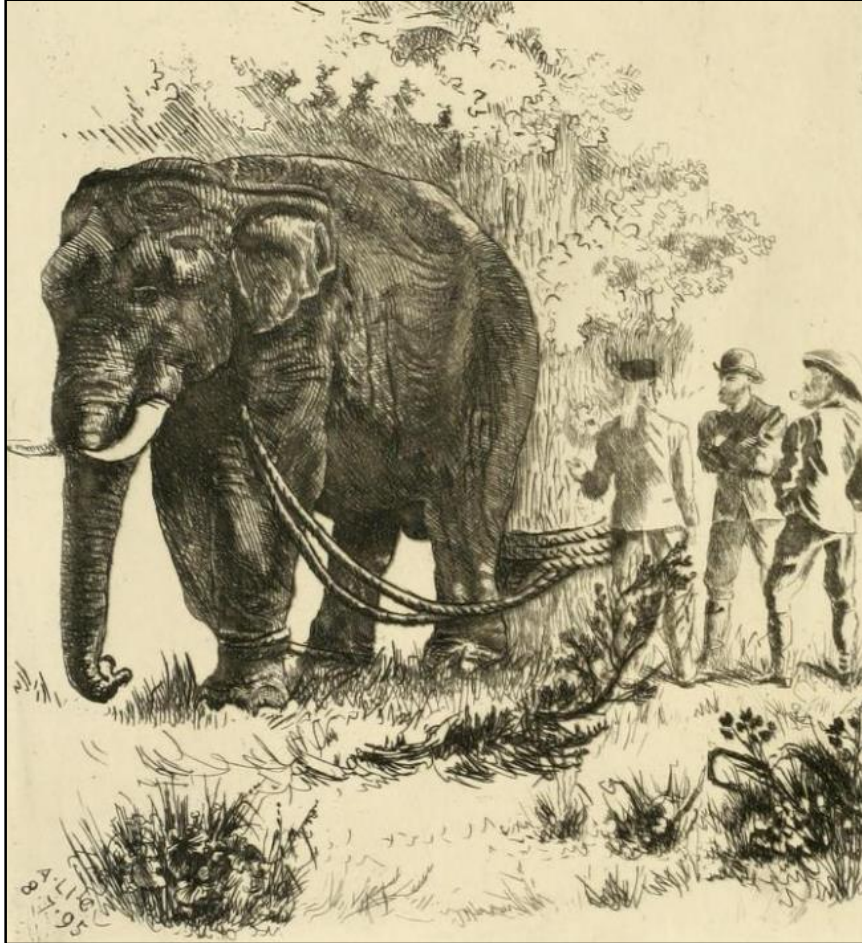
চিত্র-৩: ১৮৬৭ সালে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় কুমকির সাহায্যে ধরা বড় একটি পুরুষ হাতির ছবি। ছবির সূত্র: Leaves from a Diary in Lower Bengal by Arthur Lloyd Clay.

ধরা পড়া হাতি পোষ মানার পর মাহুত হাতিকে প্রশিক্ষিত করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধরা পড়া হাতিগুলোকে তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের পিলখানায় রাখা হতো। বর্তমান বিবির হাটের দক্ষিণে চট্টগ্রাম হাটহাজারী রোডের পশ্চিম পাশে অবস্থিত পিলখানা রোডের পাশে তৎকালীন সেই পিলখানাটির অবস্থান ছিল। হাতি ধরার জন্য দক্ষতা ও সাহসের প্রয়োজন। এ কাজটি করতে গিয়ে প্রতিবছরই কিছু সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারাত **[Ref.-7]**। সে আমলে হাতি ধরার দক্ষতার জন্য চট্টগ্রামবাসীর বেশ সুনাম ছিল এবং এই বিষয়ে পুরো ভারতবর্ষে তাদের সমকক্ষ অন্য কেউ ছিল না **[Ref.-8]**। মূলত সমতল স্থানের চট্টগ্রামবাসীরা এ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করত। পাহাড়ি জনগণ এ কাজ থেকে বিরত থাকত।

চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কালে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার একজন সামরিক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হাতি ধরা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং এদের বেচাকেনা নিয়ন্ত্রিত হতো। কখনো কখনো হাতি ধরার জন্য ইংরেজ বেসরকারি ব্যক্তিদের ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করতে দেখা যায়। শুধু চট্টগ্রাম জেলার হাতিই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার কাজের জন্য বেছে নিত **[Ref.-9]**। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ বিবেচনায় ত্রিপুরা ও সিলেটের হাতি নির্বাচন করা হতো। খেদায় হাতি ধরার পর উপযুক্ত হাতি নির্ণয়ের জন্য যাচাই-বাছাই এর কাজ শুরু হতো। যে-সব হাতির বয়স ১২ অথবা তার বেশি, কাঁধের কাছে উচ্চতা ৭ ফুট অথবা তার উপরে এবং মোটামুটি ২০ মন ওজনের মালামাল বহনের সামর্থ্য রাখে, এরকম হাতিকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের কাজের জন্য বাছাই করে নিত **[Ref.-10]**। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাতি কোম্পানির জন্য রেখে বাকি হাতিগুলো বিক্রি করে দেয়া হতো। কোম্পানি আমলের প্রথমদিকে কাশিমবাজার ও ঢাকা ছিল হাতি বেচাকেনার বড় স্থান **[Ref.-11]**। ১৮৪০ এর দশকে একটি পূর্ণবয়স্ক বড় শক্তিশালী হাতির দাম ছিল ৮ হতে ১০ হাজার রুপি **[Ref.-12]**। মালামাল পরিবহণ ও শিকারের কাজের পাশাপাশি হাতিকে চট্টগ্রামে জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজে নিয়োজিত করতে দেখা যায় **[Ref.-13]**।

শত বছর পূর্বে চট্টগ্রামে একবার এক হাতিকে তার মাহুত দু'বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও হাতিটির বদমেজাজ এর জন্য কাঠ কাটা শেখাতে পারছিল না। অতঃপর হাতিটির মালিক হাল ছেড়ে দিয়ে হাতিটিকে বিক্রি করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এলাকায় হাতিটির বদমেজাজ এর কথা সবার জানা থাকায় এর ক্রেতাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন হাতিটি স্বেচ্ছায় বনে গিয়ে একটি দক্ষ হাতির মতো কাঠ কেটে সবাইকে অবাক করে দেয়। চট্টগ্রামে হাতির স্বভাব নিয়ে পুরোনো নথিপত্রে এরকম আরও কিছু সত্য কাহিনির হদিস পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের জলবায়ু ও খাবার ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাতির বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। কোন কারণে চট্টগ্রামের হাতিকে উত্তর ভারতে স্থানান্তরিত করা হলে দশটির মধ্যে ছয়টি হাতি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যেত **[Ref.-14]**। তবে কোনও ভাবে যদি চট্টগ্রামের হাতিকে উত্তর ভারতের জলবায়ুতে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়া যেত, তাহলে এ অঞ্চলের হাতিগুলোর স্বাস্থ্য আরো উন্নত হত **[Ref.-15]**।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে নিয়োজিত প্রতিটি হাতির একটি নাম দেয়া হতো **[Ref.-16]**। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিটি হাতির স্বাস্থ্যের অবস্থা, এর কর্মক্ষমতা ইত্যাদি রেকর্ড করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর নিয়ম ছিল। মূলত হাতিগুলো কোম্পানির সামরিক বাহিনীর মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হতো। কোম্পানির কাজে নিযুক্ত হাতি যখন তার বৃদ্ধ বয়সের কারণে অথবা দুর্ঘটনায় আহত কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করতে অসামর্থ্য হত তখন সেই হাতিকে প্রথমে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। সেটি করা সম্ভব না হলে, লালনপালনে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এ পশুটিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ গুলি করে মেরে ফেলতো **[Ref.-17]**।

চট্টগ্রামের গন্ডার

সুদূর অজানা অতীতে হয়ত চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য গন্ডারের উপস্থিতি ছিল। অনেক ঐতিহাসিকগণের মতে চট্টগ্রাম শহরের ‘আলকরণ’ স্থানটির নামকরণ এই সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় **[Ref.-18]**। আরবি 'আলকরণ' শব্দের অর্থ গন্ডারের শিং। হয়ত এই স্থানটিতে একসময় গন্ডারের শিং বেচাকেনা হতো। তবে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকেই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম গন্ডারের উপস্থিতির প্রামানিক দলিল মিলে। সে সময় কিছু বছরের ব্যবধানে পর পর দুটি গন্ডার চট্টগ্রামে ধরা পড়েছিল। প্রথমদিকে এই গন্ডারগুলোকে সুমাত্রার প্রজাতি মনে করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায়, এগুলোর সাথে সুমাত্রার প্রজাতির পার্থক্য রয়েছে। গন্ডারগুলোর এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলোকে পরে আলাদাভাবে চট্টগ্রাম প্রজাতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

১৮৬৭ সালে চট্টগ্রাম সদর থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে শঙ্খ নদীর পাড়ে পাহাড়ি এলাকায় প্রথম গন্ডারটি ধরা পড়েছিল **[Ref.-19]**। ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপ্টেন এফ. এইচ. হুট ১৮৭০ সালে প্রকাশিত Oriental Sporting Magazine এ গন্ডার ধরার কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন, যার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো **[Ref.-20]**।

“গন্ডারটি পথ ভুলে সমতলে এসে চোরাবালিতে আটকে যায়, আর এটিকে এভাবে দেখতে পেয়ে স্থানীয় প্রায় কয়েক শত গ্রামবাসী মিলে এই গন্ডারটিকে আটক করে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে। স্থানীয় জনগণ আগে কখনো এ ধরনের জন্তু দেখেনি। তাই তারা ভীত হয়ে চট্টগ্রাম শহরে খবর পাঠায় যে - তারা এমন একটি জন্তু আটক করেছে যেটি দেখতে হাতি ও শূকরের মাঝামাঝি এবং কোন ইংরেজ সাহেব যদি এটি নিতে না আসে তাহলে তারা বাধ্য হয়ে এটিকে মেরে ফেলবে। চট্টগ্রাম শহরে এ সংবাদ পৌঁছালে শহর থেকে ইংরেজ ক্যাপ্টেন এফ. এইচ. হুট ধরা পড়া জন্তুটিকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে আসার জন্য আটটি হাতি নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

গণ্ডারটিকে তিনি হাতির পাল দিয়ে ঘিরে দীর্ঘ ছয় দিনের প্রচেষ্টায় ঘটনাস্থল থেকে শহরে নিয়ে আসেন। এটি ছিল একটি স্ত্রী প্রজাতির গন্ডার। শহরে নিয়ে আসার পর দ্রুতই তার জন্য একটি ছোট জলাশয়সহ ঘের প্রস্তুত করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই গন্ডারটি পোষ মেনে যায়। এর নাম রাখা হয়- 'বেগম'। এই নামে গন্ডারটিকে ডাকলে এটি সাড়া দিত। এটিকে খাওয়ানো হতো কলা ও অশ্বত্থ গাছের পাতা, গুড় মেশানো আটা এবং আখ। খাবারের জন্য প্রতিদিন দুই রুপি করে খরচ হতো। ঘাড়ের কাছে গন্ডারটির উচ্চতা ছিল চার ফুট চার ইঞ্চি আর নাকের আগা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত লম্বায় ছিল প্রায় সাত ফুট। সামনের ও পেছনের শিং গুলো যথাক্রমে ৩ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি লম্বা ছিল।"

দীর্ঘদিন এর কোন উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে ১৮৭১ সালে কলকাতায় অবস্থানরত উইলিয়াম জামরাক লন্ডন জুলজিকাল সোসাইটির পক্ষ হতে এটিকে কিনে একটি বড় কাঠের খাঁচায় বন্ধী করে 'পিটসবার্গ' নামক স্টিমারে লন্ডন পাঠিয়ে দেন **[Ref.-21]**। গন্ডারটিকে লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে হাতির জন্য নির্মিত একটি ঘেরে রাখা হয় **[Ref.-22]**। ১৮৭২ সালের মার্চের তেইশ তারিখ The Illustrated London News পত্রিকায় এই গন্ডারটির আঁকা ছবি ছাপা হয়েছিল **[চিত্র-৪]**। গন্ডারটির দাম ও পরিবহণ বাবদ খরচ হয় তৎকালীন ১২৫০ স্টার্লিং পাউন্ড **[Ref.-23]**। এটি ছিল ব্রিটেনে জীবিত নিয়ে আসা প্রথম দুই শিং বিশিষ্ট এশিয়ান গন্ডার **[Ref.-24]**।

দ্বিতীয় গন্ডারটি ১৮৮২ সালে বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামুতে ধরা পড়েছিল। ১৮৮২ সালে ১৭ জুন তৎকালীন Englishman পত্রিকায় এই দ্বিতীয় গন্ডারটি ধরা পড়ার ঘটনাটি সবিস্তারে লেখা হয়েছিল, যার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে **[Ref.-25]**।

চিত্র-৪: ১৮৭২ সালের The Illustrated London News পত্রিকায় প্রকাশিত চট্টগ্রামে ধরা পরা 'বেগম' নামের গন্ডারের আঁকা ছবি ।

"তৎকালীন স্থানীয় জমিদার বেগম লতিফা খাতুনের মালিকানাধীন একটি টিলার কাছে গন্ডারটি ধরা পড়েছিল। সে সময় একজন শিকারি সেই স্থানটিতে শিকার করতে গিয়ে এই গন্ডারের খোঁজ পায় । পরবর্তীতে বেগম লতিফা খাতুনের অনুচরদের সাহায্যে এই গন্ডারটিকে ধরে নিকটবর্তী গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় । এটিও ছিল একটি স্ত্রী প্রজাতির গন্ডার । এই গন্ডারটি ধরার তিনদিন পরে টিলার কাছে একটি পুরুষ গন্ডারের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । তবে এটিকে ধরা সম্ভব হয়নি । ধরা পড়া স্ত্রী গন্ডারটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পোষ মানে এবং গন্ডারটির সাথে গ্রামের লোকজনদের বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের সখ্যতা গড়ে ওঠে । এমনকি ছোট ছেলেমেয়েরা এর পিঠে উঠে বসতে চাইলে এটি কোন আপত্তি করত না । এদিকে খবর আসে, কলকাতার গার্ডেন কমিটি সে সময় এ অঞ্চলের বিরল প্রজাতির গন্ডার সংগ্রহের চেষ্টা করছে ।

সংবাদটি জানার পর জমিদার বেগম লতিফা খাতুন গন্ডারটি কলকাতার গার্ডেনকে উপহার হিসেবে হস্তান্তর করেন।" এর নাম দেওয়া হয়েছিল - মুনি বেগম **[Ref.-26]** ।

প্রথম দিকে চট্টগ্রামে ধরা পড়া গন্ডারগুলোকে সুমাত্রার দুই শিং বিশিষ্ট গন্ডার প্রজাতি (Rhinoceros Sumatranus) হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু কিছুদিন পর লন্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটি মালাক্কা হতে একটি দুই শিং বিশিষ্ট সুমাত্রার গন্ডার সংগ্রহ করে লন্ডনে নিয়ে গেলে চট্টগ্রামে ধরা পড়া গন্ডারের সাথে সুমাত্রা গন্ডারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় । তৎকালীন প্রাণিবিদদের চোখে এশিয়ার পৃথক দুই স্থান থেকে সংগৃহীত দুই-শিং বিশিষ্ট এই গন্ডারগুলোর মাথার, কানের, লেজের ও চামড়ার গঠনের মাঝে পার্থক্য ধরা পড়ে । তৎকালীন লন্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি পি এল স্কলেটার লন্ডন হতে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত Transactions of the Zoological Society of London এর নবম ভলিউমে চট্টগ্রাম ও সুমাত্রা গন্ডারের মাঝে পার্থক্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছিলেন **[Ref.-27]** । এর কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে -

"চট্টগ্রামের গন্ডারের মাথা, কান ও শরীরের আকার তুলনামূলক বড় ছিল । এর কানের বাইরের অংশে বড় চুল ছিল, কিন্তু কানের ভেতরের অংশ ছিল প্রায় লোমহীন । চামড়া ছিল মসৃণ এবং হালকা বাদামি বর্ণের লম্বা আকৃতির লোম দ্বারা আবৃত । লেজ ছিল ছোট এবং লেজের আগায় ছিল বাদামি বর্ণের লম্বা চুল । অন্যদিকে সুমাত্রার গন্ডারের মাথা, কান ও শরীরের আকার তুলনামূলক ছোট ছিল । এর কানের ভেতরে ও বাইরে ছোট ছোট লোম ছিল। চামড়া ছিল অমুসৃণ এবং কালো বর্ণের ছোট আকৃতির লোম দ্বারা আবৃত । লেজ ছিল তুলনামূলক লম্বা ও ছোট ছোট শক্ত কালো লোমে আবৃত ।"

জুলজিক্যাল সোসাইটির উক্ত সাময়িকীতে চট্টগ্রাম ও সুমাত্রা গন্ডারের মাথা ও কানের গঠনের পার্থক্যের উপর আঁকা ছবি ছাপা হয়েছিল **[চিত্র-৫]** । সুমাত্রা গন্ডারের সাথে চট্টগ্রাম

গন্ডারের এ ধরনের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় পি এল স্ক্লেটার চট্টগ্রামের গন্ডারের আলাদা বৈজ্ঞানিক নাম দেন- Rhinoceros Lasiotis **[Ref.-28]** । গ্রিক 'Lasiotis' শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় 'চুলওয়ালা কান' । পরবর্তীতে চট্টগ্রামের গন্ডার স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল **[Ref.-29]** ।

Front view of head of *R. lasiotis*.

Front view of head of *R. sumatrensis*.
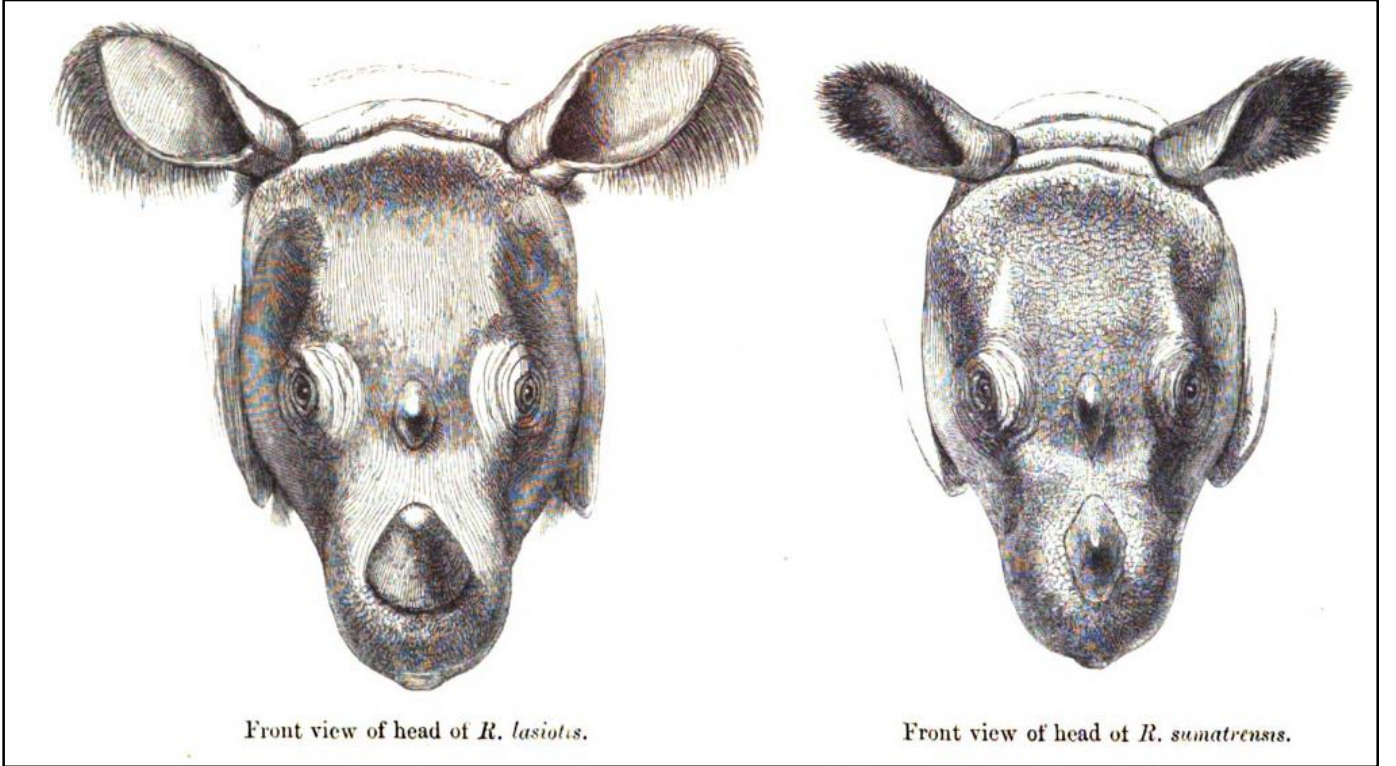
চিত্র-৫: ১৮৭৭ সালে TRANSACTIONS OF THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON জার্নালের নবম ভলিউমে প্রকাশিত চট্টগ্রাম (R. Lasiotis) ও সুমাত্রা (R. Sumatrensis) প্রজাতির গন্ডারের মাঝে পার্থক্যের ছবি।

চট্টগ্রামের মোরগ ও মুরগি

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে চট্টগ্রামের মোরগের বিশাল আকার ও সুস্বাদু মাংসের জন্য বেশ সুনাম ছিল। অন্য জেলায় কর্মরত ইংরেজ কর্তা ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের চট্টগ্রামের সহকর্মীদের কাছে এই মোরগ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতেন। সে সময় এই বিশাল মোরগের রোস্ট ছিল বিশেষ দিবসে ইংরেজদের ভোজন-পর্বের মূল আকর্ষণ **[Ref.-30]** । চট্টগ্রাম জাতের মোরগ মুরগির এই সুনাম তখন আটলান্টিক পেরিয়ে সুদূর আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শত বছর পূর্বে লন্ডন ও আমেরিকাতে প্রকাশিত পোল্ট্রি বিষয়ক বিভিন্ন বইয়ে চট্টগ্রাম জাতের এই মোরগ মুরগির বর্ণনা ও আঁকা ছবির সন্ধান পাওয়া যায়। সেসময় আটলান্টিকের উভয় পাড়ে এ জাতের সুনাম শোনা গেলেও আমেরিকান পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞরা ছিলেন এ বিষয়ে বেশি উৎসাহী। এদের মধ্যে কয়েকজন চট্টগ্রামের মোরগ মুরগির জাতটিকেই সে সময়কার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোরগ মুরগির জাত হিসেবে অভিমত দিয়েছিলেন **[Ref.-31,32]**। অতীতের বিভিন্ন বই-পুস্তকে এই বড় জাতের মোরগ মুরগির সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তার একটি সারমর্ম নিচে দেয়া হয়েছে **[Ref.-33,34,35,36,37,38]** ।

"বড় জাতের এই মোরগ মুরগির বেশিরভাগেরই গায়ের রং ছিল গাঢ় ধূসর। তবে মাঝে মাঝে বাদামি বর্ণের হত। পায়ের রং ছিল হালকা লালচে সাদা। এদের শরীরের তুলনায় লেজ ছোট। বেশিরভাগেরই প্রতি পায়ে পাঁচটি আঙুল ছিল। একটি পূর্ণবয়স্ক মোরগের গড় উচ্চতা ছিল ২৬ ইঞ্চি ও মুরগির গড় উচ্চতা ছিল ২২ ইঞ্চি। এই লম্বা উচ্চতার জন্য বেশিরভাগ সময়ে এদের হাঁটু গেড়ে খাবার গ্রহণ করতে হতো। ওজনে একটি পূর্ণবয়স্ক মোরগ ছিল গড়ে প্রায় সাড়ে ১০ থেকে ১২ পাউন্ড (প্রায় সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি) এবং মুরগি ছিল গড়ে ৮ থেকে ১০ পাউন্ড (প্রায় সাড়ে তিন কেজি থেকে সাড়ে চার কেজি) । এই জাতের মোরগ মুরগির বাচ্চারা খুব দ্রুতই পরিপক্কতা অর্জন করত। এদের প্রজনন ক্ষমতা ছিল বেশি। ৬ থেকে ৭ মাস বয়সে মুরগি প্রথম ডিম পারা শুরু করতো। তবে ডিমের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম হত। ডিমগুলো

ছিল আকারে বড় এবং পুষ্টিমানে উন্নত। এক একটি ডিমের ওজন হতো প্রায় তিন আউন্স (প্রায় ৮৫ গ্রাম)। মোরগের মাথায় লাল রঙের বড় খাঁচ কাটা একটি ঝুটি থাকতো। ঠোঁটের নিচে তুলতুলে ঝোলানো চামড়াটি ছিল আকারে বড়। মোরগের চেয়ে মুরগির পায়ের উপরের দিকে উরুর কাছে লোম থাকত বেশি। মাংসের রং হতো সাদা, নরম ও সুস্বাদু। বয়স বাড়লেও মাংসের এই গুণ অপরিবর্তিত থাকত। এরা যে কোন পরিবেশের সাথে দ্রুতই খাপ খেয়ে নিতে পারত।"

নিচে ১৮৫০ এর দশকে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী ডেভিড ট্যাগার্ডের সংগ্রহে থাকা চট্টগ্রাম জাতের মোরগ মুরগির আঁকা ছবি দেওয়া হয়েছে **[চিত্র-৬]**।
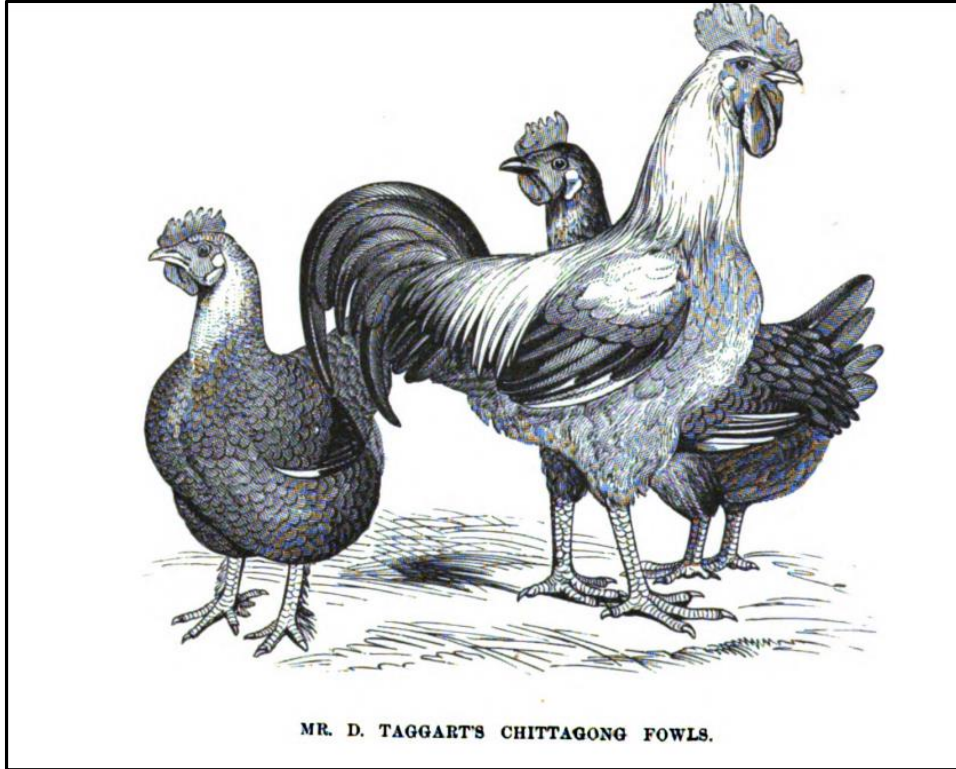
চিত্র-৬: ১৮৫৭ সালে A treatise on the history and management of Ornamental and Domestic Poultry বইয়ে প্রকাশিত আমেরিকার অধিবাসী ডেভিড ট্যাগার্ডের সংগ্রহে থাকা চট্টগ্রাম জাতের মোরগ মুরগির আঁকা ছবি।

অন্যান্য বড় জাতের মোরগ মুরগি যেমন - মালে, কোচিন চীন, ডরকিং, ব্রামা সাথে এর গঠনগত সাদৃশ্য থাকায় অনেকেই চট্টগ্রামের এই জাতকে সংকর জাত হিসেবে মনে করতেন। ঊনবিংশ শতকের চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক মরহুম হামিদুল্লাহর মতে এটি ছিল স্থানীয় জাতের সাথে কোচিন-চীন জাতের প্রজননে সৃষ্ট একটি সংকর জাত **[Ref.-39]**। তাঁর মতে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ের দেয়াং অঞ্চলে অতীতে একসময় বসবাসকারী পর্তুগিজ অধিবাসীরা এই সংকর জাতের সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে ব্রিটেনের কিছু পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ মনে করতেন এটি -মালে ও ডরকিং জাতগুলোর মিলনে উৎপন্ন একটি সংকর **[Ref.-40]**। বড় মোরগ মুরগির এই জাতকে সে সময় চট্টগ্রামবাসীরা 'আছিল' ও 'কাল্লু' নামে ডাকতো **[Ref.-41,42]**। ১৮৪০ এর দশকে এই জাতের একজোড়া মোরগ মুরগির দাম ছিল দুই রুপি আট আনা **[Ref.-42]**। বড় জাতের এই মোরগ-মুরগি ছাড়াও চট্টগ্রামে লাল রঙের অপেক্ষাকৃত খাটো আরেকটি মোরগ-মুরগির জাতের উপস্থিতি ছিল, যাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পায়ের রং হতো হলুদ বর্ণের **[Ref.-43]**।

সময়ের আবর্তে কর্ণফুলীর বাঁক —

চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনামল দুই ভাগে বিভক্ত । ১৭৬০-১৮৫৮ সাল ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল এবং পরবর্তী ১৮৫৮-১৯৪৭ সাল ছিল সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসনকাল। এ সুদীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম জেলার বেশ কয়েকটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল। এ সকল মানচিত্রে সময়ের ব্যবধানে শহরের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া কর্ণফুলী নদীর বাঁকের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় , তা এই অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

চিত্র-১
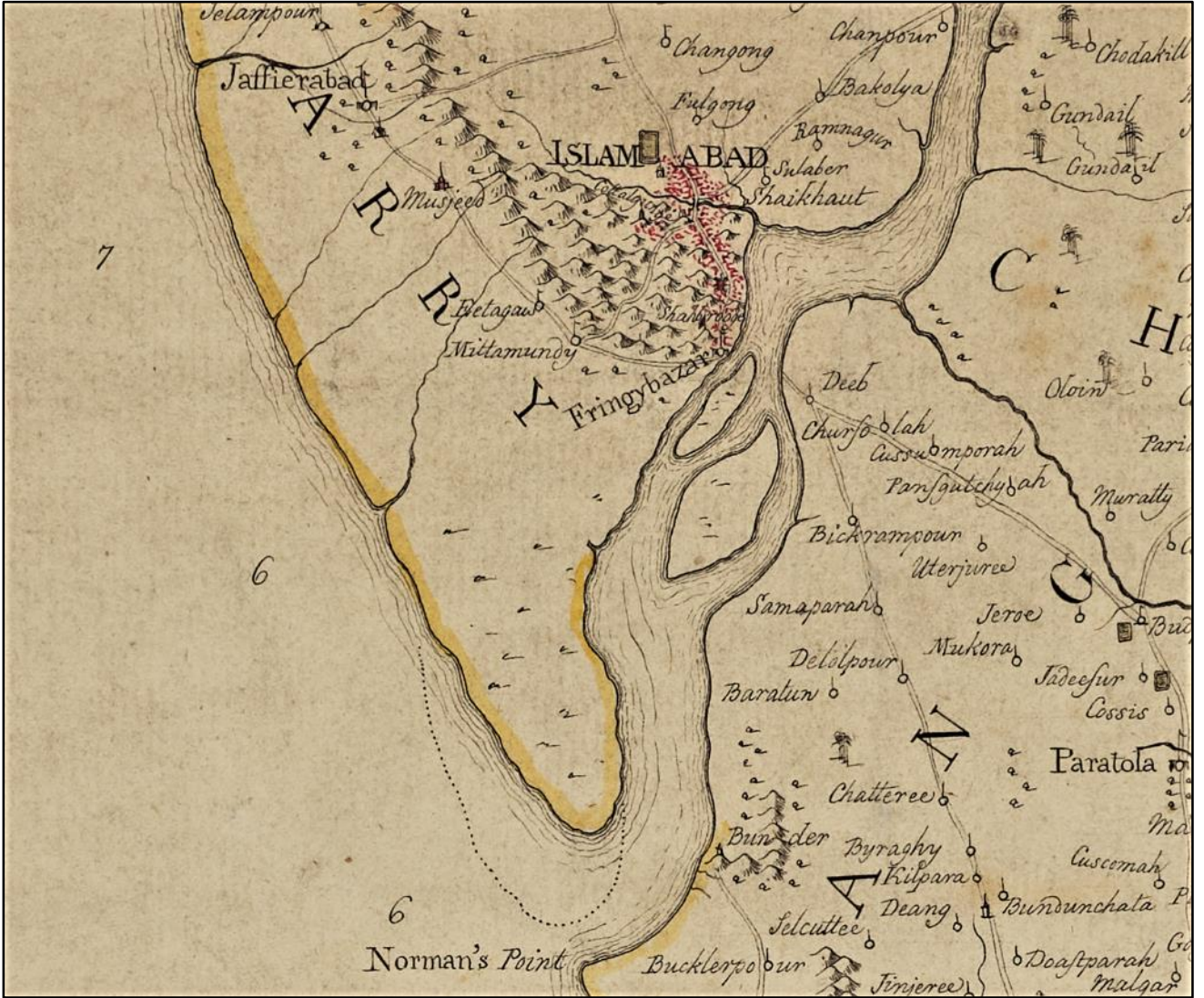
১৭৭৩ সালের মানচিত্রে তৎকালীন কর্ণফুলী নদী শহরের কাছ দিয়ে মোটামুটি তির্যক আকারে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। শহরের পূর্ব পাশে কর্ণফুলী নদী ও শহরের মূল খালের সংযোগস্থলের কাছে কর্ণফুলী নদীর প্রবাহ পথ সেসময় উত্তরপশ্চিম মুখি বাঁক তৈরি করেছিল। বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার, খাতুনগঞ্জ, পাথরঘাটা, বক্সিরহাট ও বাকুলিয়ার অঞ্চল সমূহের দক্ষিণ ও পূর্বের বিস্তীর্ণ এলাকা সে সময় কর্ণফুলী নদীর পানির নিচে ছিল। এই মানচিত্রে ফিরিঙ্গি বাজারের দক্ষিণে বর্তমান খোয়াজনগর ও চরলক্ষ্যা নামের এলাকাগুলো কর্ণফুলী নদীর মাঝে সদ্য জেগে উঠা চর হিসেবে দেখা যায়।

চিত্র-২
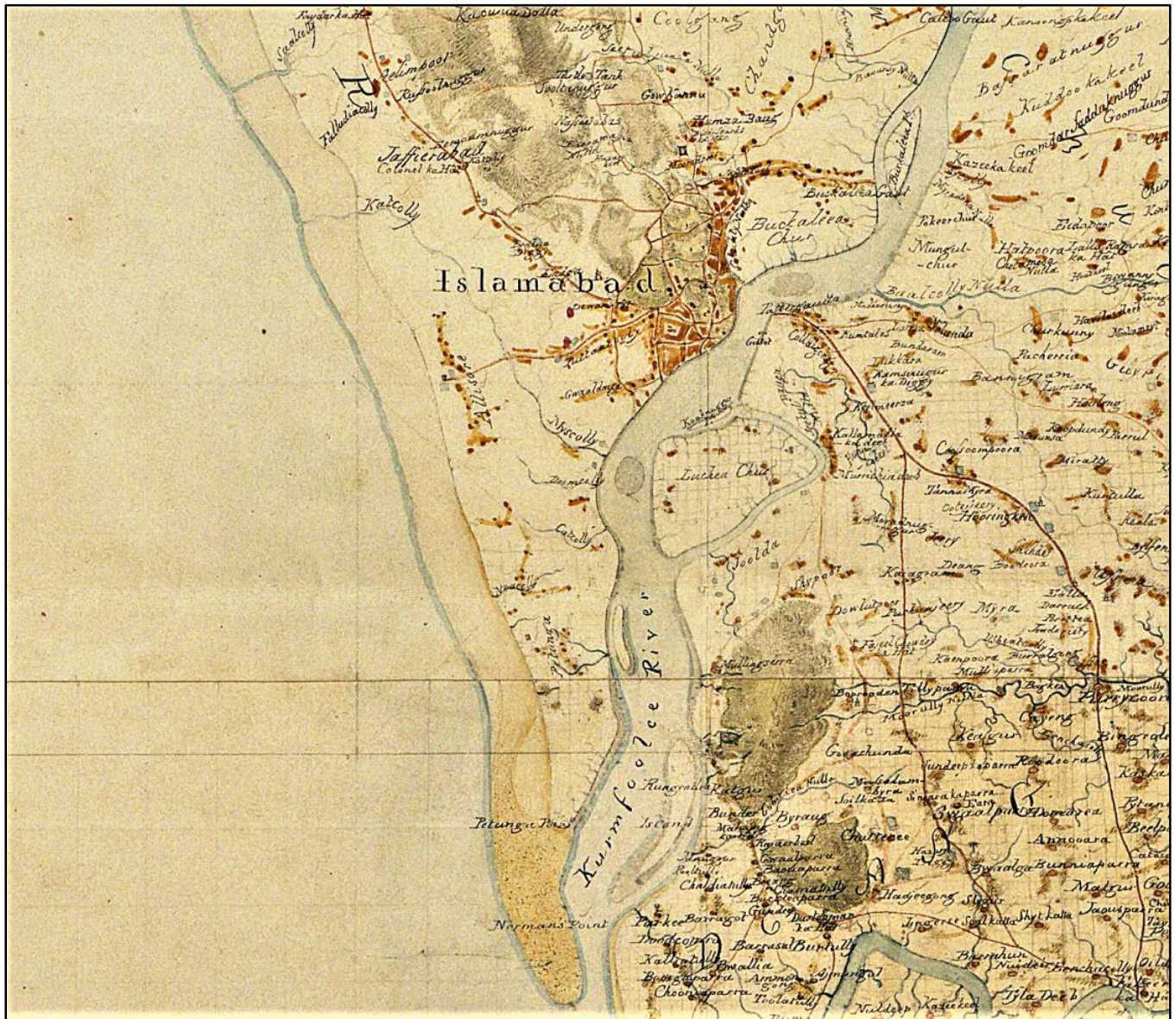
আনুমানিক ১৮১৬ সালে তৈরি এ মানচিত্রে শহরের পূর্ব পাশে পূর্বের মানচিত্রে দেখা কর্ণফুলী নদীর উত্তর- পশ্চিমমুখী বাঁকটি আরো দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরে আসতে দেখা যায় । এছাড়া কর্ণফুলী নদীর মাঝে জেগে ওঠা চরলক্ষ্যা নামের চরটি আকারে আরও বড় হয়ে নদীর মূল প্রবাহ পথকে দু ভাগে বিভক্ত করেছিল। যার মাঝে পশ্চিমের প্রবাহ পথটি ছিল অপেক্ষাকৃত চওড়া। তখনো খোয়াজনগর ও চরলক্ষ্যা চর দুটি পরস্পর হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল।

চিত্র-৩:
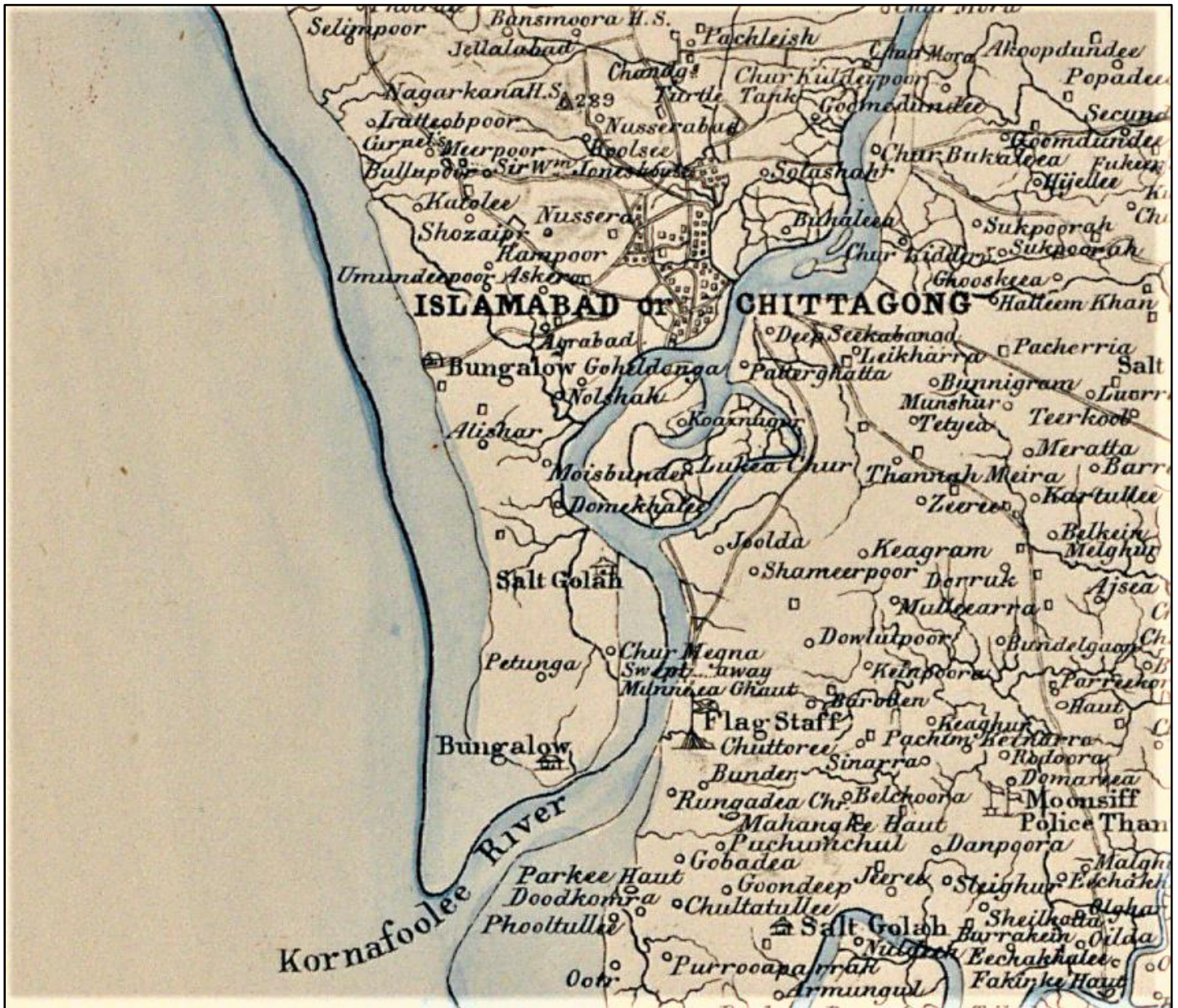
১৮৬৬ এর শেষে তৈরি এ মানচিত্রে শহরের পূর্ব পাশে কর্ণফুলী নদীর বাঁকটি পূর্বের তুলনায় আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে আসতে দেখা যায়। অপরদিকে খোয়াজনগর নামের চরটির দক্ষিণ-পশ্চিমের অংশ চরলক্ষ্যা চরের সাথে সংযুক্ত হতে দেখা যায়।

চিত্র-৪ :

১৯০৮ সালের মানচিত্রে কর্ণফুলী নদী শহরের পূর্বপাশ হতে দক্ষিণ পূর্বে অনেক দূর সরে এসে দক্ষিণ-পূর্বমুখী বাঁক তৈরি করে প্রবাহিত হতে দেখা যায় । কর্ণফুলী নদীর বাঁকের এই পরিবর্তনে উত্তরপশ্চিম দিকে যেমন বিশাল স্থল ভূমি জেগে উঠেছিল তেমনি দক্ষিণ -পূর্ব দিকে বর্তমান বোয়ালখালী উপজেলার গোমদন্ডী, শাকপুরা ইউনিয়ন; পটিয়ার উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়ন এবং কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের নদী পারের বিস্তৃত অঞ্চল নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায় । এই মানচিত্রে খোয়াজনগর চরটিকে চরলক্ষ্যার সাথে সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবস্থায় হতে দেখা যায় । চরলক্ষ্যার পূর্বপাশে কর্ণফুলী নদীর প্রবাহ পথটি সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে চরলক্ষ্যা এলাকাটি তৎকালীন আনোয়ারার দেয়াং, শিকল বাহা ইত্যাদি নামের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হয়েছিল । অপরদিকে চরলক্ষ্যার পশ্চিম পাশে সে সময় কর্ণফুলী নদীর মূল প্রবাহ পথে বর্তমান ইছানগর ও ডাঙার চর নামের এলাকাটি কয়েকটি খণ্ডিত চর হিসেবে সদ্য জেগে উঠতে দেখা যায় ।

চিত্র-৫:

১৯৩৯ সালের মানচিত্রে ইছানগর ও ডাঙার চরের খণ্ডিত অংশগুলো সংযুক্ত হয়ে চরলক্ষ্যার দিকে সরে আসতে দেখা যায়। বর্তমানে ইছানগর ও ডাঙার চর এবং চরলক্ষ্যার মাঝে প্রবাহিত ‘কর্ণফুলী খাল’ নামের জলধারাটি পূর্বে এই চরগুলোর মাঝে বিভক্তির রেখা হিসেবে এখনো টিকে আছে।

এভাবে সময়ের আবর্তে কর্ণফুলী নদীর পূর্বের তীর্যক আকারের প্রবাহ পথটি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সর্পিল আকারে প্রবাহিত হচ্ছে।

দৃশ্যপটের স্থান নির্বাচন —

কিছুদিন হলো, প্রশাসনিকভাবে এ অঞ্চলের পূর্বের 'চিটাগং' নামটির বদলে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে 'চট্টগ্রাম' নামটি উল্লেখ করার প্রচলন শুরু হয়েছে। এই বইয়ে প্রদর্শিত শত বছর পূর্বের চট্টগ্রাম শহরের ছবিগুলোর কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগেরই দৃশ্যপটের স্থান উল্লেখ করার ক্ষেত্রে, শিল্পী শহরের সুনির্দিষ্ট স্থানের নামের পরিবর্তে ব্যাপক অর্থে 'Chittagong' (আজকের চট্টগ্রাম) লিখেছিলেন। এ সকল ছবির দৃশ্যপটের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্বাচনের কাজটি ছিল বেশ দুরূহ। তবে স্থান নির্বাচনের এ ধাঁধার সমাধানে ছবিগুলোর সামনে অথবা পেছনে ছবির শিল্পী কর্তৃক লিখিত 'খসড়া তথ্য' এবং সমসাময়িক মানচিত্রগুলো জোরালো ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে ছবিতে দৃশ্যমান ভূপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান খোঁজার জন্য বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ সকল উপাত্তের বিচারে প্রাপ্ত ছবিগুলোর মাঝে কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশের স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। নিচে প্রতিটি ছবির জন্য তার স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে যে সকল ছবির স্থান নির্বাচন সম্ভব হয়নি সে গুলো এই অধ্যায় শেষে প্রদর্শিত হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে হয়ত কোন বিচক্ষণ পাঠক এই ছবিগুলোর সঠিক স্থান নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন।

দৃশ্যপট: ১

শিল্পী: জেমস ক্রকেট।

সময়কাল : আনুমানিক ১৭৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: https://www.christies.com/en/lot/lot-5351377

ছবিটির পেছনে শিল্পীর লেখা টাইটেল হতে জানা যায় যে ছবিটিতে তৎকালীন চট্টগ্রামে জর্জ ডটসওয়েল ও লেফটেন্যান্ট ব্রুকস এর বাড়ির দৃশ্য আঁকা রয়েছে। জর্জ ডটসওয়েল ১৭৮৬ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেসময় চট্টগ্রামে রংমহল পাহাড়ের উপর চিফের দপ্তর সমেত বসতবাড়িটির অবস্থান ছিল। অতীতের 'রংমহল' নামের পাহাড়টি বর্তমানে আন্দরকিল্লায় অবস্থিত 'জেনারেল হসপিটাল পাহাড়' নামে পরিচিত। এ তথ্যের বিচারে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ছবিটিতে বর্তমান আন্দরকিল্লায় অবস্থিত জেনারেল হসপিটাল পাহাড়ের স্থানটির সেকালের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

দৃশ্যপট: ২

শিল্পী: জেমস ক্রকেট।

সময়কাল : আনুমানিক ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: British Library Reference # WD3952.

ছবির পেছনে শিল্পীর লেখা টাইটেলে বলা হয়েছে - এ ছবিটিতে চট্টগ্রামে ডাক্তার উইলসন্সের ক্লারমন্ট বাড়িটির পশ্চিমের দৃশ্য ও কর্নেল এলারকারের বাংলোর দৃশ্য রয়েছে এবং সাথে ইসলামাবাদ নদী ও পূর্ব দিকের দূরবর্তী পাহাড়গুলোর দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের ক্যাপ্টেন জন চিপের আঁকা চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্র হতে জানা যায় ডাক্তার রবার্ট উইলসনের বাড়িটি সে সময় শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এ মানচিত্রে বাড়িটির কাছেই নদীর অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় [চিত্র-১]।পুরাতন এ মানচিত্রের সাথে বর্তমান মানচিত্র তুলনা করলে এ বাড়িটি বর্তমান পাথরঘাটা এলাকার ইকবাল রোড ও বংশাল রোডের মাঝামাঝি স্থানে ছিল বলে অনুমান করা যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় এ স্থান হতে দক্ষিণ পূর্ব

চিত্র-১: ১৮১৮ সালের ক্যাপ্টেন জন চিপের আঁকা চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে ইংরেজি 44 নম্বর দ্বারা সেসময় শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত ডাক্তার রবার্ট উইলসনের বাড়ি ও Bankshall এর অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে।

মুখী হয়ে আঁকা এই ছবিটিতে তৎকালীন পাথরঘাটা এলাকার ইকবাল রোড ও বংশাল রোডের আশেপাশের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে ।

দৃশ্যপট: ৩

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল : ৫ ই অক্টোবর ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস:British Library Reference# WD336

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ছবিটিতে মূলত তিনটি পাহাড় ও প্রতিটি পাহাড়ের উপরে স্থাপিত তৎকালীন স্থাপনার পাশাপাশি পাহাড়গুলোর মাঝে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় বর্গাকৃতি প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থাপনা, পেছনে বহমান একটি নদী এবং সামনে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে একটি জলাশয়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে । ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন দেওয়ান বৈদ্যনাথের বাড়ির পাহাড়ের অবস্থান হতে পূর্ব দিকে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য করলে সেকালের ফেয়ারি ও টেম্পেস্ট হিল সমূহের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে অবস্থিত জলাশয় , এ হিল সমূহের উপর স্থাপিত স্থাপনা, সেকালের কোর্ট ভবন , এ ভবনের উত্তরে তৎকালীন বর্গাকৃতির জেলখানা এবং এ স্থানের পূর্ব দিকে বহমান কর্ণফুলী নদীর অবস্থান দেখতে পাওয়া

সূচিপত্র

যায়, যার সাথে ছবিতে দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে [চিত্র-২]। সেকালের ফেয়ারি হিল বর্তমানে কোর্ট হিল বা পরীর পাহাড় নামে পরিচিত।

চিত্র-২: ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন দেওয়ান বৈদ্যনাথের বাড়ির পাহাড়ের অবস্থান হতে পূর্ব দিকে লক্ষ্য করলে যে সকল পাহাড় ও স্থাপনা শিল্পীর দৃষ্টিসীমার মাঝে পরে সেগুলো হালকা নীল রঙে আবৃত করে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 60= Bydanaut's Bungalow; 31=Mr. Smith House, Tempest hill; 32=Mr. Mc. Rae's House, Fairy Hill; 33=Court House and Jail; 34=Tanna ।

এ ধরনের সাদৃশ্য থাকায় ধরে নেয়া যায় ছবিটিতে ১৮১০-এর দশকে তৎকালীন আন্দরকিল্লায় অবস্থিত ফেয়ারি ও টেমপেস্ট হিলের আশপাশের এলাকার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। তবে বর্তমানে কর্ণফুলী নদী অতীতের তুলনায় এই স্থান হতে আরও দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরে গেছে।

সূচিপত্র

দৃশ্যপট ৪ :

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল : মার্চ, ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস : British Library Reference # WD335

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে দৃশ্যমান ভূপ্রকৃতির গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় ছবির ডান ও বাম অংশে দেখানো দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমিতে একটি জলাশয় এবং ডান পাশের পাহাড়ের পেছন দিকে একটি বহমান নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন রংমহল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর দিকে লক্ষ্য করলে পর্যায়ক্রমে ফেয়ারি হিল ও কোর্ট ভবনের পাহাড়ের মাঝামাঝি সমতল স্থানে একটি জলাশয় এবং ফেয়ারি হিলের দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিঙ্গি বাজারের বিস্তীর্ণ সমতল স্থানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যার সাথে ছবির বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য রয়েছে [চিত্র- ৩] ।

১৮১৮ সালের মানচিত্রের জলাশয়টি বর্তমানে 'লালদিঘী' নামে এবং 'রংমহল' নামের পাহাড়টি বর্তমানে 'জেনারেল হসপিটাল পাহাড়' নামে পরিচিত।
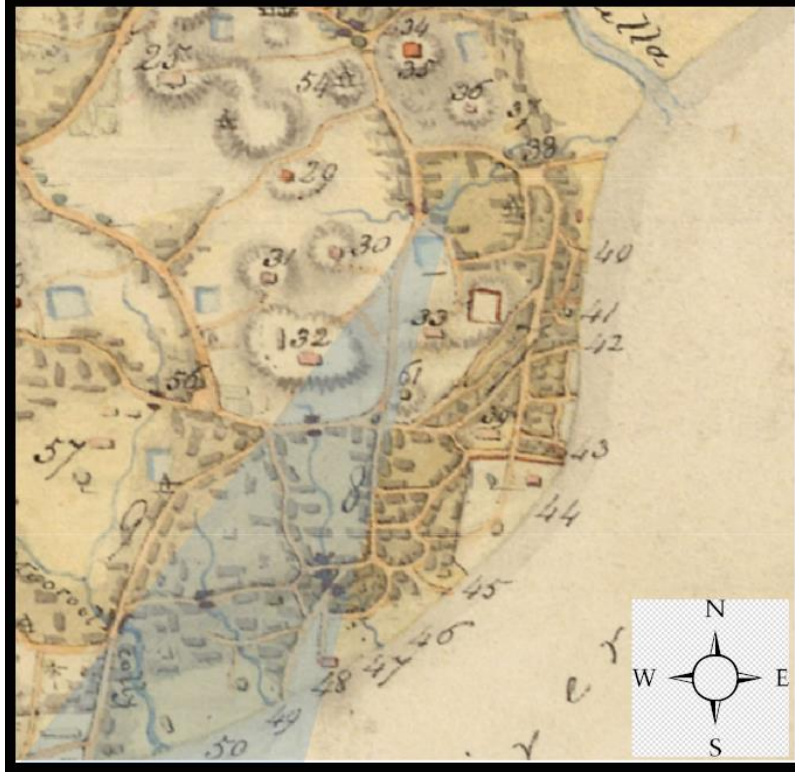
চিত্র- ৩ : ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন রংমহল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দৃষ্টি সীমার মাঝে যে ভূপ্রকৃতি পর্যায়ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হালকা নীল রঙে আবৃত করে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 32=Mr. Mc. Rae's House, Fairy Hill; 8=Firingy Bazar।

বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে জেনারেল হসপিটাল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণে লালদিঘী বরাবর কর্ণফুলী নদীর দিকে লক্ষ্য করলে যে ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়, তার সাথে ছবিতে দৃশ্যমান ভূ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র-৪]। এ থেকে ধারণা করা যায় ছবিটিতে বর্তমান জেনারেল হসপিটাল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে দৃশ্যমান সেকালের লালদিঘী, ফেয়ারি হিল, ফিরিঙ্গি বাজার ও কর্ণফুলী নদী পাড়ের দৃশ্য আঁকা

হয়েছে। ছবির বামদিকে আংশিক দৃশ্যমান পাহাড়গুলোতে বর্তমানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদরদপ্তর, জেলা পশু হাসপাতাল, সরকারি মুসলিম হাই স্কুল অবস্থিত এবং ছবিতে দৃশ্যমান নদীর পেছনের পাহাড় গুলো বর্তমানে আনোয়ারা উপজেলার দেয়াং পাহাড় নামে পরিচিত।
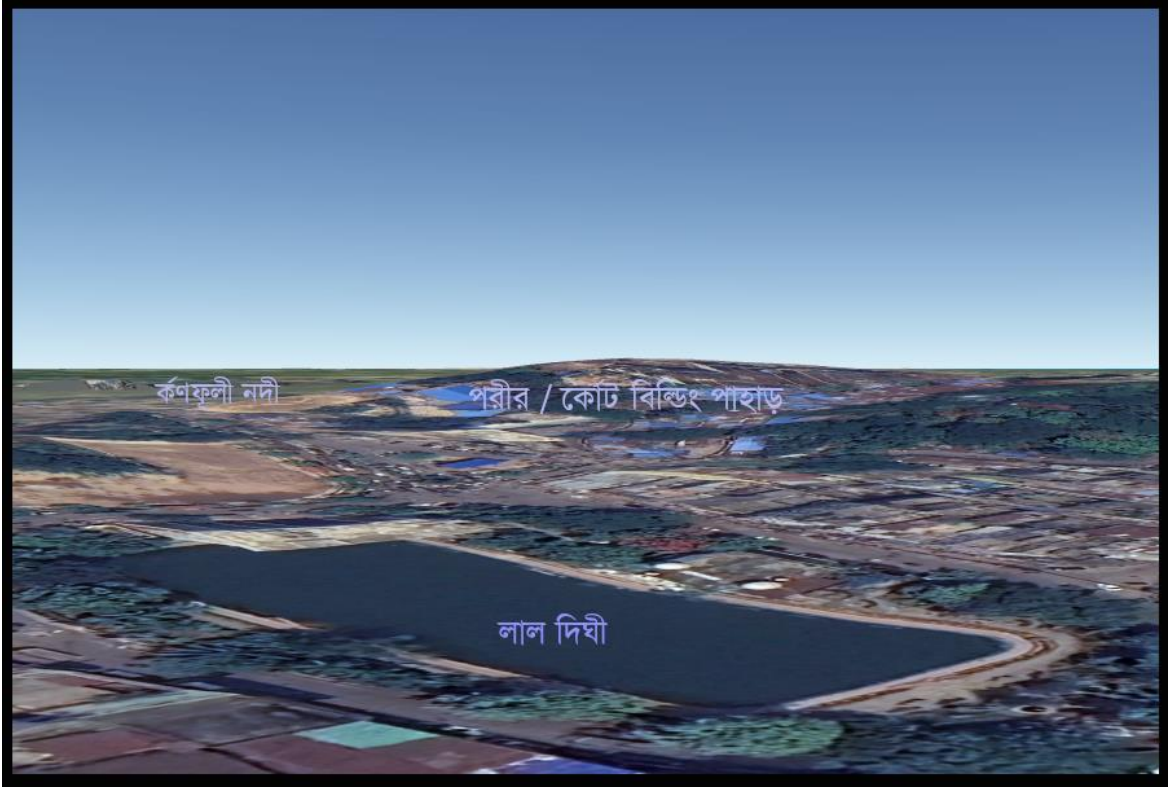
চিত্র-৪: বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে জেনারেল হসপিটাল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণে লালদিঘী বরাবর কর্ণফুলী নদীর দিকে দৃশ্যমান ত্রিমাত্রিক চিত্র।

দৃশ্যপট ৫ :

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল : নভেম্বর ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস : https://www.bonhams.com/auctions/13803/lot/67

ছবির টাইটেল : Figures washing, Chittagong.

ছবিটিতে দৃশ্যমান মূল বিষয়বস্তু হল একটি সুদৃশ্য মসজিদ, যার সামনে অবস্থিত পুকুরে কিছু লোক সম্ভবত ওজু করারত অবস্থায় রয়েছে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের ঢোকার দিকটি লক্ষ্য করলে এই পুকুরের অবস্থান মসজিদটির উত্তরপূর্ব দিকে ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদের মেহরাব / কেবলা পশ্চিম মুখী হয়ে থাকে। ছবিটি অঙ্কনের সময়কালের কয়েক বছর আগে ১৮১৮ সালে রচিত চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে যে সকল মসজিদ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মাঝে শুধু একটি মসজিদের সন্নিকটে উত্তরপূর্ব দিকে একটি পুকুরের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় [চিত্র-৫] । পুরাতন মানচিত্রে সেই মসজিদের স্থানে বর্তমান

সূচিপত্র

মানচিত্রে শোলকবহর এলাকায় অবস্থিত শেখ বাহারউল্লাহ জামে মসজিদের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় । এ কারণে ধরে নেয়া যায় যে ছবিতে দৃশ্যমান মসজিদটি ছিল বর্তমান শোলকবহর এলাকায় অবস্থিত শেখ বাহার উল্লাহ খান জামে মসজিদের সেকালের চিত্র ।
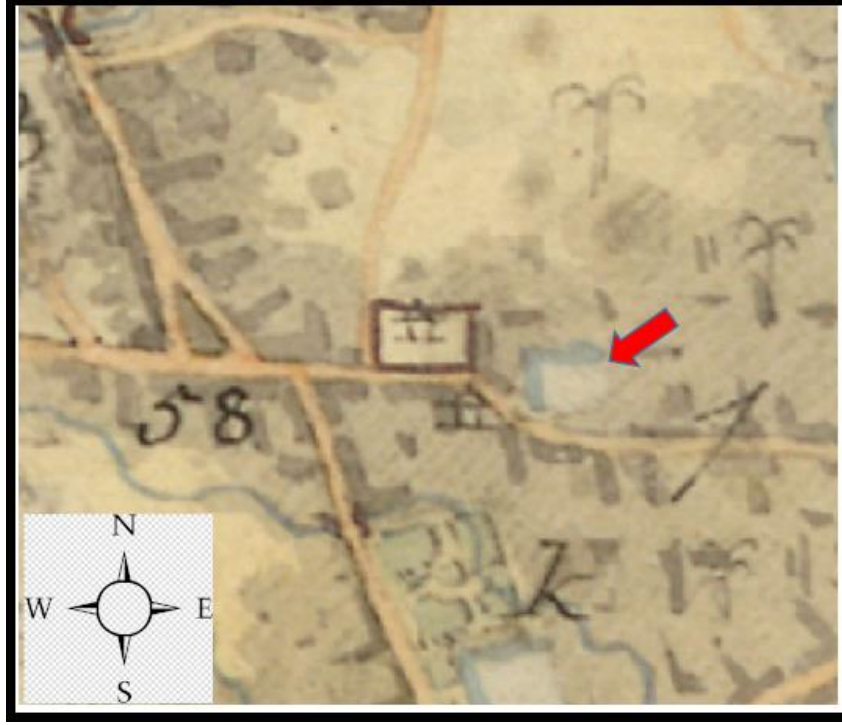
চিত্র-৫: ১৮১৮ সালে চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন মুরাদপুর এলাকায় অবস্থিত একটি মসজিদের উত্তরপূর্ব দিকে দৃশ্যমান পুকুরের অবস্থান লাল রঙের তীর চিহ্নে দেখানো হয়েছে । বর্তমানে মসজিদটি শেখ বাহারুল্লাহ জামে মসজিদ ও উক্ত এলাকাটি শোলকবহর নামে পরিচিত । ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 1=Mooradpoor; 58=Cuttalgunge ।

দৃশ্যপট : ৬

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল : ডিসেম্বর, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস : Delhi Art Gallery (DAG)

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে মাঝামাঝি স্থানে পাহাড়ের ঢালে একটি মন্দির, বামপাশে কিছু দূরে কয়েকটি পাহাড়ের উপর বসতবাড়ির স্থাপনা এবং দৃষ্টি সীমানার শেষ প্রান্তে একটি নদীর দেখতে পাওয়া যায় । ছবিটি অঙ্কনের সময়কালের কিছু পূর্বে ১৮১৮ সালে তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে যে দুটি মন্দিরের উপস্থিতি চিহ্নিত রয়েছে, যার মাঝে বর্তমান নন্দনকানন তুলসী আখড়ার স্থানে পাহাড়ের ঢালে একটির অবস্থান ছিল [চিত্র-৬]। ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে এই স্থানটিকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে দেখলে প্রাপ্ত চিত্রের সাথে দৃশ্যপটের ভূপ্রকৃতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র-৭] । এ থেকে

ধারণা করা যায় ছবিতে দৃশ্যমান মন্দিরটি বর্তমান তুলসী আখড়ায় অবস্থিত শ্রীশ্রী মদনমোহন গোপালজী মন্দিরের সেকালের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে।

চিত্র-৬:১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে বর্তমান নন্দনকানন তুলসী আখড়ার স্থানে দৃশ্যমান মন্দিরের অবস্থান লাল রঙের তীর চিহ্নে দেখানো হয়েছে।
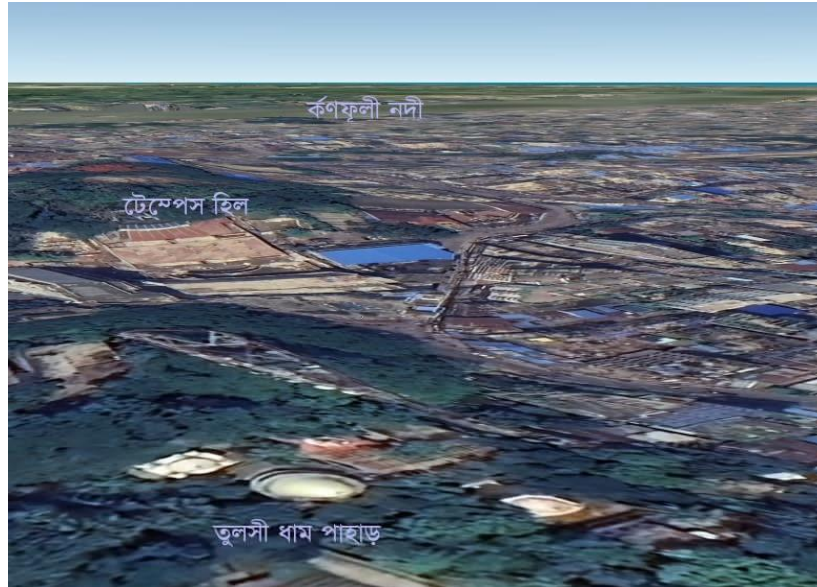
চিত্র-৭: ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে বর্তমান তুলসী আখড়ায় অবস্থিত শ্রীশ্রী মদনমোহন গোপালজী মন্দিরের স্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃশ্যমান ত্রিমাত্রিক চিত্র।

দৃশ্যপট ৭ :

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল : ক্যাটালগ বই উল্লেখ করা হয়নি ।

ছবির উৎস: Christie's London auction catalogue, 25th May 1995. Pp.104.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

মূল ছবিটি জলরঙে আঁকা, তবে ক্যাটালগ বইয়ের পাতায় ছাপা সাদাকালো রঙের ছবিটি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ছবিটির কেন্দ্রে পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ , ছবির ডান অংশে পাহাড়ের উপর বুরুজ বিশিষ্ট একটি বাড়ির আংশিক অংশ এবং মসজিদের সামনে একটি রাস্তার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় । বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে চট্টগ্রাম কলেজ রোড এবং এর পশ্চিমে অবস্থিত মিসকিন শাহ (রাঃ) মাজার সংলগ্ন মসজিদটিকে চট্টগ্রাম কলেজের প্রান্ত হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখি হয়ে লক্ষ্য করলে যে ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে ছবির দৃশ্যপটের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র- ৮] । এ থেকে বলা যায় ছবিটিতে বর্তমান কলেজ রোড, মিসকিন শাহ মসজিদ এবং এই মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের নির্মিত বাড়িটির সেকালের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।
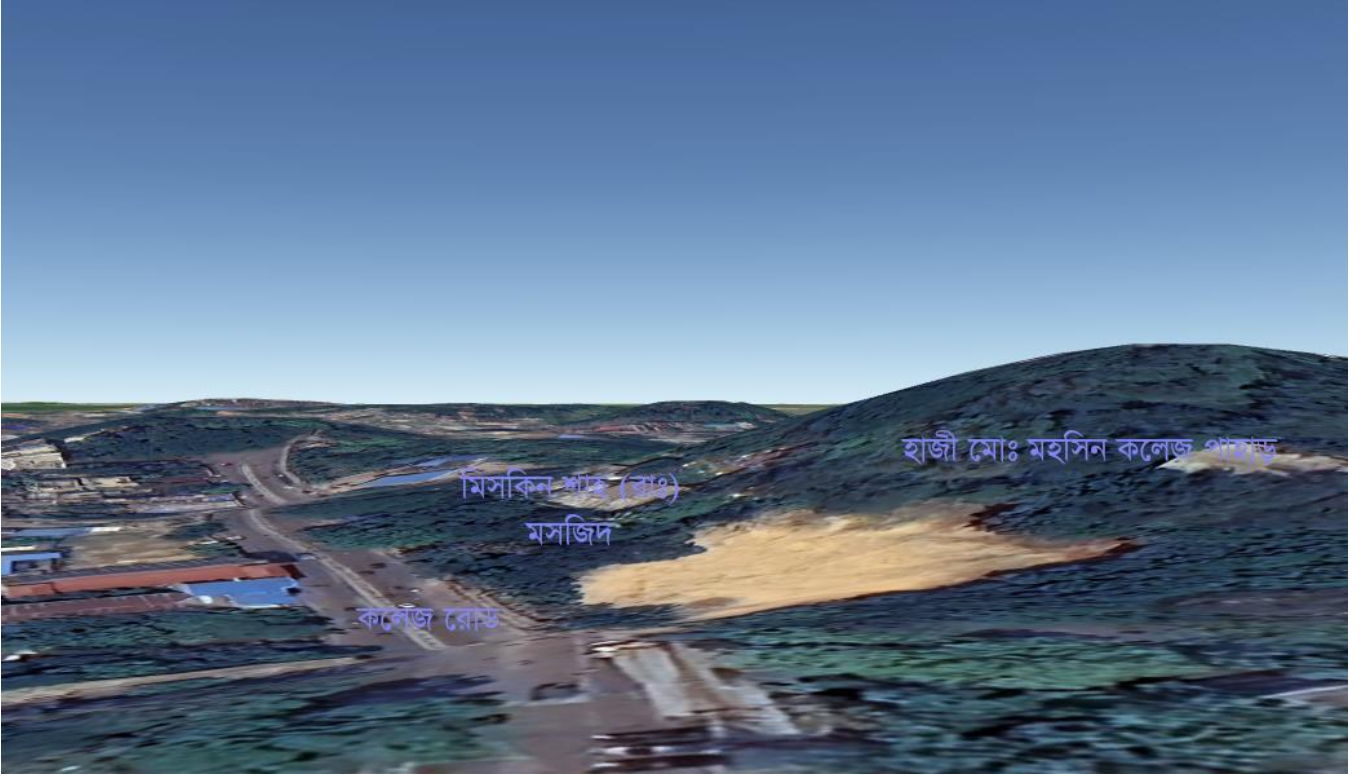
চিত্র-৮: বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে চট্টগ্রাম কলেজের প্রান্ত হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃশ্যমান চট্টগ্রাম কলেজ রোড, মিসকিন শাহ (রাঃ) মাজার ও হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ের চিত্র।

দৃশ্যপট ৮ :

শিল্পী : থমাস প্রিন্সেপ ।

সময়কাল : ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস : British Library Reference # WD4100.

ছবির টাইটেল: View of Chittagong c.1825, showing the Washing Green.

ছবিটিতে একটি টিলার আড়ালে একটি মসজিদের গম্বুজের কিছু অংশ, মসজিদটির সামনে একটি রাস্তা এবং দূরে তিনটি পাহাড়ের উপর পৃথক তিনটি পাকা স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়, যার মাঝে একটি ছিল দুই বুরুজ সংযুক্ত দোতালা বাড়ি । বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে জামাল খানে অবস্থিত ডিসি হিল থেকে উত্তরপূর্ব মুখী হয়ে কদম মোবারক মসজিদ এবং এর উত্তরে গুডস্ হিল, রোডস এন্ড হাইওয়ে হিল ও হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের পাহাড়ের অবস্থান লক্ষ্য করলে যে ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে ছবিতে বর্ণিত দৃশ্যপটের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র - ৯] । এ থেকে অনুমান হয় যে ছবিতে দৃশ্যমান টিলার আড়ালের মসজিদটি ছিল তৎকালীন কদম মোবারক মসজিদ ।

চিত্র -৯ : বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে জামাল খানে অবস্থিত ডিসি হিল থেকে উত্তরপূর্ব দিকে দৃশ্যমান চিত্র।

যদিও বর্তমানে এই টিলাটির অস্তিত্ব নেই তবে ১৮৩০ এর দশকে এডওয়ার্ড রেমান্ড বইলউর তৈরি করা চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে এই টিলাটির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় [চিত্র-১০]।

চিত্র-১০: ১৮৩০ এর দশকের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে সেসময় কদম মোবারক মসজিদের দক্ষিণে অবস্থিত টিলার অবস্থানকে সবুজ রঙের তীর চিহ্নে দেখানো হয়েছে।

মসজিদের পেছনে গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি ছিল তৎকালীন রহমতগঞ্জ। ছবির বাম অংশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুই বুরুজ বিশিষ্ট দোতলা পাকা বাড়িটি ছিল বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ ক্যাম্পাসে পাহাড়ের উপর অবস্থিত পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ির সেকালের ছবি এবং সর্ব ডানে পাহাড়ের উপর অবস্থিত পাকা বাড়িটি ছিল চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিককার চিফ শিয়ারম্যান বার্ডসের পরিত্যক্ত বাড়ি। এই দুই পাকা স্থাপনার মাঝে দৃশ্যমান পাহাড়টি ছিল বর্তমান গুডস হিল। ছবিতে এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত বাংলো বাড়িটিতে ১৮১৮ সালে এ অঞ্চলের সামরিক প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটার লিটলজন বাস করতেন। মসজিদের সামনে একটি পাকা সেতুর উপর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি ছিল বর্তমান মোমিন রোডের সেসময়ের চিত্র।

দৃশ্যপট ৯ :

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল :অক্টোবর, ১৮২২ ।

ছবির উৎস : Bonhams auction, Knightsbridge,London. Tuesday, April 8, 2008 [Lot 00303]

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে বিভিন্ন পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি পাকা স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়, যার মাঝে ছবির বাম অংশে দুই বুরুজ বিশিষ্ট একটি দোতলা বাড়ির অবস্থান উল্লেখযোগ্য । এছাড়া ছবিতে পাহাড়গুলোর পেছনে একটি বহমান জলধারার উপস্থিতি রয়েছে। হাজী মোহাম্মদ ক্যাম্পাসে একটি পাহাড়ের উপর বর্তমানে দুই বুরুজ বিশিষ্ট একটি দোতলা পুরাতন বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে হাজী মো. মহসিন কলেজের পাহাড় ও তৎসংলগ্ন গুডস্ হিল ও অন্যান্য পাহাড়গুলো বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশনের অধীনস্থ জয়পাহাড় স্টেট থেকে পূর্বমুখী হয়ে দেখলে প্রাপ্ত চিত্রের সাথে ছবির দৃশ্যপটের ভূ প্রকৃতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া

যায় [চিত্র-১১] । এ থেকে ধারণা করা যায় ছবিটিতে বর্তমান জয়পাহাড় স্টেট থেকে পূর্ব দিকে দৃশ্যমান বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড় ও এর আশেপাশের সেকালের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। ছবিতে দৃশ্যমান জলধারাটি সম্ভবত তৎকালীন কর্ণফুলী নদী।
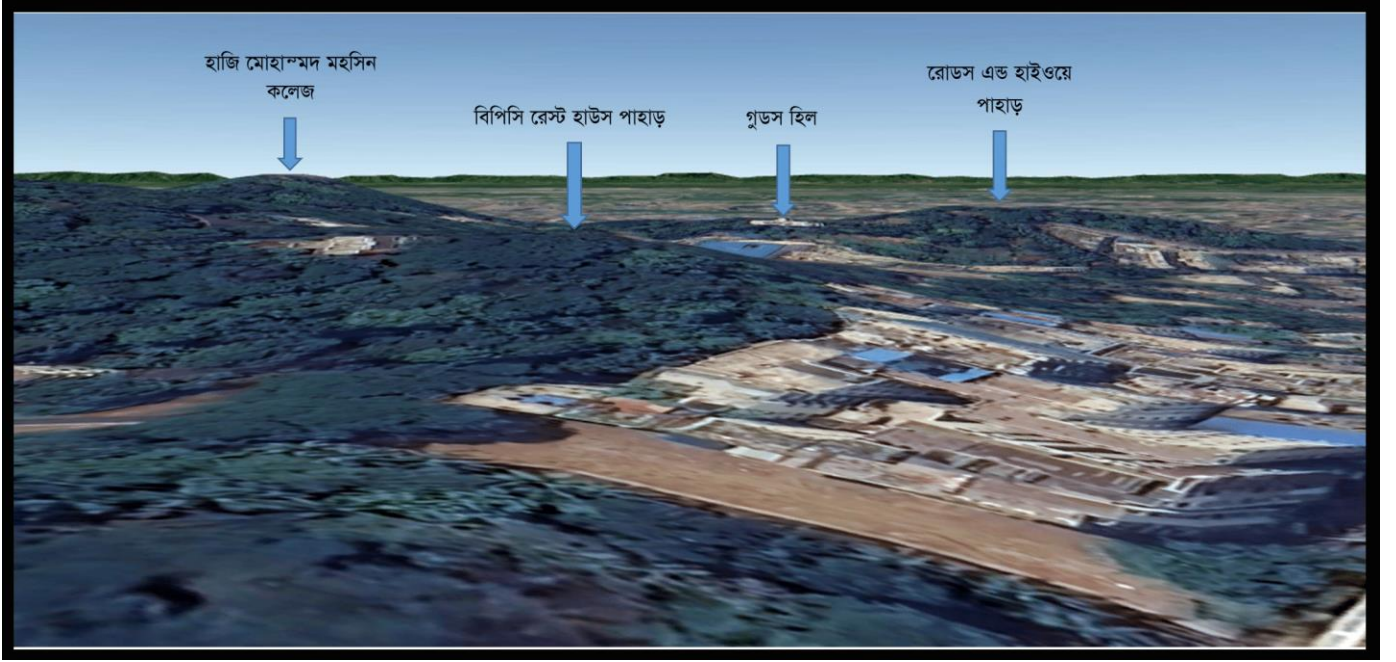
চিত্র-১১: বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশনের অধীনস্থ জয় পাহাড় স্টেট থেকে পূর্ব দিকে দৃশ্যমান হাজী মো. মহসিন কলেজের পাহাড়, গুডস্ হিল ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য পাহাড়গুলোর চিত্র।

দৃশ্যপট : ১০

শিল্পী : জেমস জর্জ

সময়কাল :মার্চ, ১৮২২ ।

ছবির উৎস : Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে একটি সেতুর উপর দিয়ে চলে যাওয়া সেকালের মেঠো সড়ক , ছবির মূল অংশ জুড়ে গাছপালায় ঘেরা বিশাল একটি বিশাল এলাকা এবং দূরে পাহাড়ের উপর দুই বুরুজ বিশিষ্ট একটি দোতলা বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় । ইতিপূর্বে এই দোতলা বাড়িটিকে ১৮২২ সালে আঁকা জেমস জর্জের আরেকটি ছবিতে এবং ১৮২৫ সালে থমাস প্রিন্সেপের আঁকা ছবিতে দেখতে পাওয়া গেছে । সেসকল ছবিগুলোতে এই বাড়িটিকে বর্তমান হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ পাহাড়ে

অবস্থিত পুরাতন ও পরিত্যক্ত দুই বুরুজ বিশিষ্ট বাড়ি হিসেবে ধরে নেবার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সুবাদে এই ছবিতে এ বাড়িটি হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজের পাহাড়ের সেই পরিত্যক্ত বাড়ি হিসেবে ধরে নিয়ে বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে চট্টেশ্বরী রোডের উত্তরে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পূর্বে অবস্থিত পাহাড়ি এলাকা থেকে এই বাড়িটির পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করলে যে ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে ছবির ভূপ্রকৃতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র-১২] । এ যুক্তির বিচারে ছবিতে দৃশ্যমান রাস্তাটি ছিল বর্তমান চট্টেশ্বরী রোড এবং এই রাস্তার নিকটে গাছপালায় ঘেরা অংশটি ছিল বর্তমান চট্টেশ্বরী রোড সংলগ্ন চকবাজার এলাকার সেকালের ছবি।
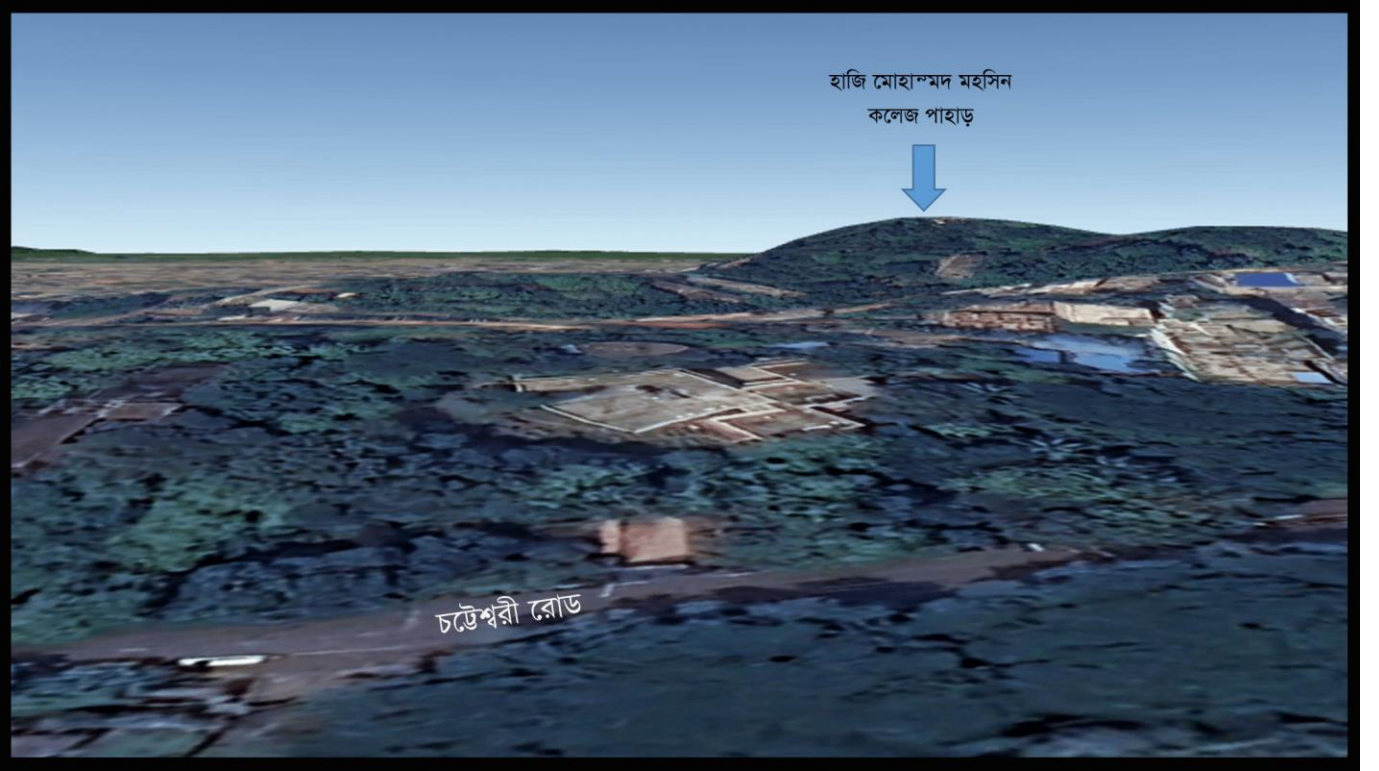
চিত্র-১২: বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে চট্টেশ্বরী রোডের উত্তরে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পূর্বে অবস্থিত পাহাড়ি এলাকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দৃশ্যমান চট্টেশ্বরী রোড ও হাজী মো. মহসিন কলেজের পাহাড়ের চিত্র।

দৃশ্যপট: ১১

CHITTAGONG.
from Rungmahaul.

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল: অক্টোবর ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong from Rungmahal.

দৃশ্যপট: ১২

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল: আনুমানিক ১৮১৯ -১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস: Catalogue for Bonhams and Brooks sale of Topograph Ical & American Pictures held on March 28, 2001, Lot # 39.

ছবির টাইটেল : Chittagong

ছবি দুইটির দৃশ্যপট দেখতে প্রায় একই রকম, তবে দ্বিতীয় ছবিটিতে বর্ধিত অংশ হিসেবে মসজিদের দৃশ্য সংযুক্ত হয়েছে । প্রথম ছবির টাইটেলে দৃশ্যপটের স্থান হিসেবে উল্লেখ করা Rungmahal স্থানটি ছিল বর্তমান আন্দরকিল্লা জেনারেল হসপিটাল সংলগ্ন পাহাড় । চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকে এই পাহাড়ের ওপর চিফের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, যা

১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে চিফের এই বাসভবনটিকে তৎকালীন রংমহল পাহাড়ের উপরে একটি ভগ্ন বাংলো হিসেবে দেখানো হয়েছে [চিত্র-১৩]। ছবির কেন্দ্রস্থলে দৃশ্যমান দোতলা বাড়িটি সেসময়কার রংমহল পাহাড়ে উপর অবস্থিত চিফের পরিত্যক্ত বাড়ির ছবি। অপরদিকে দৃশ্যমান মসজিদটি বর্তমান আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের সেকালের ছবি। ধারণা করা যায় শিল্পী সম্ভবত বর্তমান নজির আহমেদ চৌধুরি সড়কের উত্তরে ফরেস্ট হিলের কাছে অবস্থান করে ছবি দুটি এঁকেছিলেন।

চিত্র-১৩: ১৮১৮ সালের চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্রে তৎকালীন রংমহল পাহাড়ে অবস্থিত ভগ্ন ভবনটি সবুজ রঙের তীর চিহ্নে দেখানো হয়েছে। ১৮১৮ সালের মানচিত্রের লেজেন্ড অনুযায়ী 35=Ruined Bungalow, Rungmal।

দৃশ্যপট :১৩

THE CHITTAGONG RIVER.

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল: জুলাই, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : The Chittagong River.

ছবিটিতে একটি বিশাল জলধারার সাথে ছবির বাম দিক হতে আসা আরেকটি ছোট জলধারার মিলন স্থলের কাছে একটি বিস্তীর্ণ বিরানভূমি দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে অনেকসময় ইংরেজদের নথিপত্রে কর্ণফুলী নদীকে 'Chittagong River'

নামে উল্লেখ করতে দেখা যায়। এ কারণে বলা যায় ছবিতে দৃশ্যমান বিশাল জলধারাটি ছিল তৎকালীন কর্ণফুলী নদী এবং এর সাথে মিলিত ছোট জলধারাটি ছিল তৎকালীন চাক্তাই খাল। এই দুই জলধারার মিলনস্থলে দৃশ্যমান বিরান ভূমিটি ছিল তৎকালীন বাকুলিয়ার চর। ১৮১৮ সালের মানচিত্রে দৃশ্যমান এই মিলন স্থানের ভূপ্রকৃতির সাথে ছবির দৃশ্যপটের মিল রয়েছে [চিত্র-১৪]। শিল্পী সম্ভবত রংমহল পাহাড়ের পূর্ব দিকে একটি উঁচু স্থান হতে তৎকালীন কর্ণফুলী নদী ও চাক্তাই খালের মিলনস্থলের দিকে তাকিয়ে ছবিটি অঙ্কন করেছিলেন।
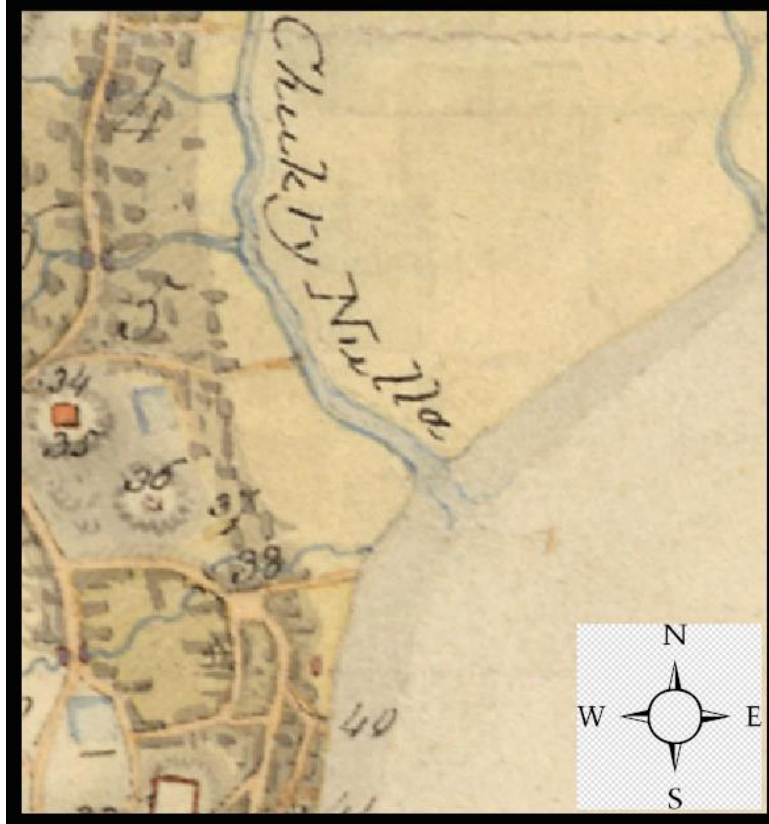
চিত্র-১৪: ১৮১৮ সালের মানচিত্রে দৃশ্যমান চাক্তাই খাল এবং কর্ণফুলী নদীর মিলনস্থল।

দৃশ্যপট: ১৪

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল: জানুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিতে পাহাড়ের উপর একটি বাংলো বাড়ির দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যানভাসের সম্মুখভাগে ছবির বাইরে অংশে ডানদিকে শিল্পী কর্তৃক পেন্সিল লেখা রয়েছে - My Bungalow [চিত্র-১৫] । ১৮১৮ সালের মানচিত্রে জেমস জর্জের এই বাসস্থানটি তৎকালীন কাতালগঞ্জের একটি পাহাড়ের উপর দেখতে পাওয়া যায়, যা বর্তমানে 'কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টার পাহাড়' নামে পরিচিত [চিত্র-১৬]।
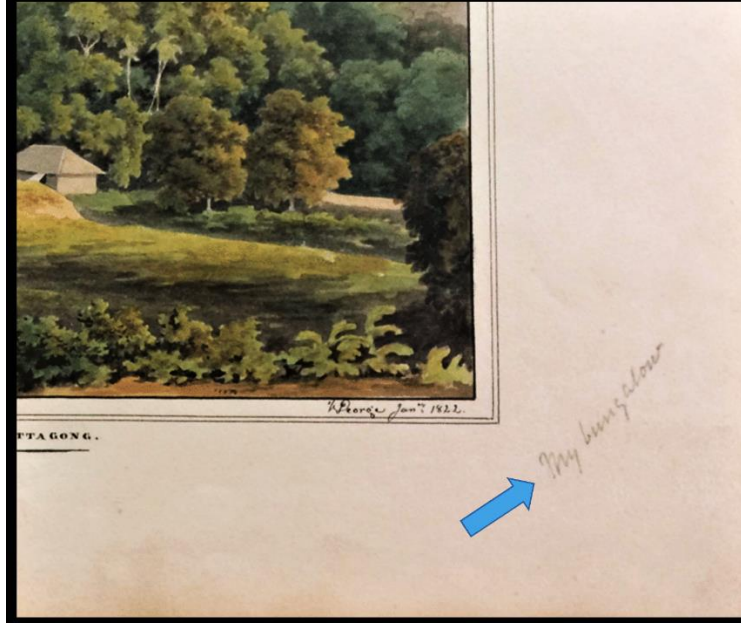
চিত্র-১৫: ক্যানভাসের সম্মুখভাগে ছবির বাইরে অংশে ডানদিকে শিল্পী কর্তৃক লিখিত - My Bungalow লেখাটি নীল রঙের তীর চিহ্নে নির্দেশনা করা হয়েছে।

এ বাংলো বাড়িটি বর্তমানে এ পাহাড়ে অবস্থিত ম্যারেজ গার্ডেন কমিউনিটি সেন্টার এর স্থানে ছিল বলে অনুমান করা যায়।এ থেকে বলা যায় যে ছবিটিতে বর্তমান কিং অফ চিটাগং কমিউনিটি সেন্টার পাহাড়ে শিল্পীর তৎকালীন বাংলো বাড়ি ও এর আশেপাশের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে ।

চিত্র-১৬: ১৮১৮ সালের মানচিত্রে তৎকালীন কাতালগঞ্জে পাহাড়ির উপর অবস্থিত জেমস জর্জের বাসস্থানের অবস্থান ইংরেজি b অক্ষরে দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যপট: ১৫

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল: জানুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে পাহাড়ি এলাকাতে একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত পাকা ছাদ বিশিষ্ট একটি বড় স্থাপনার অংশবিশেষ এবং এই স্থাপনাটির দিকে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া একটি রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালের মানচিত্রে শহরের বুকে পাঁকা ছাদ সংযুক্ত যে দুটি বড় স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায় তার মাঝে একটি ছিল তৎকালীন চট্টগ্রামের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট পল উইলিয়ামের বাসভবন। মানচিত্রে সে সময় এই বাসভবনে যাবার একমাত্র পথটি বর্তমান

রাজাপুকুর লেইন বরাবর আন্দরকিল্লার মোড় থেকে এই বাসভবন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়। নিকটস্থ স্থান হতে উত্তরপশ্চিম মুখী হয়ে মানচিত্রে দেখানো এই রাস্তা, পাহাড় ও পাহাড়ের উপর অবস্থিত পাকা স্থাপনা এগুলোকে লক্ষ্য করলে ছবির দৃশ্যপটের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র-১৭]। বর্তমানে এই পাহাড়ের ওপর বিভাগীয় কমিশনার বাসভবন অবস্থিত। এ থেকে ধারণা করা যায় ছবিটিতে বর্তমান বিভাগীয় কমিশনার পাহাড়ের উপর স্থাপিত সেকালের পাকা স্থাপনা ও এর আশেপাশের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। ছবিতে দৃশ্যমান পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি বর্তমানে আর ব্যবহৃত হয় না।

চিত্র-১৭: ১৮১৮ সালের শহরের মানচিত্রে তৎকালীন চট্টগ্রামের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট পল উইলিয়ামের বাসভবন এবং এই বাসভবনে যাবার একমাত্র পথটি নিকটস্থ স্থান হতে উত্তর-পশ্চিম মুখী হয়ে লক্ষ্য করলে দৃষ্টি সীমার মাঝে মানচিত্রে যে অংশটি ধরা পড়ে তা হালকা নীল রঙে আবৃত করে দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যপট: ১৬

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল: আগস্ট, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong- a Marriage.

ছবিটিতে একটি জলাশয়ের পাশে অবস্থিত একজন দেশীয় ব্যক্তির বাড়িতে সে সময়কার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু লোককে ঢাক-ডোলসহ আমোদ-ফুর্তি করতে দেখা যায়। ছবির বাম দিকে সেই বাড়ির সন্নিকটে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের অংশ বিশেষ দৃশ্যমান রয়েছে। ছবির ক্যানভাসের সম্মুখভাগে বামদিকে শিল্পী কর্তৃক পেন্সিলে লেখা আছে - Entrance into my

garden [চিত্র-১৮]। এতে বোঝা যায় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা বাগানটি শিল্পীর ছিল। ১৮১৮ সালের মানচিত্রে অন্য কোন স্থানে শিল্পী জেমস জর্জের মালিকানায় কোন বাগানের উপস্থিতি না থাকায় ধারণা করা যায় এই বাগানটি তৎকালীন কাতালগঞ্জে তাঁর বসতবাড়ির পাহাড়ের সন্নিকটে ছিল। এই সকল উপাত্তের বিচারে ধারণা করা যায় ছবিটিতে বর্তমান কাতালগঞ্জে অবস্থিত একজন স্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে সেসময়কার বিয়ের অনুষ্ঠানের দৃশ্য আঁকা হয়েছে।

চিত্র-১৮: ছবির ক্যানভাসের সম্মুখভাগে বামদিকে শিল্পী কর্তৃক লিখিত - Entrance into my garden লেখাটি নীল রঙের তীর চিহ্নে নির্দেশনা করা হয়েছে।

দৃশ্যপট: ১৭ – ২৬

CHITTAGONG.

CHITTAGONG

CHITTAGONG.

CHITTAGONG.

CHITTAGONG.

CHITTAGONG

সূচিপত্র
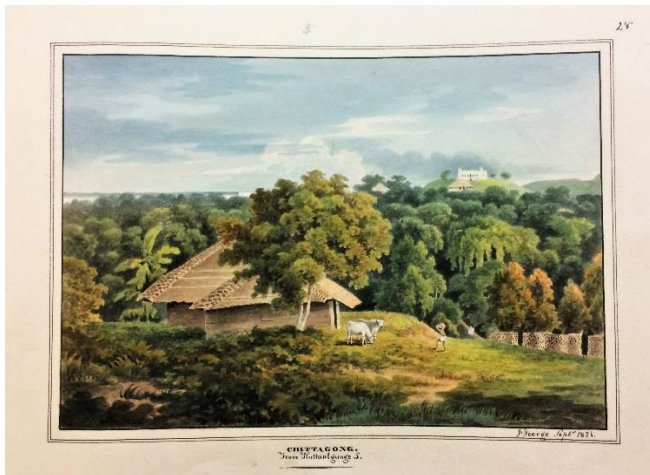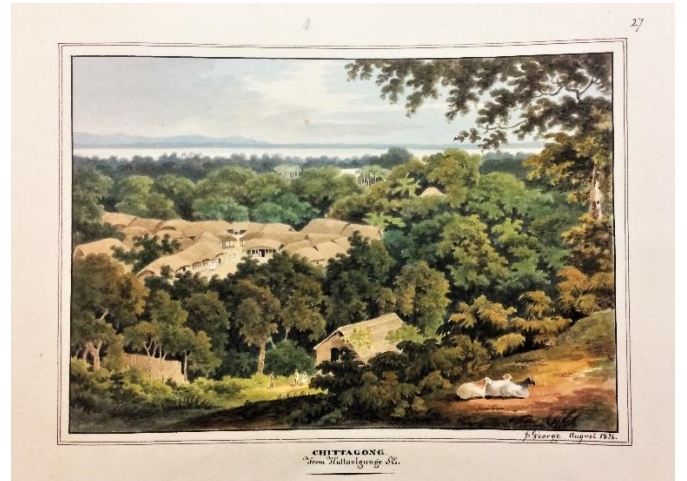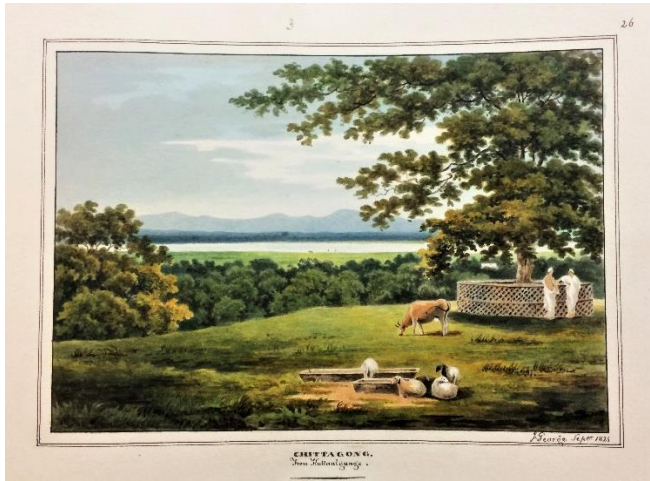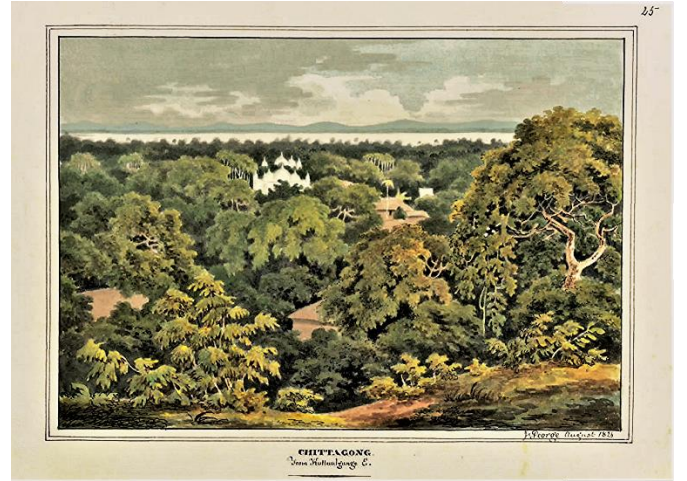
ছবিগুলোর উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

উপরের দশটি ছবি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ছবিগুলোর উপরে ডান পাশে কালো কালিতে একটি করে ক্রমিক নাম্বার দেয়া আছে। প্রথম ছবিটির ক্রমিক নম্বর 24, এর পরে 25, এভাবে ছবিগুলো ক্রমিক নম্বর অনুসারে পরপর সাজানো রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় ছবিটি (কালো কালিতে চিহ্নিত ২৫ নম্বর ছবি) ব্যতীত প্রতিটি ছবির মাঝখানে পেন্সিল দিয়ে ১ থেকে ১০ সংখ্যার আরেকটি অতিরিক্ত ক্রমিক নম্বরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। ছবিগুলোর শিল্পী জেমস জর্জ প্রথম ছবিটির (কালো কালিতে চিহ্নিত ২৪ নম্বর ছবি) ক্যানভাসের সম্মুখভাগে উপরে পেন্সিলে লিখেছিলেন- 10 views from my house No 1 [চিত্র-১৯]। 10 views এর পরের অস্পষ্ট শব্দটি

দ্বারা সম্ভবত সংক্ষেপে Kuttaulgunge লেখা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় শিল্পী তৎকালীন কাতালগঞ্জে পাহাড়ের উপর অবস্থিত তাঁর বাড়ির চারপাশের দৃশ্য ধারাবাহিক ভাবে এই দশটি ছবিতে চিত্রায়িত করেছিলেন। এছাড়া তাঁর বসতবাড়ির পাহাড় হতে নির্দিষ্ট দিকে দৃশ্যমান দৃশ্যপটের স্থান উল্লেখ করতে প্রায় প্রতিটি ছবির টাইটেলে সেই সুনির্দিষ্ট দিকের নামটি লেখা রয়েছে। দুটি ছবিতে (কালো কালিতে চিহ্নিত ২৬ ও ৩০ নম্বর ছবি) সুনির্দিষ্ট দিকের নাম উল্লেখ করা না হলেও দশটি ছবি ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করলে এই ছবি দুটির আগের ও পরের ছবিগুলোতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিক ও দৃশ্যপট বিচার করলে সহজেই এই ছবি দুটোর নির্দিষ্ট দিক সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।
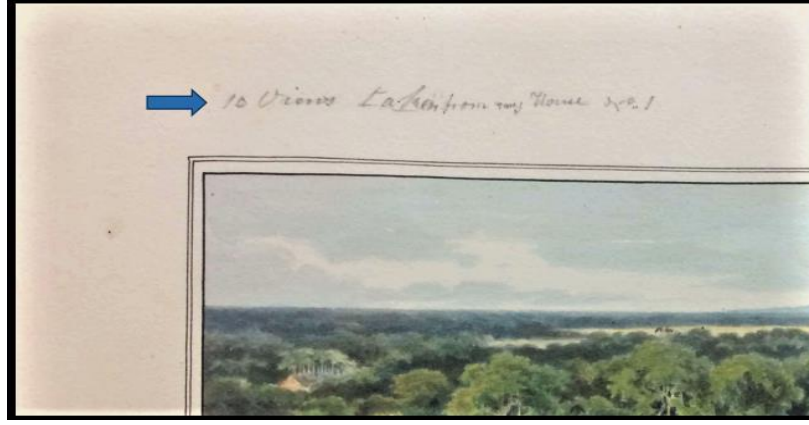
চিত্র-১৯: ছবির (কালো কালিতে চিহ্নিত ২৪ নম্বর ছবি) ক্যানভাসের সম্মুখভাগে শিল্পী কর্তৃক লিখিত -10 views from my house No 1 লেখাটি নীল রঙের তীর চিহ্নে নির্দেশনা করা হয়েছে। 10 views এর পরের অস্পষ্ট শব্দটি দ্বারা সম্ভবত সংক্ষেপে Kuttaulgunge লেখা হয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে এ দশটি ছবির মধ্যে নয়টি ছবি সংরক্ষিত আছে। এই ছবিগুলোর মাঝে দ্বিতীয় ছবিটি (কালো কালিতে চিহ্নিত 25 নম্বর ছবিটি) মিউজিয়ামে সংরক্ষণের পূর্বেই হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া এই ছবিটি ক্রিসটিস অকশন হাউসের লট নম্বর ৪৫৫ হতে সংগ্রহ করে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচে ১৮১৮ সালের মানচিত্রে শিল্পীর কাতালগঞ্জস্থ বসতবাড়ির পাহাড়ের চারপাশে এই দশটি ছবিতে ধরা পড়া দৃশ্যপটের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যপট : ২৭

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল : সেপ্টেম্বর, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস : Delhi Art Gallery (DAG).

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে একটি সুদৃশ্য সেতু এবং এর পেছনে গাছ গাছালিতে ঘেরা অবারিত সমতল ভূমি এবং দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্তে পর্বতমালা চিত্রিত হয়েছে । এ ছবিটির দৃশ্যপটের এ বিষয়গুলো সাথে শিল্পীর তৎকালীন কাতালগঞ্জস্থ বাড়ির উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত মির্জা পুল ও এর আশেপাশের দৃশ্যকে নিয়ে আঁকা আরেকটি ছবির দৃশ্যপটের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে [দৃশ্যপট ১৭] । এ কারণে ধারণা করা যায় ছবিতে দৃশ্যমান সেতুটি শিল্পীর ভিন্ন দিক থেকে আঁকা তৎকালীন মির্জা পুলের আরেকটি ছবি ।

দৃশ্যপট : ২৮

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল : ফেব্রুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

এ ছবির দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে দৃশ্যমান সমতলভূমি ও পর্বতমালার দৃশ্যপটের সাথে শিল্পীর তৎকালীন কাতালগঞ্জস্থ বাড়ির উত্তরপূর্ব দিকে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ে আঁকা অন্য ছবির মিল রয়েছে [চিত্র-২০] । এ থেকে ধারণা করা যায় এই ছবিটিও শিল্পী তাঁর বাড়ির আশেপাশের কোন পাহাড় হতে উত্তরপূর্ব দিকে সেসময়ে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকেছিলেন। বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে প্রবর্তক পাহাড় থেকে পূর্ব দিকে তাকালে যে চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে ছবির দৃশ্যপটের সাদৃশ্য রয়েছে [চিত্র-২১]। এ কারণে ধরে নেওয়া যায়

ছবিটিতে বর্তমান কাতালগঞ্জের পশ্চিমে অবস্থিত প্রবর্তক সংঘের পাহাড় থেকে পূর্ব দিকে সেসময়ে দৃশ্যমান এলাকার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।
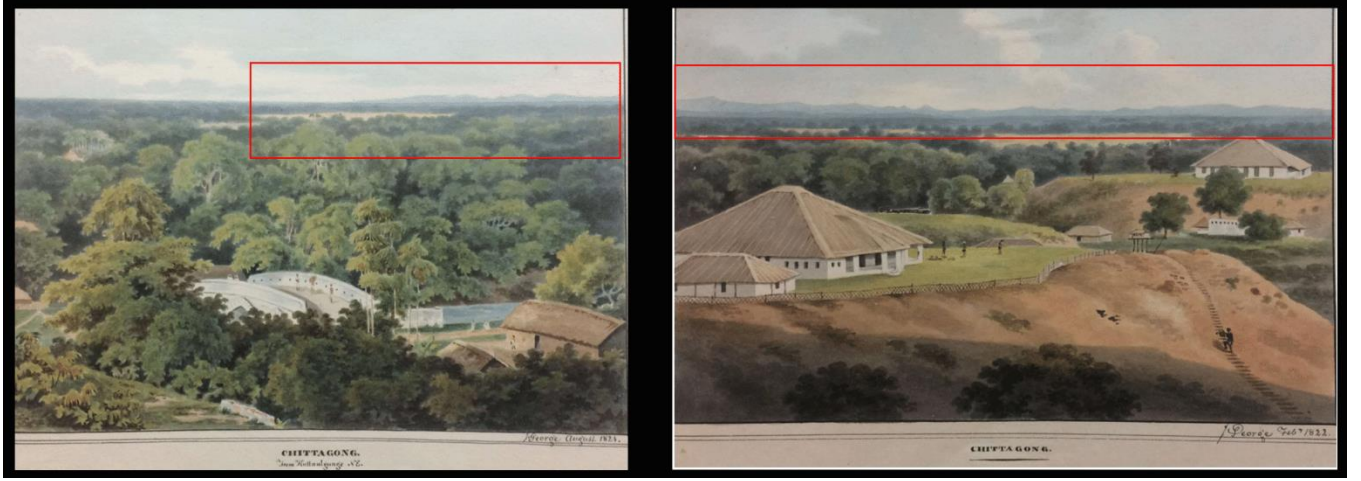
চিত্র-২০: ছবি দুটির দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে দৃশ্যমান সমতলভূমি ও পর্বতমালার দৃশ্যপটের ছবির মিল দেখানো হয়েছে।
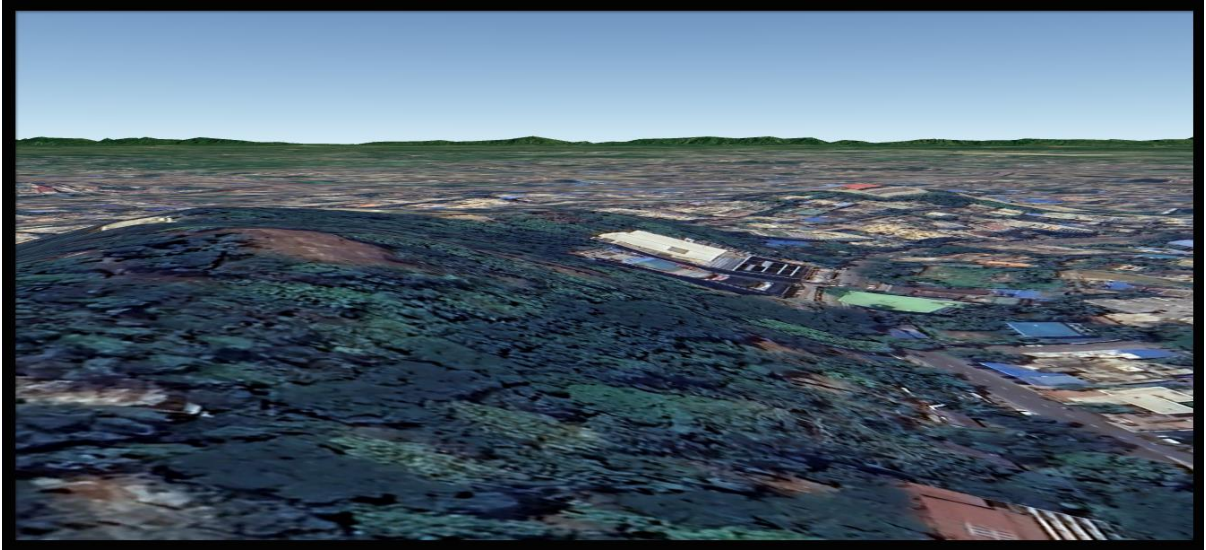
চিত্র-২১: বর্তমান ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে প্রবর্তক পাহাড় থেকে পূর্ব দিকের দৃশ্যমান চিত্র।

দৃশ্যপট : ২৯

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল : অক্টোবর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

ছবির টাইটেল : Chittagong from Kuttaulgunge.

ছবিটিতে ঊনবিংশ শতকে কাতালগঞ্জে অবস্থিত কোন এক পাহাড়ের খাড়া ঢালে একটি পায়ে হাঁটা রাস্তার ছবির দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

সূচিপত্র

দৃশ্যপট : ৩০,৩১

Fairy Hill.
Tempest Hill.
East View.

Tempest Hill.
Fairy Hill.
South View.

শিল্পী : জেনি ব্লাগ্রেভ।

সময়কাল : ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: The British Library Reference # WD1703 and WD 1704

দুটি ছবিতেই দৃশ্যপটের অবস্থান ও দৃশ্যমান পাহাড়গুলোর নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে দেয়া রয়েছে। Ref. WD1703 ছবিতে তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় থেকে এবং Ref. WD1704 ছবিতে তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণপাড় হতে আন্দরকিল্লায় অবস্থিত ফেয়ারি হিল ও টেম্পেস্ট হিল ও এদের আশেপাশের পাহাড়গুলোর দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। ১৮৩০ এর দশকে শহরের মানচিত্রে ছবির দৃশ্যপটের স্থান লক্ষ্য করলে ছবিতে দৃশ্যমান স্থাপনা গুলোর পরিচিতি খুঁজে পাওয়া যায় [চিত্র-২২, ২৩]।

চিত্র-২২: ১৮৩০ এর দশকে শহরের মানচিত্রে তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় থেকে পশ্চিম দিকে দৃষ্টি সীমার মাঝে দৃশ্যমান শহরের চিত্রকে হালকা নীল রঙে আবৃত করে দেখানো হয়েছে।
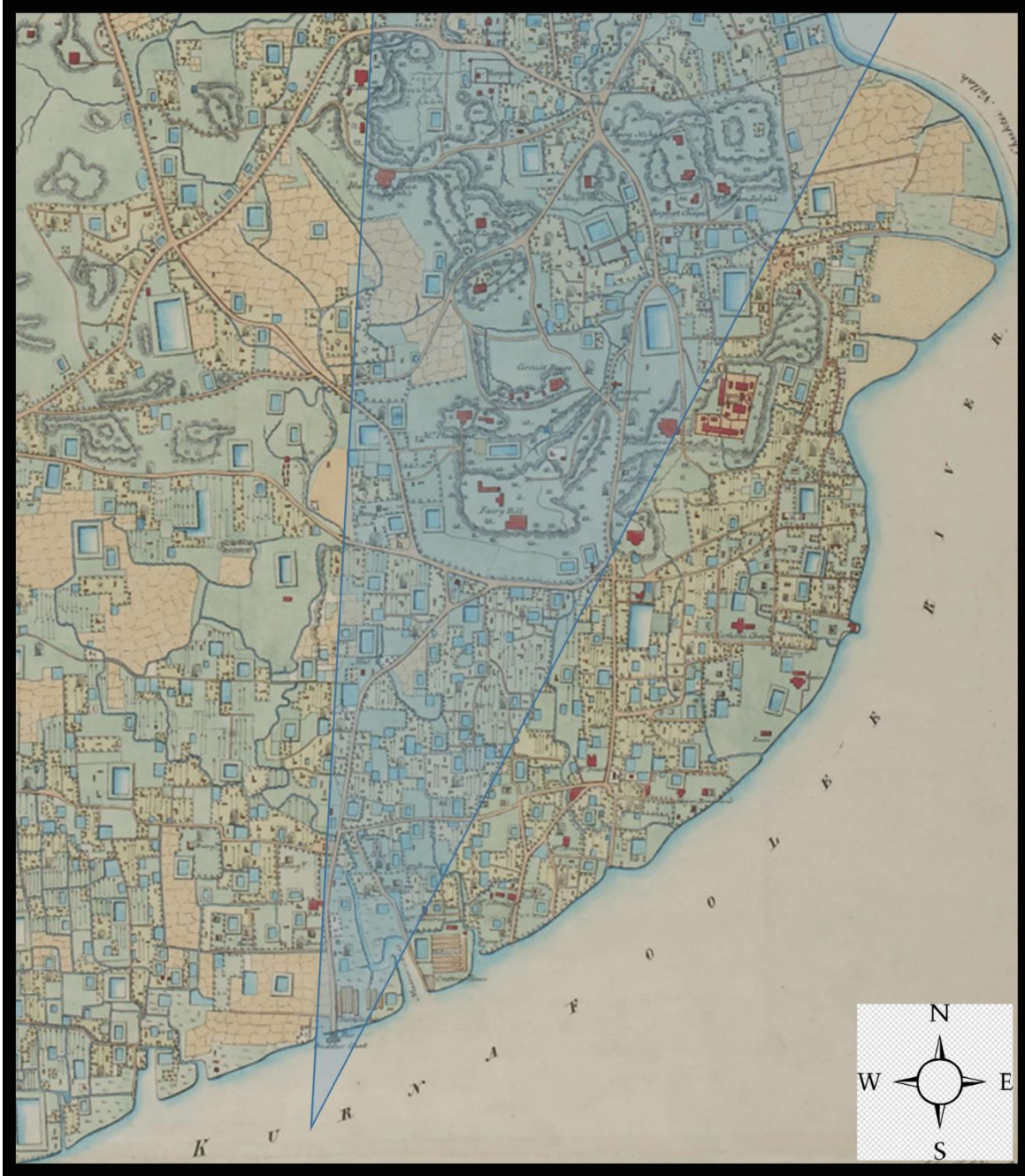
চিত্র-২৩: ১৮৩০ এর দশকে শহরের মানচিত্রে তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণপাড় হতে উত্তর দিকে দৃষ্টি সীমার মাঝে দৃশ্যমান শহরের চিত্রকে হালকা নীল রঙে আবৃত করে দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যপট ৩২ :
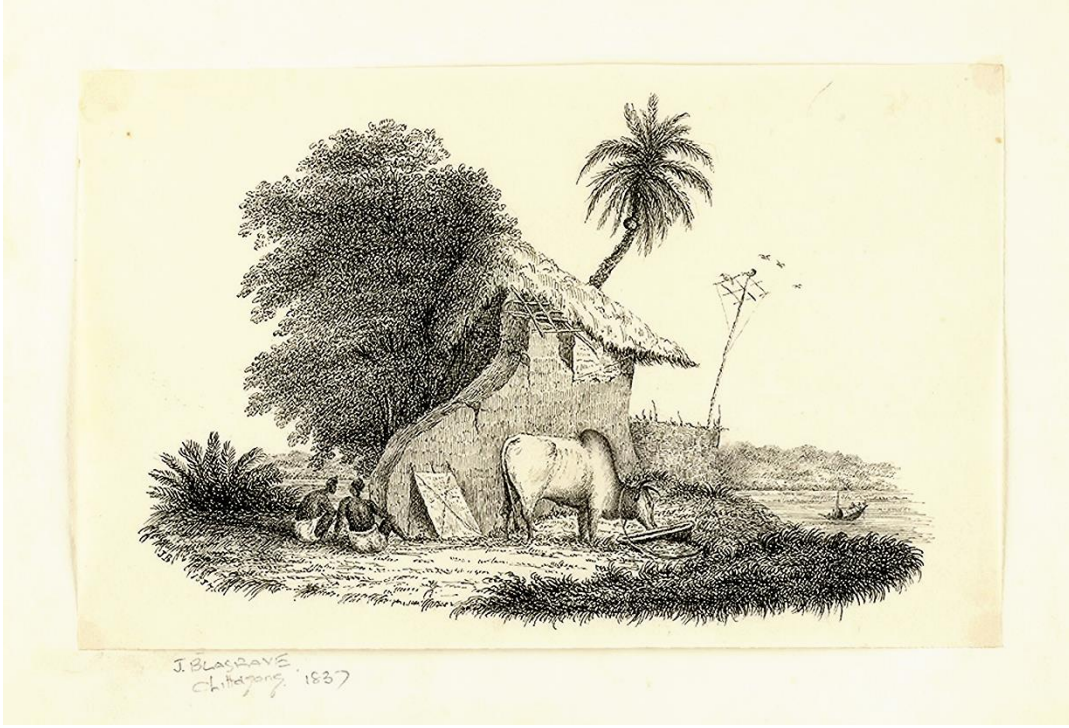
শিল্পী : জেনি ব্লাগ্রেভ।

সময়কাল : ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: The British Library Reference # WD1706.

ছবির টাইটেল : Chittagong.

ছবিটিতে নদীর দৃশ্যের উপস্থিতি থাকায় ধারণা করা যায় ছবিটি তৎকালীন কর্ণফুলী নদীর তীরে কোন সাধারণ ব্যক্তির কাঁচা মাটির তৈরি ঘর ও এর বাসিন্দাদের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

যে সকল ছবির স্থান নির্বাচন সম্ভব হয়নি:

দৃশ্যপট ৩৩ :

শিল্পী : জেমস জর্জ ।

সময়কাল : ২৫ জুন, ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ ।

ছবির উৎস: Bunham auction, lot # 69 ।

দৃশ্যপট : ৩৪

শিল্পী : জেমস জর্জ।

সময়কাল : ফেব্রুয়ারি, ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ছবির উৎস: Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # IS 19-1983.

দৃশ্যপট : ৩৫
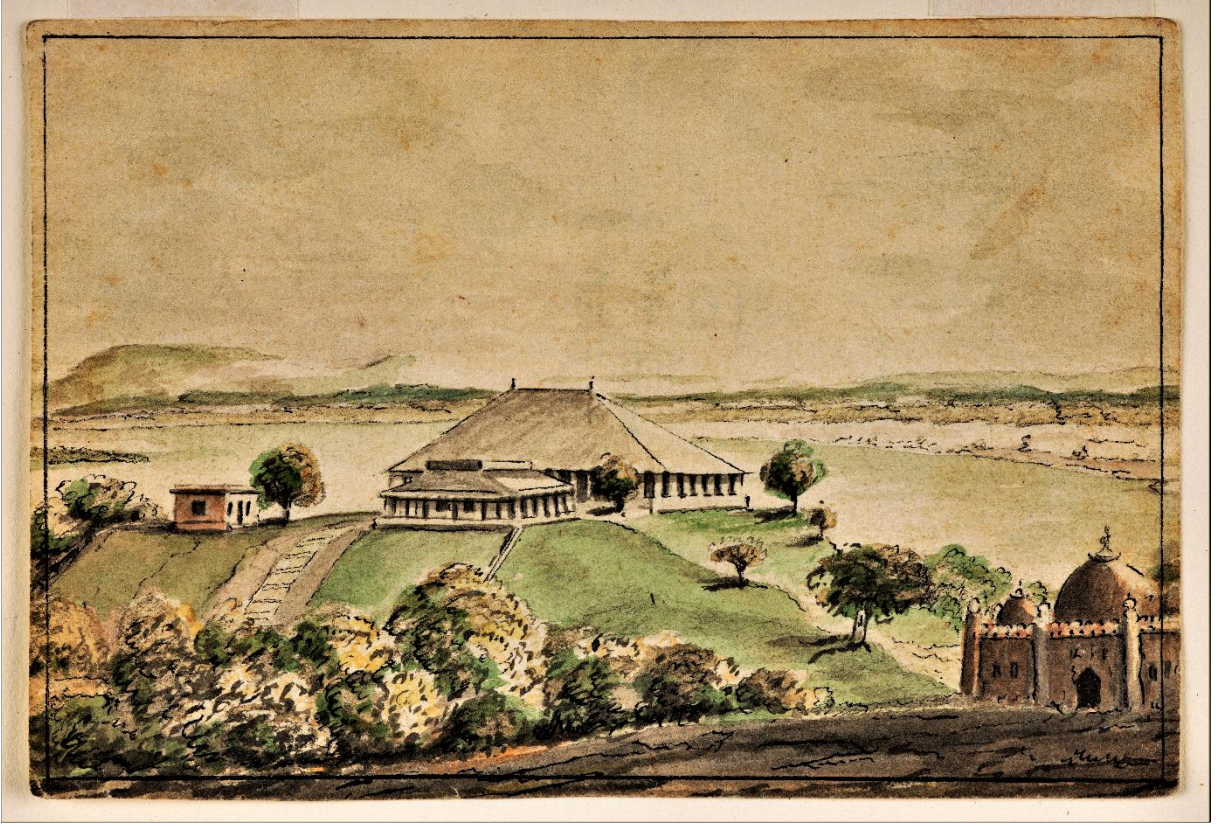
শিল্পী : অজানা।

সময়কাল : আনুমানিক ১৮১০।

ছবির উৎস: The British Library, Reference # WD3266

দৃশ্যপট : ৩৬

শিল্পী : মিস ফেন্ডল ।

সময়কাল : অজানা ।

ছবির টাইটেল: View of a part of Chittagong.

ছবির উৎস: The British Library, Reference # WD4043/f038

শিল্পী পরিচিতি —

এ বইয়ে যে সকল শিল্পীর তৈরি চট্টগ্রাম শহরের মানচিত্র অথবা আঁকা দৃশ্যপটের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিচে তুলে ধরা হলো।

বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেট

১৭৬৪ সালে কর্ণফুলী নদী ও এর তীরবর্তী চট্টগ্রাম শহরকে নিয়ে বার্থোলোমিউ প্লেইস্টেট একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি সেসময় চট্টগ্রামে কোম্পানির সার্ভেয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুরাতন নথিপত্রে ১৭৪২ সালে তাঁর প্রথম উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় , তখন তিনি একজন ম্যারিনার হিসেবে তৎকালীন কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সার্ভে কাজে সহায়তা করেছিলেন **[Ref.-1]**। পরবর্তীতে ১৭৪৫ সালে তিনি কোম্পানির সার্ভেয়ার হিসেবে নিয়োগ পান **[Ref.-2]**। এ পদে থাকাকালীন সময়ে তিনি তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, সেনাদের ব্যারাক,কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদির সার্ভে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ হলে, এ অঞ্চলের সমুদ্র, নদী ইত্যাদির জরিপ কাজের জন্য নিযুক্ত থেকে ১৭৬১ - ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করেন **[Ref.-3]**। কাজের গুরুত্ব বিচারে তাঁকে একজন ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল **[Ref.-4]**। ১৭৬৫ সালে তাঁকে স্বল্প সময়ের জন্য কোম্পানির চট্টগ্রাম কাউন্সিলের মেম্বার/ সদস্য করা হয়

[Ref.-5] । পরবর্তীতে ১৭৬৬ ও ৬৭ সালে তিনি বর্ধমান ও লক্ষীপুরের সার্ভে কাজে নিযুক্ত ছিলেন **[Ref.-6]** । ১৭৬৭ সালে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-7]** ।

জন চিপ

১৮১৮ সালে জন চিপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারস বাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে থাকাকালীন চট্টগ্রাম শহরের পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি ১৭৯২ সালে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন **[Ref.-8]** । এরপর ১৮০৯ সালে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারসে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন **[Ref.-9]** । ১৮১৫-১৬ সালে লেফটেন্যান্ট হিসেবে তৎকালীন চট্টগ্রামের জরিপ কাজে নিয়োজিত ছিলেন **[Ref.-10]** । এ জরিপ কাজের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম প্রভিন্সিয়াল ম্যাপ তৈরি করেন **[Ref.-11]** । পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট সিডান চট্টগ্রামে তাঁর জরিপ কার্য পরিচালনার সময় এই মানচিত্রটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন । জন চিপ ক্যাপ্টেন পদে থাকাকালীন সময় প্রথম ইংরেজ বার্মা যুদ্ধে এবং ব্রিগেডিয়ার পদে থাকাকালীন সময় দ্বিতীয় ইংরেজ বার্মা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন **[Ref.-12]** । ১৮৫৪ সালে ভারতবর্ষে তাঁর সুদীর্ঘ ৪৬ বছর কর্মজীবন শেষ করে মেজর জেনারেল পদে থাকাকালীন সময় ইংল্যান্ডে পারি জমান **[Ref.-13]** । সেখানে তাঁর কর্ম জীবনের শেষ দিকে তিনি জেনারেল পদে পদোন্নতি পান **[Ref.-14]** । ১৮৫৫ সালে তিনি ইংল্যান্ডের আইল অফ হোয়াইটে অবস্থিত ভেন্টনরের ওল্ড পার্ক এলাকায় একটি বাড়ি নির্মাণ করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে তিনি মারা যান **[Ref.-15]** । ওল্ড পার্ক এলাকার প্রয়াত ব্যবসায়ী ও স্থানীয় ইতিহাসবিদ রবিন উইলিয়াম থ্রনটনের পরিচালিত whitwellhistory.co.uk নামের ওয়েবসাইটটিতে পাওয়া জেনারেল জন চিপের ফটোগ্রাফিক পোর্ট্রেটটি নিচে দেয়া হয়েছে **[চিত্র-১]** ।

চিত্র-১: জেনারেল জন চিপের ফটোগ্রাফিক পোর্ট্রেট।

এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউ

১৮৩০ এর দশকের তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রেমন্ড বইলউ চট্টগ্রামের শহরের তৎকালীন সদর এলাকার একটি মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সেসময় চট্টগ্রামের জরিপ কাজের তত্ত্বাবধায়ক লেফটেন্যান্ট হেনরি সিডানের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন **[Ref.-16]**। এ জরিপ কাজটি শুরু হয়েছিল ১৮৩৪ সালে, যা হেনরি সিডান ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সরাসরি তত্ত্বাবধান

করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর অসমাপ্ত কাজটি তাঁর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউ ১৮৪৩ সালে সমাপ্ত করেন **[Ref.-17]**। এডওয়ার্ড রেমন্ড বইলউ ১৮১৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন **[Ref.-18]**। চাকুরি সূত্রে তাঁর চট্টগ্রামে আসা। চট্টগ্রামে ১৮৩৭ সালে এলিজা স্নেইলকে বিয়ে করেন **[Ref.-19]**। ১৮৪০ সালে এলিজা মারা যাওয়ার পর তিনি পুনরায় ১৮৪১ সালে সেকালের চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ইংরেজ জমিদার হেনরি রেনডল্ফের মেয়ে সারাহ লুইসকে বিয়ে করেন **[Ref.-20,21]**। চট্টগ্রামে তৎকালীন চলমান জরিপ কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য তৎকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ থাকায় তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল, যার ফলে শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি হয় **[Ref.-22]**। এই কাজের পাশাপাশি ১৮৪২- ৪৩ সালে তাঁর দুজন সহকারী নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পটিয়া থানার ক্যাডেস্ট্রল জরিপ করেছিলেন যা ছিল সময়ের বিচারে অনন্য পথিকৃৎ কারণ চট্টগ্রাম জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের জরিপ শুরু হয়েছিল আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে **[Ref.-23]**। চট্টগ্রাম জেলার জরিপ কাজটি শেষ করার এক বছর পর ১৮৪৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি চট্টগ্রামে ৩১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন **[Ref.-24]**। তাঁকে চট্টগ্রামস্থ খ্রিষ্টান সিমেট্রিতে সমাধিস্থ করা হয় **[Ref.-25]**।

জেমস ক্রকেট

Under the Indian Sun British Landscape Artist বই হতে জেমস ক্রকেট সম্বন্ধে যা জানা যায় তার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো **[Ref.-26]**। ১৭৮০ সালে জেমস ক্রকেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল আর্মিতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন হতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথে আফ্রিকার উপকূলে তাঁর জাহাজটিকে ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথ নৌবাহিনী আটক করে। এরপর কিছুকাল স্পেনের কারাগারে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ছিলেন। সেখান থেকে মুক্ত হয়ে ১৭৮১ সালে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির অধীনে বেঙ্গল আর্মিতে ১৭৮১ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে ক্যাপ্টেন হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় ১৮০৪ সালে তিনি নিহত হন। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত ইংরেজ আইনজীবী উইলিয়াম হিক জেমস ক্রকেটকে লন্ডনের হারিয়ে যাওয়া একজন তেজস্বী পুরুষ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

জেমস জর্জ

জেমস জর্জ ১৭৮২ সালে লন্ডনের লুইসামে জন্মগ্রহণ করেন **[Ref.-27]**। তিনি ১৭৯৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন **[Ref.-28]**। ১৮১১ সালে ডাচদের থেকে জাভা দখলের অভিযানে তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর একান্ত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রশংসা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো স্ত্রীকে লিখেছিলেন "বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী সহকারীরা আমার সঙ্গী হয়েছে, তার মাঝে..... লেফটেন্যান্ট জেমস জর্জ একজন চমৎকার স্কেচশিল্পী" **[Ref.-29]**। ১৮১২ সালে পদোন্নতি নিয়ে ক্যাপ্টেন হিসেবে চট্টগ্রামে প্রভিন্সিয়াল বাহিনীর প্রধান হিসেবে যোগদান করেন **[Ref.-30]**। চট্টগ্রামে থাকাকালীন ১৮২২ সালে মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৮২৪ সালে পদোন্নতি নিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে উত্তর ভারতের শাহজাহানপুরে বদলি হয়ে যান **[Ref.-31]**। চট্টগ্রামে থাকাকালীন সময়ে তাঁর হাতে আঁকা বেশ কিছু ছবিতে সেকালের চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন দৃশ্যপটের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি তৎকালীন রাঙ্গামাটি, সুন্দরবন, জাভা ,মালাক্কা, ভারতের গোয়ালিয়র, হুগলি ইত্যাদি অঞ্চলের বেশ কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি অঙ্কন করেছিলেন। একসময় এই ছবিগুলো লন্ডন শহরে ইন্ডিয়ান সিনারি নামে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৮২৮ সালে শাহজাহানপুরে তিনি নিহত হন **[Ref.-32]**। ১৯৩০ এর দশকে তাঁর এ সকল ছবি লন্ডনে ১০ থেকে ২০ পাউন্ডে কিনতে পাওয়া যেত **[Ref.-33]**। বর্তমানে

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে তাঁর এ সকল ছবির একটি বড় সংগ্রহ রয়েছে **[Ref.-34]** ।

থমাস প্রিন্সেপ

List of the Officers of the Bengal Army বই হতে থমাস প্রিন্সেপ সম্বন্ধে যা জানা যায় তার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো **[Ref.-35]** । ১৮০০ সালে থমাস প্রিন্সেপ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তাঁর বাবা জন প্রিন্সেপের অষ্টম সন্তান ছিলেন । ১৮১৮ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারস বাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন ।এরপর ১৮২৩ সালে লেফটেন্যান্ট ও ১৮২৭ সালে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান । চট্টগ্রামে ১৮২৫-২৬ সালে অবস্থানকালীন প্রথম ইংরেজ বার্মা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ১৮৩০ সালে এক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।

জেনি ব্লাগ্রেভ

ব্রিটিশ লাইব্রেরী হতে জেনি ব্লাগ্রেভ সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তার সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হলো । ইতিহাসের পাতায় ১৮০৯-১৮৪০ সাল পর্যন্ত জেনি ব্লাগ্রেভ এর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় । ১৮০৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত চার্লস জর্জ ব্লাগ্রেভ এর সাথে তাঁর কলকাতায় বিয়ে হয় । স্বামীর চাকুরির সূত্রে ১৮৩৫ সালে চট্টগ্রামে আগমন করেন । তাঁর স্বামী সে সময় চট্টগ্রামে ইংরেজ কোম্পানির লবণ ব্যবসার সুপারেন্টেন ছিলেন । স্বামীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন । চার্লস জর্জ ব্লাগ্রেভ ১৬ ই জুন ১৮৩৬ সালে চট্টগ্রামে

মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে চট্টগ্রামের বিবিরহাটে অবস্থিত খ্রিষ্টান কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছিল **[Ref.-36]**। সম্ভবত এর পরে জেনি ব্লাগ্রেভ কয়েক বছর কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন। ১৮৪০ সালে জেনি ব্লাগ্রেভ ইন্ডিয়া ছেড়ে আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

তথ্যসূত্র / Reference —

সীমারেখার বিবর্তন

1. Blaeu, Joan. MAGNi MOGOLiS iMPERiVM.[Map]. Blaeu atlases. Identifier 1874-416636-003. Amsterdam. 1664-1665. [Web].oldmapsonline.org. https://uu.oldmapsonline.org/maps/ef76df3c-220b-46aa-a467-95cfd19732eb/

2. A Collection of Treaties and Engagements with the Native Princes and States of Asia Concluded, on Behalf of the East india Company, by the British Government in india: Viz.: by the Government of Bengal from the Year 1757 to 1809; by the Government of Fort St. George from the Year 1759-1809; by the Government of Bombay from the Year 1759-1808. United Kingdom, E. Cox and Sun, 1812, pp. 30. Google book. 27 Aug 2015. https://books.google.com.bd/books?id=ivlKAQAAMAAJ&pg=PP9&dq=A_Collection_of_Treaties_and_Engagements&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjFhNGtsaH-AhW_wjgGHdhgDxsQ6AF6BAgJEAi

3. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.119.

4. Rennell. The Province of Chittagong Divided into Chucklahs. Map. [ca. 3miles to 1 inch]. 1773. General Maps and Atlases of the Bengal Presidency, embracing more than one government. Major Rennell’s Manuscript Maps and Charts, in three series, with distinct general titles. The British Library, shelf mark X/995-9.

5. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.135.

6. Roberts R.E. An account of Arakan Written at islaàmabad (Chittagong) in June 1777. In: Aséanie 3, 1999, pp. 142-150. https://www.persee.fr/doc/asean_0859-9009_1999_num_3_1_1626

7. Serajuddin A. M.; Buller J. “The Chakma Tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18th Century.” *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and ireland*, no. 1, Royal Asiatic Society of Great Britain and ireland,1984, pp. 90–98. http://www.jstor.org/stable/25211628.

8. Ibid.

9. Sen, A. Early years of East india Company rule in Chittagong: Violence, waste and settlement c. 1760–1790. *The indian Economic & Social History Review*, 2018, *55*(2), pp. 147–181. https://doi.org/10.1177/0019464618760449

10. Serajuddin A. M.; Buller J. “The Chakma Tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18th Century.” *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and ireland*, no. 1, Royal Asiatic Society of Great Britain and ireland,1984, pp. 90–98. http://www.jstor.org/stable/25211628.

11. Ibid.

12. Hutchinson, R.H.S; Chittagong Hill Tracts. Eastern Bengal and Assam District Gazetteers. Pioneer Press. Allahabad. 1909, pp.24

13. Ibid. pp. 28.

14. Ibid. pp. 17.

15. District of Chittagong. Map. [ca. 4miles to 1 inch]. On 3 sheets. 1835 to 41 and 1866 to 67. Manuscript collection. The British Library, shelf mark X/1087/1/1-3.

শহরের ইতিকথা

1. Plaisted B. Islamabad or Chittagong River surveyed in 1764.Nautical Map. [ca. 1: 46,000 nautical miles]. Dalrymple A.1785. National Library of Spain http://datos.bne.es/resource/XX1043608 -, Spain - CC BY-NC-SA. https://www.europeana.eu/en/item/2022717/bnesearch_detalle_bdh0000015970

2. Cheape J. The British Library. Fragment of Map of Chittagong (Bengal), 1818. Map. [ca. 1mile to 2inches]. Manuscript collection .The British Library, shelfmark: WD2661.

3. Boileau E R. Plan of the Station of Chittagong. Map. [ca.1mile to 12inches] Manuscript collection. The British Library, shelf mark: X/1088.

4. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.93.

5. Dalrymple. Appendix to Capt. Ritchie's Survey of the Bay of Bengal, 3rd edition. United Kingdom, Ballintine and Law, 1807. pp.113. https://books.google.com.bd/books?id=iZNcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+P+P+E+N+D+i+X+to+Capt.+Ritchie%27s+Survey+of+the+B+A+Y+of+BEN+G+A+L&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi29KzN_Kj-AhXaUGwGHUFOCZoQ6AF6BAgKEAi

6. Ibid.

7. Plan of Chittegan River 1764. . From an English M S. received from the late Commodore John Watson Lat. 22º 10'N. [Material cartográfico]W.Hn. by http://datos.bne.es/resource/XX1516908 - National Library of Spain, Spain - CC BY-NC-SA. https://www.europeana.eu/item/2022717/bnesearch_detalle_bdh0000015971

8. Dalrymple. Appendix to Capt. Ritchie's Survey of the Bay of Bengal, 3rd edition. United Kingdom, Ballintine and Law, 1807. pp. 110-111. https://books.google.com.bd/books?id=iZNcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+P+P+E+N+D+i+X+to+Capt.+Ritchie%27s+Survey+of+the+B+A+Y+of+BEN+G+A+L&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi29KzN_Kj-AhXaUGwGHUFOCZoQ6AF6BAgKEAi

9. Yule H. and Burnell A C. Hobson-Jobson: Being a Glossary of Anglo-Indian Colloquial, words and Phrases, and of kindred terms; Etymological, historical, geographical and discursive. London, John Murray, 1886.pp.371.
https://books.google.com.bd/books?id=baFHAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Hobson-jobson,+being+a+glossary+of+anglo-indian&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwif2Jmzg6n-AhWkRWwGHVXcABgQ6AF6BAgHEAi

10. Dalrymple. Appendix to Capt. Ritchie's Survey of the Bay of Bengal, 3rd edition.London, Ballintine and Law, 1807. pp.113.
https://books.google.com.bd/books?id=iZNcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+P+P+E+N+D+i+X+to+Capt.+Ritchie%27s+Survey+of+the+B+A+Y+of+BEN+G+A+L&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi29KzN_Kj-AhXaUGwGHUFOCZoQ6AF6BAgKEAi

11. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.394.

12. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ৭৩.

13. Robinson S H. The Bengal Sugar Planter. Calcutta, Bishop's college press, 1849. pp.232
https://books.google.com/books?id=BQM2AQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+BENGAL+SUGAR+PLANTER&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuzPTbiqn-AhVURmwGHb7YDJAQ6AF6BAgNEAi

14. Ibid.pp. 231.

15. Ibid.

16. Williams J. An historical Account of the Rise and Progress of the Bengal Native infantry, from its first formation in 1757 to 1796, when the present regulations took place, together with a details of the services. London, John Murray, 1817.pp.66.
https://books.google.com.bd/books?id=yWiUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=BENGAL+NATiVE+iNFANTRY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiUg7GQjqn-AhUA4DgGHbNyD8QQ6AF6BAgDEAi

17. Ibid.

18. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.5. https://archive.org/details/dli.csl.6755

19. Ibid.

20. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১৩৩.

21. Crawford D.G. A History of the indian Medical Service 1600—1913, Vol-1. London, W. Thacker & co 1914.pp.186 https://archive.org/details/b21352148

22. Ibid.

23. Ibid.pp. 153.

24. Ibid. pp. 299.

25. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.394.

26. Cotton H. J. S.; Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 229. https://archive.org/details/dli.csl.6755

27. Davis L. and Reymers C. Philosophical Transactions, Giving Some Account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the ingenious, in Many Considerable Parts of the World. Vol-52, Part ii. London, Royal Society. 1762. pp. 417. https://books.google.com.bd/books?id=GtVeAAAAcAAJ&pg=PA417&dq=Chetagou&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiRidbn0an-AhVi9zgGHS5hAC4Q6AF6BAgGEAi

28. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.54.

29. Ibid. pp. 118.

30. The Calcutta Review, Vol-53. Calcutta, City Press, 1871.pp.81. https://books.google.com.bd/books?id=C6qgAAAAMAAJ&pg=PP5&dq=THE+CALCUTTA+REViEW.+VOLUME+Liii.+1871.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi998Hn16n-AhVupVYBHTrnDo4Q6AF6BAgFEAi

31. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.
অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ৯৭, ১০৬, ১০৭.

32. Davis L. and Reymers C. Philosophical Transactions, Giving Some Account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the ingenious, in Many Considerable Parts of the World. Vol-53. London, Royal Society. 1763. pp. 265.
https://books.google.com.bd/books?id=j0JFAAAAcAAJ&pg=RA2PA265&dq=Islamabad+earthquake&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiwjqH36Kn-AhVAlFYBHWTNBgAQ6AF6BAgNEAi

33. Indian Records Series, Fort William- India House Correspondence and other contemporary papers relating thereto (public Series), vol-iV, 1764-1766. pp.273.
https://archive.org/details/indianrecordsser020282mbp

34. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.394.

35. Broome A. History of the rise and progress of the Bengal Army, Vol-first. London; Smith, Elder & co.1850.
pp.340.https://books.google.com.bd/books?id=n33UAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=HiSTORY+OF+THE+RiSE+AND+PROGRESS+OF+THE+BENGAL+ARMY.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiMqb4qv-AhXg8jgGHdhiD28Q6AF6BAgEEAi

36. Khan, Waqar A. "Soolteen Sahib of Dhaka". *The Daily Star*,31 December 2016. Retrieved 9 April 2022.

37. Broome A. History of the rise and progress of the Bengal Army, Vol-first. London; Smith, Elder & co.1850. pp.424.https://books.google.com.bd/books?id=n33UAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=HiSTORY+OF+THE+RiSE+AND+PROGRESS+OF+THE+BENGAL+ARMY.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiMqb4qv-AhXg8jgGHdhiD28Q6AF6BAgEEAi

38. The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East india Company, vol-1, Bengal Presidency. London 1812, pp.495. https://books.google.com.bd/books?id=MiMfAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0AFiFTH+REPORT%0AFROM+THE+Select+Committee+ON+THE%0AAFFAiRS+OF+THE+EAST+iNDiA+COMPANY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7tdTe56v-AhUv7zgGHYw9CiUQ6AF6BAgiEAi

39. Ibid.

40. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.121-122.

41. Ibid.

42. Broome A. History of the rise and progress of the Bengal Army, Vol-first. London; Smith, Elder & co.1850. pp.330.https://books.google.com.bd/books?id=n33UAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=HiSTORY+OF+THE+RiSE+AND+PROGRESS+OF+THE+BENGAL+ARMY.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiMqb4qv-AhXg8jgGHdhiD28Q6AF6BAgEEAi

43. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.66.

44. Broome A. History of the rise and progress of the Bengal Army, Vol-first. London; Smith, Elder & co.1850. pp.330.https://books.google.com.bd/books?id=n33UAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=HiS

TORY+OF+THE+RiSE+AND+PROGRESS+OF+THE+BENGAL+ARMY.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiMqb4qv-AhXg8jgGHdhiD28Q6AF6BAgEEAi

45. Ibid. pp. 360.

46. Ibid.pp. 356-357.

47. Williams J. An historical Account of the Rise and Progress of the Bengal Native infantry, from its first formation in 1757 to 1796, when the present regulations took place, together with a details of the services. London, John Murray, 1817.pp. 60 https://books.google.com.bd/books?id=yWiUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=BENGAL+NATiVE+iNFANTRY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiUg7GQjqn-AhUA4DgGHbNyD8QQ6AF6BAgDEAi

48. Broome A. History of the rise and progress of the Bengal Army, Vol-first. London; Smith, Elder & co.1850. pp.330.https://books.google.com.bd/books?id=n33UAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=HiSTORY+OF+THE+RiSE+AND+PROGRESS+OF+THE+BENGAL+ARMY.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiMqb4qv-AhXg8jgGHdhiD28Q6AF6BAgEEAi

49. Ibid.pp. 409.

50. Sarkar J. Studies in Mughal India, second edition. London, Green Longman and co, 1920. pp.121. https://ia800102.us.archive.org/3/items/studiesinmughali01sark_0/studiesinmughali01sark_0.pdf

51. The Asiatic Miscellany, volume the first. Calcutta, Danial Stuart, 1785. pp. 313. https://books.google.com.bd/books?id=HMFLAAAAcAAJ&pg=PA325&dq=THE+ASiATiCK+MiSCELLANY+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTru-5mKz-AhXsSmwGHSP5ASAQ6AF6BAgDEAi

52. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ২১৮.

53. Indian Records Series, Fort William- India House Correspondence and other contemporary papers relating thereto (public Series), vol-iii, 1760-1763. pp. 475.
https://archive.org/details/dli.bengal.10689.12882

54. Ibid.

55. Ibid. pp.498

56. indian Records Series, Fort William- india House Correspondence and other contemporary papers relating thereto (public Series), vol-iV, 1764-1766. pp.273.
https://archive.org/details/indianrecordsser020282mbp

57. Hossain, Samsul. Eternal Chittagong. Mahfuz Anam.2012.pp.57.

58. The India Office List. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1825.pp.165.
https://books.google.com.bd/books?id=uwMLAQAAiAAJ&pg=PA165&dq=peter+kincaid+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjTgKCmya_-AhUC7zgGHUkkASg4ChDoAXoECAQQAg

59. Parish register transcripts from the Presidency of Bengal 1713-1948. British India Office Death and Burial. British library, archive reference N-1-89, page 533. findmypast.co.uk. accessed on 19th August 2020.

60. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.32.

61. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.217. https://archive.org/details/dli.csl.6755

62. Ibid.

63. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ২২২.

64. Ibid.

65. Reports on the state of the police in the divisions of Chittagong and Cuttack and the Assam, Aracan and Tenasserim Provices and Chota Nagpore, with the orders of Government thereon for the First and Second Six months of 1840. Calcutta, G H Huttmann, Bengal Military Orphan Press, 1842.pp.13
https://books.google.com.bd/books?id=w4AiAAAAQAAJ&pg=PA22&dq=j+j+harvey+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT5tbon9X-AhXpS2wGHeOsBNEQ6AF6BAgiEAi

66. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ২৩২.

67. Hossain, Samsul. Muslim Monuments of Chittagong. Chittagong centre for Advanced Studies.2020. pp.100.

68. Prinsep, Henry Thoby, and Rāmachandra Dāsa. A General Register of the Hon'ble East India Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842. Calcutta, Baptist MissionPress, 1844.pp.286.
https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+GENERAL+REGiSTER+OF+THE+HON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiViL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCzbS--rf-AhXiSWwGHRHmCsEQ6AF6BAgJEAi

69. Ibid.

70. Roberts R.E. An account of Arakan Written at islaàmabad (Chittagong) in June 1777. In: Aséanie 3, 1999, pp. 142-150. https://www.persee.fr/doc/asean_0859-9009_1999_num_3_1_1626

71. Hunter W W. Bengal MS Records, volume iii, 1798-1801. London, W H Allen &co.1894. pp. 152, 215, 218.
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.49309.

72. White, William. A Political History of the Extraordinary Events which Led to the Burmese War. United Kingdom, C. Hamilton, 1827.pp.14-17, 27.
https://books.google.com.bd/books?id=1JheAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+political+history+of+extraordinary+led+to+burmese+war&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwinuPyMhbj-AhX8SmwGHYdlDOUQ6AF6BAgCEAi

73. Ibid. pp.14-21.

74. Ibid. pp. 34-36.

75. Wilson, Horace Hayman. Documents illustrative of the Burmese War: With an introductory Sketch of the Events of the War and an Appendix. India, From the Government gazette, by G. H. Huttmann, 1827. https://books.google.com.bd/books?id=FTdCAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=DOCUMENTS%0AiLLUSTRATiVE%0AOF+THE%0ABURMESE+WAR.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmus7Ej7j-AhXeVmwGHffNBiwQ6AF6BAgHEAi

76. First Anglo-Burmese War. 15th March, 2023. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Anglo-Burmese_War

77. Miles, James Samuel, and Dodwell, Edward. Alphabetical List of the Medical Officers of the Indian Army: With the Dates of Their Respective Appointment, Promotion, Retirement, Resignation, or Death, Whether in India Or in Europe; from the Year 1764, to the Year 1838. United Kingdom, Longman, Orme, Brown, 1839.pp.36-37. https://books.google.com.bd/books?id=t5ZRAQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=ALPHABETiCAL+LiST%0D%0AOF+THE%0D%0AMEDiCAL+OFFiCERS+OF+THE+iNDiAN+ARMY;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0kZn6kbj-AhWtRWwGHQFFAMkQ6AF6BAgHEAi

78. Macnamara C. A treatise on Asiatic Cholera. London, John Churchill and sons,1870.pp.505. https://archive.org/details/b21353621

79. Mathison, John. A new oriental register and East-india directory for 1802.United Kingdom, Black's and Parry, 1802. https://books.google.com.bd/books?id=WflAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=a+new+oriental+register+and+east+india+directory+1802&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC6vnpmLj-AhVoZmwGHWgaDjoQ6AF6BAgGEAi

80. Parish register transcripts from the Presidency of Bengal 1713-1948. British India Office Death and Burial. British library, archive reference N-1-4, page 177. findmypast.co.uk. accessed on 26th July 2020.

81. Macrae, Alexander. History of the Clan Macrae with Genealogies. Scotland,A M Ross and company. 1899. pp. 102-103. https://archive.org/details/historyofclanmac00macr

82. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.28.

83. East-india Register and Directory. Switzerland, W.H. Allen, 1819. https://books.google.com.bd/books?id=x_8nAAAAYAAJ&pg=PR1&dq=THE%0D%0AEAST-+iNDiA+REGiSTER%0D%0AAND%0D%0ADiRECTORY,%0D%0AFOR%0D%0A1819.%0D%0ASECOND+EDiTiON&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwinhvzxnbj-AhWzS2wGHWQiA34Q6AF6BAgGEAi

84. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.29.

85. The Bengal Obituary: Or, a Record to Perpetuate the Memory of Departed Worth, Being a Compilation of Tablets and Monumental inscriptions from Various Parts of the Bengal and Agra Presidencies. To which is Added Biographical Sketches and Memoirs of Such as Have Preeminently Distinguished Themselves in History of British India, Since the Formation of the European Settlement to the Present Time. India, W. Thacker & Company, 1851.pp.381. https://books.google.com/books?id=T-HwSiLns14C&printsec=frontcover&dq=THE+BENGAL+OBiTUARY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiu8ZaRr7r-AhW9TmwGHSgBDBUQ6AF6BAgOEAi

86. Inventories & Accounts of Deceased Estates - Bengal 1780-1937. British India Office Will and Probate, archive reference L-AG-34-27-83, page 394. findmypast.co.uk. accessed on 20th July 2020.

87. White, William. A Political History of the Extraordinary Events which Led to the Burmese War. United Kingdom, C. Hamilton, 1827.pp.16. https://books.google.com.bd/books?id=1JheAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+political+history+of+extraordinary+led+to+burmese+war&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwinuPyMhbj-AhX8SmwGHYdlDOUQ6AF6BAgCEAi

88. Ibid.pp.36-39.

89. Ibid.

90. Ibid.

91. Deutschland, Schiff, 1818. 14th December, 2022. *Wikipedia*. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(Schiff,_1818)

92. J.H. Harrington Esq. Account of the kookies or lunctas: written by John Macrae, Esq. and communicated to the Asiatic Society, Philosophical Magazine Series 1, 17:65, 11-22, 1803. DOi: 10.1080/1478644030867636. http://dx.doi.org/10.1080/14786440308676366

93. Macrae J. Case of the Bite of a Poisonous Snake Successfully Treated. Med Phys J. 1813 Feb; 29(168):120-125. PMiD: 30493264; PMCiD: PMC5707314.

94. Macnamara C. A treatise on Asiatic Cholera. London, John Churchill and sons,1870.pp.505. https://archive.org/details/b21353621

95. Prinsep, H T.; Doss, Rāmachandra. A General Register of the Hon'ble East india Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to .Calcutta, Baptist Mission Press, 1844.pp. 348.
https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A%0D%0AGENERAL+REGiSTER%0D%0AOF+THE%0D%0AHON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiViL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNgs6Xqbj-AhUxb2wGHazwDDEQ6AF6BAgDEAi

96. মাহাবুব্ উল আলম. চট্টগ্রামের ইতিহাস- কোম্পানি আমল. চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লিথো অ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৪৭. পৃষ্ঠা: ১২০- ১২১.

97. Ibid.

98. Ibid.

99. East India Deaths. The Star [newspaper], London, 29th September, 1810. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 31st july, 2020.

100. The Bengal Obituary: Or, a Record to Perpetuate the Memory of Departed Worth, Being a Compilation of Tablets and Monumental inscriptions from Various Parts of the Bengal and Agra Presidencies. To which is Added Biographical Sketches and Memoirs of Such as Have Preeminently Distinguished Themselves in History of British India, Since the Formation of the European Settlement to the Present Time. India, W. Thacker & Company, 1851.pp.310.
https://books.google.com/books?id=T-HwSiLns14C&printsec=frontcover&dq=THE+BENGAL+OBiTUARY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiu8ZaRr7r-AhW9TmwGHSgBDBUQ6AF6BAgOEAi

101. The History of the Rise and Progress of the Judicial or Adawlut System, as Established for the Administration of Justice Under the Presidency of Bengal. Part ii. An inquiry into the

Supposed Existence of the Trial by Jury in india, Etc. United Kingdom, John Booth, 1820.pp.2. https://books.google.com.bd/books?id=7HRjAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=history+of+bengal+court&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiU-tvVybr-AhX5SWwGHcqsCngQ6AF6BAgEEAi

102. Ibid.pp.27.

103. Parliamentary Papers: Papers etc. (East India Company): Third part. Session 24th November, 1812 - 22nd July,1813.United Kingdom,n.p,1813.pp.84. https://books.google.com.bd/books?id=DEpDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=P+A+P+E+R+S+East+india+Company++T+H+i+R+D+PART&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi20iLMzrr-AhWyT2wGHbi6BNiQ6AF6BAgPEAi

104. Law, Bimala Churn. D. R. Bhandarkar volume. Calcutta, Indian Research Institute.1940.pp.172. https://archive.org/details/dli.csl.6564

105. Ibid.

106. Parbury's oriental herald and colonial intelligencer. United Kingdom, n.p, 1839.pp.107. https://books.google.com.bd/books?id=gEMFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AORiENTAL+HERALD%0D%0AAND%0D%0AColonial+intelligencer+:&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi569CZ3br-AhVucmwGHVSPAjQQ6AF6BAgEEAi

107. Hamilton, Walter. A Geographical, Statistical, and Historical Description of Hindostan, and the Adjacent Counties. United Kingdom, J. Murray, 1820.pp.177. https://books.google.com.bd/books?id=NeM-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Bengal+statistic+hamilton&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwii5tzl37r-AhVMRWwGHSRUBMgQ6AF6BAgGEAi

108. Ibid.

109. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.150-151.

110. Scandel, William. Francis Buchanan in Southeast Bengal, 1798, His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill tracts, Noakhali and Comilla. Dhaka, University press Limited, 1992.pp. 23. https://www.academia.edu/17622479/Francis_Buchanan_in_Southeast_Bengal_1798_His_Journey_to_Chittagong_the_Chittagong_Hill_Tracts_Noakhali_and_Comilla_1992_

111. Murphy, Sylvia. European inhabitants in Bengal, excluding those in the service of the East India Company or the Crown 1805. IOR:0/5/26 vol.1, list 6. Fibis.org; 24th November, 2010. https://search.fibis.org/bin/aps_detail.php?id=930723

112. Parish Register Transcripts from the Presidency of Bengal 1713-1948. British India Office Death and Burial. British library, archive reference N-1-4, page 177. findmypast.co.uk. accessed on 18th August 2020.

113. The Friend of india: Monthly series. india, n.p, 1820.pp.367. https://books.google.com.bd/books?id=5zYpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AFRiEND+OF+iNDiA&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_uquY5Lr-AhXGS2wGHdmBACQQ6AF6BAgKEAi

114. Adam, William. Report on the State of Education in Bengal. India, G.H. Huttmann, Bengal Military Orphan Press, 1835.pp.98. https://books.google.com.bd/books?id=Sp_BqB1VLkYC&printsec=frontcover&dq=R+E+P+O+R+T%0D%0AON%0D%0AThe+State+of+Education%0D%0AiN%0D%0ABENGAL&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiii9j65Lr-AhWzTGwGHfoACT8Q6AF6BAgDEAi

115. The Baptist Magazine. United Kingdom, J. Burditt and W.Button, 1821.pp.83. https://books.google.com.bd/books?id=dOgRAAAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ABaptist+Magazine%0D%0AFOR%0D%0A1821&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwisjvLd5br-AhW2bmwGHT0KA9EQ6AF6BAgHEAi

116. The Missionary Herald. United Kingdom, Pewtress &Company, 1862.pp.108. https://www.google.com/books/edition/_/LxUFAAAAQAAJ?sa=X&ved=2ahUKEwjW2PnC5rr-AhXLTWwGHU6eAmsQre8FegQiixBG

117. Adam, William. Report on the State of Education in Bengal. India, G.H. Huttmann, Bengal Military Orphan Press, 1835.pp.98. https://books.google.com.bd/books?id=Sp_BqB1VLkYC&printsec=frontcover&dq=R+E+P+O+R+T%0D%0AON%0D%0AThe+State+of+Education%0D%0AiN%0D%0ABENGAL&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiii9j65Lr-AhWzTGwGHfoACT8Q6AF6BAgDEAi

118. Ibid.

119. Ibid.

120. The Missionary Herald. United Kingdom, Pewtress &Company, 1862.pp.108. https://www.google.com/books/edition/_/LxUFAAAAQAAJ?sa=X&ved=2ahUKEwjW2PnC5rr-AhXLTWwGHU6eAmsQre8FegQiixBG

121. Robertson, Thomas Campbell. Political incidents of the First Burmese War. United Kingdom, Richard Bentley, 1853. https://books.google.com/books?id=tSYoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=POLiTiCAL+iNCiDENTS%0D%0AOF%0D%0ATHE+FiRST+BURMESE+WAR&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy5LGMt6T_AhWZ8zgGHT_7AnEQ6AF6BAgGEAi

122. Wills - Bengal 1780-1938. British India Office Wills & Probate. Archive reference L-AG-34-29-39. findmypast.co.uk. accessed on 18th August 2020.

123. Miles, James Samuel, and Dodwell, Edward. Alphabetical List of the Medical Officers of the Indian Army: With the Dates of Their Respective Appointment, Promotion, Retirement, Resignation, Or Death, Whether in india Or in Europe; from the Year 1764, to the Year 1838. United Kingdom, Longman, Orme, Brown, 1839.pp.62-63. https://books.google.com.bd/books?id=t5ZRAQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=ALPHABETiCAL+LiST%0D%0AOF+THE%0D%0AMEDiCAL+OFFiCERS+OF+THE+iNDiAN+ARMY;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0kZn6kbj-AhWtRWwGHQFFAMkQ6AF6BAgHEAi

124. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.87,104.

125. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 171. https://archive.org/details/dli.csl.6755

126. Crawford D.G. A History of the indian Medical Service 1600—1913, Vol-1. London, W. Thacker & co 1914.pp.186 https://archive.org/details/b21352148

127. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-25.Page 221. findmypast.co.uk. accessed on 8th February, 2020.

128. Ibid.

129. Calcutta Gazette [newspaper]. 23rd March, 1797. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 8th February, 2020.

130. Law, Bimala Churn. D. R. Bhandarkar volume. Calcutta, Indian Research institute.1940.pp.172. https://archive.org/details/dli.csl.6564

131. Ibid.

132. British India Office Wills & Probate. Inventories and accounts of Deceased Estates 1780-1937. Archive reference L-AG-34-27-23, Page 26. findmypast.co.uk. accessed on 13th December, 2022.

133. East-india Register and Directory. Switzerland, W.H. Allen, 1819.pp.166. https://books.google.com.bd/books?id=x_8nAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AEAST+-+iNDiA+REGiSTER%0D%0AAND%0D%0ADiRECTORY&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiliYvkgML-AhU57zgGHR_YAecQ6AF6BAgFEAi

134. British india of Marriages. Parish Register Transcripts from the Presidency of Bengal 1713- 1948. Archive reference N-1-10, Folio 476, Entry21. findmypast.co.uk. accessed on 22th August, 2020.

135. The Jurist Volume XV, Part 1, Containing Reports of the Cases Decided in the Court of Equity and Common Law, and in the Admiralty and Ecclesiastical Courts; with a General Digest of the All the Report published during the year1851. London, S. Sweet, 1852.pp.870. https://books.google.com.bd/books?id=jhM5AQAAMAAJ&pg=PA870&dq=John+white+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7aaV7cH-AhXYSGwGHfz2AvUQ6AF6BAgFEAi

136. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.361. https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

137. Ibid.

138. The Oriental Herald. United Kingdom, n.p, 1825.pp.533. https://books.google.com.bd/books?id=lQibAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AORiENTAL+HERALD,%0D%0AAND+JOURNAL+OF%0D%0AGENERAL+LiTERATURE+volume+5&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9z-zYisT-AhVPTWwGHV1JANAQ6AF6BAgiEAi

139. Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East-india Company, 16th August 1832, and Minutes of Evidence: Military. United Kingdom, order of The Honourable Court of Directors by J.L. Cox and Son, 1833. pp.91.
https://books.google.com.bd/books?id=jGZUAAAAYAAJ&pg=PR53&dq=Military.%0D%0AAPPENDiX%0D%0ATO+THE%0D%0AR+E+PORT%0D%0AFROM+THE%0D%0ASELECT+COMMiTTEE+OF+THE+HOUSE+OF+COMMONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjcr-W5jsT-AhUmTWwGHWurDGYQ6AF6BAgDEAi

140. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.689.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

141. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 165. https://archive.org/details/dli.csl.6755

142. Ibid.pp.166.

143. করিম, আব্দুল. ইসলামাবাদ. চট্টগ্রাম, বাতিঘর, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৮.

144. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ২৩২.

145. Parliamentary Papers: Papers etc. (East India Company): Third part. Session 24th November, 1812 - 22nd July,1813.United Kingdom,n.p,1813.pp.146.
https://books.google.com.bd/books?id=DEpDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=P+A+P+E+R+S+East+india+Company++T+H+i+R+D+PART&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi20iLMzrr-AhWyT2wGHbi6BNiQ6AF6BAgPEAi
146. Indian Records Series, Fort William- india House Correspondence and other contemporary papers relating thereto (public Series), vol-XXi, 1797-1800. pp.315.
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.111320

147. Mr. R. Morris's Bill No. 76 Book 2 Military Office for a piece of ground at Chittagong sold to the Company for Sepoy Cantonments called Atkinson's Estate. Military board processings, 8th July, 1799, pp.1044. Web.abhilekhpatal.in. identifier PR_000002965647. accessed on 25th March,2022.
https://www.abhilekh-

patal.in/jspui/handle/123456789/2650160?searchWord=Chittagong&backquery=[location=123456789%2F1&rpp=20&query=Chittagong+Atkinson+estate]

148. Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East-india Company, 16th August 1832, and Minutes of Evidence: Military. United Kingdom, order of The Honourable Court of Directors by J.L. Cox and Son, 1833. pp.91.
https://books.google.com.bd/books?id=jGZUAAAAYAAJ&pg=PR53&dq=Military.%0D%0AAPPENDiX%0D%0ATO+THE%0D%0AR+E+PORT%0D%0AFROM+THE%0D%0ASELECT+COMMiTTEE+OF+THE+HOUSE+OF+COMMONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjcr-W5jsT-AhUmTWwGHWurDGYQ6AF6BAgDEAi

149. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.58.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

150. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.43.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

151. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.252.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

152. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.505.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

153. Mathison, John. A new oriental register and East-india directory for 1802. United Kingdom, Black's and Parry, 1802.pp.35.

https://books.google.com.bd/books?id=WflAAAAAcAAJ&pg=PA35&dq=James+price+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj79b_SwcT-AhXy9zgGHcLsCfAQ6AF6BAgDEAi

154. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.509.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

155. Ibid.pp.509.

156. Ibid.pp.510.

157. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.571.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

158. Irvine, William. The Army of the Indian Moghuls: its Organization and Administration. Kiribati, Luzac, 1903. pp57.
https://books.google.com/books?id=gRsoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+ARMY+OF+THE+iNDiAN%0D%0AMOGHULS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwij1q7nssT-AhUxS2wGHWgPApEQ6AF6BAgiEAi

159. Ibid.

160. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-ii. London. Constable and Company Lt.1928.pp.197.
https://archive.org/details/dli.csl.3669

161. Papers relating to East india affairs: viz. Discussions with the Burmese government : Ordered ... to be printed 30 May 1825. United Kingdom, n.p, 1825.pp.114
https://books.google.com.bd/books?id=fytDAAAAcAAJ&pg=PA114&dq=captain+fogo&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLlpOZ4MT-AhUbSmwGHeo7B-gQ6AF6BAgLEAi

162. Hamilton, Walter. A Geographical, Statistical, and Historical Description of Hindostan, and the Adjacent Countries. United Kingdom, Murray, 1820.pp.171

https://books.google.com.bd/books?id=9ERRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=GEOGRAPHiCAL,+STATiSTiCAL,+AND+HiSTORiCAL%0D%0ADESCRiPTiON%0D%0AOF%0D%0AHiND+O+S+T+A+N&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihwi6O5MT-AhUS6jgGHWVgArEQ6AF6BAgFEAi

163. The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. United Kingdom, Black, Parbury, & Allen, 1817.pp.194 https://books.google.com.bd/books?id=XDw9AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AASiATiC+JOURNAL%0D%0AAND%0D%0AMONTHLY+REGiSTER&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3hsyz5cT-AhXt7TgGHdCRD0YQ6AF6BAgJEAi

164. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iV. London. Phillimore and Co.1947.pp.386. https://archive.org/details/dli.csl.8673

165. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.190. https://archive.org/details/dli.csl.3562

166. The India Office List. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1825.pp.145 https://books.google.com.bd/books?id=uwMLAQAAiAAJ&pg=PA145&dq=dunvegan+castle+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwin6ebV7cT-AhU1SWwGHee-C2cQ6AF6BAgEEAi

167. Murphy, Sylvia. European inhabitants in Bengal, excluding those in the service of the East India Company or the Crown 1805. IOR:0/5/26 vol.1, list 6. Fibis.org; accessed on 25th February, 2022. https://search.fibis.org/bin/aps_detail.php?id=930747

168. The Baptist Magazine. United Kingdom, J. Burditt and W. Button, 1819.p318. https://books.google.com.bd/books?id=Q-MRAAAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=Baptist+Magazine%0D%0AFOR%0D%0A1819&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWoLb6mcT-AhWg-jgGHV59CM8Q6AF6BAgDEAi

169. Accounts and Papers of the House of Commons. United Kingdom, Ordered to be printed, 1826. https://books.google.com.bd/books?id=fzZbAAAAQAAJ&pg=PP7&dq=THE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+ANNUAL+REVENUES+;%0D%0AREGULATiONS+OF+THE+GOVERNMENTS+;%0D%0AiSLAND+OF+SHAPOORE+;%0D%0ACARNATiC+AND+TANJORE+DEBTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNqrqQnsT-AhWi7jgGHZd_DjcQ6AF6BAgFEAi

170. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.75.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

171. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. https://archive.org/details/dli.csl.6755

172. Ibid.pp.75.

173. Ibid.

174. Prinsep, Henry Thoby, and Rāmachandra Dāsa. A General Register of the Hon'ble East India Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842. Calcutta, Baptist MissionPress, 1844.pp.217.
https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+GENERAL+REGiSTER+OF+THE+HON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiViL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCzbS--rf-AhXiSWwGHRHmCsEQ6AF6BAgJEAi

175. Record Transcription: Devon Baptisms. South West Heritage Trust. 2205A/PR/1/2 findmypast.co.uk. accessed on 26th July,2020.

176. Record Transcription: British in India. findmypast.co.uk. accessed on 26th July,2020.

177. British India Office Wills & Probate. Will - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-29, Page 765. findmypast.co.uk. accessed on 19th July, 2020.

178. British India Office Wills & Probate. Inventories and accounts of Deceased Estates 1780-1937. Archive reference L-AG-34-27-61, Page 885 . findmypast.co.uk. accessed on 19th July, 2020.

179. Boileau E R. Plan of the Station of Chittagong. Map. [ca.1mile to 12inches] Manuscript collection. The British Library, shelf mark: X/1088.

180. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.571.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

181. Ibid.

182. The India Office List. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1825.pp.431. https://books.google.com.bd/books?id=uwMLAQAAiAAJ&pg=PA431&dq=Major+Arthur+owen+Calcutta&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiwn_PB7cz-AhXlplYBHQA9CxsQ6AF6BAgiEAi

183. British india Office Deaths & Burials. Parish register transcripts from the Presidency of Bengal, 1713- 1948. Archive reference N-1-13, Page 292. findmypast.co.uk. accessed on 24th January, 2023.

184. British india Office Wills & Probate. Will - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-36, Page 257. findmypast.co.uk. accessed on 24th January, 2023.

185. British india Office Wills & Probate. Inventories and accounts of Deceased Estates 1780-1937. Archive reference L-AG-34-27-70, Page 1549. findmypast.co.uk. accessed on 22nd July, 2020.

186. The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. United Kingdom, Black, Parbury, & Allen, 1821.pp.511. https://books.google.com.bd/books?id=xa0iAAAAQAAJ&pg=PA511&dq=Ewart+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwigw-fH8cz-AhXPsVYBHU2aCaAQ6AF6BAgEEAi

187. The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. United Kingdom, Black, Parbury, & Allen, 1819.pp.299. https://books.google.com.bd/books?id=xZ8iAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AASiATiC+JOURNAL%0D%0AAND%0D%0AMONTHLY+REGiSTER+1819&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiq2ND48sz-AhXiet4KHeXLD4YQ6AF6BAgDEAi

188. Cowell,Christopher. Le clivage Kacchā/Pakkā : Matériau, espace et architecture dans les cantonnements militaires de l'inde britannique (1765-1889). accessed on 4th January,2022. https://doi.org/10.4000/abe.10893

189. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ৬৯.

190. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ৭৩.

191. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ৬৯.

192. Sherborn, Charles Davies. A History of the Family of Sherborn. United Kingdom, Mitchell and Hughes, 1901.pp.184.
https://books.google.com.bd/books?id=9K0KAAAAYAAJ&pg=PA172&dq=Frances+Johnstone+sherbourne&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuz_GXic3-AhXiUt4KHZaZD0oQ6AF6BAgHEAi

193. British India Office Wills & Probate. Will - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-26, Page 465. findmypast.co.uk. accessed on 8th February, 2020.

194. Calcutta Gazette [newspaper]. 14th September, 1804. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 31st July, 2020.

195, Calcutta Gazette [newspaper]. 3rd January, 1805. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 1st August, 2020.

196. Calcutta Gazette [newspaper]. 7th March, 1805. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 31st July, 2020.

197. British India Office Wills & Probate. Inventories and accounts of Deceased Estates 1780-1937. Archive reference L-AG-34-27-30, Page 161. findmypast.co.uk. accessed on 1st August, 2020.

198. British India Office Deaths & Burials. Parish register transcripts from the Presidency of Bengal,1713- 1948. Archive referenceN-1-9, Page 329. findmypast.co.uk. accessed on 2nd August, 2020.

199. British India Office Wills & Probate. Administrations – Bengal. Archive reference L-AG-34-29-3. findmypast.co.uk. accessed on 25th January, 2023.

200. British India Office Marriages. Parish register transcripts from the Presidency of Bengal,1713- 1948. Archive reference N-1-7, Page 331. findmypast.co.uk. accessed on 2nd August, 2020.

201. Prinsep, Henry Thoby, and Rāmachandra Dāsa. A General Register of the Hon'ble East India Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842. Calcutta, Baptist MissionPress, 1844.pp.98.
https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+GENERAL+REGiSTER+OF+THE+HON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiV

iL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCzbS--rf-AhXiSWwGHRHmCsEQ6AF6BAgJEAi

202. The Calcutta Christian Observer. India, n.p, 1832.pp.102. https://books.google.com.bd/books?id=hq8OAAAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+CALCUTTA+CHRiSTiAN+OBSERVER&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiH2aqmks3-AhUDQPUHHQCaDDQQ6AF6BAgHEAi

203. Ibid. pp261.

204. J. S. Ryan, 'Donnithorne, Eliza Emily (1826–1886)', Australian Dictionary of Biography, National Centre of Biography, Australian National University, published first in hardcopy 1972, accessed online 28 January 2023. https://adb.anu.edu.au/biography/donnithorne-eliza-emily-3426/text5211

205. Eliza Emily Donnithorne. In Wikipedia, 7th April, 2023.accessed online 28 January 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Eliza_Emily_Donnithorne

206. Indian Records Series, Fort William- India House Correspondence and other contemporary papers relating thereto (public Series), vol-Xiii, 1796-1800. pp.XXViii. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.505723

207. Ibid.pp.XXiX.

208. Calender of Persian Correspondence, Vol 1759-1767.Calcutta, Supertendent Grovrnment Printing.1911.pp.473.

209. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.87,249.

210. Irvine, William. The Army of the Indian Moghuls: its Organization and Administration. Kiribati, Luzac, 1903. pp3-6. https://books.google.com/books?id=gRsoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+ARMY+OF+THE+iNDiAN%0D%0AMOGHULS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwij1q7nssT-AhUxS2wGHWgPApEQ6AF6BAgiEAi

211. Ibid.

212. Ibid.

213. Ibid. pp.14.

214. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.126-127.

215. List of Ancient Monuments in Bengal. India, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1896.p230. https://books.google.com.bd/books?id=N4ViAQAAMAAJ&pg=PA228&dq=List+of+ancient+monuments+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiK5ZPd09X-AhUYT2wGHTpOCAkQ6AF6BAgJEAi

216. Eaton R M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760.University of California Press.1993.pp145-146. https://archive.org/details/TheRiseOfIslamAndTheBengalFrontier12041760ByRichardMEaton_201705

217. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ১১৯.

218. মাহাবুব্ উল আলম. চট্টগ্রামের ইতিহাস- কোম্পানি আমল. চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লিথো অ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৪৭. পৃষ্ঠা: ১১৩.

219. Ibid. পৃষ্ঠা: ১১৭- ১১৮

220. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল. অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১৮৯.

221. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.154,359.

222. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৯০.

223. Ibid. পৃষ্ঠা ১৮৭.

224. Ibid.

225. Ibid.

226. Ibid .পৃষ্ঠা ১৮৮.

227. Ibid পৃষ্ঠা ২১৩.

228. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army,1758-1834, Part-ii. London. Constable and Company Lt.1928.pp.58-59.
https://archive.org/details/dli.csl.3669

229. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.182.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

230. Calcutta Waterloo Fund: List and Account of Subscriptions Realized & Remitted, from December 1815 to January 1818 inclusive. India, n.p, 1818.pp.20.
https://books.google.com/books?id=qipeAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=CALCUTTA%0D%0AWATERLOO+FUND&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiArZ6w7dX-AhXwbmwGHYPPDtgQ6AF6BAgCEAi

231. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 97. https://archive.org/details/dli.csl.6755

232. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.27.

233. Ibid.

234. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.98. https://archive.org/details/dli.csl.6755

235. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.28.

236. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.40,81. https://archive.org/details/dli.csl.6755

237. Ibid. pp. 110.

238. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১২৮.

239. Glossary to the fifth report from the select committee. United Kingdom, n.p, 1813.pp.23. https://books.google.com.bd/books?id=HlxDAAAAcAAJ&pg=PA1&dq=GLOSSARY+148.+TO+The+FiFTH+REPORT+from+the+Select+Committee&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiSrivZ8db-AhVibmwGHU12CcsQ6AF6BAgHEAi

240. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.6. https://archive.org/details/dli.csl.6755

241. Irvine, William. The Army of the Indian Moghuls: its Organization and Administration. Kiribati, Luzac, 1903. pp.23. https://books.google.com/books?id=gRsoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+ARMY+OF+THE+iNDiAN%0D%0AMOGHULS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwij1q7nssT-AhUxS2wGHWgPApEQ6AF6BAgiEAi

242. Ibid.pp.157.

243. Irvine, William. The Army of the Indian Moghuls: its Organization and Administration. Kiribati, Luzac, 1903. pp.173. https://books.google.com/books?id=gRsoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+ARMY+OF+THE+iNDiAN%0D%0AMOGHULS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwij1q7nssT-AhUxS2wGHWgPApEQ6AF6BAgiEAi

244. Ibid.

245. Ibid.pp.8.

246. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.130.

247. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 7. https://archive.org/details/dli.csl.6755

248. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.126.

249. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 7. https://archive.org/details/dli.csl.6755

250. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.130.

251. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong.Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.6. https://archive.org/details/dli.csl.6755

252. চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা. চট্টগ্রামের ইতিহাস. ঢাকা, গতিধারা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৬৮.

253. Glossary to the fifth report from the select committee. United Kingdom, n.p, 1813.pp.12. https://books.google.com.bd/books?id=HlxDAAAAcAAJ&pg=PA1&dq=GLOSSARY+148.+TO+The+FiFTH+REPORT+from+the+Select+Committee&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiSrivZ8db-AhVibmwGHU12CcsQ6AF6BAgHEAi

254. Scandel, William. Francis Buchanan in Southeast Bengal, 1798, His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill tracts, Noakhali and Comilla. Dhaka, University press Limited,1992.pp. 23. https://www.academia.edu/17622479/Francis_Buchanan_in_Southeast_Bengal_1798_His_Journey_to_Chittagong_the_Chittagong_Hill_Tracts_Noakhali_and_Comilla_1992_

255. The Leisure Hour. United Kingdom, William Stevens, 1858.pp236. https://books.google.com.bd/books?id=mP0RAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ALEiSURE+HOUR.%0D%0A1858&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-1Pmj_MT-AhVdTmwGHcObDuEQ6AF6BAgGEAi

256. Accounts and Papers of the House of Commons. United Kingdom, Ordered to be printed, 1878.pp.132-133. https://books.google.com.bd/books?id=TixcAAAAQAAJ&pg=PA273&dq=leopard+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjR0YaNl8X-AhXmT2wGHdpiCM4Q6AF6BAgNEAi

257. The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. United Kingdom, Black, Parbury, & Allen, 1816.pp.88. https://books.google.com.bd/books?id=vTk9AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0AASiATiC+JOURNAL%0AAND%0AMONTHLY+REGiSTER&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwju252QscX-AhVJ-DgGHXjXCgAQ6AF6BAgFEAi

258. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan, 1896.pp.201.

https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

259. Hossain, Samsul. Muslim Monuments of Chittagong. Chittagong centre for Advanced Studies.2020. pp.111.

260. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল. অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ৩৪-৩৭.

261. Pogson, Wredenhall Robert. Captain Pogson's Narrative during a tour to Chateegaon, 1831. India, Serampore Press, 1831. https://books.google.com/books?id=i8pLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=pogson+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiL6_6h89f-AhWHR2wGHVJbDDMQ6AF6BAgFEAi

262. William Jones (philologist). In *Wikipedia*, 18th April,2023.accessed on 5th May, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(philologist)

263. Ibid.

264. Baron Teignmouth, John Shore. Memoirs of the Life, Writings and Correspondence, of Sir William Jones. United Kingdom, J. Hatchard, 1815.pp.337-342. https://www.google.com.bd/books/edition/_/necEAAAAYAAJ?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwim59_799f-AhVN1zgGHdt_CfUQ7_iDegQiGBAC

265. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp. 168. https://archive.org/details/dli.csl.6755

266. Bengal, Past & Present: Journal of the Calcutta Historical Society. India, The Society, 1930. https://books.google.com.bd/books?id=RHjrDftBoKkC&pg=PA106&dq=colonel+erskine+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiOuJ2zrOz-AhXK7TgGHZl5DlcQ6AF6BAgiEAi

267. Enclosed letter from Lornelius Fryer, collector at Chittagong to Lt. Col. Erskine, commanding at Chittagong, dated 15th March 1794, pertaining to the supply of grains for the consumption of the troops. National archive of india.[Web].abhilekhpatal.in ; Foreign Public Records. identifier PR_000004116022, Cons. 7 April 1794, No. 26 accessed on 25th February,

2023. https://www.abhilekh-patal.in/jspui/handle/123456789/2877377?searchWord=Chittagong&backquery=[location=123456789%2F1&query=Chittagong&rpp=20&sort_by=dc.date.accessioned_dt&order=desc]

268. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honorable East-India Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812. India, R.W. Walker, 1812.pp.622-639.
https://books.google.com/books?id=N5K1WYWrjgYC&printsec=frontcover&dq=ABSTRACT%0AOF%0AGENERAL+ORDERS+and+REGULATiONS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi60OjYg8T-AhVAa2wGHWePBLoQ6AF6BAgFEAi

269. করিম, আব্দুল. ইসলামাবাদ. চট্টগ্রাম, বাতিঘর, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৩.

270. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১২৮.

271. Ibid.

272. Ibid. পৃষ্ঠা ১২৬.

273. East india Affairs, Papers Relating to the Police, and Civil and Criminal Justice, Under the Respective Governments of Bengal, Fort Saint George, and Bombay, from 1810 to the Present Time. United Kingdom, House of Commons, 1819.pp.239.
https://books.google.com.bd/books?id=nJdeAAAAcAAJ&pg=PA239&dq=pechell+nullah+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ0b20q93-AhVX7TgGHY0FC7YQ6AF6BAgDEAi

274. Ibid.

275. Milburn, William & Thornton, Thomas . Oriental Commerce or the East India Trader's Complete Guide: United Kingdom, Kingsbury, Parbury, and Allen, 1825.pp309.
https://books.google.com.bd/books?id=nDhNAAAAcAAJ&pg=PA309&dq=pilotage+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiXkOvUrN3-AhV5umMGHUSDA5kQ6AF6BAgDEAi
276. Ibid.

277. Ibid.pp.310.

278. Everest G and Phillimore R H. Historical Records of Survey of India, vol-iV. India,1958.pp. 196.
https://archive.org/details/HistoricalRecordsOfSurveyOfindiaVol4ByPhillimore

279. Ibid.pp.364.

280. Ibid.pp.196.

281. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan, 1896.pp.190.
https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

282. Ibid.

283. Ibid.

284. Hunter W W. A Statistical Account of Bengal, volume Vi. United Kingdom, Trubner, 1876.pp.192.
https://books.google.com.bd/books?id=t8pCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=STATiSTiCAL+ACCOUNT+OF+Bengal+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiH4pSzvN3-AhX79DgGHYjhAv0Q6AF6BAgJEAi

285. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১০৬.

286. Ibid. পৃষ্ঠা ১০৭.

287. General Report on the Administration of the Several Presidencies and Provinces of British india: During the Year 1858-59. Vol. 1, with Appendices. India, n.p, 1860.pp.196.
https://books.google.com.bd/books?id=PXQZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=GENERAL+REPORT%0D%0AON+THE%0D%0AADMiNiSTRATiON%0D%0AOF+THE+SEVERAL+PRESiDENCiES+AND+PROViNCE&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGr6uOv93-AhXO8DgGHSrSCOUQ6AF6BAgEEAi

288. Parliamentary Papers. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1863.
https://books.google.com.bd/books?id=RN4SAAAAYAAJ&pg=RA8-

PA31&dq=elson+garden+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-5KzywN3-AhVpwjgGHTioCVgQ6AF6BAgDEAi

289. Ibid.

290. British India Office Deaths & Burials. The British Library, archive reference L-AG-34-14A-1. findmypast.co.uk. accessed on 8th March, 2023.

291. Miles, James Samuel, and Dodwell, Edward. Alphabetical List of the Medical Officers of the Indian Army: With the Dates of Their Respective Appointment, Promotion, Retirement, Resignation, or Death, Whether in India Or in Europe; from the Year 1764, to the Year 1838. United Kingdom, Longman, Orme, Brown, 1839.pp.12,13. https://books.google.com.bd/books?id=t5ZRAQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=ALPHABETiCAL+LiST%0D%0AOF+THE%0D%0AMEDiCAL+OFFiCERS+OF+THE+iNDiAN+ARMY;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0kZn6kbj-AhWtRWwGHQFFAMkQ6AF6BAgHEAi

292. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-1. London. Constable and Company Lt.1927.pp.196. https://archive.org/details/dli.csl.3624

293. The Bengal directory and annual register. India, n.p, 1838.pp.268. https://books.google.com/books?id=O94NAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+BENGAL+DiRECTORY.+AND+Annual+REGiSTER+1838&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi1-cWKjt7-AhWRwjgGHXbyDFYQ6AF6BAgJEAi

294. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.30.

295. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

296. Ibid.

297. Bengal Catholic Herald, volume i. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1841. pp.424. https://books.google.com/books?id=ghSKsL7nLp8C&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ABENGAL%0D%0ACATHOLiC+HERALD&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV-KT9j97-AhXi4TgGHXemAewQ6AF6BAgFEAi

298. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.268.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

299. Accounts and papers, East Indies Public Works, Session 4 November 1852 to 20 August 1853.Vol LXXiV.1852-53.
https://books.google.com.bd/books?id=vhREAQAAMAAJ&pg=RA2-PA46&dq=chittagong+church&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC6_Ctld7-AhWE-TgGHUwuAPgQ6AF6BAgFEAi

300. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.268.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

301. The Missionary Herald, July 1864, pp:108.
https://books.google.com.bd/books?id=LxUFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AMissionary+Herald+1862&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4genWm97-AhVv6jgGHVLXBFMQ6AF6BAgGEAi

302. Bengal Catholic Expositor, volume 1.india, Rushton W and Co, 1839. pp.172.
https://books.google.com.bd/books?id=0YZ0zENLQGYC&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ABENGAL%0D%0ACATHOLiC%0D%0AEXPOSiTOR.%0D%0AVOLUME+i&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7sS6nt7-AhW_9DgGHe-FAH4Q6AF6BAgGEAi

303. Ibid.

304. Ibid.

305. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.268.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

306. Annual Reports of the college of Hadji Moohummud Mohsin with its subordinate schools and of the Colleges of Dacca and Kishnaghur for 1850-51.Calcutta,Military Orphan Press,1851.
https://books.google.com.bd/books?id=m7cEAAAAQAAJ&pg=PP7&dq=ANNUAL+REPORTS%0D%0AOF+THE%0D%0ACOLLEGE+OF+HADJi+MOOHUMMUD+MOHSiN%0D%0A1850-51.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjv6NG3od7-AhXRzqACHatGB8cQ6AF6BAgiEAi

307. The Catholic Directory, Ecclasiastical Register, and Almanac. London, Burns and Lambert, 1856.
https://books.google.com.bd/books?id=XG42AAAAMAAJ&pg=PR5&dq=THE%0D%0ACATHOLiC+DiRECTORY,%0D%0AEcclesiastical+Register,+and+Almanac,%0D%0AFOR+THE+YEAR%0D%0A1856&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiksaSVo97-AhVR-jgGHRWTAikQ6AF6BAgGEAi

308. Bengal Catholic Herald, volume i. Calcutta, D'Rozario P S & Co,1841. pp.424.
https://books.google.com/books?id=ghSKsL7nLp8C&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ABENGAL%0D%0ACATHOLiC+HERALD&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV-KT9j97-AhXi4TgGHXemAewQ6AF6BAgFEAi

309. Prinsep, Henry Thoby, and Rāmachandra Dāsa. A General Register of the Hon'ble East India Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842. Calcutta, Baptist MissionPress, 1844.pp.286.
https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+GENERAL+REGiSTER+OF+THE+HON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiViL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCzbS--rf-AhXiSWwGHRHmCsEQ6AF6BAgJEAi

310. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

311. Appendix to the Report from the Selected Committee of the House of Commons on the Affair of the East india Company, 16 August 1832 and Minutes of Evidence.UK.1833.
https://books.google.com.bd/books?id=kdtTAAAAYAAJ&pg=PA295&dq=circuit+house+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwirgY6txLL_AhX81zgGHTNRDdEQ6AF6BAgLEAi

312. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.219. https://archive.org/details/dli.csl.6755

313. British Library, India Office Records. Reference N/1/24 f.155.Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 7th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

314. British Library, India Office Records. Reference N/1/32 f.199.Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 7th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

315. East India and Colonial Magazine. Conducted By A Society Of Gentlemen From india. London , Alexander R, January, 1836.pp.483.
https://books.google.com.bd/books?id=0DFGAAAAcAAJ&pg=PP5&dq=East+india+and+Colonial+Magazine.+Conducted+By+A+Society+Of+Gentlemen+From+india.+London+,Alexander+R,+January,+1836.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzg4iR7-T-AhVPcGwGHUidD3cQ6AF6BAgDEAi

316. The Asiatic Journal and monthly Register for British and Foreign India, China, and Australasia. Vol. XXXiV - new series. January - April, 1841. London, Allen,W H and Co ., 1841.pp.408. https://books.google.com.bd/books?id=cL5AAQAAiAAJ&pg=RA1-PA230&dq=The+Asiatic+Journal+and+monthly+Register+for+British+and+Foreign+india,China,+and+Australasia+.+January+-+April,+1841.+London,+Allen,W+H+and+Co+.,+1841.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjjwL6p8uT-AhWebmwGHWh0B38Q6AF6BAgDEAi

317. Accounts and Papers: Thirty volumes, Colonies: Capital Punishment; Lighthouses; Colonial Expenditure; Customs Duties; Colonial Possessions. Session 4th February- 8th August, 1851. vol. xxxiv.pp.18.
https://books.google.com.bd/books?id=xJhMAAAAcAAJ&pg=PP5&dq=Accounts+and+Papers+:+Thirty+volumes,+Colonies:+Capital+Punishment;+Lighthouses+;+Colonial+Expenditure+;+Customs+Duties+;+Colonial+Possessions.+Session+4th+February-+8th+August,+1851&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG9vj38-T-AhWlcWwGHe6CAViQ6AF6BAgDEAi

318. The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer For 1841 Second Edition. Calcutta: William Rushton and Co.1841.
https://books.google.com.bd/books?id=8Va740KpQX0C&pg=PA1&dq=The+Bengal+And+Agra+Annual+Guide+And+Gazetteer+For+1841+Second+Edition.+Calcutta+:+William+Rushton+And+Co.1841&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwia1sWZ9eT-AhUda2wGHQkGA5gQ6AF6BAgFEAi

319. List of Members of the Agricultural & Horticultural Society of India. January 1st 1842.pp.9.
https://books.google.com.bd/books?id=ySVYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=LiST+OF+MEMBERS%0D%0AOF+THE%0D%0AAgricultural+%26+Horticultural+Society%0D%0AOF%0D%0AiNDiA.%0D%0AJANUARY+1st+1842.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKjMmM9-T-AhVSbGwGHYGGAGUQ6AF6BAgGEAi

320. Husain S S. East Pakistan: A Profile. Dhaka: Longmans Green & Company. 1962, pp.229.

321. Hutchinson R H S. An Account of the Chittagong Hill Tracts. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1906. pp.94.
https://books.google.com.bd/books?id=GZtEAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=An+Account+of+the+Chittagong+Hill+Tracts+1906&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0mtDR_OT-AhWsamwGHejcATwQ6AF6BAgJEAi

322. The Calcutta Magazine, Monthly Register. Bengal General Register. Calcutta, Samuel Smith And Co.; 1832.
https://books.google.com.bd/books?id=QxwYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=The+Calcutta+Magazine+1832&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYoM6Z_uT-AhVfT2wGHdKBDi4Q6AF6BAgHEAi

323. Oriental Herald and Colonial Entelligencer: Containing a Faithful Digest of Such information As Must Be Considered Generally interesting From the British Indian Presidencies and the Eastern Nations. VOL. ii, July to December. London: Parbury & Co.; 1838.
https://books.google.com.bd/books?id=ZEMFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Oriental+Herald+and+Colonial+intelligencer+:+1838.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwja872k_-T-AhUSZmwGHWfJAXsQ6AF6BAgFEAi

324. Ibid.

325. The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India, China, And Australasia, VOL. XXVii. New Series. September-December, 1838. London: Allen W H. and co., 1838.
https://books.google.com.bd/books?id=oqVFAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=The+Asiatic+Journal+And+Monthly+Register+for+British+And+Foreign+india,+China,+And+Australasia,+1838&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhouP7gOX-AhUDUGwGHUbmBkoQ6AF6BAgEEAi

326. O’Malley L L S. Eastern Bengal District Gazetteers-Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat book Depot.1908.pp.178. https://archive.org/details/in.gov.ignca.30243

327. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.271.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQIihAY

328. Hogg's instructor, volume V. London, Groombridge R and Sons, 1855.
https://books.google.com.bd/books?id=k2A7AAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=HOGG%27S%0D%0AiNSTRUCTOR%0D%0A1855&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKnbuXqt7-AhUg9zgGHb0gAZwQ6AF6BAgEEAi

329. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. Accessed on 2nd December, 2022.

330. The Oriental Herald and General Literature, Volume Xiii, April-June. London, n.p, 1827.pp.654.
https://books.google.com.bd/books?id=pviaAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AORiENTAL+HERALD,%0D%0AAND+JOURNAL+OF%0D%0AGENERAL+LiTERATURE.%0D%0A1827&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDkNbCst7-AhW89DgGHQtBCikQ6AF6BAgMEAi

331. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

332. The Asiatic journal and monthly register for British and foreign India, China and Australasia. United Kingdom, Allen, 1842.pp.353
https://books.google.com.bd/books?id=m8RGAAAAcAAJ&pg=RA2-PA245&dq=THE+gr%0D%0AASiATiC+JOURNAL%0D%0AAND%0D%0AMONTHLY+REGiSTER+1842&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLl--Xtd7-AhVTzDgGHfdxBPEQ6AF6BAgBEAi

333. The Bengal Obituary: Or, a Record to Perpetuate the Memory of Departed Worth, Being a Compilation of Tablets and Monumental inscriptions from Various Parts of the Bengal and Agra Presidencies. To which is Added Biographical Sketches and Memoirs of Such as Have Preeminently Distinquished Themselves in History of British India, Since the Formation of the European Settlement to the Present Time. India, W. Thacker & Company, 1851.pp.155.
https://books.google.com.bd/books?id=T-HwSiLns14C&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0ABENGAL+OBiTUARY+1851&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjK8LLFu97-AhVDg2MGHcSkDLQQ6AF6BAgGEAi

334. British Library, India Office Records. Reference N/1/9 f.112.Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 10th March,2023. FullDisplay (bl.uk)
335. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

336. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.268.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

337. General Report on Public instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1847-48. Calcutta, Military Orphan Press, 1848.
https://books.google.com.bd/books?id=H8wCAAAAYAAJ&pg=RA1-PR135&dq=chittagong+school&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV16zkv97-AhVX8DgGHXPMCnUQ6AF6BAgKEAi

338. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

339. The Indian News and Chronicle of Eastern Affaires.London, 16th October 1852.pp.444.
https://books.google.com.bd/books?id=6XhNAAAAcAAJ&pg=PA444&dq=henry+randolph+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4uOjPvd7-AhVj-DgGHZpjBvAQ6AF6BAgFEAi

340. Badley, Brenton Hamline. Indian Missionary Directory and Memorial Volume. India, Methodist Episcopal Church Press, 1881.pp24.
https://books.google.com.bd/books?id=BoVJAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=iNDiAN%0D%0AMiSSiONARY+DiRECTORY%0D%0AAND%0D%0AMemorial+Volume&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwim3_njwd7-AhXF7TgGHSrCCk8Q6AF6BAgFEAi

341. The Missionary Herald, July 1864, pp:108.
https://books.google.com.bd/books?id=LxUFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AMissionary+Herald+1862&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4genWm97-AhVv6jgGHVLXBFMQ6AF6BAgGEAi

342. Malcolm, Howard. Travels in the Burman Empire. United Kingdom, William and Robert Chambers, 1840.pp37.
https://books.google.com.bd/books?id=t5peAAAAcAAJ&pg=PA1&dq=TRAVELS%0D%0AiN+THE%0D%0A27+1.0%0D%0ABURMAN+EMPiRE.%0D%0ABY+HOWARD+MALCOM.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP0K-Mw97-AhVc8zgGHbVyBX4Q6AF6BAgFEAi

343. Reports on the state of the police in the divisions of Chittagong and Cuttack and the Assam, Aracan and Tenasserim Provices and Chota Nagpore, with the orders of Government thereon for the First and Second Six months of 1840. Calcutta, G H Huttmann, Bengal Military Orphan Press, 1842.pp.13
https://books.google.com.bd/books?id=w4AiAAAAQAAJ&pg=PA22&dq=j+j+harvey+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT5tbon9X-AhXpS2wGHeOsBNEQ6AF6BAgiEAi

344. Ibid.

345. The sessional papers printed by order of the House of Lords, or presented by Royal Command, in the session 1852-3, arranged in volumes. Vol. Xxix. Reports from Select Committees of the House of Lords, and Evidence, (five volumes.) continued. Subject of this volume : government of indian territories. United Kingdom,n.p.1853. https://books.google.com.bd/books?id=TRlcAAAAQAAJ&pg=PA602&dq=rajkisto+chatterjee+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-5Liz59_-AhUY-jgGHXAuAjoQ6AF6BAgiEAi

346. The Asiatic Journal and monthly Register for British and Foreign India, China, and Australasia. Vol. XXiX - new series. May - august, 1839. London, Allen, W H and Co., 1839. https://books.google.com.bd/books?id=Yjk9AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AASiATiC+JOURNAL%0D%0AAND%0D%0AMONTHLY+REGiSTE+1839&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjri4T26d_-AhWL7jgGHVymD7gQ6AF6BAgEEAi

347. Ibid.

348. Ibid.

349. Ibid.

350. General Report on Public instruction in the Bengal Presidency for 1842-43. Calcutta, Military Orphan Press, 1843.pp.91-92. https://books.google.com.bd/books?id=KH8iAAAAQAAJ&pg=RA3-PR144&dq=GENERAL+REPORT%0D%0AON%0D%0APublie+instruction,%0D%0AiN+THE%0D%0ABENGAL+PRESiDENCY,%0D%0AFOR%0D%0A1842-43.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGovmA7N_-AhViwjgGHe7SAr8Q6AF6BAgGEAi

351. Ibid.

352. Reports on the state of the police in the divisions of Chittagong and Cuttack and the Assam, Aracan and Tenasserim Provices and Chota Nagpore, with the orders of Government thereon for the First and Second Six months of 1840. Calcutta, G H Huttmann, Bengal Military Orphan Press, 1842.pp.3 https://books.google.com.bd/books?id=w4AiAAAAQAAJ&pg=PA22&dq=j+j+harvey+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT5tbon9X-AhXpS2wGHeOsBNEQ6AF6BAgiEAi

353. Ibid.

354. Ibid.pp.4, 18.

355. Fakhruddin Mubarak Shah by Khan, Muazzam Hussain in Banglapedia.[Web].banglapedia.org accessed on 20th February, 2023.
https://en.banglapedia.org/index.php/Fakhruddin_Mubarak_Shah

356. Sarkar J. Studies in Mughal India, second edition. London, Green Longman and co, 1920. pp.121.
https://ia800102.us.archive.org/3/items/studiesinmughali01sark_0/studiesinmughali01sark_0.pdf

357. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.106

358. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ২৭১.

359. Annual Report on the Administration of the Bengal Presidency for 1863-64.india.Military Orphan Press.1865.
https://books.google.com.bd/books?id=yiciAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Annual+Report+on+the+Administration+of+the+Bengal+Presidency+1865&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrvfWFheX-AhUvS2wGHYZtCLUQ6AF6BAgJEAi

360. Hunter, William Wilson, et al. A Statistical Account of Bengal. United Kingdom, Trübner & Company, 1876.pp.208.
https://books.google.com.bd/books?id=t8pCAAAAYAAJ&pg=PA208&dq=chittagong+tea&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3-ubohuX-AhX_UGwGHRvbAJoQ6AF6BAgJEAi

361. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan,1896.pp.58.
https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

362. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ১৩২.

363. সেন, নবীন চন্দ্র. আমার জীবন, পঞ্চম ভাগ. কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩২০ বাংলা. পৃষ্ঠা ২৫৫.

364. Inventories & Accounts of Deceased Estates - Bengal 1780-1937. British India Office Will and Probate, archive reference L-AG-34-27-177, page 77. findmypast.co.uk. accessed on 20th December, 2022.

365. Wills - Bengal 1780-1938. British India Office Wills & Probate. Archive reference L-AG-34-29-114.page 74 findmypast.co.uk. accessed on 20th December, 2022.

366. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.219. https://archive.org/details/dli.csl.6755

367. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.270. https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

368. Lindsay, Lord. Lives of the Lindsays or a Memoir of The Houses of Crawford and Balcarres. In three volumes, vol iii. London: Murray, John. 1849.pp.169. https://books.google.com.bd/books?id=ncY5AAAAcAAJ&pg=PP9&dq=Lindsay,+Lord.+Lives+of+the+Lindsays+or+A+Memoir+of+The+Houses+of+Crawford+and+Balcarres.+in+three+volumes,+vol+iii.+London&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHxfj_keX-AhXTXmwGHeQRAfiQ6AF6BAgFEAi

369. Wills - Bengal 1780-1938. British India Office Wills & Probate. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

370. Prinsep, Henry Thoby, and Rāmachandra Dāsa. A General Register of the Hon'ble East India Company's Civil Servants of the Bengal Establishment from 1790 to 1842. Calcutta, Baptist MissionPress, 1844.pp.287. https://books.google.com.bd/books?id=i5cxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+GENERAL+REGiSTER+OF+THE+HON%E2%80%99BLE+EAST+iNDiA+COMPANY%27S+CiViL+SERVANTS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCzbS--rf-AhXiSWwGHRHmCsEQ6AF6BAgJEAi

371. British India Office Wills & Probate. Wills - Bengal 1780-1938. Archive reference L-AG-34-29-87.page 9 findmypast.co.uk. accessed on 2nd December, 2022.

372. Ibid.

373. Ibid.

374. The Bengal and Agra Annual Guide And Gazetteer For 1841 Second Edition. Calcutta : William Rushton And Co.1841.
https://books.google.com.bd/books?id=8Va740KpQX0C&pg=PA1&dq=The+Bengal+And+Agra+Annual+Guide+And+Gazetteer+For+1841+Second+Edition.+Calcutta+:+William+Rushton+And+Co.1841&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwia1sWZ9eT-AhUda2wGHQkGA5gQ6AF6BAgFEAi

375. Ibid.

376. Ibid.

377. Ibid.

378. General Report on Public instruction in the Bengal Presidency for 1842
43. Calcutta, Military Orphan Press, 1843.pp.139, 143.
https://books.google.com.bd/books?id=KH8iAAAAQAAJ&pg=RA3-PR144&dq=GENERAL+REPORT%0D%0AON%0D%0APublie+instruction,%0D%0AiN+THE%0D%0ABENGAL+PRESiDENCY,%0D%0AFOR%0D%0A1842-43.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGovmA7N_-AhViwjgGHe7SAr8Q6AF6BAgGEAi

379. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan,1896.pp.192.
https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

380. General Report on Public instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1863-64 with Appendixes. Calcutta, Baptist Mission Press, 1864.pp73-74.
https://books.google.com.bd/books?id=OYQiAAAAQAAJ&pg=PR1&dq=General+Report+on+Public+instruction,+in+the+Lower+Provinces+of+the+Bengal+Presidency+for+1863-64&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiq1iKeoeX-AhUN8zgGHcdPDrEQ6AF6BAgBEAi

381. Rizvi S N H. East Pakistan District Gazetteers- Chittagong. Dacca, East Pakistan Government Press. 1970.pp.320.

382. Hunter W W. The imperial gazetteer of India, volume ii, Bengal to cutwa. Trübner & co.; London, 1881.pp.454.

383. সেন, নবীন চন্দ্র. আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ . কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩২০ বাংলা. পৃষ্ঠা ৩১১.

384. আলম, অহিদুল. চট্টগ্রামের ইতিহাস. চট্টগ্রাম, বইঘর, প্রথম সংস্করণ, পৌষ১৩৯৬ বাংলা পৃষ্ঠা ১৬২.

385. General Report on Public instruction in Bengal for 1899-1900. Calcutta, Bengal secretariat press. 1900. pp.49.
https://books.google.com.bd/books?id=Gjs_AQAAMAAJ&pg=PP9&dq=General+Report+on+Public+instruction+in+Bengal+for+1900&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGlfjSqOX-AhU04TgGHTVHAY4Q6AF6BAgHEAi

386. Rizvi S N H. East Pakistan District Gazetteers- Chittagong. Dacca, East Pakistan Government Press. 1970. pp.320.

387. চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা. চট্টগ্রামের ইতিহাস. ঢাকা, গতিধারা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৬.

388. Rizvi S N H. East Pakistan District Gazetteers- Chittagong. Dacca, East Pakistan Government Press. 1970.pp.316.

389. Wills - Bengal 1780-1938. British India Office Wills & Probate. Archive reference L-AG-34-29-76. findmypast.co.uk. accessed on 8th March, 2023.

390. British India Office Births & Baptisms. Archive reference N-1-20, folio 189. findmypast.co.uk. accessed on 8th March, 2023.

391. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan,1896.pp.192.
https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

392. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ১০৬.

393. Report on the Administration of Bengal, 1876-77. Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1878.pp.221.
https://books.google.com.bd/books?id=VYMiAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Report+

on+the+Administration+of+Bengal+1878&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwid5ZChm-X-AhVZR2wGHTH8BnAQ6AF6BAgEEAi

394. Baron Teignmouth, John Shore. Memoirs of the Life, Writings and Correspondence, of Sir William Jones. United Kingdom, J. Hatchard, 1815.pp.337.
https://www.google.com.bd/books/edition/_/necEAAAAYAAJ?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwim59_799f-AhVN1zgGHdt_CfUQ7_iDegQiGBAC

395. Parliamentary Papers. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1863.
https://books.google.com.bd/books?id=RN4SAAAAYAAJ&pg=RA8-PA31&dq=elson+garden+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-5KzywN3-AhVpwjgGHTioCVgQ6AF6BAgDEAi

396. Proceedings of the Agricultural & Horticultural Society of India. January, 1841. Calcutta: Baptist Mission Press. 1841.
https://books.google.com.bd/books?id=bdFMAAAAYAAJ&pg=PA1&dq=Proceedings++of+the+Agricultural+%26+Horticultural+Society+of+india.++January,+1841&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj1966xvOX-AhUlcGwGHYmyCVsQ6AF6BAgGEAi

397. Journal of the Agricultural & Horticultural Society of India. VOL. ii. Part i. - January to December, 1843. Original Communications. Calcutta, Bishop's College Press. MDCCC.XLiii.
https://books.google.com.bd/books?id=4W9AAQAAMAAJ&pg=PR1&dq=Journal+of+the+Agricultural+%26+Horticultural+Society+of+india.+VOL.+ii.+Part+i.++January+to+December,+1843&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWpOyPvuX-AhXSTWwGHfRKAWiQ6AF6BAgHEAi

398. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ২০১.

399. Ibid. পৃষ্ঠা ১০৬.

পাহাড়ি ঢালে দুলকি চালে তামজং

1. Williamson, Thomas, and Howitt, Samuel. Oriental Field Sports: Being a Complete, Detailed, and Accurate Description of the Wild Sports of the East; and Exhibiting, in a Novel and interesting Manner, the Natural History of the Elephant, the Rhinoceros, the Tiger, the

Leopard, the Bear, the Deer, the Buffalo, the Wolf, the Wild Hog, the Jackall, the Wild Dog, the Civet, and Other Undomesticated Animals: As Likewise the Different Species of Feathered Game, Fishes, and Serpents. United Kingdom, Edward Orme, printseller to his Majesty, 1807.plate Viii.
https://books.google.com.bd/books?id=gAZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=oriental+field+sports&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7rpOB3a7-AhULR2wGHSb9Ao0Q6AF6BAgHEAi

2. Heber, Reginald. Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India: From Calcutta to Bombay, 1824-1825, (with Notes upon Ceylon,) an Account of a Journey to Madras and the Southern Provinces, 1826, and Letters Written in India. United Kingdom, J. Murray, 1828.pp.187
https://books.google.com.bd/books?id=FjQU2HgP0h0C&printsec=frontcover&dq=NARRATiVE%0AOF%0AA+JOURNEY%0ATHROUGH+THE%0AUPPER+PROViNCES+OF+iNDiA&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQvOjM3a7-AhUYXGwGHYNiDEgQ6AF6BAgEEAi

চা শিল্পের সূতিকাগার

1. Accounts and Papers, Forty three Volumes, East india: continued, Session: 5th March-7th August, 1874,Vol-XLViii . United Kingdom, 1874.pp.59.
https://books.google.com.bd/books?id=FCtcAAAAQAAJ&pg=RA2-PA59&dq=Fuller+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4r-LS5PP-AhUW8jgGHS8WBXiQ6AF6BAgEEAi

2. Journal of the Agricultural & Horticultural Society of India. VOL. ii. Part i. - January to December, 1843. Original Communications. Calcutta, Bishop's College Press. MDCCC.XLiii.
https://books.google.com.bd/books?id=4W9AAQAAMAAJ&pg=PR1&dq=Journal+of+the+Agricultural+%26+Horticultural+Society+of+india.+VOL.+ii.+Part+i.++January+to+December,+1843&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWpOyPvuX-AhXSTWwGHfRKAWiQ6AF6BAgHEAi

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.
7. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.269.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQiihAY

8. Parliamentary Papers. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1863.
https://books.google.com.bd/books?id=RN4SAAAAYAAJ&pg=RA8-PA31&dq=elson+garden+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-5KzywN3-AhVpwjgGHTioCVgQ6AF6BAgDEAi

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Accounts and Papers, Forty three Volumes, East India: continued, Session: 5th March-7th August, 1874. United Kingdom, 1874.pp.59.
https://books.google.com.bd/books?id=FCtcAAAAQAAJ&pg=RA2-PA59&dq=Fuller+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4r-LS5PP-AhUW8jgGHS8WBXiQ6AF6BAgEEAi

12. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan, 1896.pp.196.
https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

13. Thacker's Indian Directory. India, n.p, 1918.
https://books.google.com.bd/books?id=UTg1AQAAMAAJ&pg=RA9-PA156&dq=Pioneer+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW0tW15_P-AhXUyzgGHXU1B7QQ6AF6BAgHEAi

14. Parliamentary Papers. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1863.
https://books.google.com.bd/books?id=RN4SAAAAYAAJ&pg=RA8-PA31&dq=elson+garden+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-5KzywN3-AhVpwjgGHTioCVgQ6AF6BAgDEAi
15. Ibid.

16. Accounts and Papers, Forty three Volumes, East India: continued, Session: 5th March-7th August, 1874, Vol-XLViii.United Kingdom, 1874.pp.59.

https://books.google.com.bd/books?id=FCtcAAAAQAAJ&pg=RA2-PA59&dq=Fuller+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4r-LS5PP-AhUW8jgGHS8WBXiQ6AF6BAgEEAi
17.Ibid.

18. Thacker's Indian Directory. India, n.p, 1918. https://books.google.com.bd/books?id=UTg1AQAAMAAJ&pg=RA9-PA156&dq=Pioneer+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW0tW15_P-AhXUyzgGHXU1B7QQ6AF6BAgHEAi

19. Ferguson A M J. Planting Directory for India and Ceylon with a list of Coffee, Tea, Cinchona and other Plantations in India and CeyLon. Sri Lanka, n.p, 1878. https://books.google.com.bd/books?id=tv8OAAAAYAAJ&pg=RA1-PA170&dq=Pioneer+tea+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW0tW15_P-AhXUyzgGHXU1B7QQ6AF6BAgEEAi

20. Hunter W W. A Statistical Account of Bengal, volume VI. United Kingdom, Trubner, 1876.pp.209-211. https://books.google.com.bd/books?id=t8pCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=STATiSTiCAL+ACCOUNT+OF+Bengal+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiH4pSzvN3-AhX79DgGHYjhAv0Q6AF6BAgJEAi

21. Ibid.

22. Ibid.

23. Ibid.

কাঠের জাহাজের স্বর্ণযুগ

1. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp. 301-302.

2. Phipps, John. A Collection of Papers Relative to Ship Building in India. Calcutta, Scott and Co.; 1840.pp.175.

https://books.google.com/books?id=SpleAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+COLLECTiON+OF+PAPERS+,+RELATiVE+TO+Ship+Building+in+india.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdqg9e7-AhUs-jgGHXTWBH0Q6AF6BAgDEAi

3. Ibid.pp.41, 42, 47.

4. Ibid.pp.7, 8.

5. Calcutta Gazette [newspaper]. 1st October, 1795. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 31st July, 2020.

6. Pryde, James. Navigation. United Kingdom, W. & R. Chambers, 1867.pp.452. https://books.google.com.bd/books?id=RVwBAAAAQAAJ&pg=PA452&dq=copper+sheet+for+wooden+vessel&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiL7ij6_e7-AhWV6zgGHaB-B6QQ6AF6BAgHEAi

7. Phipps, John. A Collection of Papers Relative to Ship Building in India. Calcutta, Scott and Co.; 1840.pp.35. https://books.google.com/books?id=SpleAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+COLLECTiON+OF+PAPERS+,+RELATiVE+TO+Ship+Building+in+india.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdqg9e7-AhUs-jgGHXTWBH0Q6AF6BAgDEAi

8. Ibid.42.

9. Ibid.pp.175-178.

10. Calcutta Gazette [newspaper]. 1st October, 1795. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 31st July, 2020.

11. Enclosed letter from Lieutenant Samuel Cooper, quarter Master, Bengal Native infantry to C. Fryer, Collector of Chittagong dated 21st March 1794, with regards to the supply of grains for the detachment under his command. National archive of India.[Web].abhilekhpatal.in ; Foreign Public Records. identifier PR_000004116025, file:Cons. 7 April 1794, No. 29A. accessed on 20 February, 2023. https://www.abhilekh-patal.in/jspui/handle/123456789/2877380?searchWord=Chittagong&backquery=[location=123456789%2F1&query=Chittagong&rpp=20&sort_by=dc.date.accessioned_dt&order=desc]

12. Inventories & Accounts of Deceased Estates - Bengal 1780-1937. British India Office Will and Probate, archive reference L-AG-34-27-23, page 26. findmypast.co.uk. accessed on 13th December, 2022.

13. Hunter W W. A Statistical Account of Bengal, volume VI. United Kingdom, Trubner, 1876.pp.323.
https://books.google.com.bd/books?id=t8pCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=STATiSTiCAL+ACCOUNT+OF+Bengal+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiH4pSzvN3-AhX79DgGHYjhAv0Q6AF6BAgJEAi

14. Depping, Georges-Bernard, and Solvyns, Balthazar. Les Hindoûs. France, L'auteur, 1811.
https://books.google.com.bd/books?id=Oxdo-vc7UycC&pg=PP9&dq=LES+HiNDOUS,+PAR+F.+BALTAZARD+SOLVYNS.+00+TOME+TROiSi%C3%88ME&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiat-mFmu_-AhWf3TgGHT91CBUQ6AF6BAgHEAi

15. Ibid.

16. Phipps, John. A Collection of Papers Relative to Ship Building in India. Calcutta, Scott and Co.; 1840.pp.175-178.
https://books.google.com/books?id=SpleAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+COLLECTiON+OF+PAPERS+,+RELATiVE+TO+Ship+Building+in+india.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdqg9e7-AhUs-jgGHXTWBH0Q6AF6BAgDEAi

17. Ibid.

18. The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. Volume Vii, January to June, 1819. London, Parbury, Allen, and Company, 1819.pp.593
https://books.google.com.bd/books?id=WiAYAAAAYAAJ&pg=PP9&dq=THE%0AASiATiC+JOURNAL%0A11%0AAND%0AMONTHLY+REGiSTER%0AFOR%0ABritish+india+and+its+Dependencies+1819&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwif2Z2lnu_-AhXY9jgGHZtKAiEQ6AF6BAgEEAi

19. Phipps, John. A Collection of Papers Relative to Ship Building in India. Calcutta, Scott and Co.; 1840.pp.176.
https://books.google.com/books?id=SpleAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=A+COLLECTiON+OF+PAPERS+,+RELATiVE+TO+Ship+Building+in+india.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdqg9e7-AhUs-jgGHXTWBH0Q6AF6BAgDEAi

20. Alfred. (2023, April 6). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_(1818_ship)

21. Deutschland (Schiff, 1818). (2022, December 14). In *Wikipedia*.
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(Schiff,_1818)
22. Ibid.

23. Ibid.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.270.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQIihAY

27. Ibid.

28. Ibid.

29. Flagg, Edmund. Report on the Commercial Relations of the United States with All Foreign Nations: Consular returns. United States, A. O. P. Nicholson, Printer, 1856.pp.642.
https://books.google.com.bd/books?id=k_BfAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=REPORT%0D%0AON+THE%0D%0ACOMMERCiAL+RELATiONS+OF+THE+UNiTED+STATES%0D%0AWiTH%0D%0AALL+FOREiGN+NATiONS+1857&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjTmOPXpe_-AhWpzTgGHeNWAS4Q6AF6BAgiEAi
30. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.270.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQIihAY

31. Ibid.

32. Ibid.

33. করিম, আব্দুল. আব্দুল হক চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খন্ড. বাংলা একাডেমি, ২০১১. পৃষ্ঠা ২৭৯.

34. Calcutta Gazette [newspaper]. 5th November, 1807. Archived in the British Library. Findmypast.co.uk accessed on 8th January, 2020.

35. Abstract Of The Proceedings Of The Council Of The Governor General Of India, Pano Assembled For The Purpose Of Making Laws And Regulations, 1891, Volume XXX. Calcutta, Office of the Superintendent of Government Print.1892.pp.68. https://books.google.com.bd/books?id=1iAZAAAAYAAJ&pg=PP7&dq=ABSTRACT+OF+THE+PROCEEDiNGS+OF+THE+COUNCiL+OF+THE+GOVERNOR+GENERAL+OF+iNDiA,+PANO+ASSEMBLED+FOR+THE+PURPOSE+OF+MAKiNG+LAWS+AND+REGULATiONS,+1891.+WiTH+iNDEX.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLyszr4O_-AhW-8TgGHS0xD5sQ6AF6BAgNEAi

36. Ibid.pp.67.

37. Ibid.pp.67-68.

38. Ibid

39. Nautical Magazine: A Magazine for Those interested in Ships and the Sea. 1872. United Kingdom, Brown, Son & Ferguson, 1872.pp.426. https://books.google.com/books?id=LE9WAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=NAUTiCAL+MAGAZiNE+1872&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0ya264u_-AhWqyDgGHXwpDswQ6AF6BAgJEAi

দাসত্বের শিকলে

1. Zamor. (2023, May 3). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Zamor

2. Madame du Barry. (2023, April 23). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry

3. French Revolution. (2023, May 5). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution

4. Copy of the Despatch from the Governor General of india in Council to the Court of Directors, Dated the 8th Day of February 1841 (N0.3), with the Report from the indian Law Commissioners, Dated the 15th day of January 1841, and its Appendix Enclosed in that Despatch , on the Subject of Slavery in the East indies. 1841

https://books.google.com.bd/books?id=dPtAAQAAMAAJ&pg=PA3&dq=COPY+OF+The+DESPATCH+from+the+GOVERNOR+GENERAL+of+iNDiA+in+Council+to+the+COURT+OF+DiRECTORS+WiTH+THE+REPORT+FROM+THE+iNDiAN+LAW+COMMiSSiONERS+ON+THE+SUBJECT+OF+SLAVERY+iN+THE+EAST+iNDiES.+1841&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_hvbQ3eX-AhVc8DgGHZU4AboQ6AF6BAgJEAi

5. Cotton H. J. S. Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta, Bengal Secretariat Press. 1880. pp.223. https://archive.org/details/dli.csl.6755

6. BEAUFORT, Francis Lestock. A Digest of the Criminal Law of the Presidency of Fort William, and guide to all criminal authorities therein. India, R. C. Lepage & Company, 1849. https://books.google.com.bd/books?id=7ZpeAAAAcAAJ&pg=PA575&dq=Slavery+act+1843&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjXhJX-5OX-AhU6pekKHVZ_BX8Q6AF6BAgiEAi

বিপন্ন ও বিলুপ্ত পশু পাখি

1. Williamson, Thomas, and Howitt, Samuel. Oriental Field Sports: Being a Complete, Detailed, and Accurate Description of the Wild Sports of the East; and Exhibiting, in a Novel and interesting Manner, the Natural History of the Elephant, the Rhinoceros, the Tiger, the Leopard, the Bear, the Deer, the Buffalo, the Wolf, the Wild Hog, the Jackall, the Wild Dog, the Civet, and Other Undomesticated Animals: As Likewise the Different Species of Feathered Game, Fishes, and Serpents. United Kingdom, Edward Orme, printseller to his Majesty, 1807.pp.149. https://books.google.com/books?id=gAZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=ORiENTAL+FiELD+SPORTS+;+BEiNG+A+COMPLETE,+DETAiLED+,+AND+ACCURATE+DESCRiPTiON+OF+THE+WiLD+SPORTS+OF+THE+EAST+;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwji9e7PovT-AhXc3TgGHScNAigQ6AF6BAgiEAi

2. Littell's Living Age. United States, T.H. Carter & Company, 1849.pp.537. https://books.google.com.bd/books?id=4SLVAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=LiTTELL%27S%0D%0ALiViNG++AGE+1849&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiu6Ky0o_T-AhUO-TgGHfC9DeoQ6AF6BAgLEAi

3. Fairholme, George. General View of the Geology of Scripture: in which the Unerring Truth of the inspired Narrative of the Early Events in the World is Exhibited, and Distinctly Proved. United Kingdom, Key & Biddle, 1833.pp.183. https://books.google.com.bd/books?id=iNs0AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=GENERAL+ViEW%0D%0AOF+THE%0D%0AGEOLOGY+OF+SCRiPTURE+1833&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZtJq4pPT-AhVM3jgGHVcFAR4Q6AF6BAgEEAi

4. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.70.

5. Sanderson, G P. Thirteen Years among the Wild Beasts of India: Their Haunts and Habits from Personal Observations; with an Account of the Modes and Capturing and Taming Elephants. United Kingdom, W.H. Allen, 1879.pp.83. https://books.google.com.bd/books?id=sWiLAQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=THiRTEEN+YEARS%0D%0AAMONG+THE%0D%0AWiLD+BEASTS+OF+iNDiA&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYhp-BpvT-AhVA6jgGHeSvBkYQ6AF6BAgDEAi

6. Fairholme, George. General View of the Geology of Scripture: in which the Unerring Truth of the inspired Narrative of the Early Events in the World is Exhibited, and Distinctly Proved. United Kingdom, Key & Biddle, 1833.pp.183. https://books.google.com.bd/books?id=iNs0AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=GENERAL+ViEW%0D%0AOF+THE%0D%0AGEOLOGY+OF+SCRiPTURE+1833&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZtJq4pPT-AhVM3jgGHVcFAR4Q6AF6BAgEEAi

7. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan, 1896.pp.189. https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

8. Sanderson, G P. Thirteen Years among the Wild Beasts of India: Their Haunts and Habits from Personal Observations; with an Account of the Modes and Capturing and Taming Elephants. United Kingdom, W.H. Allen, 1879.pp.133. https://books.google.com.bd/books?id=sWiLAQAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=THiRTEEN+YEARS%0D%0AAMONG+THE%0D%0AWiLD+BEASTS+OF+iNDiA&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYhp-BpvT-AhVA6jgGHeSvBkYQ6AF6BAgDEAi

9. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honourable East-india Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812: And ... Arranged in Chapters, as Applicable to the ... Departments of the Army, with Forms of Returns, indents, Reports, &c., Annexed, as Relating to Each. India, R.W. Walker, 1812.pp.576. https://books.google.com.bd/books?id=N5K1WYWrjgYC&pg=PP1&dq=ABSTRACT%0D%0AOF%0D%0AGENERAL+ORDERS+%26+REGULATiONS%0D%0AiN+FORCE%0D%0ASa+the+Donorable+Cast+india+Company%27s+Army&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiq5rqlqPT-AhU39zgGHQgUC3QQ6AF6BAgHEAi

10. Ibid.

11. Islam S. Bangladesh District Records, Chittagong vol-1, 1760-1787. University of Dhaka, 1978, pp.323.

12. Fairholme, George. General View of the Geology of Scripture: in which the Unerring Truth of the inspired Narrative of the Early Events in the World is Exhibited, and Distinctly Proved. United Kingdom, Key & Biddle, 1833.pp.182. https://books.google.com.bd/books?id=iNs0AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=GENERAL+ViEW%0D%0AOF+THE%0D%0AGEOLOGY+OF+SCRiPTURE+1833&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZtJq4pPT-AhVM3jgGHVcFAR4Q6AF6BAgEEAi

13. Williamson, Thomas, and Howitt, Samuel. Oriental Field Sports: Being a Complete, Detailed, and Accurate Description of the Wild Sports of the East; and Exhibiting, in a Novel and interesting Manner, the Natural History of the Elephant, the Rhinoceros, the Tiger, the Leopard, the Bear, the Deer, the Buffalo, the Wolf, the Wild Hog, the Jackall, the Wild Dog, the Civet, and Other Undomesticated Animals: As Likewise the Different Species of Feathered Game, Fishes, and Serpents. United Kingdom, Edward Orme, printseller to his Majesty, 1807.pp.113-114. https://books.google.com/books?id=gAZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=ORiENTAL+FiELD+SPORTS+;+BEiNG+A+COMPLETE,+DETAiLED+,+AND+ACCURATE+DESCRiPTiON+OF+THE+WiLD+SPORTS+OF+THE+EAST+;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwji9e7PovT-AhXc3TgGHScNAigQ6AF6BAgiEAi

14. Littell's Living Age. United States, T.H. Carter & Company, 1849.pp.537. https://books.google.com.bd/books?id=4SLVAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=LiTTELL%27S%0D%0ALiViNG++AGE+1849&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiu6Ky0o_T-AhUO-TgGHfC9DeoQ6AF6BAgLEAi

15. Williamson, Thomas, and Howitt, Samuel. Oriental Field Sports: Being a Complete, Detailed, and Accurate Description of the Wild Sports of the East; and Exhibiting, in a Novel

and interesting Manner, the Natural History of the Elephant, the Rhinoceros, the Tiger, the Leopard, the Bear, the Deer, the Buffalo, the Wolf, the Wild Hog, the Jackall, the Wild Dog, the Civet, and Other Undomesticated Animals: As Likewise the Different Species of Feathered Game, Fishes, and Serpents. United Kingdom, Edward Orme, printseller to his Majesty, 1807.pp.149. https://books.google.com/books?id=gAZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=ORiENTAL+FiELD+SPORTS+;+BEiNG+A+COMPLETE,+DETAiLED+,+AND+ACCURATE+DESCRiPTiON+OF+THE+WiLD+SPORTS+OF+THE+EAST+;&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwji9e7PovT-AhXc3TgGHScNAigQ6AF6BAgiEAi

16. Abstract of General Orders & Regulations in Force in the Honourable East-india Company's Army on the Bengal Establishment, Completed to the 1st of February, 1812: And ... Arranged in Chapters, as Applicable to the ... Departments of the Army, with Forms of Returns, indents, Reports, &c., Annexed, as Relating to Each. India, R.W. Walker, 1812.pp.577. https://books.google.com.bd/books?id=N5K1WYWrjgYC&pg=PP1&dq=ABSTRACT%0D%0AOF%0D%0AGENERAL+ORDERS+%26+REGULATiONS%0D%0AiN+FORCE%0D%0ASa+the+Donorable+Cast+india+Company%27s+Army&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiq5rqlqPT-AhU39zgGHQgUC3QQ6AF6BAgHEAi

17. Ibid.

18. চৌধুরী, আব্দুল হক. বন্দর শহর চট্টগ্রাম. ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪. পৃষ্ঠা ৯৬.

19. The oriental sporting magazine, new series, vol. ii, January to December, 1869. Calcutta: Bose & co.; Stanhope press. 1870. pp.167. https://books.google.com.bd/books?id=eoQ4AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=THE%0D%0AORiENTAL+SPORTiNG+MAGAZiNE.%0D%0ANEW+SERiES.&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-tpGXzfT-AhW_1TgGHR1mCeQQ6AF6BAgNEAi

20. Ibid.pp.167-169.

21. The Sumatra Rhinoceros. The illustrated London News [Newspaper], London, 23th March, 1872. Archived in the British Library. [Web] Findmypast.co.uk accessed on 31st july, 2020.

22. Ibid.

23. Transactions of the Zoological Society of London, Volume iX. United Kingdom, Soc., 1877.pp.652. https://books.google.com.bd/books?id=AS-n8CMoX0MC&printsec=frontcover&dq=TRANSACTiONS%0D%0AOF%0D%0ATHE+ZOO

LOGiCAL+SOCiETY%0D%0AOF+LONDON+1877&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQiv7A3PT-AhVK4jgGHXT6AVgQ6AF6BAgCEAi

24. Ibid.

25. Anderson, John. Guide to the Calcutta Zoological Gardens. India, order of the Honorary Committee of Management, 1883.pp.74-75. https://books.google.com.bd/books?id=C30ZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=GUiDE%0D%0ATO+THE%0D%0ACALCUTTA%0D%0AZOOLOGiCAL+GARDENS+1883&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHmiD32_T-AhUq6jgGHbadCFsQ6AF6BAgCEAi

26. Ibid.pp.76.

27. Transactions of the Zoological Society of London, Volume iX. United Kingdom, Soc., 1877.pp.652-655. https://books.google.com.bd/books?id=AS-n8CMoX0MC&printsec=frontcover&dq=TRANSACTiONS%0D%0AOF%0D%0ATHE+ZOOLOGiCAL+SOCiETY%0D%0AOF+LONDON+1877&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQiv7A3PT-AhVK4jgGHXT6AVgQ6AF6BAgCEAi

28. Ibid.pp.653.

29. Anderson, John. Guide to the Calcutta Zoological Gardens. India, order of the Honorary Committee of Management, 1883.pp.74. https://books.google.com.bd/books?id=C30ZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=GUiDE%0D%0ATO+THE%0D%0ACALCUTTA%0D%0AZOOLOGiCAL+GARDENS+1883&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHmiD32_T-AhUq6jgGHbadCFsQ6AF6BAgCEAi

30. Clay, Arthur Lloyd. Leaves from a Diary in Lower Bengal. United Kingdom, Macmillan, 1896.pp.62. https://books.google.com.bd/books?id=K3RBAQAAMAAJ&pg=PA61&dq=tiger+in+chittagong&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7zurmscX-AhWFT2wGHWACC4sQ6AF6BAgOEAi

31. The New England Poultry Breeder: Being a Brief History of Domestic Fowls; and Containing Full Directions for Their Rearing and Management. United States, R.B. Fitts & Company, 1850.pp.29. https://books.google.com.bd/books?id=8RpQAQAAMAAJ&pg=PA5&dq=NEW+ENGLAND%0D%0A1%0D%0APOULTRY+BREEDER+:%0D%0ABEiNG+A+BRiEF+HiSTORY+OF%

0D%0ADOMESTiC+FOWLS+1850&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ6PKP7vT-AhXi4TgGHc09AOiQ6AF6BAgiEAi

32. Bennett J C. The Poultry Book a Treatise on Breeding and Management Domestic Fowls. United States,1852.pp.30.
https://books.google.com.bd/books?id=AyJEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+POULTRY+BOOK%0D%0ABennett&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAy5eM7_T-AhUc9DgGHY-OBlcQ6AF6BAgCEAi

33. Miner, Thomas B. Miner's Domestic Poultry Book: A Treatise on the History, Breeding, and General Management of Foreign and Domestic Fowls. United States, Geo. W. Fisher, 1853.
https://books.google.com.bd/books?id=VL1DAQAAMAAJ&pg=PA1&dq=MiNER%27S%0D%0ADOMESTiC+POULTRY+BOOK+:%0D%0AA+TREATiSE+ON+THE%0D%0AHiSTORY,+BREEDiNG+,+AND+GENERAL+MANAGEMENT%0D%0AOF%0D%0AFOREiGN+AND+DOMESTiC+FOWLS&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwip8ZzW6_T-AhVe8DgGHbuHBOMQ6AF6BAgGEAi

34. Lawrence, John. A Practical Treatise on Breeding, Rearing, and Fattening All Kinds of Domestic Poultry, Pheasants, Pigeons, and Rabbits: With an Account of the Egyptian Method of Hatching Eggs by Artificial Heat. United Kingdom, Sherwood, Neely and Jones, 1819.
https://books.google.com.bd/books?id=TTFEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=A%0D%0APractical+Treatise%0D%0AON%0D%0ABREEDiNG,+REARiNG,+AND+FATTENiNG,%0D%0AALL+KiNDS+OF%0D%0ADOMESTiC+POULTRY+1819&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjp9_je7PT-AhXN8zgGHZWOByoQ6AF6BAgEEAi

35. Ferguson, George. Ferguson's illustrated series of rare and prize poultry. United Kingdom, n.p, 1854.
https://books.google.com.bd/books?id=xKBbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Ferguson%27s+illustrated&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdvO2Y7fT-AhXG7jgGHVUoCE8Q6AF6BAgHEAi

36. Dixon, Edmund Saul, and Kerr, J. J. A Treatise on the History and Management of Ornamental and Domestic Poultry. United States, C.M. Saxton and Company, 1857.
https://books.google.com.bd/books?id=bRtEAAAAYAAJ&pg=PA348&dq=A+TREATiSE%0D%0AON+THE%0D%0AHiSTORY+AND+MANAGEMENT%0D%0AOP%0D%0AOrnamentaland+Domestic+Poultry+1857&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwisoo_c7fT-AhUu-jgGHXGJDjUQ6AF6BAgJEAi

37. The New England Poultry Breeder: Being a Brief History of Domestic Fowls; and Containing Full Directions for Their Rearing and Management. United States, R.B. Fitts &

Company, 1850.
https://books.google.com.bd/books?id=8RpQAQAAMAAJ&pg=PA5&dq=NEW+ENGLAND%0D%0A1%0D%0APOULTRY+BREEDER+:%0D%0ABEiNG+A+BRiEF+HiSTORY+OF%0D%0ADOMESTiC+FOWLS+1850&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ6PKP7vT-AhXi4TgGHc09AOiQ6AF6BAgiEAi
38. Bennett J C. The Poultry Book a Treatise on Breeding and Management Domestic Fowls. United States,1852.
https://books.google.com.bd/books?id=AyJEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+POULTRY+BOOK%0D%0ABennett&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAy5eM7_T-AhUc9DgGHY-OBlcQ6AF6BAgCEAi

39. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮.

40. Ferguson, George. Ferguson's illustrated series of rare and prize poultry. United Kingdom, n.p, 1854.
https://books.google.com.bd/books?id=xKBbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Ferguson%27s+illustrated&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdvO2Y7fT-AhXG7jgGHVUoCE8Q6AF6BAgHEAi

41. হামিদুল্লাহ. আহাদিসুল খাওয়ানীন- চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস. অনুবাদক, খালেদ মাসুকে রাসুল.অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩. পৃষ্ঠা ৫৭.

42. Bengal Catholic Herald, volume V. Calcutta, D'Rozario P S & Co, 1843.pp.270.
https://www.google.com/books/edition/_/_mbN8JyZLmMC?sa=X&ved=2ahUKEwiLvMTjkN7-AhUt9zgGHQvSCuUQre8FegQIihAY

43. Bennett J C. The Poultry Book a Treatise on Breeding and Management Domestic Fowls. United States, 1852.pp.30.
https://books.google.com.bd/books?id=AyJEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=THE+POULTRY+BOOK%0D%0ABennett&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAy5eM7_T-AhUc9DgGHY-OBlcQ6AF6BAgCEAi

শিল্পী পরিচিতি

1. Wilson C R. Indian Record Series Old Fort William in Bengal-A Selection of Official Documents Dealing with its History, vol- i. 1906.pp.162.
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.280307
2. Ibid. pp. 181.

3. Wilson C. R. Indian Record Series Old Fort William in Bengal-A Selection of Official Documents Dealing with its History, vol- ii. 1906.pp. 164-165.
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.210585

4. Ibid. pp. 167.

5. Ibid. pp. 174.

6. Ibid. pp. 174,179.

7. Ibid. pp.180.

8. Biographical Notices of Officers of the Royal (Bengal) Engineers. United Kingdom, Smith, Elder, & Company, 1900.pp.68.
https://books.google.com.bd/books?id=D23iEEgswfEC&printsec=frontcover&dq=BiOGRAPHiCAL+NOTiCES%0D%0AOF%0D%0AOFFiCERS%0D%0AOF+THE%0D%0AROYAL+(BENGAL)+ENGiNEER&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjc05PN567-AhUat1YBHcbkD58Q6AF6BAgKEAi

9. Ibid.

10. Everest G and Phillimore R H. Historical Records of Survey of India, vol-iV. India, 1958.pp. 195.
https://archive.org/details/HistoricalRecordsOfSurveyOfindiaVol4ByPhillimore

11. Cheape J. A map of the Province of Chittagong, Surveyed in 1815-16.Map.[ca. 2miles to 1inch]. Manuscript collection, the British Library, Shelf mark x/1085/1.

12. Dictionary of National Biography. United Kingdom, Macmillan, 1887.
https://books.google.com.bd/books?id=Wy0JAAAAiAAJ&printsec=frontcover&dq=dictionary+of+national+biography+volume+10&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPsYXw767-AhWTsFYBHZiNBzsQ6AF6BAgFEAi

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Everest G and Phillimore R H. Historical Records of Survey of India, vol-iV. India,1958.pp. 196.
https://archive.org/details/HistoricalRecordsOfSurveyOfindiaVol4ByPhillimore

17. Ibid.pp.196.

18. British Library, India Office Records. Reference N/1/9 f.112.Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 10th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

19. British Library, India Office Records. Reference N/1/48 f.14 .Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 10th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

20. British Library, India Office Records. Reference N/1/61 f.104 .Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 10th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

21. British Library, India Office Records. Reference N/1/23 f.69; N/1/61 f.104 .Web. indiafamily.bl.uk. accessed on 10th March,2023. FullDisplay (bl.uk)

22. Everest G and Phillimore R H. Historical Records of Survey of India, vol-iV. India,1958.pp. 197.
https://archive.org/details/HistoricalRecordsOfSurveyOfindiaVol4ByPhillimore

23. Ibid.

24. The Indian mail: a monthly register for British and Foreign India, China, and Australasia. 1844. United Kingdom, n.p, 1844.pp.625.
https://books.google.com.bd/books?id=KFBDAAAAcAAJ&pg=RA1-PA625&dq=boileau+chittagong+indian+mail&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKnieYuN3-AhWe8zgGHZN8C1cQ6AF6BAgCEAi

25. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.31.

26. Under the Indian Sun British Landscape Artists, Edited by Pauline Rohatgi And Pheroza Godrej. Marg Publications.1995.pp.414.

27. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-ii. London. Constable and Company Lt.1928.pp.258.
https://archive.org/details/dli.csl.3669

28. Ibid.

29. Christie's London auction catalogue, 25th May, 1995. pp.104.

30. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-ii. London. Constable and Company Lt.1928.pp.258.
https://archive.org/details/dli.csl.3669

31. Ibid.

32. The india Office List. United Kingdom, H.M. Stationery Office, 1829.pp.444.
https://books.google.com.bd/books?id=2gQLAQAAiAAJ&pg=PR3&dq=THE%0D%0AEAST-iNDiA+REGiSTER%0D%0AAND%0D%0ADiRECTORY,%0D%0AFor+1829&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmq83y6tX-AhVA7jgGHZKvBEYQ6AF6BAgiEAi

33. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-ii. London. Constable and Company Lt.1928.pp.258.
https://archive.org/details/dli.csl.3669
.

34. George, James. Indian Scenery, Chittagong, 1821-22. [Album]. Victoria and Albert Museum, London, Museum reference # iS 19-1983.

35. Hodson V C P. List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834, Part-iii. London. Phillimore and Co.1946.pp.578.
https://archive.org/details/dli.csl.3562

36. Farrington S M and Radford J A. Chittagong Christian Cemeteries, Bangladesh. London, BACSA, 1999.pp.30.